PUBLISHED UNDER THE SANCTION OF THE EDUCATION DEPT., BENGAL.

Byabaharik-Monobignan

OR

Practical Psychology

By

Sarat Chandra Brahmachary, M.A., B.T.,

Provincial Education Service,

HEAD MASTER, HOOGHLY GOVT. TRAINING SCHOOL.

WITH A FOREWORD

BY

M. P. WEST Esqr., M.A., I.E.S.,

Inspector of Schools, Chittagong Division,
Late Vice-Principal and Professor
of Psychology, Dacca
Training College.

Calcutta :

Mukherji Bose & Co.,

Cornwallis Buildings.

1917

Price Rs. 3/-

To

W. E. Griffith Esq., M.A., I.E.S.,

FORMERLY PRINCIPAL,

DAVID HARE TRAINING COLLEGE,

AND NOW

INSPECTOR OF SCHOOLS, BURDWAN DIVISION,

WHOSE DEEP INTEREST IN THE SPREAD OF

SOUND EDUCATION IN THE COUNTRY AND

SPECIALLY IN THE TRAINING

OF TEACHERS, IS SO

WIDELY KNOWN,

This book is respectfully dedicated as a

token of regard by his

PUPIL.

FOREWORD.

(পূর্ব্বাভাষ)

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক যথার্থ সেবকের কার্য্য করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে প্রকৃতই মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক অধুনা-পরিজ্ঞাত যাবতীয় তথ্য নিবদ্ধ হইয়াছে, এবং আমি যত দূর জানি এখানিই বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। "মনোবিজ্ঞান" শব্দটির বড়ই অপব্যবহার হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞান বলিলে কেহ কেহ গুপ্ত-বিদ্যা বা অলৌকিক রহস্য-বিজ্ঞান (occultism) অথবা ভেল্‌কি (chicanery) বিষয়ক অদ্ভুত ও উপহাস-জনক পুস্তক, এবং কেহ কেহ বা মনোগত বিষয় (abstract) লইয়া ঝাপ্‌সা রকমের দার্শনিক গবেষণা মাত্র বুঝিয়া থাকেন।

কিন্তু এরূপ দার্শনিক গবেষণা অনেক সময় বাজীকরের ভেল্‌কির ন্যায়, শব্দ লইয়া ভেল্‌কি করা মাত্র। নব্য মনোবিজ্ঞান দুইটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা—

১। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক-যন্ত্রের (ক্রিয়া কৌশলের) আলোচনা ব্যতীত মনের কার্য্য-প্রণালীর জ্ঞান লাভ অসম্ভব। যে প্রক্রিয়ার ফলে অনুবোধ পরিশেষে কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় তাহাই চিন্তা শক্তি (thought)। আর মস্তিষ্কের সাহায্যেই অনুবোধ (sensation) ও (তদানুষঙ্গিক) কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মস্তিষ্ক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অংশে চিহ্নিত হইয়াছে, এবং এই সকল চিহ্নিত অংশ বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন ও পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অপর অংশগুলি উদ্বোধকের প্রভাবে উত্তেজিত বা কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশীর চালনা ঘটিয়া থাকে। যে প্রক্রিয়াদ্বারা অন্তর্মুখী (in-coming) অনুবোধ, বহির্মুখী (out-going) স্নায়বিক কার্য্যাত্মিকা উত্তেজনায় (impulse) পর্য্যবসিত হয়, এবং পরিশেষে এই উত্তেজনার ফলে যে সকল বিবিধ অনুষ্ঠান সম্ভব, তন্মধ্যে নির্ব্বাচন ঘটিয়া একটী মাত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই প্রক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। তবে এই বিষয়টীর গুরুত্ব যে এত দিনে লোক বুঝিয়াছে ইহাও আংশিক লাভ।

২। পরীক্ষা এবং প্রাবর্ত্তক বা আরোহ-প্রণালীই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞান অবরোহ-পদ্ধতি

বা অনুমান-পদ্ধতির উপরই সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। নব্য পদার্থ-বিদ্যার সহিত মধ্য-যুগের অবরোহ-বিচার-পদ্ধতির (deductive speculation), জাতি বিভাগ বা জাতি নির্ণয়ের (classification) এবং প্রাচীন যুগের রসায়ন বা প্রাচীন যুগের দর্শন-শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, নব্য মনো-বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন মনোবিজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। আজকাল কেহই আর কেবল আপন আপন মনের অন্তর্দৃষ্টি-মূলক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং একটী মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। মনস্তত্ত্ববিদ্ হইতে হইলে তাঁহাকে অপরের মনের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং পদার্থ-বিদ্যাবিদ্‌গণ প্রাকৃতিক শক্তি পর্য্যবেক্ষণের ফল যেরূপ ঠিক ভাবে প্রকাশিত করেন তাঁহাদিগকেও সকলের মানসিক-ক্রিয়া-পর্য্যবেক্ষণের ফল, সেইরূপ ঠিকভাবে প্রকাশিত করিতে হইবে।

মনস্তত্ত্বের এই নব-উদ্বোধন এত আধুনিক যে, ইহার আদি প্রচারকগণ এখনও আমাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই বলিলেও চলে। টিচেনার (Titchener) প্রমুখ তাঁহাদের আদি শিষ্যগণ নেতারূপে মনস্তত্ত্বের এই নব উদ্বোধন আজকাল কার্য্যে পরিণত করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বর্ত্তমানক্ষেত্রে প্রায় যুগ-প্রবর্ত্তক স্বরূপই হইয়াছেন। তিনি বাংলা দেশে, দেশের নিজ ভাষায়, এই নবোদ্বোধিত বিজ্ঞানের এক সরল অথচ বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি আশা করি বাঙ্গলা পদার্থ-বিদ্যাবিদ্

ও রসায়ন বিদ্যাবিদ্‌গণের বিখ্যাত নব্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালী মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের নব্য সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক হইবেন।

Chittagong,
25-5-17.

M. WEST, I. E. S.
ঢাকা ট্রেনিং কলেজের
মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

Translation of

Mr. West's Foreword.

Babu Sarat Chandra Brahmachary has renderd true service to the cause of mental science by writing in Bengali a text book on Psychology. All the Psychological facts which have been discovered up to this time have been inserted in the book, and so far as I know this is the first treatise of its kind published in Bengali. The term "Psychology" is liable to a good deal of mis-interpretation. There are some to whom the term conveys an idea of mysticism or occultism, and they regard Psychology as an absurd and ridiculous form of chicanery, while to some again it seems to consist in vague Philosophical discussions regarding abstract Psychological phenomena. But such discussions do not generally amount to more than mere juggling with words. Modern Psychology is based on the following principles :—

Ist,—It is not possible to understand how the mind works without a knowledge of the corresponding cerebral processes. Thought is nothing but a series of processes by which sensations

eventually terminate in action. It is with the help of the brain that sensations are received and actions performed. As a result of Psycho-physical researches the brain has been mapped out into a number of definite tracts or areas, and it has been conclusively established that these areas are connected with the different end-organs or senses through which knowledge is acquired. Similarly, other areas of the brain when excited by sensory stimuli or injured in any way, give rise to muscular movements.

The particular processes by which the incoming nerve-currents that cause sensations are converted into out-going impulses, and the exact way in which a particular action is selected out of many possible actions that might result from these motor impulses, are at present beyond our knowledge. It is however a partial gain that the importance of the subject has at last been understood.

2ndly—Modern Psychology is based on practical, experimental and inductive methods. In fact, modern Psychology bears the same relation to ancient philosophy as modern physical sciences do to the speculations and classifications of the middle ages or as modern chemistry to the Alchemy of the past. Now-a-days nobody is regarded

as a psychologist who depends solely on the introspection of his own mental states and draws general conclusions from the observation of a particular mind. In order to be a true psychologist he must study the nature and activities of other minds as well. The results of his psychical observation must also be as accurate and definite as those of the scientists who observe and study physical phenomena.

The new awakening in the study of mental phenomena is so recent in its origin that its pioneers may be regarded as still living and working amongst us. Their first disciples, such as, Titchener and others are now engaged in reducing the new principles into practice.

In the present state of things Babu Sarat Chandra Brahmachary may be considered to have inaugurated a new epoch in the study of Psychology. In Bengal, he has published in the vernacular of the province a book giving a simple and yet clear and exhaustive account of this new movement in Psychological study and investigations. I hope that like the Bengali workers in the fields of physical and chemical research, he will be the pioneer of this new movement in the Psychological research in Bengal.

অবতরণিকা।

সংসারে কোন প্রকার বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মনোবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচয় থাকা সবিশেষ আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহারা অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষাবিধানানুকূল ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান অবশ্যই জ্ঞাতব্য। বাঙ্গালা ভাষায় মনোবিজ্ঞান-গ্রন্থের অসদ্ভাব-বশতঃ সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই শাস্ত্র শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইলেও গ্রন্থের অভাবে তাঁহাদের বাসনা ফলবতী হয় না। এই অভাব-দূরীকরণের জন্য আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

James, Lloyd Morgan, Sully, Dexter and Garlic, West এবং Betts প্রণীত মনোবিজ্ঞান, Huxley ও Starling কৃত শারীর-বিজ্ঞান, Mc. Dougall রচিত পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এবং Titchener, Thorndike Hoffding, Angell, Stout প্রভৃতি অন্যান্য মহোদয়গণের গ্রন্থাবলম্বনে প্রবন্ধাবলী লিখিয়া কয়েক বৎসর শিক্ষা-প্রদানে নিযুক্ত আছি। অধুনা এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। এই গ্রন্থপাঠে যাহাতে অবশ্য-জ্ঞাতব্য মনস্তত্ত্বাবগতির সৌকর্য্য-সাধিত হয়,এবং যাহাতে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠোপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ক্রটী করা হয় নাই। অধ্যাপনা-বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের উপযোগিতা এই গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচ্য দার্শনিক-গণের মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা জানিতে অনেকে কুতূহলী হইতে পারেন, এই জন্য পরিশিষ্টে তাহার সারমর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। যদি এই পুস্তকপাঠে কাহারও কিয়ৎ-পরিমাণ উপকার হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে সকল মনীষি-কৃত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকটে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। David Hare Training College এর অধ্যাপকচর শ্রীযুক্ত W. C. Wordsworth M. A. মহোদয় মনোবিজ্ঞান-বিষয়ে অনেক কূট প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। উক্ত কলেজের ও ঢাকা ট্রেনিং কলেজের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত M. West M.A. (Oxon.) মহোদয়ের নিকট মনোবিজ্ঞানের শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তল্লিখিত সারগর্ভ পূর্ব্বাভাষ, এই গ্রন্থের উপযোগিতা অনেক-পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। David Hare Training College এর মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিলাস রায় M. A., B. T. মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া সমীচীন পরামর্শ দ্বারা আমার সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। ভট্টপল্লী-নিবাসী স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের গূঢ়-তত্ত্ব-সমূহ অবগত হইয়াছি। হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের সহকারী শিক্ষক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বেদান্তরত্ন ও কলিকাতা মিত্র ইনষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, B. A. মহাশয়-দ্বয় এই গ্রন্থ-প্রণয়নে পরিশ্রম-সহকারে যথেষ্ট সহায়তা করায় প্রকৃত হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সকলের নিকটে সবিশেষে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন-বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।

অবশেষে সানুনয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের ভ্রম ও প্রমাদ প্রদর্শিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও সংশোধিত হইবে।

হুগলী,
৯ই জুন, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী।

চিত্রের নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

১ম চিত্র	মস্তিষ্ক যন্ত্র	৩৭
২য় চিত্র	মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুমণ্ডল	৩৯
৩য় চিত্র	স্নায়ুপ্রণালীর প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া	৪৭
৪র্থ চিত্র	স্নায়ুপ্রণালীর চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া	৫১
৫ম চিত্র	মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রদেশ	৫৬
৬ষ্ঠ চিত্র	মস্তিষ্কের স্নায়ু চিত্র	১৩২
৭ম চিত্র	শ্রবণেন্দ্রিয়	১৫০
৮ম চিত্র	দর্শনেন্দ্রিয়	১৫৩
৯ম চিত্র	দর্শনক্রিয়া প্রণালী	১৫৭
১০ম চিত্র	বাগযন্ত্র প্রণালী	৪৭৩

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মনোবিজ্ঞান কাহাকে বলে।

যে শাস্ত্রে আমাদিগের মানসিক ক্রিয়ার বিধিবদ্ধ তত্ত্বানুসন্ধানের ফল বর্ণিত আছে তাহাকে মনোবিজ্ঞান বলে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ না হইলেও তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের এবং তাঁহাদের বিশ্বাসের একটা কারণ দেখাইতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি এই সার্ব্বজনীন সাধারণ জ্ঞানের উপর স্থাপিত। মনোবিজ্ঞান বিধিবদ্ধ অনুসন্ধান দ্বারা মনস্তত্ত্বের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে।

মনোবিজ্ঞানের তথ্য নির্দ্ধারণের উপায়।

মনোবিজ্ঞানের তথ্য নির্দ্ধারণের ২টী উপায় আছে। প্রথম, অনুসন্ধান দ্বারা নিজের মানসিক ক্রিয়ার সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ। দ্বিতীয়, বাহ্য অভিব্যক্তির সাহায্যে অপরের মানসিক ক্রিয়ার পরীক্ষা ও অনুমানের সাহায্যে তদীয় মনস্তত্ত্বাবধারণ।

প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যাইতে পারে; ইহাই মুখ্য প্রণালী। দ্বিতীয়টি পরার্থ অনুমান প্রণালী।

অন্তর্দৃষ্টি।—আমাদিগের মনোবিজ্ঞান জানা থাকুক আর না থাকুক, আমরা সকলেই আমাদিগের মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কখন কখন চিন্তা করিয়া থাকি। অবশ্য মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় আমরা মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করি না বটে, তথাপি মনে কখন কি ভাব হইতেছে এবং তাহার প্রভাব কি, তাহা প্রায়ই লক্ষ্য করিয়া থাকি। মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করা একটু দুরূহ কার্য্য। কারণ এই ব্যাপারে আমাকে একই সময়ে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য উভয়েরই ভাব ধারণ করিতে হয়। ক্রোধের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে আমার মনে ক্রোধের উত্তেজনা করিতে হইবে এবং স্থিরভাবে ক্রোধের ক্রিয়াও পরীক্ষা করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে এই দ্বৈতভাব ধারণ করা অসম্ভব নহে।

পরার্থ অনুমান প্রণালী।—মানসিক উত্তেজনা মনেই বিলীন হইয়া যায় না। প্রত্যেক

প্রথম অধ্যায়।

মানসিক ক্রিয়ার স্নায়বিক ও শারীরিক অভিব্যক্তি আছে। এই শারীরিক অভিব্যক্তির সাহায্যে আমরা অপরের মনের ভাব অনুমান করিতে পারি। কোনপ্রকার মনোবিকার ঘটিলে শারীরিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয় পরীক্ষা করিতে করিতে শারীরিক অভিব্যক্তির সহিত মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারা যায়। পরে অন্যের সেই প্রকার শারীরিক অভিব্যক্তি দেখিলে তাহার মনে কি ভাব হইতেছে তাহাও অনুমিত হইতে পারে। যেমন কোন লোকের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিলে তাহার যে যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। কেন না এ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা কখন কখন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। শারীরিক অভিব্যক্তির নিদর্শন গুলি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে না পারিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। মনুষ্য জাতির মধ্যে সকলেরই মানসিক প্রকৃতি ঠিক একপ্রকার নহে। বর্ব্বর জাতি, উন্মাদ কিম্বা শিশুদিগের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে বিশেষ অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

এই প্রক্রিয়ায় আর একটি আশঙ্কা আছে। অন্যের মানসিক প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আমরা ভাবপ্রবণতা প্রযুক্ত নিজের মনের ভাব অপরে আরোপ করিয়া থাকি। অনেক সময়ে জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা (Biologists) মনুষ্যের প্রকৃতি পশুপক্ষীতেও আরোপ করেন। সেইজন্য সকল সময়ে ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের তথ্যের ন্যায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলিও প্রায়ই পরীক্ষালব্ধ। সম্প্রতি অনেকগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের সাহায্যে আমরা মানসিক ব্যাপারগুলি পরীক্ষা করিতে পারি। Ergograph নামক যন্ত্রের সাহায্যে অবসাদের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায়। Æsthesiometre এর সাহায্যে স্পর্শানুভূতির পরিমাণ জানিতে পারা যায়। এই সকল যন্ত্র সমন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান সম্বন্ধে উপরি উক্ত যান্ত্রিক পরীক্ষা ফলবতী হয় না। কোন মানসিক ব্যাপারের উপস্থিত অবস্থা বিশ্লেষণ

করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করিতে পারা যায় না। কোন মানসিক ব্যাপারের অতীত ইতিহাস জানিতে হইলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। মনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ অব্যাহত না হইলে মানসিক ক্রিয়ার কি বৈষম্য ঘটে এবং রোগের দ্বারা মানসিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা জানিতে হইবে। বিকলাঙ্গ বালকদিগের মানসিক অবস্থার কি বিশেষত্ব তাহা জানিতে হইবে। জন্মান্ধ ব্যক্তি কিংবা আশৈশব অন্ধব্যক্তি কোন উপায়ে দর্শনশক্তি লাভ করিলে সে কি প্রকারে বর্হিজগতের জ্ঞানলাভ করে তাহা জানিতে পারিয়া আমরা দর্শনক্রিয়ার ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। বিকলেন্দ্রিয় ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের মানসিক ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। প্রকৃতিস্থ ও অবিকলেন্দ্রিয় মনুষ্য দিগের মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ কিপ্রকারে হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের অতীত জীবনের ব্যাপারগুলি আমরা যথাযথ-রূপে স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে অসমর্থ বলিয়া শিশুদিগের প্রকৃতি পাঠ করা আবশ্যক।

শিশু প্রকৃতি পাঠ।

শিশুপ্রকৃতিপাঠ সহজ নহে। শিশুপ্রকৃতি বুঝিতে হইলে শিশুদিগের সহিত সহানুভূতি, প্রখর কল্পনাশক্তি, বিশেষ যোগ্যতা এবং বালোপম সরলভাব থাকা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা বিধিবদ্ধ অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমাবস্থায় শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিতে গেলে তাহার মানসিক ক্রিয়ার শারীরিক অভিব্যক্তিগুলি বুঝিতে হইবে। প্রথম প্রথম শিশুরা স্বয়ং তাহাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। এই ব্যাপারে আমরা যেন আমাদের ভাবপ্রবণতা কর্ত্তৃক চালিত না হই, এবং ইহাও যেন আমাদের মনে না হয় যে শিশুপ্রকৃতিতে কোন একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটিতেছে। কেবল অন্তর্দর্শনক্ষম হইলে চলিবে না। সাধারণ শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান প্রয়োজনীয়; এবং শিশু-দিগের মস্তিষ্কের বিকাশ যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

বিদ্যালয়েও শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিবার অনেক সুযোগ আছে। শিশুজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ক্ষমতার তারতম্য

লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মানসিক অবসাদ অর্থাৎ মানসিক পরিশ্রম জনিত মানসিক শক্তির ক্ষীণতা এবং স্বাভাবিক শক্তির পুনরাগমন কি নিয়মে হয় তাহার অনুসন্ধান করিতে পারা যায়।

শিশু প্রকৃতি পাঠ সম্বন্ধে আশঙ্কা।

বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে আমরা তাহাদিগের মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছি, তখন তাহাদিগের মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের দ্বারা তাহাদের মনে একপ্রকার আত্মশ্লাঘার ভাব উৎপাদন করা হয়; এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমাদের ইচ্ছানুরূপ উত্তর দেয়। ইহাদ্বারা তাহাদিগের মনের স্বরূপাবস্থা জানা দুষ্কর হইয়া পড়ে। শিশুদিগের অন্তর্দশনের ক্ষমতা নাই; সেইজন্য তাহাদিগের উত্তরের উপর সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। আবার বয়স্থ বালকদিগের সহিত এই প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহাদের নিকট যে উত্তর পাওয়া যায় স্মৃতিশক্তির অনিশ্চিততা-প্রযুক্ত তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

শিশুপ্রকৃতি পাঠ দৃঢ় অধ্যবসায় ও সময় সাপেক্ষ। ধীরভাবে শিশুদিগের মানসিক

ক্রিয়াগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, কিন্তু শিশুরা যেন বুঝিতে না পারে যে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছি। শিশুরা স্বভাবতঃ সরল ও অকপট। যাহাকে তাহারা ভালবাসে ও বিশ্বাস করে, তাহার কাছে নিজের মনোভাব অকপটভাবে প্রকাশ করে। শিশুদিগের স্বগতজল্পনা স্থিরভাবে শুনিলে, তাহাদের ক্রীড়া, অঙ্কন ও ভাবপ্রকাশের অন্যান্য উপায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে এ বিষয়ে আমরা অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারি।

অন্যান্য বিজ্ঞানও শিশুপ্রকৃতি পাঠে অনেক সহায়তা করে। বিবর্ত্তনমতবাদীরা (Evolutionists) অনুসন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মানবপ্রকৃতির ও উচ্চশ্রেণীস্থ জন্তুদিগের প্রকৃতির মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বালকদিগের স্বাধীন ক্রীড়া ও মানসিক আবেগ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মানবের সহিত পশুজাতির যে প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। জন্মগ্রহণের পরেই শিশুদের বানরদিগের সহিত যে শারীরিক ও মানসিক সৌসাদৃশ্য থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বানরদিগের ন্যায় সদ্যোজাত শিশুর

হস্তদ্বয় পদদ্বয়ের তুলনায় অনেক বড়, এবং তাহাদের পাদমূল ভিতরের দিকে আনতভাবে থাকে। ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পদদ্বয় হাঁটিবার জন্য যেমন উপযোগী একসময়ে কোনবস্তু ধরিবার জন্যও তদ্রূপ উপযোগী ছিল। শিশুদিগের শারীরিক অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও তাহারা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য কোন আশ্রয় ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে পারে। আমাদিগের মানসিক শক্তি সম্বন্ধেও সেই প্রকার ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু প্রকৃতির সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ জীবজন্তুর প্রকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। শিশুদিগের অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ও পশুদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়ার মধ্যে বৈষম্য বোধ হয় না। উভয়েরই স্মৃতিশক্তি অস্ফুট।

তথাপি জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের সকল সিদ্ধান্তই মানব জীবন সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। পশুত্ব ও বিবেক উভয় মিলিয়া মনুষ্যত্ব গঠিত হইয়াছে। মনুষ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও বিভিন্ন। সামাজিক ভাব পশুদিগের মধ্যে স্পষ্টরূপে বদ্ধমূল হয় নাই; এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া মানব-

প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্রমবিকাশ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিবর্ত্তনবাদী পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, উচ্চশ্রেণীস্থ জীবজন্তুর ক্রমোন্নতি হইতে মনুষ্য জাতির শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আবার মনুষ্য জাতির মধ্যে ও এই ক্রম-বিকাশ লক্ষিত হয়। বর্ব্বর জাতির মানসিক অবস্থা সভ্য জাতিদিগের মানসিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ।

Culture-epoch Theory

বর্ত্তমান সভ্য জাতিকে আদিম বর্ব্বরাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় উন্নীত হইতে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে, শৈশব ও প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে সেই সকল অবস্থার লক্ষণ অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। পরী ও অন্যান্য অলৌকিক ও অশরীর শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বালসুলভ বিশ্বাস দ্বারা প্রতীতি জন্মে যে, শিশুদিগের ও বর্ব্বর জাতিদিগের মানসিক অবস্থা একই প্রকার। এই সিদ্ধান্তের উপর আধুনিক শিশুশিক্ষার প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে।

মানবজাতির ক্রমোন্নতি বিধানে যে অবস্থায় যে প্রকার শিক্ষা উপযোগিনী ছিল ব্যক্তিগত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সেই প্রকার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ব্বর জাতিদিগের কল্পনা শক্তি সবিশেষ তেজস্বিনী। স্থূল বস্তুর সাহায্যে তাহাদিগের বুদ্ধির পরিচালনা হয়, সেইজন্য শিশুদিগকে গল্পচ্ছলে ও প্রত্যক্ষবস্তু সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

জিলার সাহেব মানব জাতির ক্রমোন্নতি বিষয়ক নিম্ন লিখিত অবস্থাগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ম—আদিম বর্ব্বরাবস্থা, ২য়—মৃগয়া ব্যবসায়, ৩য়—পশুপালন ব্যবসায়, ৪র্থ—কৃষিব্যবসায়, ৫ম—গার্হস্থ্য জীবন।

মানব জাতির শৈশবাবস্থা দীর্ঘকালব্যাপী

নিম্ন শ্রেণীর জীবজন্তু অপেক্ষা মানবশিশু অধিকতর অসহায় এবং তাহাদের শৈশবাবস্থা অধিকতর দীর্ঘকালব্যাপী। একটী কুকুর শাবক কিম্বা বিড়াল শাবক অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহাদিগের সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কুক্কুটশাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়াই নিজের আহার্য্যবস্তু সংগ্রহ করিতে সমর্থ। কিন্তু মানব শিশুদিগের এরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে

অনেক সময় লাগে। ইহার কারণ এই যে, মানব-জীবন পশুজীবন অপেক্ষা অনেক জটিল। ইতর-প্রাণী স্বভাবজাত বৃত্তির পরবশ হইয়াই কার্য্য করে। মানবজাতির বুদ্ধি তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

বুদ্ধি বৃত্তির ক্রমবিকাশ।

১ম চৈতন্য।—ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেবই অস্পষ্ট চৈতন্যের উদয় হয়। ক্রমশঃ ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে পরিণত হয়। শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ স্পর্শাদি অনুভূতি গ্রহণ করিতে যতদিন সমর্থ না হয়, ততদিন তাহার বহির্জগতের কোন জ্ঞানই হয় না।

২য় প্রত্যক্ষ জ্ঞান।—ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। এই সময় প্রকৃত বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়; অর্থাৎ ইহাদ্বারা এক জাতীয় অনুভূতিগুলি, ভিন্নজাতীয় অনুভূতি হইতে পৃথক্ কৃত হয় এবং অনুভূতি সমষ্টির আলম্বন পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

৩য় কল্পনা শক্তি।—প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে কল্পনাশক্তির আবির্ভাব হয়। কল্পনাশক্তির সাহায্যে কোন বস্তু আপাততঃ প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও

আমরা তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া লইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হই।

৪র্থ বিচার শক্তি।— ক্রমশঃ উচ্চতর মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। তখন আমরা বিচার করিতে সমর্থ হই।

মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ।

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনের পরিণতির সম্বন্ধে একটী বিশেষ সহায়। শিক্ষিত ও ভদ্র-পরিবারের সন্তান সন্ততি বিধিবদ্ধরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও তাহারা পারিবারিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু এই প্রকার অসম্বদ্ধ ও আকস্মিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা মানবের মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। সেইজন্যই অনুশীলন ও শিক্ষা আবশ্যক

"প্রকৃতি অনুসরণ কর"

রুশো প্রমুখ পণ্ডিতেরা শিক্ষাদান বিষয়ে নৈসর্গিক প্রণালী "প্রকৃতি অনুসরণ" অনুমোদন করিয়াছেন। এই মত অবলম্বন করিয়া যাঁহারা শিক্ষা প্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। এই মতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষকের

শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্যক, ও শিক্ষা-প্রণালী প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের উপর স্থাপিত হওয়া বিধেয়। শিশুপ্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম ও মনোবৃত্তি বিকাশের স্থিরতর নিয়মগুলি জানিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শিক্ষক শিশু প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি পর্য্যালোচনা করিয়া, এবং কি নিয়মে তাহার বিকাশ সাধন হয় তাহা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা বিধান করিবেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবিষয় আলোচিত হইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

যে উপায় দ্বারা আমরা আমাদিগের পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারি তদধিগমই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিলে কি বুঝায়।

যে সকল বাহ্য অবস্থা আমাদের কর্ম্মজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তৎসমুদয়ই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পরিগণিত হয়। চেতন ও অচেতন সকলপদার্থই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্ত-র্ভূত। ঐ সকল পদার্থের সহিত পরিচিত হওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। উহাদের সাহায্যে আমরা কি করিতে পারি, কি ভাবে উহারা আমা-

দিগের কার্য্যের সহায়তা করিতে পারে, ইহা বুঝিতে না পারিলে উহাদের সহিত আমাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। শিক্ষা দ্বারা আমরা আমাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ পদার্থের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। মাতা পিতা ও ধাত্রী এই সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন।

শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব শিক্ষকদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধির অবতারণা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্য পালনের জন্য শিশুদিগকে উপযুক্ত করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য ; এই কর্ত্তব্য গুলি ত্রিবিধ।

১ম। জীবকা নির্ব্বাহ সমর্থতা।

২য়। অবকাশ সময় ও জীবন নির্দ্দোষ ভাবে অতিবাহিত করিবার সুযোগ্যতা।

৩য়। রাজ্য তন্ত্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষকের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী উপায়গুলি জানা আবশ্যক। কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান সহায়। শিক্ষকের যেন বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবসায়ের সরল উপায় গুলি স্থূল ভাবে শিক্ষা দিবার

সামর্থ্য থাকে। তিনি যেন ভিন্ন ভিন্ন শিশুর প্রকৃতি ও সামর্থ্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন। প্রাদেশিক অভাবগুলি জ্ঞাত হইয়া শিশুদিগকে সেই সকল বিষয় শিখিবার উপদেশ দিতে পারেন। তাঁহার কোন বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে শিক্ষা দিবার এবং অপর কোন লোক দ্বারা যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা যথারীতি হইতেছে কিনা বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। অবকাশ সময় নির্দ্দোষ ভাবে অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক স্বয়ং যেন অবকাশ সময় নির্দ্দোষভাবে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন; অধ্যাপনাতিরিক্ত নানাপ্রকার বিষয় তাঁহার জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন বালকদিগকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাপার লইয়া অবকাশ সময় নির্দ্দোষভাবে যাপন করিবার উপদেশ দিতে পারিবেন না।

রাজ্যকুশল প্রজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষককে স্বয়ং আদর্শ চরিত্র হওয়া আবশ্যক। তিনি যেন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি বলিয়া সমাজে পরি-

গণিত হন। সেইজন্য শিক্ষককে যথেষ্ট বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে তিনি নিজের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার অবসর ও সুযোগ দেওয়া বিধেয়। বিদ্যালয়ের অবকাশগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য এবং যদি আবশ্যক হয় যাহাতে শিক্ষকেরা অবকাশ সময় নূতন নূতন অভিজ্ঞতা উপার্জ্জনে যাপন করেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা উচিত।

শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ শিক্ষা সকল সময় উপযোগী নহে। সকল বালককে একই প্রকার শিক্ষা দানে সুফল উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রদিগকে সমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যের কতকগুলি দোষও আছে।

১ম। জীবনের এক ব্যবসায়ের সহিত অন্যান্য ব্যবসায়ের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা ব্যবসায়ীরা ভুলিয়া যান।

২য়। যদি কোন কারণে কোন একটী বিশেষ ব্যবসায়ের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যবসায় ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন এবং

তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যাপারও কষ্টকর হইয়া উঠে। সেইজন্য নিরবচ্ছিন্ন বিষয় বৈশেষিক শিক্ষা ফলপ্রদ হয় না। অতএব এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে বালকেরা অনেক বিষয় শিক্ষা করে, কিন্তু একটী বিষয় অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখে। তাহাদিগের মানসিক সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ করা কর্ত্তব্য। একটী বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ; অপরগুলি অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে শিখিলেই হয় এবং যে বিষয়টীর সহিত শিশুর কোনও প্রকার আনুরক্তি নাই তৎসম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানই যথেষ্ট।

উপরিউক্ত রীতিতে শিক্ষা দান করিলে সকল বিষয়েই যৎসামান্য জ্ঞানের পরিবর্ত্তে কতকগুলি বিষয় যাহার সহিত বালকের সহানুভূতি ও আনু-রক্তি আছে তাহাই প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করা হয়। এবং অন্যবিষয় গুলি সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পুনশ্চ, যদি কোন বিশেষ ব্যবসায় অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ব্যবসায়-লিপ্ত ব্যক্তিরা ব্যবসায়ান্তরদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতে সমর্থ হন। আনুরক্তি অপেক্ষা বিরক্তিজ্ঞান অধিকতর নিশ্চয়াত্মক এজন্য বালকদিগের যে বিষয়ে অনুরাগ আছে তাহার উপর বিষয় বৈশেষিকের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদিগের আনুরক্তি নাই তাহা লইয়াই বিষয় বিভাগ করা উচিত। শিক্ষার প্রারম্ভে বালকদিগকে সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য; ক্রমশঃ বালকেরা নিজের পারদর্শিতানুসারে দুই একটী পাঠ্য বিষয় পরিহার করিতে পারে।

প্রস্তুতীকরণ।

প্রস্তুতীকরণ (Prepartaion) দুই প্রকার, জাতিগত ও ব্যক্তিগত। যে সকল সংস্কার অথবা সামর্থ্য লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহা জাতিগত প্রস্তুতীকরণের ফল। শিশু নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাহা ব্যক্তিগত প্রস্তুতীকরণেরই পরিণাম। শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত প্রস্তুতীকরণেরই সাহায্য হইতে পারে। নানা প্রকার জাতিগত প্রস্তুতীকরণের অর্থাৎ সহজ বৃত্তির বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

১ম। উপযোগী উপস্থাপনা অর্থাৎ উদ্দীপনা উপস্থিত হইলে শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

বিশিষ্টভাবে কার্য্য করিবার সামর্থ্য উত্তরাধিক্রমে পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২য়। শিশু উপস্থাপিত বিষয় অনুভব করিবার সামর্থ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়।

৩য়। শিশু উপস্থাপিত বিষয় দ্বারা নানাভাবে অভিভূত হইবার সামর্থ্য লইয়া পৃথিবীতে আসে।

৪র্থ। শিশু কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে স্বাভাবিক আনুরক্তি ও কতকগুলির সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিরক্তি লইয়া অর্থাৎ কতকগুলি বিষয় হইতে সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য ও কতকগুলি হইতে দুঃখ অনুভব করিবার সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৫ম। পূর্ব্বজাত সংস্কার সমষ্টির সাহায্যে নূতন জ্ঞান আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য লইয়া পৃথিবীতে আসে অর্থাৎ মনের পরিণতি সাধন করিবার সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬ষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে কার্য্যসাধিকা শক্তি-লাভ করিবার সামর্থ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন কোন কার্য্য রোধ করিতে পারে, আর কোনটি অতি সূক্ষ্মভাবে সাধন করিতে পারে।

শিশু উল্লিখিত সামর্থ্যগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। ঐগুলি বংশপরম্পরাগত প্রস্তুতা-করণের পরিণাম। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কেবল সামর্থ্য লইয়াই শিশু জন্মগ্রহণ করে; কার্য্য না করিলে অন্তর্নিহিত সামর্থ্যদ্বারা কোন ফলই হয় না। শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা সহজ সামর্থ্যগুলি বিকশিত হয়। শিশুর সাঁতার কাটিবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সন্তরণ না করিলে শিশু সন্তরণ ক্রিয়া শিখিতে পারিবেনা। শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমাদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যগুলির প্রয়োগ সাধিত হয়। আমরা অভি-জ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিনা। অভিজ্ঞতাসাধক স্নায়ুমণ্ডল ও শারীরিক উপাদান লইয়াই জন্মগ্রহণ করি।

সহজ বুদ্ধি

কেহ কেহ অন্তর্মুখীন ও বহির্মুখীন স্নায়ুর যুগপৎ উত্তেজনাকে সহজজ্ঞান বলেন। কেহ কেহ বলেন সহজজ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কার্য্য করা যায়। সহজজ্ঞানজাত ক্রিয়ায় চিন্তার, নির্ব্বাচন শক্তির ও চেতনার কোন কার্য্য হয় না।

সহজজ্ঞানজাত ক্রিয়ায় পূর্ব্বজাত কার্য্যগুলি মনে পড়ে না এবং নির্ব্বাচন করিবার কোন অবসরও থাকে না। ক্ষুধা পাইলে কোন খাদ্য দ্রব্য দেখিয়াই খাইবার সময় সেই খাদ্য আমরা যে পূর্ব্বে খাইয়াছিলাম তাহা মনে পড়ে না। সহজ বুদ্ধি নানা জাতীয়; আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভাব ও প্রয়োজনের সহিত ইহার সম্বন্ধ দেখিয়া সহজজ্ঞানের নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিতে পারা যায়।

১ম। আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয়, সহজ বুদ্ধি যথা;— অহঙ্কার, ভীতি, 'মমতা বুদ্ধি' ("আমার" জ্ঞান)। ভুক্ষা, জিগীষা, রিরংসা।

২য়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধীয়, যেমন খেলা কৌতূহল, অনুকরণ।

৩য়। সামাজিক;—বশ্যতা, বাৎসল্য, আসঙ্গলিপ্সা, সৃজনশীলতা, ভাব প্রকাশ এবং ধর্ম্মভাব।

উল্লিখিত সহজবৃত্তি ব্যতীত আরও অনেক প্রকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের জীবনের কার্য্যগুলি পরিচালিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

ইতর প্রাণী ও মনুষ্য জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপযোগিতা।

খাদ্য আহরণ, বস্তুগ্রহণ ও পেষণ এবং হত্যাকরণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এক এক প্রকার যন্ত্র আবশ্যক। কোন কোন প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সেই সকল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী যন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। পিপীলিকাদিগের চোয়াল খনন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কাঁকড়ার পদদ্বয় সাঁড়াশীতে পরিণত হইয়াছে, মশকের নাসিকা শোষণক্রিয়া সম্পাদন করে এবং মাকড়সার শরীর জালের কার্য্য করে।

বানরজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এই প্রকার বিশেষ উপযোগিতা লক্ষিত হয় না। বানরেরা পদদ্বয় দ্বারা বস্তু ধরিতেও পারে আবার চলিতেও পারে। প্রাণী যত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির এই বিশিষ্টতা ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। তখন তাহাদিগকে আর একটা বাহ্য যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। এ অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহৃত না হইয়া যন্ত্র ব্যবহার-ক্ষম হয়। মানব জাতি হস্তদ্বারা নানা প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে নানা প্রকার কার্য্য করে।

সহজ বৃত্তি ও বুদ্ধি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ এইযে ইতর প্রাণীদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু মনুষ্য জাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যন্ত্রের কার্য্য না করিয়া দেহাতিরিক্ত কোন যন্ত্রের সাহায্যে নানাপ্রকার কার্য্য করে।

সহজ বৃত্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে আমাদের বাহ্য-জগতের জ্ঞানলাভ হয়। ইতর প্রাণীরা সহজ জ্ঞানের সাহায্যে বাহ্যজগতের জ্ঞানলাভ করে। বাহ্য জগতের সহিত তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বাহ্য জগতের প্রতিলিপি স্বরূপ। কিন্তু মনুষ্য জাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সহিত বাহ্যজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। তাহারা দেহাতিরিক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসে। এই সময়ে তাহাদের বুদ্ধি কার্য্য করে।

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মনুষ্যেরও সহজ জ্ঞান কার্য্যকারী হয়। সহজ প্রবৃত্তি নিবন্ধনই দুইটী হৃদয় সহানুভূতি সূত্রে মিলিত হয়। সহানুভূতি সহজ জ্ঞানবিকাশের সহায়। দুইটী চেতন পদার্থের মধ্যে

সহজ বৃত্তিই কার্য্য করে। ইতর প্রাণী সহজ জ্ঞানের সাহায্যেই তাহার শিকার চিনিতে পারে। স্ত্রীজাতি সহজ জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের পুত্রাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সহজ জ্ঞানের সাহায্যে জড়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না, কারণ চেতন পদার্থের সহিত অচেতন পদার্থের কিছুই সামঞ্জস্য নাই।

বুদ্ধির বিশ্লেষণ

চিন্তাকার্য্যে নিম্নলিখিত অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত হয়।

১ম। সম্পাদ্য বিষয়।

২য়। সম্পাদ্য বিষয় সাধনের নানা প্রকার উপায়।

৩য়। কোন একটী বিশেষ উপায়ের নির্ব্বাচন।

৪র্থ। ক্রিয়া।

এখানে, উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয়টীই উদ্দীপনা। উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয় ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে যে সময় থাকে সেই অবকাশে সেই বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিবার নানা প্রকার উপায় মনে উদয় হয় এবং যে কোন একটী উপায় নির্ব্বাচন করা যায়।

অর্থ বলিলে কি বুঝায়।

কোন বস্তু বা বিষয় আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইলে আমরা তদ্বিষয় বা বস্তু লইয়া কি করিতে

পারি বুঝিতে পারিলে তাহার অর্থ জানা হয়। যে বস্তুতে বা বিষয়ে কার্য্যের কোন প্রকার সূচনা না থাকে তাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। সমবেক্ষণ ক্রিয়াদ্বারা আমরা বস্তুর অর্থ গ্রহণ করি। অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে আমরা "কি করিতে পারি" তাহা বুঝিতে পারি। কার্য্যের সূচনা বুঝিতে পারিলেই চিন্তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষাপ্রণালী ও মনোবিজ্ঞান।

শিক্ষা প্রণালী একটী শিল্প। প্রত্যেক শিল্পের কোন উদ্দেশ্য আছে। শিক্ষাশিল্পের কি উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট জানা আবশ্যক। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত না হইলে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে না। কোন একটী বিশেষ ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতীকরণ এক সময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই অর্থকর বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের প্রভাব আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতেও কখন কখন প্রকাশ পায়। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উল্লিখিত উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক উদার ও জটিল। মানবের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রগত (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখী উন্নতি না হইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। শিক্ষা দ্বারা মানব কেবল যে সুস্থ শরীরে

ও সুখে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে এরূপ নহে, বস্তুতঃ ইহার দ্বারা মনুষ্য সুচারুরূপে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়।

মনোবিজ্ঞান হইতে নীতিবিজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শিশুর মনো-বৃত্তির সাহায্য লইয়াই যখন শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে তখন মনোবিজ্ঞানের প্রাধান্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শিশুপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে পূর্ব্বতন শিক্ষা প্রণালীর ভ্রম প্রমাদ গুলি পরিত্যাগ করিতে আমরা সমর্থ হইতে পারি।

সুচিকিৎসকের যেরূপ শরীর বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়া অবশ্যক, সেইরূপ সুশিক্ষকের মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা থাকা সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ চিকিৎসক যদি শরীর তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হন তাহা হইলে তিনি রোগ নিরূপণ ও তাহার প্রতীকার করিতে

যেমন অসমর্থ তদ্রূপ শিক্ষক যদি মানসিক ক্রিয়া অবগত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি ছাত্রের মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কেননা শিক্ষাদান ও গ্রহণ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে মনোবৃত্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাপ্রণালী

কেবল মনোবিজ্ঞানই শিক্ষা প্রণালীর প্রকৃষ্ট সাধন নহে। কারণ মনোবিজ্ঞান একটী শাস্ত্র। ইহাতে মনোবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবধারিত থাকে। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী শিল্পবিশেষ; প্রয়োগ ব্যতিরেকে ইহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কেবল ছন্দঃ এবং অলঙ্কারের লক্ষণ জানিলেই সুকবি ও আলঙ্কারিক হওয়া যায়না, কবিতা রচনার এবং অলঙ্কার বিন্যাসের শক্তি থাকা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত শিক্ষকের সহানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি এবং সৎস্বভাব অতীব প্রয়োজনীয়। ছাত্রদিগের সহিত সহানুভূতি না থাকিলে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ক বাধাবিপত্তি অনুভব করিয়া তাহার নিরাকরণ করা দুষ্কর হয়। অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে ছাত্রদিগের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়না, এবং শিক্ষক সচ্চরিত্র না হইলে তাঁহার উপদেশ ফলপ্রদ হয় না। অপিচ, বালকেরা

স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। শিক্ষক স্বয়ং আদর্শ-চরিত্র না হইলে বালকদিগের চরিত্র গঠন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

মনোবিজ্ঞানাভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাদান বিষয়ীভূত ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা অতি বিরল। মনোবিজ্ঞানানভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রায়শঃ বালকদিগের মানসিক ক্লান্তির ও যোগ্যতার অনুধাবন করিতে না পারিয়া অযথোচিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে কখন কখন শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া দূরের কথা বরং বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। দেখা যায় যে, অনুপযোগী শিক্ষা দ্বারা বালকদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, বালকেরা পাঠ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হয় এবং জীবন সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাপ্রণালী।

মনের উপাদান কি, চেতনার কেন্দ্রস্থানের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষকের না জানা থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া মানসিক ক্রিয়ার আংশিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়। পূর্ব্বতন শিক্ষকেরা স্মৃতি শক্তির প্রাধান্য স্থির করিয়া অনুভব ও ইচ্ছাশক্তিকে

অগ্রাহ্য করিতেন। কিন্তু মানসিক বৃত্তিত্রয়ের অর্থাৎ জ্ঞান অনুভূতি ও ইচ্ছার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতিরেকে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্নায়ুমণ্ডল।

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ।

জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই মন আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু শরীর এবং বিশেষভাবে শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলই এই প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ; শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। শারীরিক অবস্থা দ্বারা মানসিক অবস্থা অভিব্যক্ত হয়। ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ ইত্যাদি মনোবিকার অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা অনুমতি হয়। শরীর পরিচালনাদ্বারা মন বাহ্য জগতে কার্য্য করে। মনে কোন বস্তু গ্রহণের ইচ্ছা হইলে হস্ত না থাকিলে সে বাসনা চরিতার্থ হয় না। এই প্রকার মনে যে কোন বাসনা জন্মে তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সাহায্যে চরিতার্থ করিতে হয়। শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া মনের ক্রিয়া উৎপাদন করে। এতদ-পেক্ষাও শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক

আছে। শরীর কেবল বাহ্য জগৎ ও মনের মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য পরিচালনা করে এমন নয়; শারীরিক বিকার সংযত করিতে পারিলে তৎসঙ্গেই মানসিক আবেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয় (c. f. Lange-James Theory)। প্রাণায়াম, ভাবাবেশ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থার উপর মানসিক অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শরীর ক্লান্ত হইলে মানসিক পরিশ্রম অসহনীয় হয়। অতএব শরীর কেবল মনের দাস নহে, অপিচ মানসিক ক্রিয়া উৎপাদনের সহায়। এইজন্য শরীরতত্ত্বজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের সহকারী। শরীরতত্ত্বের প্রধান বিষয় স্নায়ুমণ্ডল। অতএব স্নায়ুমণ্ডলের বিষয় বিশেষরূপে আলোচ্য।

চৈতন্যের সহিত স্নায়বিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ।

স্নায়বিক ক্রিয়া না হইলে চৈতন্যের কার্য্য সম্ভব নহে। বাহ্য জগতের জ্ঞানের জন্য স্নায়ুমণ্ডল ও মন উভয়েরই কার্য্য করিতে হয়। একটী বালককে চক্ষু মুদিত করিতে বল। তৎপর তাহার নাসিকার সম্মুখে একশিশি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট এমোনিয়া ধর। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এমোনিয়ার গন্ধ মস্তিষ্কে নীত হইলে সে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গি করিয়া নাসিকা

সরাইয়া লইবে। তৎসঙ্গে হাঁচি, চক্ষু হইতে জল পড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার শারীরিক কার্য্য হইবে। এই সকল ক্রিয়া স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক কার্য্যও সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তাহাকে যদি আবার এমোনিয়ার ঘ্রাণ লইতে বলা যায় সে কখনই সম্মত হইবে না। কারণ এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ ও তাহার কষ্টদায়ক অনুভূতি তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অতএব কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া হইতে হইলে স্নায়বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কিন্তু ইহার বিপরীত প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদা সত্য নহে। অনেক স্নায়বিক কার্য্য আছে মানসিক ক্রিয়া যাহার অনুগমন করে না। প্রত্যাবর্ত্তক (Reflex action) ক্রিয়া বিবরণে ইহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

———

স্নায়ুমণ্ডলের বিবরণ।

যেমন বড় বড় গাছের নানা অংশ হইতে চতুর্দ্দিকে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হয় তদ্রূপ

স্নায়ুমণ্ডলেরও বিভিন্ন অংশ হইতে নানা স্নায়বিক শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া দেহের প্রায় সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালন, শীতোষ্ণাদির দৈহিক অনুভূতি ও দর্শন শ্রবণাদির বিশেষ জ্ঞান স্নায়ুমণ্ডল ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এমন কি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের অভিব্যক্তিও স্নায়ুমণ্ডলের উপরই নির্ভর করিতেছে।

স্নায়ুমণ্ডলের বিভাগ।

স্নায়ুমণ্ডল দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ঃ—

(ক) মস্তিষ্ক–মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুপ্রণালী (Cerebro-spinal system).

(খ) সহযোগী স্নায়ুপ্রণালী (Sympathetic system)। ইহার আধুনিক নাম Visceral system বা আন্ত্রিক স্নায়ুপ্রণালী।

ক মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুপ্রণালী ঃ—

(a) স্নায়ুকেন্দ্রস্থ যন্ত্র,—বৃহৎ মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক, দীর্ঘীভূতমজ্জা ও মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুসূত্রসমষ্টি।

(b) বহিরিন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট স্নায়ুযন্ত্র, যাহা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিতে ও পেশী সমূহে অবস্থিত।

(c) বহিরিন্দ্রিয় ও স্নায়ুকেন্দ্র সহযোগী স্নায়ুসূত্র ঃ—

(i) অনুভূতি বিষয়ক স্নায়ু।

(ii) গতি বিষয়ক স্নায়ু।

২। সহযোগী স্নায়ুপ্রণালী।

এই স্নায়ুসূত্রসমষ্টি মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ও নানা শাখা প্রশাখা দ্বারা হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া ঐ সকল যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে। বাহ্যজ্ঞান সম্বন্ধে ইহাদিগের অধিক উপযোগিতা নাই। সেইজন্য ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

স্নায়ু কেন্দ্রস্থ যন্ত্র।

মস্তিষ্ক নরকরোটীর (খুলি) মধ্যে অবস্থিত; তাহার তিনটী অংশ; বৃহৎ মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক Medulla Oblongata বা দীর্ঘীভূতমজ্জা। ১নং চিত্র দেখ।

বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum)

বৃহৎ মস্তিষ্ক জ্ঞান, বিচারশক্তি, ভাবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির আধার। সভ্যজাতিদিগের মস্তিষ্ক অসভ্যজাতিদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বৃহত্তর, আবার অসভ্যজাতিদিগের মস্তিষ্কের আয়তন বানর বা

বনমানুষদের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বৃহত্তর। প্রায়, জীবের বুদ্ধিমত্তানুসারে মস্তিষ্কের আয়তনের তারতম্য হইয়া থাকে। বৃহৎ মস্তিষ্কে কোন প্রকার আঘাত

(১নং চিত্র।)
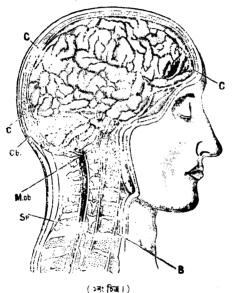
C.—Cerebrum (বৃহৎ মস্তিষ্ক)। C.b.—Cerebellum (ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক) M.Ob.—Medulla Oblongata (দীর্ঘীভূতমজ্জা)। Sp.—Spinal cord (দণ্ড রজ্জু)।

লাগিলে কিম্বা রোগ হইলে মানসিক শক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক (Cerebellum)

ক্ষুদ্রমস্তিষ্কদ্বারা আমাদিগের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সহযোগী হয়। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক হইতে পেশীগত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না সত্য; বৃহৎ মস্তিষ্ক তাহার উৎপত্তি স্থান; কিন্তু ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সেই সকল ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক। ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক কোন কারণে বিকৃত হইলে পক্ষাঘাত রোগের সম্ভাবনা।

দীর্ঘীভূতমজ্জা (Medulla Oblongata)

দীর্ঘীভূতমজ্জা নরকপালের (Skull) নিম্নভাগে অবস্থিত। ইহাকে মেরুদণ্ডের বিস্তৃতাংশ বলিলেও বলিতে পারা যায়। ইহা অনেকগুলি স্নায়ুকোষের সমষ্টি এবং মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোজক পথ। ইহার সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহা নষ্ট হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহার মধ্য দিয়া আমাদিগের শরীরের সকল অংশ হইতে স্নায়বিক উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়।

মেরুদণ্ড।

আমাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বস্তি গহ্বর পর্য্যন্ত যে একটী অস্থিমালা বিদ্যমান আছে উহাকেই মেরুদণ্ড বলা হয়। আমাদের

মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুমণ্ডল ।

কখগ—বৃহৎ মস্তিষ্ক।

চ—ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক।

ছ—দীর্ঘীভূত মজ্জা।

দর—দণ্ডরজ্জু।

২ নং চিত্র।

মস্তকটী মেরুদণ্ডের ঠিক শীর্ষভাগে অবস্থিত। মেরু-দণ্ডের অস্থিমালা উপর্য্যুপরি স্থাপিত ৩৩ খানা অস্থি সহযোগে সংগঠিত। এই অস্থিগুলিকে দণ্ডাস্থি বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক দণ্ডাস্থির অভ্যন্তরে গহ্বর আছে। দণ্ডাস্থিগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে সকলের আভ্যন্তরীণ গহ্বর গুলি এক রেখাক্রমে পড়িয়াছে অর্থাৎ উর্দ্ধতম দণ্ডাস্থির গহ্বর হইতে নিম্নতম দণ্ডাস্থির গহ্বর পর্য্যন্ত একটী অবিচ্ছিন্ন সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে। আবার মস্তক গহ্বর ও দণ্ডসুড়ঙ্গ উভয়ে মিলিয়া এক অবিচ্ছিন্ন নালার সৃষ্টি করিয়াছে। (২ নং চিত্র দেখ)।

কশেরুক মজ্জা বা দণ্ডরজ্জু। (Spinal cord)

মস্তক গহ্বরে এক প্রকার কোমল পদার্থ আছে উহার নাম মস্তিষ্ক ; উহা স্নায়ুমণ্ডলের অংশ বিশেষ। দণ্ডসুড়ঙ্গেও কোমল ও সূত্রবৎ এক প্রকার পদার্থ আছে। ইংরাজীতে তাহাকে Spinal cord বলে। আমরা তাহাকে কশেরুক মজ্জা বা দণ্ড রজ্জু বলিব। উহাও স্নায়ুমণ্ডলের অংশ বিশেষ। ইহা মস্তক ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের বিবিধ প্রদেশ হইতে বিবিধ প্রকার চৈতন্যের বাহক হইয়া তৎসমুদয়কে মস্তিষ্কে লইয়া যায়, আবার তথাকার আদেশ বহন করিয়া

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহার কোন অংশ নষ্ট হইলে তাহার নিম্নস্থ শরীরের অংশ আমাদের আয়ত্ত থাকে না। ইহা নানা প্রকার প্রত্যাবর্ত্তক কার্য্যেরও কেন্দ্র স্থল। মস্তিষ্ক ও দণ্ডরজ্জু উভয়েই ধূসর বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কোমল পদার্থের সমষ্টি। তবে উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব আছে।

দণ্ডগহ্বরের ঊর্দ্ধমুখ অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রশস্ত হইয়া মস্তক গহ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রশস্ততর অংশই মস্তক গহ্বর ও দণ্ডগহ্বরের সংযোগ সাধন করিতেছে। এই সন্ধিস্থলে স্নায়ুমণ্ডলের যে অংশ বিদ্যমান তাহার নাম Medulla Oblongata বা দীর্ঘীভূতমজ্জা। ইহা অনেকগুলি স্নায়ু কোষের সমষ্টি। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি একই গহ্বর নিম্নস্থ দণ্ডাস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক গহ্বর পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান আর একই জাতীয় কোমল পদার্থপুঞ্জ দ্বারা সমুদয় গহ্বরটি পূর্ণ। মস্তিষ্ক ও দণ্ডরজ্জুর কার্য্য প্রণালী মধ্যেও সৌসাদৃশ্য আছে। তজ্জন্য এতদুভয়ের Medulla দ্বারা সংযুক্ত স্নায়ু বিন্যাসকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক, মেডালা এবং

দীর্ঘীভূত মজ্জা Medulla Oblongata

মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ড-বাহী (cerebro-spinal) স্নায়ুমণ্ডল কাহাকে বলে?

দণ্ডরজ্জুর সংযুক্ত-স্নায়ুবিন্যাসকে Cerebro-spinal system বা মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুমণ্ডল বলা যায়।

বহিরিন্দ্রিয় ও স্নায়ুকেন্দ্র সহযোগী স্নায়ু সূত্র

মেরুদণ্ড হইতে যেমন কতকগুলি স্নায়ু বাহির হইয়াছে মস্তিষ্ক হইতেও তদ্রূপ কতকগুলি স্নায়ু বাহির হইয়া কোনটি চক্ষু, কোনটি কর্ণ, কোনটি বা নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আবার কয়েকটী মুখমণ্ডলের নানা স্থানের মাংসপেশী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণের জ্ঞান এবং মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও সঞ্চালন ইহাদের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। নানা প্রকার অনুভূতির উৎপাদন ও দেহের বিভিন্ন অংশের আকুঞ্চনাদি ব্যাপার স্নায়ু মণ্ডলের কার্য্য। দেহের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু-কেন্দ্র বা স্নায়ু-চাপ (nerve centre) নির্দ্দিষ্ট আছে। Spinal cord এবং মস্তিষ্কেই ইহারা অবস্থিত। এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি হইতে দেহের প্রায় সর্ব্বত্র স্নায়ুজাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি স্নায়ু-কোষের (nerve cells) সমষ্টি। স্নায়ুজাল স্নায়ুকেন্দ্রে যাতায়াতের পথ।

স্নায়ুর কার্য্য

দেহে স্নায়ু মণ্ডল যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে তাহাকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। Spinal cord অথবা মস্তিষ্কের কেন্দ্র-বিশেষ হইতে শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ-বিশেষে উত্তেজনা বহন করা উহাদের এক প্রকার কার্য্য। যে সমুদয় স্নায়ু এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহাদিগকে বহির্ম্মুখীন স্নায়ু (Efferent nerves) বলা যায়। বহির্ম্মুখীন স্নায়ু যেই শরীরের স্থল বিশেষে কোন না কোন পেশীতে স্নায়বিক উত্তেজনা-বিশেষ বহন করিয়া আনে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উত্তেজনার ক্রিয়া হেতু সেই পেশী সঙ্কুচিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ শরীরের যে অঙ্গে উক্ত পেশী অবস্থিত সেই অঙ্গের বা অঙ্গবিশেষের গতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহির্ম্মুখীন স্নায়ু গতি উৎপাদনের এক প্রধান সহায়; সেই জন্যই বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর অপর নাম গত্যুৎপাদক স্নায়ু (Motor nerves.)

বহির্ম্মুখীন স্নায়ু (Efferent nerves)

স্নায়ুর দ্বিতীয় কার্য্য, শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ-বিশেষ হইতে স্নায়বিক উত্তেজনা-বিশেষ কোন স্নায়ু কেন্দ্রে আনয়ন করা অর্থাৎ শরীরের বাহির দিক হইতে ভিতরের দিকে উত্তেজনা বহন করিয়া আনা।

অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু (Afferent nerves)

যে সমুদয় স্নায়ু এই কার্য্য নির্ব্বাহ করে তাহাদের নাম অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু (Afferent nerves)। ইহারা স্নায়ু-কেন্দ্র-বিশেষে উত্তেজনা বহন করিয়া আনিবা-মাত্র সাধারণতঃ আমাদিগের কোন একজাতীয় অনুভূতি বা জ্ঞান জন্মে। এই জন্য অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর অপর নাম জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু (Sensory nerves)। অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও ত্বক্ হইতে বহির্গত হয়। বহির্ম্মুখীন স্নায়ু পেশী-গ্রন্থি ও আভ্যন্তরীণ শরীর যন্ত্র সমূহে নীত হইয়াছে।

অন্তর্ম্মুখীন ও বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর কার্য্যকারিতা।

এক্ষণে প্রতীয়মান হইবে যে কোন একটী বিশেষ অন্তর্ম্মুখীন বা জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু বিনষ্ট, বিকৃত বা পথিমধ্যে ছিন্ন হইলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে তৎসম্পর্কীয় কোন একটী বিশেষ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ কোন একটী বিশেষ বহির্ম্মুখীন বা গত্যুৎপাদক স্নায়ু বিনষ্ট হইলে আমাদের ইচ্ছার উদ্ভব সত্ত্বেও এবং দেহের অন্যান্য অংশ সর্ব্বথা প্রকৃতিস্থ থাকিলেও উপরিউক্ত স্নায়ু সম্পর্কীয় শারীরিক কোন একটী বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে আমরা অসমর্থ হই। শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অন্তর্ম্মুখীন স্নায়বিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইলে ঘ্রাণশক্তির হ্রাস হয় এবং অঙ্গবিশেষের উপরি চাপ প্রযুক্ত গত্যুৎপাদক স্নায়ুবিশেষের ক্রিয়া নিরোধ হওয়ায় তদঙ্গসঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে। (c.f. ঝিঁঝিঁ ধরা)।

"প্রত্যাবর্ত্তক" ক্রিয়া বা Reflex action

দণ্ডরজ্জুর (Spinal cord) নিম্নতম অংশ হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre) বিদ্যমান। সংযোগ বিধায়ক স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ দ্বারা সমুদয় স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাক্রমে পরস্পর সংলগ্ন আছে। সুতরাং Spinal cord এর নিম্নতম স্নায়ু-কেন্দ্র মস্তিষ্কের ঊর্দ্ধতম স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত কোন না কোন প্রকারে সম্বদ্ধ আছে। আর মস্তিষ্কই স্নায়ু মণ্ডলের পরিচালক; ইহাতে মনে হইতে পারে Spinal cord সর্ব্বথা মস্তিষ্কের অধীন অর্থাৎ কি অনুভূতি বিষয়ে কি গত্যুৎপাদন বিষয়ে দণ্ডরজ্জু (Spinal cord) মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় তাহা সত্য নহে। অনেক সময় দণ্ডরজ্জু (Spinal cord) নিরপেক্ষ ভাবেই অনেক কাজ করিয়া থাকে। তাহার প্রমাণ

স্বরূপ নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনও একটি ভেকের মস্তিষ্ক বাহির করিয়া লইয়া দণ্ডরজ্জুটি (Spinal cord) অব্যাহত রাখিলে অথবা মস্তিষ্ক হইতে দণ্ডরজ্জুকে কিয়ৎ কালের জন্য বিযুক্ত করিয়া দিলে ভেকটির ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহা কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু উহার প্রতি বাহ্যশক্তি প্রযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ অবস্থাপন্ন ভেকের কোনও পদাঙ্গুলিতে চিমটি কাটিলে উহা তৎক্ষণাৎ পদসঙ্কুচিত করে; কোনও অঙ্গুলিতে অল্পমাত্রা দ্রাবক (acid) প্রক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সবেগে উক্ত অঙ্গুলি ঝাড়া দেয়।

এই সমুদয় স্থলে দেখা যাইতেছে দেহের প্রদেশবিশেষের অন্তর্ম্মুখীনস্নায়ু বাহ্যশক্তির উদ্দীপনা দণ্ডরজ্জুমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে বহন করিতেছে, পরে উক্ত স্নায়ুকেন্দ্র হইতে বহির্ম্মুখীন স্নায়ু এক বা ততোধিক পেশী বিশেষে ঐ উদ্দীপনা লইয়া যাইতেছে, এবং তাহারই ফলে উক্ত পেশী বা পেশীসমুহের সঙ্কোচন

বশতঃ অঙ্গবিশেষের সঙ্কোচন ঘটিতেছে। নিম্নস্থ চিত্রে এই কার্য্য প্রণালী স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

৩নং চিত্র।
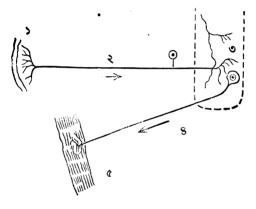
১। দেহের প্রত্যন্তপ্রদেশ যেস্থান পর্য্যন্ত কোন বহির্ম্মুখীন স্নায়ু পহুঁছিয়াছে;—যথা ভেকের অঙ্গুলির যে অংশে দ্রাবক ঢালা হইল বা চিমটি কাটা হইল।

২। অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু।

৩। দণ্ডরজ্জু মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্র।

৪। বহির্ম্মুখীন স্নায়ু।

৫। পেশীবিশেষ যাহা সঙ্কুচিত হয়।

ভেক সম্বন্ধে যাহা বলা গেল মনুষ্য সম্বন্ধেও তাহাই ঘটে। স্নায়ুমণ্ডলের বিকৃতি হেতু যদি কোন মনুষ্যের দণ্ডরজ্জু মস্তিষ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহারও অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত ভেকের ন্যায় হয়। এই ব্যাপারে অনুভূতি ক্রিয়া একটা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া গতিবিশেষে পরিণত হয়! ইহাকেই প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex action) বলা হয়। মস্তিষ্ক হইতে দণ্ডরজ্জুর বিচ্ছেদ না ঘটিলেও মানুষের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। একটি সুস্থকায় শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাহার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলাম, শিশুর ঘুম ভাঙ্গিল না অথচ সে পা খানি টানিয়া লইল। ইহা স্নায়ুরজ্জুর প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত। মেরুদণ্ড ও দীর্ঘীভূতমজ্জা মস্তিষ্কের সাহায্য না লইয়া যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, যে সকল শারীরিক ক্রিয়া যন্ত্রবৎ

হয়, যাহাদিগের মূলে ইচ্ছাশক্তির ভাব লক্ষিত হয় না, তাহারা সকলেই প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া। চক্ষু মিট্‌ মিট্‌ করা, তালু শুড় শুড় করিয়া বমন, শীতল বায়ু লাগিয়া হাঁচি ইত্যাদি প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

অভ্যাস ও প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া।

যেমন Spinal Cord এর প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া আছে, তেমনি মস্তিষ্কেরও কতকগুলি কার্য্য Reflex বা প্রত্যাবর্ত্তক। চক্ষুর অতি নিকটে সহসা কিছু আসিলে আমরা চক্ষু মুদিয়া থাকি। সহসা একটা শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠি। এ সকল স্থলে আমরা ইচ্ছা করিয়া কাজ করি না। আবার কতকগুলি কার্য্য প্রথম প্রথম অনুষ্ঠিত হইবার সময় পূর্ণ মাত্রায় ইচ্ছা-প্রণোদিত হইলেও পরে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান বশতঃ এমনই হইয়া দাঁড়ায়, যে তখন উহাদিগের মধ্যে ইচ্ছার বিকাশ অনুভূত হয় না, অর্থাৎ উহারাও Reflex action এর মত হইয়া পড়ে। যখন কেহ প্রথমতঃ কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখে, তখন বহু চেষ্টা করিয়া কোন্‌ অঙ্গুলির পর কোথায় কোন্‌ অঙ্গুলি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা করে। পরে অভ্যাস হইয়া গেলে ঐ ব্যক্তি

অন্যমনস্ক-ভাবে অন্ধকার-গৃহেও বাজাইতে পারে। প্রথম অনুষ্ঠান কালে ইচ্ছাশক্তির এবং চিন্তার প্রয়োজন; সুতরাং মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্র সমূহের ক্রিয়া সম্যক্-প্রকারেই হইয়া থাকে। উক্ত উচ্চতর কেন্দ্রসমূহ হইতে নিম্নতর কেন্দ্র নিচয়ের দিকে প্রবাহিত হইয়া কার্য্যটি যথা-নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়। কিন্তু কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইবার পর উচ্চতর স্নায়ু-কেন্দ্রগুলির কোন ক্রিয়া হয় না। নিম্নতর কেন্দ্রগুলি স্বয়ং কাজটি সাধন করিয়া থাকে। এই জন্যই "অভ্যাস" কঠিন কার্য্যগুলি সহজ করিয়া তুলে। ইহাই অভ্যাসের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা।

চিন্তা-প্রসূত ক্রিয়া।

বৃহৎ মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়াগুলি সাধিত হয়। বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটী ডিম্বাকার চাপের মত অবস্থিত। ইহাদিগের দ্বারাই আমরা বিবেচ্য বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া অন্য প্রকার চিন্তা বা কল্পনাকালে তাহাদিগের পুনরালোচনা করিতে সমর্থ হই। বৃহৎ মস্তিষ্ক আমাদিগের স্মরণ-শক্তির আধার। চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহা নিম্নে

প্রদর্শিত হইল। মনে কর (B) মস্তিষ্ক-নিম্নস্থ স্নায়ু মণ্ডল (মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুমণ্ডল); —৪র্থ চিত্র দেখ। এই স্নায়ু-মণ্ডলের সাহায্যে বাহ্য উত্তেজনা অন্তর্মুখীন

৪ নং চিত্র।
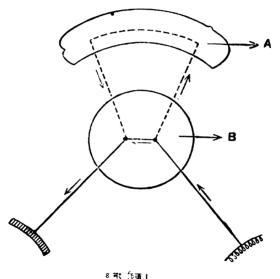
স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বহির্মুখীন স্নায়ু-দিয়া বাহির হইয়া শারীরিক কার্য্য করে। কিন্তু

উপরিস্থিত মস্তিষ্কান্তর্গত স্নায়ুমণ্ডল (A) নিম্নস্থ স্নায়ু-মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত থাকায় কখন কখন স্নায়বিক উত্তেজনা উপরিস্থিত পথ দিয়াও প্রবাহিত হয়। মনে কর কোন ব্যক্তি রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। গঙ্গার শীতল জল সংস্পর্শে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইল এবং সে জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল ;—ইহা নিম্নস্থ স্নায়ু-মণ্ডলের (Bএর) কার্য্য। কিছুক্ষণ পরে, ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার যে একবার নিমোনিয়া হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় শীতল-জল-সংস্পর্শ-জাত স্নায়বিক উত্তেজনার কিয়দংশ উপরিস্থিত স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা (A) মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিল। তখন সে তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া গা মুছিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। নিম্নস্থ অর্থাৎ মেরুদণ্ডবাহী স্নায়ুমণ্ডল উপস্থিত উত্তেজনার বশবর্ত্তী। উপরিস্থিত অর্থাৎ মস্তিষ্কা-ন্তর্গত স্নায়ুমণ্ডল পূর্ব্বজাত অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত হয়।

মস্তিষ্ক একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ, ইহা নানা স্নায়ু-অংশে বিভক্ত।

মস্তিষ্ক কি প্রকারে কার্য্য করে?

অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুদ্বারা উত্তেজনা মস্তিষ্কের কোন অংশে নীত হইলে মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ু কোষান্তর্গত যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া নির্ম্মুক্ত হয়, এই সময় স্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া অনুগামী স্নায়ুকোষগুলির উপর কার্য্য করে, অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ রাসায়নিক উপাদান গুলিকেও বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে পুনরায় স্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে স্নায়বিক শক্তি মস্তিষ্কের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্কের নানা প্রকার ক্রিয়া সাধিত হয়। স্নায়ু-কোষান্তর্গত রাসায়নিক ক্রিয়ার বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মানসিক বিকাশ ও নমনীয়তা

(Development and Plasticity.)

অভিজ্ঞতা

বহির্জ্জগতের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মনের রূপান্তর ঘটে। যে কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া হউক না কেন, মনে তাহার প্রভাব থাকিয়া যায়। অগ্নিতে একবার হস্ত দগ্ধ হইলে শিশুরা ভবিষ্যতে অগ্নি-সংস্পর্শে আসিতে ভয় করে। আমরা

সকল সময় মনের এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না; কিংবা বুঝিতে পারিলেও তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে অসমর্থ হই। মনের নমনীয়তা-ধর্ম্ম প্রযুক্তই এই মানসিক বিকাশ সম্ভবপর। মনের এই ধর্ম্ম না থাকিলে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। ইহার অভাবে কোন প্রকার জ্ঞান-লাভই সম্ভবপর নহে। মনের নমনশীলতা গুণ বশতঃ প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মনের এক প্রকার "প্রবণতা" সাধিত হয়। মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রবণতা ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার অনুগামী স্নায়বিক-ক্রিয়া দ্বারা স্নায়ু-মণ্ডলে এক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই স্নায়বিক প্রবণতা দ্বারাই আমাদিগের শারীরিক কার্য্যগুলি পরিচালিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাংশ (Arcs.)

১ম নিম্নতম বা মেরুদণ্ডস্থ প্রত্যাবর্ত্তক স্নায়ু বৃত্তাংশ (Reflex Arcs of the Spinal level)

জটিলতা ও স্থানভেদে স্নায়ুমণ্ডলের তিন শ্রেণীর স্নায়ুবৃত্তাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর (Sensory neurones) কোন না কোন গত্যুৎপাদক স্নায়ুর (Motor neurones) সহিত এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে

যে, ঐ জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুতে কোন প্রকার উত্তেজনা উৎপন্ন হইলে ঐ উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে সেই গত্যুৎ-পাদক স্নায়ু দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়।

কোন প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়া করিতে হইলে অনেকগুলি পেশীর একসঙ্গে কার্য্য করিতে হয়। সেইজন্য সেই সেই পেশীসংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলির সমকালীন আকুঞ্চনবশতঃ তাহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয় যে, তাহাদের মধ্যে একটী উত্তেজিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও উত্তেজিত হয়। এই সকল গতি-বিধায়ক স্নায়ুপ্রণালীর (motor system) সহিত জ্ঞান-বিধায়ক স্নায়ু-সমূহের সংযোগ আছে। সেইজন্য গতি-বিধায়ক স্নায়ু প্রণালী কোন একটী জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর উদ্দীপনাবশতঃ উত্তেজিত হইতে পারে। ইহাই স্নায়ুমণ্ডলের প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex action). । চৈতন্য সাধারণতঃ মেরুদণ্ডীয় প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার অনুগমন করে না।

২য়—মধ্য বা জ্ঞান-গতি-বিধায়ক স্নায়ু-বৃত্তাংশ (Sensory-motor Arcs of the inter-mediate level)

ইহারা মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুবৃত্তাংশের উপর অবস্থিত ও বৃহৎ মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত।

মানব দেহের অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুগুলি মেরুদণ্ডের স্নায়ুবৃত্তাংশ গঠন করিয়া ও উর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া বৃহৎ-

মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বৃহৎ মস্তিষ্কের গোলকদ্বয় বিপরীত পার্শ্বস্থিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর সাহায্যে
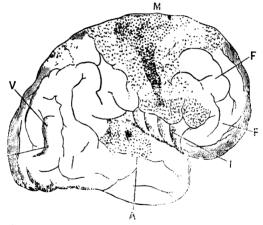
৫ নং চিত্র। M.—গত্যুৎপাদক প্রদেশ। A.—শ্রবণ-জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ। V.—দর্শন-জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ। F.—ললাটের সংযোজক প্রদেশ।

সংযুক্ত আছে। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ প্রদেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি সম্পৃক্ত। মস্তিষ্কের ঐ সকল প্রদেশের নাম 'Sensory areas' অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ; মস্তিষ্কান্তর্গত জ্ঞানোৎ-

পাদক প্রদেশের ধূসরবর্ণ পদার্থের মধ্যে শরীরের কোন এক প্রদেশের অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু তৎপ্রদেশের বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ধূসরবর্ণ পদার্থ হইতে বহির্ম্মুখীন স্নায়ুসকল নির্গত হইয়া বিভিন্ন গতি-বিধায়ক প্রণালীতে (motor systems) নীত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চক্ষুর রেটিনা হইতে যে সকল অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ু মস্তিষ্কের দর্শন জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশে পৌঁছিয়াছে তাহারা তৎপ্রদেশস্থ দর্শন-বিধায়ক বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট। এই বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর সাহায্যে চক্ষুর তারকা নানাদিকে সঞ্চালিত হয়। ৫নং চিত্র দেখ।

এই মধ্য-স্নায়ু-বৃত্তাংশগুলির উপর ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রভাব আছে। ইহাদের সাহায্যে আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপলব্ধি হয়।

উচ্চতম স্নায়ু-বৃত্তাংশ-নিচয়। Arcs of the 3rd or higher level)

ইহারা বৃহৎ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশগুলি (Sensory areas) পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

মধ্য স্নায়ু-বৃত্তাংশগুলি (Sensory-motor Arcs of the intermediate level) **যে ভাবে**

নিম্নতম স্নায়ুবৃত্তাংশগুলির (Spinal arcs) উপর কার্য্য করে, উচ্চতম স্নায়ুবৃত্তাংশগুলিও (arcs of the higher level) তদ্রূপ মধ্য-স্নায়ুবৃত্তাংশের উপর কার্য্য করে। ইহারা মস্তিষ্কের নানা "সংযোজক" প্রদেশের (Association areas) প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন 'জ্ঞানোৎপাদক' প্রদেশের ক্রিয়াগুলি ব্যবস্থাপিত হয় ও সহযোগিভাব ধারণ করে, যেমন উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার সময় দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক ধারণাগুলির সহযোগিতা দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের পরিচালনা সুচারুরূপে সাধিত হয়। এই স্নায়ু-বৃত্তাংশগুলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

বিভিন্ন জাতীয় স্নায়ুবৃত্তাংশের সহিত বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। মেরুদণ্ডীয় স্নায়ুবৃত্তাংশনিচয় বংশানুবর্ত্তন (Heredity) নিয়মের অধীন অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতিগতকার্য্য প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়। মধ্য-জ্ঞানগতি-বিধায়ক স্নায়ু বৃত্তাংশগুলিও ব্যক্তিগত শারীরিক উপাদানের (Congenital) দ্বারা প্রায় সম্যক্‌রূপে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু উচ্চতম স্নায়ুবৃত্তাংশের উপর বংশগত, কি

ব্যক্তিগত প্রকৃতি-বৈশিষ্টের প্রভাব তত লক্ষিত হয় না। তাহাদের কার্য্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শ্রমবিভাগ (Division of labour in the cortex)

শ্রমবিভাগ দ্বারা শক্তির অপচয় নিবারিত হয় এবং কার্য্যগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইয়া থাকে। নিম্নতম শ্রেণীর জন্তুদিগের নানা দৈহিক ব্যাপারগুলি সাধন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বিক যন্ত্র নাই। শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক এবং পোষণ ক্রিয়ার জন্য তাহাদের একই স্নায়ুতন্তু ব্যবহৃত হয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জন্তুদিগের দৈহিক কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। বৃহৎ মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, দীর্ঘীভূত মজ্জা, মেরুদণ্ড সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। আবার স্নায়ু-মণ্ডলের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের বিভিন্ন প্রদেশেরও বিভিন্ন কার্য্য আছে। অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তির কার্য্যের জন্য বৃহৎ মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ আলম্বমান গোলকাংশ নির্দ্দিষ্ট। মস্তিষ্কের গতি-বিধায়ক প্রদেশে মস্তক, হস্ত, পদ, বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি পরিচালনার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান আছে।

তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে, মস্তিষ্কের কোন প্রদেশই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করে না। সংযোজক তন্তুদ্বারা মস্তিষ্কের সকল প্রদেশই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য সমস্ত মস্তিষ্কই চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার-গুলি সাম্যসহকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ।

শারীর-বিধান

উপসংহারে শারীর-বিধান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে ;—

শারীরিক ক্রিয়া-সমূহের সমষ্টিকে শারীর-বিধান (Constitution) বলে। অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সমূহের ফলে শরীরের যে একটা অবস্থা হয়, তাহার অপর নাম শারীর-বিধান।

প্রত্যেকেই জন্মকালে মাতা পিতা হইতে এক প্রকার শারীর-বিধান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতা-মাতা সবল এবং সুস্থ হইলে সন্তানগণও সবল ও সুস্থ হয়। পক্ষান্তরে দুর্ব্বল এবং অসুস্থ মাতা-পিতার সন্তান জন্মাবধিই দুর্ব্বল এবং রোগ-প্রবণ

হইয়া থাকে। শারীর-বিধান সাধারণতঃ বংশানুবর্ত্তন (Heredity), স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মনুষ্যেরা মাতাপিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল প্রভৃতিরও দোষগুণ বহুপরিমাণে বহন করিয়া থাকে।

দৈহিক ধাতু (Temperament)

আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে দৈহিক ধাতুসমূহের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ধাতুর প্রাবল্য দেখিতেন। ভিষক্‌প্রবর Galen প্রধানতঃ তিন প্রকার দৈহিক ধাতুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রক্ত-প্রধান (Sanguine), স্নায়ু-প্রধান (Choleric) ও কফ-প্রধান (Phlegmatic)। আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর উল্লেখ আছে। চরিত্র-গঠনে উপরি-উক্ত দৈহিক ধাতুর প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পরে ইহা বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

প্রত্যেক লোকেরই শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব সাধারণতঃ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। সুতরাং ঐ দুর্ব্বল

অংশের উপর লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক শিশুগণের চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন।

যেমন শারীরিক বিধান আমরা অনেক সময়ে মাতাপিতৃকুল হইতে পাইয়া থাকি, তদ্রূপ মাতাপিতা বা ঊর্দ্ধতম পুরুষের প্রাকৃতিক বিশেষত্বও সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে।

শিশু মানসিক ও শারীরিক যাহা কিছু লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমস্তই বংশ-পরম্পরা-গত। অবশ্য, উত্তর কালে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা এই বংশগত দোষ গুণের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তথাপি শিশুদিগের চরিত্র গঠন ব্যাপারে শিক্ষক এই প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রভাব যেন একেবারে উপেক্ষা না করেন। কারণ ঐ শক্তির আমূল পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদসাধন অত্যন্ত কঠিন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অবসাদ (Fatigue).

শারীরিক পরিশ্রম ও বিরামের আবশ্যকতা।

দৈহিক তাপ ও শক্তি।

আমাদিগের দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, সমস্তই শক্তির কার্য্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনাও অতিরিক্ত শক্তি-সাপেক্ষ। এই শক্তির কি প্রকারে উৎপত্তি হয়?

ক্রিয়ানিরত পেশীগুলি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহারা পূর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণতর হইয়াছে। এই তাপ দ্বারাই জীবনীশক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়। এই দৈহিক তাপের উৎপত্তি কি প্রকারে সঙ্ঘঠিত হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

দুই বা ততোধিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইলে অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে তাপেরও উৎপত্তি হয়। এই তাপ কতক বিকীর্ণ হইয়া যায়, কতক নূতন উৎপন্ন পদার্থে নিষ্ক্রিয় ও

অদৃশ্য ভাবে অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। আবার ঐ যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট বা বিযুক্ত হইলে যখন নূতন পদার্থ গঠন করে, তখন পূর্ব্ব সঞ্চিত শক্তি নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় কার্য্যকারী হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাথর কয়লার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। কয়লার উৎপত্তি কালে অনেক তাপ উহাতে অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে (internal energy) সঞ্চিত হইয়াছিল। আবার উহাকে যখন পোড়ান যায়, ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ বশতঃ তাপরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। কয়লার মধ্যে যে অঙ্গার আছে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত সম্মিলিত হয়, এবং এই সংযোগের ফলে দ্ব্যম্লাঙ্গারক (carbon dioxide) নামক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপেরও উৎপত্তি হয়। এই তাপের সাহায্যে রেল, জাহাজ চালান প্রভৃতি অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

জ্বলন ক্রিয়া বলিলে কি বুঝায়?

জ্বলন বা দহন ক্রিয়া অঙ্গার ও অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ-মাত্র। বায়ুস্থিত অম্লজানের সাহায্য না পাইলে দহন ক্রিয়া চলিতেই পারেনা।

এই রাসায়নিক সংযোগ কখন কখন অতি দ্রুত গতিতে হইয়া থাকে, তখন প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় এবং এই অবস্থায় আমরা বলিয়া থাকি যে, কোন বস্তু দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু এই দাহ ক্রিয়া বা অম্লজানের সহিত রাসায়নিক সংযোগ ধীরে ধীরেও সম্পন্ন হইতে পারে; তখন অতি বেশী তাপ উৎপন্ন হয় না; কাজেই বস্তুটী যে প্রকৃত পক্ষে দগ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা ততটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অঙ্গার দগ্ধ হইলে বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যম্লাঙ্গারক (carbon dioxide) নামক বাষ্পের সৃষ্টি করে। কাজেই যে সকল পদার্থে অঙ্গার আছে, তাহাদের দাহকালে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্প এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপও উৎপন্ন হয়। মানব দেহে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারময় পদার্থ আছে। তজ্জন্য আমরা মৃত দেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হই। এই অঙ্গারময় পদার্থ আমাদের খাদ্য দ্রব্য হইতে সংগৃহীত হয়। জীবিত মানব দেহেও এই দহন ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গার ও অম্লজানের রাসায়নিক

সংযোগ এবং তজ্জনিত দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্প ও তাপের উৎপত্তি সর্ব্বদাই চলিতেছে। এই সংযোগ বিয়োগ অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় বলিয়া আমরা বাহির হইতে ততটা বুঝিতে পারিনা।

দৈহিক তাপ কি প্রকারে সঙ্ঘটিত হইতেছে?

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি প্রকারে দেহের মধ্যে এই দহন ক্রিয়া অবিরত সম্পন্ন হইতেছে। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত অনবরত বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করিতেছি এবং এই অম্লজান সর্ব্বদাই ফুসফুসস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্বারা দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইতেছে। অপরপক্ষে আমরা যে সকল খাদ্য দ্রব্য প্রত্যহ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা পাকস্থালীতে জীর্ণ হইলে উহার পোষণোপযোগী অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব্বত্র নীত হয়। আমাদিগের দেহ কতকগুলি সজীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে (cells) গঠিত। কোষপদার্থের (cell contents) নাম protoplasm। ইহা এক প্রকার স্বতঃকার্য্যকারী সজীব পদার্থ। শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় পদার্থের মধ্যে কোষই প্রথম ও প্রধান। কোষ পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণ বিশ্লেষণে শারীরিক

অন্তর্নিহিত শক্তি নির্ম্মুক্ত হয়। এই কোষ সমূহের প্রত্যেকটি রক্তের সংস্রবে আসিয়াই রক্ত হইতে পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজ পুষ্টি সাধন করে। জীবকোষগুলিতে আমাদের খাদ্য হইতে সংগৃহীত অঙ্গার বর্ত্তমান থাকায় উহারা রক্তস্থ অম্লজানের সংসর্গে আসিয়া আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কয়লা যখন পুড়িতে থাকে তখন উহার সঞ্চিত শক্তি পুনঃপ্রকাশিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাপও উৎপন্ন হয়। মানব দেহস্থ সজীব কোষপদার্থ (Protoplasm) যখন অম্লজানের সংযোগে ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে, তখন উহারও সঞ্চিত শক্তি নির্ম্মুক্ত হইয়া দৈহিক নানা কার্য্যে ব্যয়িত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালনে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই কোষ সমূহের দাহজ শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। আবার যখন আমাদিগকে কোন কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় সে শক্তিও এই কোষ সমূহের দহন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে এখন এই দাহক্রিয়া একটু ক্ষিপ্র ভাবে চলিতে থাকে, কাজেই শক্তি এবং

তাপও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মানব দেহস্থ কোষ পদার্থ (Protoplasm) অম্লজান সংযোগে দগ্ধ হইলে কোষস্থ অঙ্গার (Carbon) অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু উৎপন্ন করে এবং দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুই প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। মানব দেহের সজীব কোষগুলি কর্ত্তৃক গ্রহণ ও বর্জ্জন অর্থাৎ একদিকে রক্ত হইতে ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ এবং শক্তি সঞ্চয় (Potential energy), অপর দিকে অম্লজান সংযোগে দগ্ধ হইয়া দ্ব্যম্লাঙ্গারক বাষ্পের ত্যাগ, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির মোচন (Kinetic energy) এবং তাপের উৎপত্তি এই ক্রিয়াদ্বয়ই জীবনী শক্তির লক্ষণ।

জীবনী শক্তি (energy)

আমরা পূর্ব্বে যে জীব কোষের, কথা বলিয়াছি তাহাদিগকে বন্দুকের নলের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। বন্দুকের নলের ভিতর হইতে শক্তি একবার বাহির হইলে যেমন যতক্ষণ পুনরায় তাহাতে বারুদ ও অগ্নি সংযোগে শক্তি উৎপাদন করা না যায়, ততক্ষণ তাহা যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে ; তদ্রূপ স্নায়বীয় জীবকোষ হইতে শক্তি

একবার বাহির হইয়া গেলে পুনরায় যতক্ষণ তাহাতে শক্তি নিহিত না হয়, ততক্ষণ তাহার কার্য্যকারিতা থাকে না। বিশোধিত রক্তদ্বারা জীব কোষে পুনরায় শক্তি সঞ্চার হয়। বিশুদ্ধ রক্ত নির্ম্মল বায়ু ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর নির্ভর করে। অতএব মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে হইলে বিশুদ্ধ বায়ু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রয়োজন।

অবসাদের শরীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগের সকল প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিবার শক্তি আমাদিগের দেহান্তর্গত কোষ সমূহের দহন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দহন ক্রিয়ার সময় কোষ-গুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং আপন ক্ষয়িত অংশ রক্তেই বিসর্জ্জন করে। সেই ক্ষয়িত বা পরিত্যক্ত পদার্থ তখন আমাদের পক্ষে বিশেষ হানিকর। তাহা অপসারিত না হইলে পেশী সমূহকে দূষিত করে এবং উহাদের কুঞ্চনশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়। ইহাই পেশীগত অবসাদের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা।

অবসাদ

অবসাদ বলিলে কর্ম্ম ক্ষমতার হ্রাস বুঝায়। অবসাদ দুই প্রকার ১ম, মানসিক, ২য় স্নায়বিক।

স্নায়বিক অবসাদ আবার অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুসম্বন্ধীয় অথবা বহির্ম্মুখীন স্নায়ুসম্বন্ধীয় হইতে পারে। মানসিক অবসাদ ঘটিলে আমি চিন্তা করিতে অসমর্থ। বহির্ম্মুখীন স্নায়ুসম্বন্ধীয় অবসাদ উপস্থিত হইলে আমরা পদবিক্ষেপ, হস্তোত্তোলন প্রভৃতি অঙ্গপরিচালনা করিতে অক্ষম হই, তদ্রূপ অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর অবসাদ উপস্থিত হইলে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষমতার হ্রাস হওয়ায় আমরা ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পাই না বা কোনরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি উপলব্ধি করিতে পারি না।

অবসাদ আবার সাধারণ কিংবা বিশেষ হইতে পারে। আমরা যখন বলি "ক্লান্ত হইয়াছি", তখন সাধারণ অবসাদই বুঝায়। কোনও অঙ্গের শক্তিহীনতা তাহার একটী চিহ্নমাত্র। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, আমার অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক শক্তির অক্ষুণ্ণতা সত্ত্বেও আমার কোন একটী বিশেষ অঙ্গ যেমন "বাহু" ক্লান্ত হইয়াছে। যেমন ড্রিলের সময় ব্যায়াম করিতে করিতে হস্তদ্বয় অবশ হইয়া পড়িল, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক শক্তি যেমন তেমনিই রহিল।

স্নায়ুমণ্ডলে অথবা পেশীতে অবসাদ উৎপন্ন হইতে পারে। স্নায়বিক অবসাদ ও পৈশিক অবসাদ বিভিন্ন। স্নায়বিক অবসাদ উপস্থিত হইলে আত্ম-চেষ্টার অভাব হয়। পৈশিক অবসাদে শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলেও আমরা বাহ্যোত্তেজনার সাহায্যে (যেমন তড়িৎ প্রয়োগে) কখন কখন শারীরিক ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারি। অত্যধিক মানসিক চিন্তাদ্বারা স্নায়বিক অবসাদ ঘটে। মনের সহিত শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মানসিক অবসাদ ঘটিলে শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই আমরা Æsthesiometre যন্ত্রের সাহায্যে স্পর্শানুভূতির পরিমাণ মাপিয়া ও অবসাদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া মনের অবস্থা অনুমান করিতে পারি। আবার শারীরিক ক্লান্তি বশতঃ মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব শারীরিক ও মানসিক অবসাদ বিভিন্ন হইলেও পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে।

শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোনও প্রকার মানসিক ক্রিয়া হইলে স্নায়বীয় জীবকোষান্তর্গত

পদার্থে একপ্রকার রাসায়নিক কার্য্য হয়। যদ্দারা উহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট বা বিযুক্ত হইয়া কতকগুলি অনিষ্টকর যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। ঐ সকল পদার্থ শরীর হইতে বহিষ্কৃত না হইলে অবসাদ এমন কি মৃত্যুও ঘটিতে পারে। রক্ত সঞ্চালনের সাহায্যে উহা শরীর হইতে বিনির্গত হইলে অবসাদ দূরীভূত হয় এবং পেশী সকল কার্য্যক্ষম হয়। শারীরিক পরিশ্রম রক্ত সঞ্চালনের সাহায্যকারী। শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে প্রায়শঃ অনাবৃত স্থানে যাইতে হয়; সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। বিশুদ্ধ বায়ু হইতেই আমরা অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু প্রাপ্ত হই; ইহা আমাদিগের জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত করে।

বিরাম

শারীরিক পরিশ্রমের পর বিরাম আবশ্যক। তাহাতে উল্লিখিত পরিত্যক্ত পদার্থগুলি নিঃসারিত হয় এবং নূতন উপাদান সৃষ্ট হইবার অবসর পায়। মানসিক পরিশ্রমের পরও বিরাম আবশ্যক।

ইহা দ্বারা বুঝায় না যে আমরা নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিব। যদিও মানসিক ক্রিয়ার সময় সমস্ত মস্তিষ্কই উহাতে ব্যাপৃত থাকে, তথাপি কোন

একটী বিশেষ বিষয়ের ধ্যানে নিরত থাকিলে মস্তিষ্কের একটী বিশেষ অংশ অধিক পরিশ্রান্ত হয়। সেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলে মস্তিষ্কের পরিশ্রান্ত অংশ আরাম পায়। অতএব পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনে বিরাম সাধিত হয়, এইজন্য সাময়িক পাঠের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু মস্তিষ্কের এক অংশ ক্লান্ত হইলে সমস্ত মস্তিষ্ক ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা মনের অবসাদ তিরোহিত হয়।

অবসাদের পরিমান জানিবার উপায়

অবসাদের পরিমাণ জানিবার জন্য অনেক যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষা শারীরিকও হইতে পারে, মানসিকও হইতে পারে।

শারীরিক উপায়

স্নায়ু-মণ্ডলীর যে কোন অংশে অবসাদ উৎপন্ন হউক না কেন, ক্রমশঃ ইহা শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মশোর মতে অবসাদ যে প্রকারেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি একটী বিশেষ নিয়মের অধীন। অবসাদের পরিমাণ জানিবার জন্য তিনি Ergo-graph নামক একটী যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাহুকে কোন একটী

(a) Ergo-graph

আশ্রয়ের উপর স্থাপিত করা হয় এবং কোন একটী অঙ্গুলির সহিত রজ্জু সংলগ্ন করিয়া সেই রজ্জুতে একটী ভার ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। যে ব্যক্তিকে লইয়া পরীক্ষা হইতেছে, তাহাকে ঐ অঙ্গুলির দ্বারা ভারটী উত্তোলন করিতে বলা হয়। অঙ্গুলিদ্বারা ভারটী যেমন উত্তোলিত হয়, অমনি যন্ত্রের সাহায্যে কার্ব্বন কাগজে একটী রেখা পড়ে। প্রথমে ভারটি খুব উচ্চে উঠাইতে পারা যায় ও রেখাগুলিও খুব লম্বা ও তাহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান বিস্তৃত হয়; ক্রমশঃ অবসাদের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত রেখাগুলি ছোট হইয়া আইসে এবং তাহাদের পরস্পরের ব্যবধানও কমিয়া যায়। এই উপায়ে কি হারে অবসাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(b) [Aest]hesio[m]etre

অবসাদ বশতঃ যেরূপ আমাদিগের প্রতিক্রিয়ার শক্তি হ্রাস হয়, তদ্রূপ আমাদিগের স্পর্শানুভূতির শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। Æsthesiometre নামক একপ্রকার যন্ত্র স্পর্শানুভূতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কম্পাসের ন্যায় দুইটা কাঁটা আছে, এবং এই কাঁটা দুইটীর ব্যবধান

নির্দ্দেশক একটী যন্ত্র আছে। এই কম্পাসের দ্বারা শরীরে বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। শরীরের কোন অংশের স্পর্শানুভূতি শক্তি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কম্পাসের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগদ্বয় শরীরের সেই অংশের উপর সংলগ্ন করিতে হয়। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগদ্বয় সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ দুইটী স্পর্শজ্ঞান হইতে হইলে কম্পাসের বাহুদ্বয়ের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকা আবশ্যক। এই ব্যবধানের সাহায্যে অঙ্গবিশেষের স্পর্শানুভূতি শক্তি নির্দ্ধারিত হয়। কম্পাসের বাহুদ্বয়ের ব্যবধান যত কম হইবে, তৎসংলগ্ন অঙ্গবিশেষের স্পর্শানুভূতি শক্তি সেই পরিমাণে অধিক হইবে। শারীরিক বা মানসিক অবসাদ ঘটিলে Æsthesiometre যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে, শরীরের অঙ্গবিশেষের স্পর্শানুভূতি শক্তি কমিয়া গিয়াছে; ইহা অবসাদের লক্ষণ।

মানসিক উপায়

মনে কর, কোন বালকের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ জানা আছে। তাহাকে কোন মানসিক পরিশ্রমের কাজ যথা শ্রুতলিখন, কিংবা বড় বড় যোগ বা গুণন করিতে দাও। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে (সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়) সে যে পরিমাণ কার্য্য করিয়াছে ও যত গুলি ভুল করিয়াছে, তাহার সহিত তাহার সাধারণ বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিয়া তাহার অবসাদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

অবসাদের উপকারিতা

জীবনে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ কার্য্য অনবরতই চলিতেছে। জগতে যেমন জন্ম ও মৃত্যু পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে, তদ্রূপ আমাদের শারীরিক উপাদানগুলিও ক্রমাগত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইতেছে। শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ার সময় যখন আমাদের স্নায়বিক উপাদানগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণ কার্য্যও সঙ্ঘটিত হয়। নূতন উপাদান-গুলি, ধ্বংস প্রাপ্ত উপাদান অপেক্ষা অধিকতর শক্তি-শালী। শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ অবসন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যখন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বল-শালী হয়। যত দিন এই সংশ্লেষণ ক্রিয়া বিশ্লেষণ ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্ঘটিত হয়, ততদিন মানব বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থায় থাকে। বৃদ্ধাবস্থায়

শরীরের নির্ম্মাণ কার্য্য কমিয়া যায় এবং আমাদের শক্তিও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শরীরের বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত ধ্বংস কার্য্যের প্রয়োজন। দৈহিক শক্তি যতই বেশী হইবে, ধ্বংস কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

স্ত্রী পুরুষ ভেদে এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ কার্য্যের তারতম্য ঘটে। স্ত্রী জাতি শক্তি সঞ্চয় করে, পুরুষ জাতি শক্তি ব্যয় করে। গর্ভ ধারণের জন্য স্ত্রীজাতির শক্তি-সঞ্চয় প্রয়োজনীয়।

অবসাদ আমাদিগকে ভাবী বিপদ্ হইতে রক্ষা করে। অবসাদ উপস্থিত হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিরামের আবশ্যকতা হইয়াছে। ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা এই অবসাদের প্রতিরোধের চেষ্টা হানিকর। অবসাদ সত্ত্বেও কার্য্য করিলে শারীরিক অপকৃষ্টতা অধিকতর সঙ্ঘটিত হয়।

অবসাদের সময় আমাদের শারীরিক অস্বচ্ছন্দতার উপর লক্ষ থাকে না। আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি ও আমাদের দেহে পুনরায় শক্তির সঞ্চার হয়।

অবসাদের অপকারিতা

অবসাদ হইতে অনেক কুফল ঘটিতে পারে। অপরিমিত অবসাদ হইলে পুনর্ব্বার উপাদান-গঠন-কার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে না, অথবা শরীরে এত বিষময় পরিত্যক্ত পদার্থ জমিয়া যায় যে, দৈহিক শক্তির পুনঃ সঞ্চার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু নৈসর্গিক উপায়ে আমরা উপরি-উক্ত বিপত্তি হইতে রক্ষা পাই। সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটিবার পূর্ব্বেই আমাদের ক্লান্তি উপস্থিত হয়; স্নায়ুগুলি কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং বাহ্য জগতের উত্তেজনা বহন করিতে অসমর্থ হয়।

বিদ্যালয়ে অবসাদের কারণ

(a) বাহ্য চাপ

শিশুগণ প্রথম প্রথম স্ফূর্ত্তির সহিত খেলা করে। কষ্ট বোধ করিলে তাহারা খেলা হইতে বিরত হয়। তখন তাহাদিগকে শাস্তির ভয়ে খেলা করিতে হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়।

(b) স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিরোধ

ইচ্ছা-পূর্ব্বক অত্যধিক চেষ্টা করিলে যত হানি না হয়, অনিচ্ছার সহিত কার্য্য করিলে তদপেক্ষা অধিক হানি হয়। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্য্য-গুলি শিশুদিগের মানসিক অবস্থানুযায়ী হয় না। যখন তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন তাহাকে কোন কার্য্য করিতে দেওয়া হয় না, আবার যখন তাহার শারী-

রিক স্ফূর্ত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে তখন তাহার উপর চাপ দেওয়া হয়।

অবসাদ-প্রবণতা

কতক গুলি কারণে শরীর শীঘ্রই অবসাদপ্রবণ হইয়া পড়ে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে শক্তি সঞ্চয় করা দুরূহ হইয়া উঠে। শরীরস্থ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত না হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়। দূষিত বায়ু এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বশতঃ এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রা বশতঃ শারীরিক উপাদানের ক্ষয় পূরণ করিবার অবসর না হইলেও অবসাদ হয়।

অবসাদের সহিত শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধ

আমাদের জানা উচিত যে, অবসাদের সময় কার্য্য করিলে সুফল লাভ করা যায় না। কার্য্যের পরিমাণের পরিবর্ত্তে তাহার সারবত্তারই প্রতি আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। আমাদের মন যখন সতেজ থাকে, তখনই কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সাধিত হয়। যদিও কখন কখন উচ্চতম শ্রেণীর কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, তথাপি কার্য্যগুলি যে ভ্রান্তি শূন্য হয়, ইহা সকলেরই সর্ব্বদা ইচ্ছা। কিন্তু অবসাদ উপস্থিত হইলে আমরা ক্রমাগত ভুল

করি। অবসাদ উপস্থিত হইলে মনঃসংযোগের অভাব হয়। মনঃসংযোগের তারতম্যের উপর স্মৃতি শক্তি নির্ভর করে। অবসাদ হইতে বিরক্তি ও ভ্রান্তি জন্মে। শিক্ষা প্রণালীতে অবসাদের এই সত্যগুলি বিশিষ্ট ভাবে প্রযোজ্য। শিশুরা কার্য্য করিতে শিখিতেছে। প্রাথমিক কার্য্যগুলি ও ধারণাগুলি যাহাতে ভ্রমশূন্য হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শৈশবের ধারণাগুলির প্রভাব ভাবি জীবনে লক্ষিত হয়।

অবসাদ ও বিরক্তি
Fatigue and bore-dom.

শারারিক ও মানসিক অবসাদ ব্যতীত আর এক প্রকার মানসিক অবস্থা আছে, যাহাকে "বিরক্তি" বলে। মনের এই অবস্থা অবসাদ হইতে বিভিন্ন। অবসাদ উপস্থিত হইলে শক্তির হ্রাস হয়, কিন্তু "বিরক্তি" উপস্থিত হইলে শারীরিক বা মানসিক শক্তির হ্রাস লক্ষিত হয় না। বালকেরা অবসন্ন হইলে তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া সম্ভব-পর নহে। পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা কোনও ফললাভ হয় না। কিন্তু বালকদিগের "বিরক্তি" উপস্থিত হইলে পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়। কখন কখন মনে হয়

বালকগণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিরক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বতন শিক্ষকগণ বালকদিগের এই বিরক্তি নিরাকরণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। বরং প্রকারান্তরে এই মানসিক অবস্থা উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, শ্রেণীতে শিশুদিগের নিশ্চলভাবে অবস্থিতিই শাসনের চিহ্ন।

বিরক্তি।

"বিরক্তি" প্রথমতঃ "অস্থিরতায়" প্রকাশ পায়। পরে তাহা "খিটখিটে" ভাবে পরিণত হয় ও অবশেষে নির্ব্বুদ্ধিতার ভাব ধারণ করে। ইহা অবসাদের লক্ষণ নহে।

বিষয়-পরিবর্ত্তনের অভাবে নিশ্চলতা প্রযুক্ত বিরক্তি জন্মে। উদ্যোগের অভাবেই এই অবস্থা ঘটে। একভাবে অবস্থিতি করিতে হইলে, কার্য্যের পরিবর্ত্তে কেবল কথায় সময়াতিপাত করিলে, স্বাধীনভাবে কার্য্য না করিয়া কেবল পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে শিশুদিগের "বিরক্তি" আসিয়া পড়ে। ক্রমশঃ তাহারা খিটখিটে ও অস্থির হয়; নৈরাশ্য তাহাদের মন অভিভূত করে।

অবসাদের প্রতিরোধক উপায়।

অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা অবসাদের আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। গত্যুৎপাদক শক্তির অনুশীলন অবসাদ-নিবারণে বিশেষ সহায়। ক্রমিক অনুশীলনের সাহায্যে শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে বিশেষ করিয়া ফুস্ ফুস ও হৃদপিণ্ডে রক্ত-সঞ্চালন নিয়মিত হয় বলিয়া শরীরের কোন অংশে অত্যধিক চাপ দেওয়া হয় না; তজ্জন্য শরীর শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে না।

গত্যুৎপাদক শক্তির উন্নতি সাধন।

কোন অঙ্গ-পরিচালনার উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহার অভ্যাস আবশ্যক। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট অভ্যাস-কালের মধ্যে যেন অবসরের ব্যবস্থা থাকে এবং প্রত্যেক অভ্যাসের অনুশীলন যেন অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া না হয়। আবার অনুশীলনের সময় অত্যল্প হইলে তাহা সমুচিত ফলপ্রদ হইবে না, কারণ তাহাতে লোকে সাধ্যমত চেষ্টা করিবার অবসর পায় না এবং ক্রমোৎকর্ষ লাভ করিতেও সমর্থ হয় না। অবসাদ উপস্থিত হইলে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অপকারই হয়; অঙ্গ-চালনার নিয়ম অব্যবস্থ হইয়া পড়ে এবং কার্য্যের উপরি বিতৃষ্ণা জন্মে।

ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করা গৌণ উদ্দেশ্য। অঙ্গ-পরিচালনা সুনিয়ন্ত্রিত হইবার পরে ক্ষিপ্রতার প্রতি লক্ষ করা উচিত। অঙ্গ-পরিচালনা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অবসাদ উপস্থিত হয় না।

শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম গুলি ক্রমানুসারে হওয়া উচিত। ড্রিল সম্বন্ধীয় কোন প্রকার অঙ্গ-পরিচালনা করিবার পূর্ব্বে তৎসংশ্লিষ্ট গতি-বিষয়ক ভাবের মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে প্রবুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়া জাগরিত করিবার জন্য বিশেষ আয়াস অবলম্বন করা উচিত নহে। তদ্দারা মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হইবার ভয় থাকে।

অঙ্গ-পরিচালনা করা আমাদিগের আয়ত্ত হইলে স্বৈচ্ছিক কার্য্য অনেক সহজ হইয়া পড়ে। আমাদিগের জীবনের কার্য্যগুলি নানাপ্রকার অঙ্গ-পরিচালনা দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু অঙ্গ-পরিচালনা আয়ত্ত করিবার জন্য স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্যা।

মন ও শরীর উভয়ের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ।

পূর্ব্বতন শিক্ষা প্রণালী অনুসারে শিক্ষা বলিলে কোন মানসিক শক্তির অনুশীলন বুঝাইত। পূর্ব্বে স্নায়ু-মণ্ডলের সহিত মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হইবে যে, স্নায়ু-প্রণালীর অনুশীলন ব্যতিরেকে মনের অনুশীলন অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অঙ্গ-পরিচালনার কথা দূরে থাকুক, স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ারও কর্ম্ম-ক্ষমতা, স্নায়ু-প্রণালীর কার্য্য-কুশলতার উপরি নির্ভর করে।

বংশানুবর্ত্তনানুগত (hereditary) প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্নায়ু-প্রণালীর কর্ম্মক্ষমতার প্রধান উৎপাদক দুইটি। ১ম স্নায়ু-কোষের বিকাশ, ২য় স্নায়ু-মণ্ডলের সাধারণ স্বাস্থ্য ও তেজস্বিতা।

১ম স্নায়ু-কোষের বিকাশ সাধন

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর স্নায়ু-কোষগুলির নির্দ্ধারিত সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং স্নায়ু-কোষের সংখ্যার উপরিও আমাদের "প্রতিভা" প্রতিষ্ঠিত নহে। স্নায়ু-কোষের সংখ্যা প্রায় সকল ব্যক্তিরই সমান। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা ঐ কোষগুলির সম্যক্ বিকাশের উপরিই নির্ভর করে।

অনুশীলন।

উপযোগী অনুশীলন দ্বারা স্নায়ুকোষ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুকোষগুলির বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে উত্তেজনা পাওয়া আবশ্যক। তদ্রূপ গতিবিধায়ক স্নায়ুকোষ গুলিরও উদ্দীপনা প্রয়োজনীয়।

জ্ঞান-বিষয়ক স্নায়ুকোষগুলির উদ্দীপনার জন্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিশিষ্ট এইরূপ অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে বালকদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া কার্য্য করিতে সুবিধা পায় এবং বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়-সঞ্জাত উদ্দীপনা তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়বিক জ্ঞানোৎপাদক কোষগুলিকে উদ্দীপিত করিতে পারে। বিদ্যালয়ের

নানা প্রকার খেলা ও কর্ম্মের (occupations) সাহায্যে শিশুদিগের স্নায়বিক গতি-সঞ্চালনেরও যথেষ্ট সুযোগ দিতে পারা যায়।

উল্লিখিত বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যতীত মানসিক ক্রিয়া দ্বারাও জ্ঞান ও গতি-বিধায়ক স্নায়ু-কোষগুলির বিকাশ সাধিত হইতে পারে। স্মৃতি, বিচার ও কল্পনার দ্বারা মস্তিষ্কে "সংযোজক প্রদেশের" তন্তুগুলি উদ্দীপিত হইলে স্নায়ু-মণ্ডলে নানা প্রকার জটিল ও বিস্ময়োৎপাদক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

অতএব কি উপায়ে বালকদিগের জ্ঞান ও গতি-বিধায়ক স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত করিবার জন্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, কি করিলে বালকেরা নানাভাবে চিন্তা করিতে ও মনোভাব প্রকাশ করিতে সুযোগ পায়, ইহাদের মীমাংসা শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়ানুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

২য় তেজস্বিতা

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "তেজস্বিতা" স্নায়ু-মণ্ডলের কার্য্যকারিতার দ্বিতীয় উৎপাদক। স্নায়ু-

মণ্ডলের তেজস্বিতা স্নায়ু-প্রণালীর পুষ্টিসাধনের উপর নির্ভর করে। স্নায়ু-কোষগুলির অপকৃষ্টতা সঙ্ঘটিত হইলে তাহাদের অনুশীলনে কোন উপকার নাই। পুষ্টি সাধনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য দেহের সুস্থতা আবশ্যক। যাহাতে অপকৃষ্ট স্নায়ু-কোষগুলি বিশুদ্ধ বায়ু ও ক্ষিপ্র রক্ত-সঞ্চালনের সাহায্যে শীঘ্র শীঘ্র পুনর্গঠিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যখন কোনও বালক মানসিক ক্রিয়া সুচারু-রূপে সম্পাদন করিতে অশক্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে হয়ত তাহার পরিপাক-যন্ত্রে, কিংবা ফুসফুসে দোষ ঘটিয়াছে, না হয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইয়াছে।

নিদ্রা ও নিরুদ্বেগ।

উদ্বেগ ও অনিদ্রা মস্তিষ্কের কর্ম্মক্ষমতার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, অনিদ্রা-বশতঃ স্নায়ু-কোষগুলি শুষ্ক হইয়া পড়ে ও তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্নায়বিক অপকৃষ্টতা অধিক কাল স্থায়ী হওয়া বিপজ্জনক। অনিদ্রা-বশতঃ অনেক বালক পাঠে সন্তোষ-জনক উন্নতি লাভ করিতে অসমর্থ হয়। ইহার উপর উদ্বেগ দ্বারা যদি তাহার মস্তিষ্ক আক্রান্ত

হয়, তাহা হইলে স্নায়বিক বিকার অবশ্যম্ভাবী। অতএব মানসিক উদ্বেগ সর্ব্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মন (The mind)

মনের উপাদান

মনের উপাদান কি? চেতনা কাহাকে বলে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করা বিশেষ দুরূহ। আমাদের দেহের মধ্যে এমন কি আছে, যাহা চিন্তা করে, অনুভব করে বা ইচ্ছা করে; এবং সেই পদার্থটীর স্বরূপ কি, ইহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা অনন্ত কাল হইতেই পণ্ডিতগণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ মনকে কতকগুলি শক্তির বা বৃত্তির সমষ্টি মনে করেন (Faculty psychology)। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক শক্তির কতকগুলি কার্য্য নিরূপিত আছে; যেমন মনের কোন শক্তি বা বৃত্তিদ্বারা আমরা কল্পনা করিতে পারি, কাহারও সাহায্যে স্মরণ করিতে পারি, কাহারও সাহায্যে বিচার করিতে পারি ইত্যাদি। সেই জন্যই পূর্ব্বতন শিক্ষকগণ বিচার-

শক্তির উন্নতি করিবার জন্য গণিতশাস্ত্র, স্মৃতিশক্তি-বর্দ্ধনের জন্য কবিতা ও ঐতিহাসিক তারিখ, রুচি-শক্তি-বর্দ্ধনের জন্য কাব্যাদি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি পরিবর্দ্ধনের জন্য নানা প্রকার পাঠ্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিতেন। "স্মৃতিশক্তির" আলোচনা কালে এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে।

কোন কোনও পণ্ডিতের মতে চিন্তা-সংহতি লইয়া মন গঠিত হইয়াছে (Association theory). এই মতও সমর্থন যোগ্য নহে; কারণ সংহতি ব্যাপার ধারণার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় না। বিশেষ বিশেষ ধারণা-সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ক্রিয়ার মধ্যেই 'সংহতি' স্থাপিত হয়। কেহ কেহ মন ও স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে অভিন্নত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বহির্জগতের উদ্দীপনা স্নায়ু-মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উত্তেজিত করিয়া চেতনার উদ্রেক করে। কিন্তু ইহা এখনও সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষালব্ধ নহে। অন্তর্দৃষ্টির কথা যাহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহা দ্বারাও মনের স্বরূপত্ব ঠিক করিতে পারা যায় না; তবে চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছা এই বৃত্তিত্রয়ের ব্যাপার সর্ব্বদাই মনে চলিতেছে

এবং তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনের ক্রিয়া ও বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যে উপনীত হইতে পারা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে স্নায়ু-মণ্ডলের ভিতরই মন অবস্থিত এবং স্নায়ু-মণ্ডলের সাহায্যেই মন কার্য্য করে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত চেতনা-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বহিয়া যাইতেছে। এই চেতনা-প্রবাহ মানব জীবনের শৈশবাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং যতই আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই ইহার পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যে কোন সময়েই হউক, পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অনুভব, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই চেতনা-প্রবাহের প্রধান উপাদান। তবে অবস্থা-ভেদে কখন কখনও তাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মনের বৃদ্ধি ও পরিণতি।

প্রথমতঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা জানা আবশ্যক। কোন পদার্থের বৃদ্ধি বলিতে গেলে উহার পরিমাণের ও আয়তনের আধিক্য বুঝায়। পরিণতি উহার অবস্থান্তর। ভেকের ডিম্ব হইতে বেঙাচিতে পরিবর্ত্তন, পরিণতির দৃষ্টান্ত। পরে ক্ষুদ্র বেঙাচি হইতে বৃহদাকার

বেঙাচিতে পরিবর্ত্তন উহার বৃদ্ধি ; পুনরায় ভেকে পরিবর্ত্তন উহার পরিণতি। তদ্রূপ মনের বৃদ্ধি বলিলে জ্ঞান-সমষ্টির বৃদ্ধি বুঝায়, পরিণতি বলিতে গেলে সঞ্চিত জ্ঞানের বিমিশ্রণ বা জটিলতা বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগের মনের বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-সামগ্রীর সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। কল্পনা শক্তি ও বিচার-শক্তির প্রভাবে মনের অবস্থান্তর ঘটে ও আমাদিগের মন পরিণতি প্রাপ্ত হয়। উপদেশ দ্বারা মনের বৃদ্ধি সাধন হয়। উদ্বোধনের সাহায্যে অর্থাৎ মনের উচ্চতর শক্তিগুলি জাগরিত হইলে, তাহাদের কার্য্য দ্বারা মনের পরিণতি সাধিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, প্রথমতঃ বালকেরা আপাততঃ সুখকর বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ চিন্তা-শক্তি ও বিচার-শক্তির সাহায্যে যখন তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের উদয় হয়, তখন বর্ত্তমান ছাড়িয়া তাহারা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কার্য্য করে। উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের দূরদর্শিতাই মনের পরিণতির লক্ষণ।

মানসিক পরিণতির পার্থক্য সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কারণ

কতিপয় আভ্যন্তরীণ কারণে মানসিক পরিণতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অনুভব, জ্ঞান ও

ইচ্ছা এই মৌলিক সাধারণ শক্তিত্রয়ের তারতম্যানুসারে মনের পরিণতির প্রভেদ হয়। এতদ্ব্যতীত জাতিগত বিশেষত্বানুসারেও পরিণতির বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কারের প্রভাবে মানসিক পরিণতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে আর্য্যজাতি-সম্ভূত বালকদিগের মনের পরিণতি অনার্য্য বালকদিগের মনের পরিণতি হইতে বিভিন্ন।

শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মানসিক পরিণতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সবল ও সুস্থ থাকে। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শাস্ত্রকারদিগের এই উক্তি দ্বারাও ইহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা—যথা সামাজিক আচার ব্যবহার—মানসিক পরিণতির পক্ষে বিশেষ কার্য্যকারী। পৃথক্ পৃথক্ সমাজের বা পরিবারের রীতি পদ্ধতি অনুসারে মনের বিভিন্ন প্রকার পরিণতি লক্ষিত হয়। নগরস্থ বালকদিগের মনের পরিণতি, গ্রাম্য বালকদিগের মনের পরিণতি অপেক্ষা বিভিন্ন।

মনোবৃত্তি।

মনোবৃত্তিত্রয়। আমাদের দর্শন-শাস্ত্র-মতে চেতনা আত্মার ধর্ম্ম। চেতনা অন্তঃকরণের সাহায্যে কার্য্য করে— মন অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষ। মনের প্রধানতঃ ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা—জ্ঞানাবস্থা, অনুভবাবস্থা ও সঙ্কল্পাবস্থা। এই তিনটী অবস্থা যদিও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তথাপি পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে। সকল ব্যাপারেই মনের এই তিনটী বৃত্তির ক্রিয়া এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, তাহা পৃথক্ রূপে উপলব্ধি করা সুকঠিন। পক্ষান্তরে মনের এই অবস্থাত্রয় পরস্পর বিরোধী। অনুভবাবস্থা অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর উত্তেজনার উপর নির্ভর করে। ইহা একপ্রকার মনের নিষ্ক্রিয়াবস্থা। মনের সঙ্কল্পাবস্থা বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর উত্তেজনা উৎপাদন করে। ইহা মনের সক্রিয়াবস্থা। জ্ঞানাবস্থায় মনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় ভাবই পরিলক্ষিত হয়। মনে কর আমি শুনিয়াছি, আমার পিতা অসুস্থ। একদিন ডাকপিয়নকে আমার বাড়ীর দিকে একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিতে

দেখিলাম (জ্ঞানাবস্থা)। ডাকপিয়নের হস্তে আমার নামে টেলিগ্রাম দেখিয়া মনে ভাবনা উপস্থিত হইল (অনুভবাবস্থা)। টেলিগ্রাম খুলিতে একটু ইতস্ততঃ করিলাম (ভাবনা বশতঃ মনের নিষ্ক্রিয়াবস্থা)। টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া জানিলাম আমার পিতার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন (জ্ঞানাবস্থা)। পিতাকে দেখিতে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম (সঙ্কল্পাবস্থা)।

পূর্ব্বেই অন্তর্ম্মুখীন ও বহির্ম্মুখীন স্নায়ুর কার্য্য কি বলা হইয়াছে। অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর কার্য্য বাহ্যোদ্দীপনার উপর নির্ভর করে। এতৎ সম্বন্ধে আমার মন অনেকটা নিষ্ক্রিয়। অন্তর্ম্মুখীন স্নায়ুর কার্য্যের পর ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বহির্ম্মুখীন স্নায়ু যখন কার্য্য করে, তখন আমার মন সক্রিয়। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তে আগন্তুক লোকটীকে দেখা ও ডাকপিয়ন বলিয়া জানা, তাহার হস্তস্থিত পত্রীখানি দেখা ও টেলিগ্রাম বলিয়া বুঝিতে পারা এবং টেলিগ্রাম খুলিয়া আমার পিতার অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ব্যাপারে অন্তর্ম্মুখীন ও বহির্ম্মুখীন উভয় প্রকার স্নায়ুরই কার্য্য হইতেছে এবং আমার মনের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় উভয়

অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে। পিতাকে দেখিবার আয়োজন মনের সক্রিয়াবস্থা-সম্ভূত।

দন্তশূল বেদনায় মনের এই অবস্থাত্রয় স্পষ্ট লক্ষিত হয়। মনের অনুভব শক্তির দ্বারা দন্ত-বেদনা-জনিত কষ্টের উপলব্ধি হয়; জ্ঞানবৃত্তি দ্বারা কোন্ দন্তের বেদনা হইতেছে বুঝিতে পারা যায়। দন্ত-চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া ঔষধ-প্রয়োগ, ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনের বৃত্তিত্রয় সমকালে কার্য্য করে এবং পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনঃসংযোগ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে মনের তিনটী প্রধান বৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা প্রথমে জ্ঞানবৃত্তির আলোচনা করিব। মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন প্রকার জ্ঞানের কার্য্য হয় না। এই জন্য প্রথমেই মনঃসংযোগের বিষয় বক্তব্য।

মনঃসংযোগ

মনের দ্বারা দ্বিবিধ জ্ঞান হয়; যথা—বৃত্তি-জ্ঞান ও তাত্ত্বিক-জ্ঞান (C.F. Physics and metaphysics)। তাত্ত্বিকজ্ঞান অতীন্দ্রিয় বিষয় অতএব ইহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। বৃত্তিজ্ঞান দ্বারাই বাহ্য জগতের উপলব্ধি হয়। বৃত্তিজ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থাকে মনঃসংযোগ বলে। চৈতন্য ব্যতীত বৃত্তিজ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া স্থূলভাবে সাধারণতঃ বৃত্তিজ্ঞানকে চেতনা বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে নিরন্তর বৃত্তিজ্ঞানের বা চেতনার প্রবাহ

বহিতেছে। যখন যে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয়, তখন সে বিষয়টী বৃত্তি-জ্ঞান-প্রবাহের বা চেতনার কেন্দ্রস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মন সেই বিষয়েই নিবিষ্ট হয়। অন্য বিষয়গুলি চেতনা-প্রবাহের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করে।

যোগশাস্ত্রে চিত্তের দুইটী বিশেষ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। একটী চিত্তের সর্ব্বার্থতা ধর্ম্ম, আর একটী চিত্তের একাগ্রতা ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্ত সর্ব্ব বিষয়ে গমন করিতে পারে, আবার সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া একটী বিষয় লইয়াও থাকিতে পারে। এই একাগ্রতা ধর্ম্মকেই মনের কেন্দ্রবর্ত্তিতা বা মনঃসংযোগ বলে।

মনোযোগ ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক শারীরিক অবস্থা।

কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সময় আমাদের পেশী-সঞ্চালক স্নায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমাদিগের দর্শন-সহায়ক (অপ্টিক) স্নায়ুর আকুঞ্চন ও প্রসারণ আবশ্যক। কোন শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিবার জন্য শ্রবণ-সাধক (auditory) স্নায়ুগুলিকে বিশেষ রূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। উচ্চতর মানসিক কার্য্যে ও কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার সময়

আমাদিগকে ভ্রূ-কুঞ্চনাদি নানাপ্রকার শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।

অনুকূল অঙ্গ-পরিচালনা হইতে মনঃসংযোগ ক্রিয়া অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল অঙ্গ-পরিচালনা মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায়, মনের একাগ্র অবস্থা হইলে তাহারা নিরুদ্ধ হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন একটী গভীর চিন্তায় মন অভিনিবিষ্ট হইলে, কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে লোকে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ে। প্রাণায়াম ক্রিয়ায় ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শিশুদিগের চঞ্চলতা অনেক সময়ে তাহাদের মনঃ-সংযোগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

মনঃসংযোগের শ্রেণী বিভাগ।

মনঃসংযোগ দুই শ্রেণীর—স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। কেহ কেহ মনঃসংযোগ ক্রিয়াকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—১ম স্বৈচ্ছিক (voluntary)—২য় অনৈচ্ছিক (involuntary) অর্থাৎ ব্যাহ্যোদ্দীপকের আত্যন্তিকতা প্রযুক্ত উপজাত; ৩য় স্বেচ্ছা-বহির্ভূত (non-voluntary) অর্থাৎ বাহ্যোদ্দীপকের চিত্তাকর্ষক শক্তি সঞ্জাত। বাহ্য উদ্দীপকের শক্তি

প্রযুক্ত মনের যে বিষয়-বিনিবেশ তাহাকে অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ বলে। মনে কর কোন বালক অভিনিবেশ সহকারে অঙ্কের সমাধান করিতেছিল। এমন সময়ে ছাদ হইতে একখণ্ড ইষ্টক স্কুলঘরের মধ্যে সশব্দে পতিত হইল। এই আকস্মিক ঘটনায় অবশ্যই তাহার মন সেই শব্দে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এই আকর্ষণ বাহ্য পদার্থের প্রভাবেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটিয়াছে; বালক স্বেচ্ছায় তাহাতে মনোনিবেশ করে নাই। ইহাই অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের উদাহরণ।

অনৈচ্ছিক মনোনিবেশের ত্রিবিধ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায়:—

প্রথমতঃ, উদ্দীপনার পরিমাণ।

যদি উদ্দীপনা অপরিমিত না হয় তাহা হইলে ইহাতে বালকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। অতি তীব্র বা অতি মৃদু আলোক বালকদিগের মনসংযোগ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটায়।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের রূপান্তর।

উদ্দীপক একভাবে কার্য্যকারী হইলে বালক অন্যমনস্ক হয়। অতএব যে শিক্ষক সাধারণতঃ

মৃদুভাবে কথা বলেন এবং আবশ্যক মত স্বর উচ্চ করেন, তিনি বালক দিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। যিনি সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেন, তিনি সুশাসনের এই একটী উত্তম উপায়ে বঞ্চিত হন।

তৃতীয়তঃ, সুখ বা দুঃখ জনক চিন্তাসংহতি।

যে উদ্দীপক চিত্তাকর্ষক অর্থাৎ যাহার সহিত সুখকর বা দুঃখজনক চিন্তাসংহতি (association of ideas) সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা আমাদিগের মনঃসংযোগের সহায়তা করে। ইহাকে কেহ কেহ স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনঃসংযোগ আখ্যা দিয়াছেন।

মনঃসংযোগ ক্রিয়ার মধ্যে ভেদাভেদ নাই।

এতাবৎ যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে যেন অনুমান করা না হয় যে সত্য সত্যই মনঃসংযোগ ক্রিয়ার মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। মনঃসংযোগ বলিলেই চেতনার ক্রিয়াশীল অবস্থা বুঝায়। তবে কি উপায়ে মনঃসংযোগের উদ্রেক হয় তাহারই প্রকারভেদ আছে। হইতে পারে আকস্মিক বাহ্যোদ্দীপকের আত্যন্তিকতা বশতঃ মন তদ্দ্বারা অভিভূত হইল, কিম্বা বাহ্যোদ্দী-

পকের চিত্তাকর্ষক গুণ বশতঃ মন তাহাতে আকৃষ্ট হইল অথবা মন ইচ্ছাপূর্ব্বকই চিত্তাকর্ষক বস্তু হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া ইচ্ছা-প্রণোদিত বিষয়ে নিবিষ্ট হইল।

আনুরক্তি ও চিত্তাকর্ষক শক্তি (Interest)

বাহ্য বিষয়ের যে সুখকর বা দুঃখজনক অনুভূতি যদ্দারা মন সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহাকে সেই বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তি বলে। উপস্থিত বিষয়ের চিত্তাকর্ষক-শক্তি প্রযুক্ত মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষা প্রণালীতে এই প্রক্রিয়ার বিশেষ উপযোগিতা আছে। যে বিষয় মনকে আকৃষ্ট করিতে না পারে মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না; এবং মন যে বিষয়ে নিবিষ্ট না হয় তদ্বিষয়ের উপস্থাপনও নিরর্থক।

বিভিন্ন জাতীয় আনুরক্তি।

(i) ব্যক্তিগত ও প্রয়োজন-মূলক আনুরক্তি।

(*a*) শারীরিক অভাবপূরণ সম্বন্ধীয়,—কোন জন্তুর সম্মুখে তাহার খাদ্যদ্রব্যের একটী টুকরা ফেলিয়া দিলে আমরা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। তদ্রূপ মাতা যখন শিশুকে স্তন্যপান

করাইবার উদ্যোগ করেন, শিশু তখন তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করে।

(b) শারীরিক স্ফূর্ত্তিজনিত আনুরক্তি।

অঙ্গসঞ্চালনের উপর শিশুদিগের মানসিক বিকাশ অনেকপরিমাণে নির্ভর করে। অঙ্গচালনা ক্রিয়ার সহিত বালকদিগের একপ্রকার আনুরক্তি আছে। সেই জন্য শিক্ষাপ্রণালীতে "খেলার" প্রাধান্য দেখা যায়।

(c) অনুভূতি বিষয়ক আনুরক্তি।

আমাদের অনুভূতি বিষয়কও কতকগুলি আনুরক্তি আছে। মাতাপিতা, ভাই ভগ্নী ও সমপাঠীদিগের ভালবাসা প্রযুক্ত যে আনুরক্তি তাহা অনুভূতি বিষয়ক আনুরক্তির দৃষ্টান্ত।

(ii) রুচিবিষয়ক আনুরক্তি।

যখন কোন বস্তু দেখিয়াই তাহা নিরীক্ষণ করিতে মনে আনন্দ বোধ হয় তখন রুচিবিষয়ক আনুরক্তি প্রকাশ পায়। যেমন, আলো দেখিলেই শিশুর মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই শিক্ষাপ্রণালীতে চিত্রের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী।

(iii) **বুদ্ধিবিষয়ক আনুরক্তি**

নূতন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য মনে যে আনন্দ সমুৎপন্ন হয় তাহাকে বুদ্ধি-বিষয়ক আনুরক্তি বলে ; নূতন জ্ঞানলাভ করিলে মনে স্বতঃই আনন্দ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বজাত জ্ঞানের সহিত উপস্থিত জ্ঞানের সাদৃশ্য উপলব্ধি বশতঃ এই আনন্দের উৎপত্তি হয়।

আমাদিগের আনুরক্তি উদ্দীপকের চিত্তাকর্ষক শক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত হয়। আনুরক্তি জ্ঞাতৃনিষ্ঠ ; চিত্তাকর্ষক শক্তি জ্ঞেয়-নিষ্ঠ ; অর্থাৎ আমরা আমাদিগের সহজাত আনুরক্তি দ্বারা কিংবা উদ্দীপকের শক্তিদ্বারা বস্তুবিশেষে আকৃষ্ট হই।

চিত্তাকর্ষণের অনুকূল অবস্থা।

১ম উপস্থিত বিষয়ের সহিত পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের সাদৃশ্য

পূর্ব্বজ্ঞাত ও উপস্থিত বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈষম্য থাকিলে উপস্থিত বিষয় আমাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে অক্ষম। আবার সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য থাকিলেও নবাগত বিষয়টী আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। সেইজন্য বালকদিগের সমক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া নানারূপে ও নানাভাবে উপস্থাপিত করা শিক্ষকের

কর্ত্তব্য; নচেৎ বালকদিগের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইবে না।

২য় সুখদায়ক বা আনন্দদায়ক চিন্তাসংহতি।

উপস্থিত বিষয়ের সহিত দুঃখদায়ক বা আনন্দজনক চিন্তাসংহতির সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট হয় মন তাহাতে ততই আকৃষ্ট হয়। বালকেরা অবকাশের নাম শুনিলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে; কারণ, অবকাশের সহিত তাহাদিগের পল্লীজীবনের সুখময় ঘটনাগুলি জড়িত আছে। আবার পরীক্ষার দিন কবে ধার্য্য হইবে তাহাও জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে; কারণ পরীক্ষার সহিত অনেক কষ্টদায়ক পরিশ্রমের স্মৃতি সংসৃষ্ট আছে।

৩য় কৌতূহল।

"রম্য বস্তু সমালোকে লোলতাস্যাৎ কুতূহলম্"। কোন রমণীয় বস্তু দেখিবার বা জানিবার জন্য মনের যে ঐকান্তিক আগ্রহ তাহাকে কৌতূহল বলে। এতাদৃশ আগ্রহই জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সহায়।

চিন্তাকর্ষণ শক্তি দ্বিবিধ।

সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধ ভেদে চিন্তাকর্ষণ শক্তি দ্বিবিধ।

প্রথম—উপস্থাপিত বিষয়ের সহজ বা স্বাভাবিক (native) চিন্তাকর্ষক গুণ।

দ্বিতীয়—পরম্পরা সম্বন্ধে (acquired) অর্থাৎ উপস্থাপিত বিষয়ের বিষয়ান্তরের সহিত সংস্রব নিবন্ধন পরোক্ষ বা উপাত্ত গুণ।

সহজ।

মনোহর খেলনা দেখিলে, যে শিশুদিগের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হয় ইহা স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষণ শক্তির দৃষ্টান্ত। রোগী যে স্বাস্থ্য লাভ প্রত্যাশায় কটু কষায় ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হয় তাহা দ্বিতীয় প্রকার চিত্তাকর্ষক গুণের উদাহরণ।

উপাত্ত।

স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশ (non-voluntary attention)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশ বাহ্যোদ্দীপকের চিত্তাকর্ষক শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব যাহাতে উপস্থাপিত বিষয় সমধিক চিত্তাকর্ষক হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশ অনুভাবাত্মক, স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ চেষ্টামূলক।

স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ।

স্বৈচ্ছিক কার্য্য চিত্তাকর্ষক হওয়া আবশ্যক

কার্য্য-প্রবৃত্তি (ইচ্ছা) এবং কার্য্য-সাধনোপযোগী যাবতীয় উপকরণ সত্ত্বেও একমাত্র চিত্তাকর্ষক

গুণের অভাবে কার্য্য সাধিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে সঙ্গীত শুনিবার জন্য সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ গায়কের নিকট উপস্থিত হন; কিন্তু সঙ্গীত-বিদ্যানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত উহা চিত্তাকর্ষক না হওয়ায়, গায়কের তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতেও তাঁহাদের মন নিবিষ্ট হয় না।

ইচ্ছাশক্তির নির্ব্বাচনক্ষমতা

বাহ্যবিষয় নানারূপে চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তন্মধ্যে যে কোন একটীতে মন নিবিষ্ট করিতে পারা যায়। মনে কর কোন ব্যক্তি দ্রব্য ক্রয় করিতে কোন তৈজসের শিল্পাগারে গিয়াছে। সেদিন সে তৈজসের গুণ এবং মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে ও তাহাতেই তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইবে। অপর দিন সে নিজে একটী শিল্পালয় সংস্থাপন করিবে বলিয়া যদি তাহা পরিদর্শন করিতে যায় তাহা হইলে অন্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া সে কেবল তাহার তথ্যানুসন্ধানে অভিনিবিষ্ট হইবে।

স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের উপর অনৈচ্ছিক মনোনিবেশের প্রভাব

স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ-প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ছাত্র যতই অভিনিবিষ্ট হউক না কেন, আকস্মিক ঘটনা

দ্বারা তাহার চিত্তবিক্ষেপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব চিত্তবিক্ষেপের কারণ নিরাকরণ অথবা শিক্ষণীয় বিষয় অধিকতর চিত্তাকর্ষক করিতে শিক্ষক চেষ্টা করিবেন। বাহ্য উদ্দীপক হইতে বলপূর্ব্বক মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা ফলবতী হয় না।

আমরা পূর্ব্বে স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশে চিত্তাকর্ষক শক্তির প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশেও চিত্তাকর্ষক গুণের আবশ্যকতা আছে।

স্বৈচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনঃসংযোগের বিশ্লেষণ

(১) স্বেচ্ছা-বহির্ভূত ও অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে, উদ্দীপনা বাহ্যবস্তু সমুৎপন্ন; স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশে, উদ্দীপক অন্তর্নিহিত।

(২) স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশে আমরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে যে কোন বাহ্যোদ্দীপকে মনোনিবেশ করিতে পারি। স্বেচ্ছাবহির্ভূত ও অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে বাহ্যোদ্দীপক স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে। স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশে, উদ্দীপক নির্ব্বাচনে মনের স্বাধীনতা আছে; স্বেচ্ছাবহির্ভূত ও অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে বাহ্যোদ্দীপক মনের উপর প্রভুত্ব করে।

(৩) স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ স্থায়ী ; অনৈচ্ছিক মনোনিবেশ সতত চঞ্চল।

মনোনিবেশের তারতম্য

মনোনিবেশের তারতম্য নিম্নলিখিত অবস্থা সাপেক্ষ।

সমসাময়িক মানসিক অবস্থা

১। মনোনিবেশের গাঢ়তা সমসাময়িক মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। বালকগণ অন্য সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালে মনঃসংযোগ করিতে অধিকতর সমর্থ হয়। কারণ তখন দৈনিক কার্য্যের ক্লান্তি প্রযুক্ত তাহাদের মন অবসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। বৎসরের প্রারম্ভেও তাহারা নব উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধিকতর কার্য্য করিতে পারে। দুর্ব্বল বালকদিগের মানসিক শক্তিও ক্ষীণ, সেইজন্য তাহারা সম্যক্ মনঃসংযোগ করিতে অসমর্থ।

বাহ্যোদ্দীপকের শক্তি

২। বাহ্যোদ্দীপকের শক্তির উপর মনঃসংযোগের আত্যন্তিকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। রঞ্জিত চিত্রের প্রতি বালকদিগের চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হয়। উচ্চাভিলাষী বালকের শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছাই তাহার মনোনিবেশের আভ্যন্তরিক উদ্দীপক।

গুরুজনকে সন্তুষ্ট রাখিবার ইচ্ছা, শাস্তির ভয় প্রভৃতি বিষয় আভ্যন্তরিক উত্তেজনার উদাহরণ।

প্রস্তুতী করণ

৩। পূর্ব্ব হইতে মনকে কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিলে মন তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট হইতে পারে। "দেখ" বা "শুন" এবম্প্রকার আদেশ করিয়া বালকদিগের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়া থাকে।

মনঃসংযোগের অন্তরায়।

1. বাহ্য অন্তরায়
(a) শারীরিক দুর্ব্বলতা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক লোকেরই শারীরিক প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। ঐ বিশেষত্ব সাধারণতঃ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, অর্থাৎ আমরা ঐ বিশেষত্বের দ্বারাই চালিত হই। কাহারও কাহারও পরিপাক যন্ত্র গুলি সহজেই পীড়াক্রান্ত হয়; কাহারও অতি সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগে আবার কাহারও বা শরীর এত সুস্থ যে কোন প্রকার ব্যাধিই তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

বংশানুবর্ত্তনক্রমেও (Hereditary) শারীরিক স্বাস্থ্যের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যে

পরিবারে যে রোগের প্রাবল্য আছে সেই পরিবারের পুত্র কন্যা সেই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত হয়। অনুপযুক্ত খাদ্য, পানীয় দ্রব্য বা দূষিত বায়ু হইতেও শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মিতে পারে।

বালকদিগের প্রতি শাস্তি বা তাড়না দ্বারা এ বিষয়ে কোন ফল হয় না। বরং তাহাদিগকে কেবল দুর্ব্বল চিত্ত করা হয়। এ অবস্থায় চিন্তা-কর্ষক শক্তির সাহায্যে বালকদিগের অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ উদ্রেক করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

(h) অনুপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা

বিদ্যালয়ের মধ্যে বা সমীপে কোন প্রকার কোলাহল হইলে বালকদিগের মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। তজ্জন্য শিক্ষকের দেখা উচিত যেন এই প্রকার অন্তরায় উপস্থিত না হয়; শিক্ষক দিগের অযথোচিত চীৎকারেও যে এ প্রকার দোষ হয় তাহা বলা বাহুল্য। বিদ্যালয়ের বায়ু উত্তপ্ত বা দূষিত হইলে বালকদিগের শ্বাসক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত না হওয়ায় তাহাদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়। শরীর দুর্ব্বল হইলে মনঃসংযোগের হ্রাস হয়। এ অবস্থায় শিক্ষক বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

(৩) নিশ্চলতা

একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকাও মনঃসংযোগের একটী অন্তরায়। অঙ্গ পরিচালন বালকদিগের স্বাভাবিক ক্রিয়া। ইহার অন্যথা হইলে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু তাহা বলিয়া বালকদিগের অস্থিরতার অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়াও অনুচিত। ইহাতে সুশাসনের ও সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটে। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্য বিষয়ের ঈদৃশ সন্নিবেশ করিবেন যাহাতে বালকদিগকে কখন বসিয়া, কখনও বা দাঁড়াইয়া, কখন একসঙ্গে কখন বা একাকী পাঠ বলিতে হয়।

II. আভ্যন্তরীণ অন্তরায়।
(i) ছাত্রসম্বন্ধীয়
১ম স্বভাবজাত অলসতা

বালকের স্বভাব জাত মানসিক অলসতা দেখিতে পাওয়া যায়—কোন কোন বালক পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ ঔদাসীন্য দেখায় কিন্তু ইহাতে ঐ বালকের যে, কোন বিষয়েই উদ্যম বা উৎসাহ নাই ইহা বলা যায় না। এরূপ স্থলে শিক্ষক সহানুভূতি দ্বারা যে বিষয়ে তাহার অনুরাগ আছে সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই তাহাকে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগী করিতে চেষ্টা করিবেন।

কখন কখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট বালককেও পাঠে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মাভিমানই তাহাদিগের অমনোযোগের কারণ। এই দোষ প্রতীকারের জন্য শিক্ষক শ্রেণীতে কোন নূতন বিষয় উপস্থাপিত করিয়া, কূট প্রশ্ন দ্বারা তাহাদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন। তাহাতে আত্মাভিমানের খর্ব্বতা প্রযুক্ত তাহারা পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারে।

২য় স্বাভাবিক তেজস্বিতা

বালকদিগের মনের সাময়িক বিক্ষিপ্তাবস্থা বশতঃ মনঃসংযোগের অভাব হইতে পারে। ইহা নানা কারণে ঘটিতে পারে।

(ii) শিক্ষক ও পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধীয়

শিক্ষকের কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সহানুভূতির অভাব বশতঃ বালকদিগের অমনোযোগিতা ঘটে। সহৃদয় শিক্ষক বাহ্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। পাঠ্য বিষয় অতিসহজ বা দুরূহ হইলে বালক-দিগের মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না। পূর্ব্বাধিগত বিষয়ের সহিত উপস্থাপিত বিষয়ের সম্পূর্ণ বৈষম্য বা সাদৃশ্য থাকিলে তদ্বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় না।

প্রোঃ জেমস্ চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণের একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনঃসংযোগ কালে মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পুনরুৎপাদন করা হয়। অতএব কোন বিষয় পড়িবার বা শুনিবার সময় কেবলমাত্র দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা নিজে, দৃষ্ট বা শ্রুত পদগুলি উচ্চারণ করি তাহা হইলে মস্তিষ্কের বাগিন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের উত্তেজনার সহিত দর্শন ও শ্রবণ সঞ্জাত উত্তেজনা গুলির সহযোগিতা স্থাপিত হওয়ায় ঐ সকল পদে আমাদের মন অধিকতর নিবিষ্ট হয়। শিক্ষকের উপদেশবাক্য শুনিবার সময় বালকগণ যদি কেবল নিশ্চল ভাবে না শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার কথিত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে থাকে তাহা হইলে অধিকতর ফল লাভ হইতে পারে।

অধ্যাপনা বিষয়ে স্বৈচ্ছিক ও স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশের কার্য্যকারিতা

পূর্ব্বতন শিক্ষকেরা স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইতেন। পাঠ্য বিষয় হৃদয়গ্রাহী করিতে তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন ছিলনা। ইদানীন্তন শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়-

গ্রাহী করিয়া স্বেচ্ছাবহির্ভূত মনোনিবেশের উদ্রেক করা হয়।

আত্মচেষ্টা ও মনোহারিতা (effort & Interest)

অনেকে বলেন যে, ইদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষালাভ অনায়াস সাধ্য হওয়ায় বালকদিগের আত্মচেষ্টার নিরোধ হয়। এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়াই আধুনিক শিক্ষাবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য; কেননা যে বিষয়ে অনুরাগ জন্মে সে বিষয়ে স্বতঃই চেষ্টা উপস্থিত হয়। যে কোন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা যাউক না কেন, শিক্ষণীয় বিষয় সকল সময়ে সকলের পক্ষে মনোরম হওয়া অস্বাভাবিক। এঅবস্থায় যে সকল বিষয়ে স্বাভাবিক আনুরক্তি নাই সে সকল বিষয় বালকদিগের প্রবৃত্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া হৃদয়গ্রাহী করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। যেমন গণিত শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাকরণের সূত্র পদাদির নীরস শব্দ সমূহ কণ্ঠস্থকরণ চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে, বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণী-শক্তিসংগ্রহ করিতে হয়। উচ্চপদাভিলাষ, দণ্ডপরিহারেচ্ছা, অন্তরায় অতিক্রমের বাসনা প্রভৃতি স্বাভাবিক স্বার্থ-পর প্রবৃত্তিগুলি আনুরক্তির প্রেরণাস্বরূপ। এই

ব্যাপারে আত্মচেষ্টার প্রকৃষ্ট অনুশীলন হয়। শিক্ষণীয় বিষয়টী হৃদয়গ্রাহী করিয়া সুযোগ্য শিক্ষক বালকদিগের আত্মচেষ্টার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন।

মনঃসংযোগের ক্রমবিকাশ।

প্রথমাবস্থা—অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ। শৈশবাবস্থায় মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিকরূপে হইয়া থাকে। শিশু বাহ্যোদ্দীপকের ক্রীড়নক স্বরূপ। তখন তাহার স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ করিবার শক্তি থাকে না।

দ্বিতীয়াবস্থা—অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগে পরিণতি। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের অবিরত অনুবর্ত্তন হইতে স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের সূত্রপাত হয়। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বাহ্যোদ্দীপক কিছুক্ষণ শিশু-সম্মুখে স্থায়ী হইলে, ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া উপস্থিত হয়। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা ইহা দৃঢ়ীভূত হয়।

তৃতীয়াবস্থা—স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ। ক্রমশঃ স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের চিহ্ন লক্ষিত হয়। জননীর

সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া শিশু ক্রন্দনে বিরত হয়, তখন সে ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই প্রণোদিত হইয়া সচেষ্ট হয়। এই চেষ্টাই স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বিশেষ লক্ষণ।

মনঃসংযোগের প্রণালী।

১। প্রথমতঃ, বাহ্যোদ্দীপক শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, পরে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন হইলেও আমাদিগের মন তাহাতে আকৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ক্রমশঃ মাতার মুখের প্রতি কিম্বা নিজের হাতের প্রতি শিশু মনোনিবেশ করিতে শিখে। যে সকল বস্তু প্রথমতঃ চিত্তাকর্ষক ছিল না তাহারা ক্রমশঃ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে।

২। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বিকাশের সঙ্গে ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে থাকে। শিশু কোন সুন্দর বস্তুর প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মনে করে, ঐ বস্তু দ্বারা তাহার আরও আনন্দ হইবে। ক্রমশঃ শিশু দৃষ্টিমণ্ডলের অন্তর্গত স্থলের মধ্যে কি কি বস্তু আছে তাহা খুঁজিতে থাকে। এই প্রকারে মনঃসংযোগ আয়ত্ত হইয়া পড়ে।

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে মনঃসংযোগের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে।

শিশুরা যখন প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাহাদিগের মনঃসংযোগ শক্তি বিক্ষিপ্ত ও অস্থায়ী থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষকের তাহাদিগকে কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থিরচিত্ত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। শাস্তি কিম্বা ভয় প্রদর্শন নিরর্থক। শিক্ষক এরূপস্থলে বালকদিগের অনৈচ্ছিক মনঃ-সংযোগের উদ্দীপনার চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ বালকদিগকে গুণের উপর মনঃসংযোগ করিতে না বলিয়া বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে আদেশ করিবেন; ইহা দ্বারা তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উদ্রেক হয়। গুণের উপর মনোনিবেশ করা অপেক্ষা স্থূল বস্তুর উপর মনঃসংযোগ অধিকতর সহজসাধ্য।

বালকদিগকে এক বিষয়ে একাধিক্রমে নিবিষ্ট রাখা অনুচিত। শিক্ষণীয় বিষয়ের রূপান্তর বা পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন মনঃসংযোগের অনুশীলনে বিশেষ সহায়। কিন্তু শিক্ষক সতর্কতা সহকারে এ বিষয়ে অগ্রসর হইবেন; যেন তিনি বস্তুপাঠ দিবার সময় যুগপৎ নানাবিধ পদার্থ বালকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চিত্তবিক্ষেপের

কারণ না হন। যখন যে পদার্থ আবশ্যক তখনই তাহা প্রদর্শন করা উচিত। উপস্থাপিত পদার্থের গুণাগুণ বিচারের পূর্ব্বে তাহা অপসারিত করা না হয়। পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনের দ্বারাও বালকদিগের মনঃসংযোগ অব্যাহত রাখা যাইতে পারে।

নিম্নলিখিত উপায়দ্বারা শিক্ষক বালকদিগের মনঃসংযোগের উদ্রেক করিতে পারেন।

মনঃসংযোগের অনুকূল উপায়।

শিক্ষকের অনুমোদনের আশা, লজ্জাশীল বালকদিগের পক্ষে মনঃসংযোগের বিশেষ সহায়। উচ্চাভিলাষী বালকদিগের প্রতিযোগিতাবৃত্তি উদ্দীপিত করিলে তাহাদিগের মনঃসংযোগ পরিবর্দ্ধিত হয়। শাস্তির ভয়ে অমনোযোগিতা দূরীভূত হয়। অন্যবিধ দণ্ডে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে অগত্যা শারীরিক দণ্ডবিধান করা যাইতে পারে। শিশুদিগকে অমনোযোগিতার জন্য কখনও শারীরিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। পাঠ্য বিষয় চিত্তাকর্ষক করিতে পারিলেই তাহাদিগের অমনোযোগিতা নিরাকৃত হইতে পারে। অভ্যাস দ্বারা মন ক্রমশঃ সংযত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি ও স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ বর্দ্ধিত হয়। স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের

পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা বালকেরা তদ্বিষয়ে দক্ষতা লাভ করে; এই প্রকারে ক্রমশঃ তাহাদের মনোনিবেশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে।

ফিচ্ সাহেব বালকদিগের মনঃসংযোগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপবেশনের পরিবর্ত্তন দ্বারা বালকদিগের হ্রসমান মনঃসংযোগ পুনরায় বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। স্থান পরিবর্ত্তনের দ্বারাও উহা সাধিত হয়। বালকদিগের নিকট হইতে পৃথক্ পৃথক্ উত্তর এবং কখন কখন সমবেত উত্তর গ্রহণ দ্বারা তাহাদিগের মনোনিবেশ জাগরূক থাকে। শিক্ষক কখন কখন বালকদিগের নিকট আংশিক প্রশ্ন করিয়া উহার উহ্য অংশগুলি তাহাদিগের দ্বারা পূর্ণ করাইয়া লইবেন। যে সকল বালক সাধারণতঃ অমনোযোগী, শিক্ষক তাহাদিগকে অতর্কিতভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়ার উত্তেজনা করিয়া দিবেন। বালকদিগকে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত করিবেন। সংক্ষেপে, পুনরালোচনা, উদাহরণ ও চিত্র প্রদর্শন এবং শিক্ষা

প্রণালীর ও রুটীনের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বালকদিগের আগ্রহ সজীব রাখিবেন। কিন্তু শিক্ষকের নিজের স্ফূর্ত্তি ও দক্ষতা ব্যতীত কোন উপায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয় না। কারণ বালকেরা শিক্ষকেরই অনুকরণ করে এতৎ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান বা শিক্ষা বিজ্ঞান তাঁহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেনা। শিক্ষাদানের নিপুণতা স্বাভাবিক শক্তির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

মনোনিবেশের মনোবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞানসম্মত বিবৃতি।

মনোবিজ্ঞান মতে কোন বিষয় কর্ত্তৃক মনের সর্ব্বতোভাবে অধিকারকে মনোনিবেশ বলে।

শারীর-বিজ্ঞান মতে কোন বাহ্যোদ্দীপকে মনোনিবেশ কালে আমাদিগের মস্তিস্কান্তর্গত স্নায়ু-কোষগুলি দুই প্রকার বেগ দ্বারা উত্তেজিত হয়।

১ম—উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক-ঘটিত বেগ অন্তর্ম্মুখীণ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কান্তর্গত কোন বিশেষ স্নায়ুকোষের উপরি আঘাত করিয়া এক প্রকার স্নায়বিক বেগ উৎপন্ন করে।

২য়—আবার তজ্জাতীয় পূর্ব্বস্মৃতি ও কল্পনা জাগরিত হওয়ায়, মস্তিষ্কে তৎসংশ্লিষ্ট এক প্রকার

স্নায়বিক ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপিত হয়। ঐ উদ্দীপনার বেগ উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকের বেগের সহায়তা করে। ইহার ফলে উপস্থিত বাহ্যো-দ্দীপক-জাত উত্তেজনার আতিশয্য বশতঃ সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ঐ বাহ্যোদ্দীপক আমাদের চেতনার কেন্দ্রীভূত হয়। ইহাকেই বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ বলে।

উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক জনিত বেগে নূতনত্ব আছে। পূর্ব্ব স্মৃতি ও কল্পনা প্রযুক্ত বেগে পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হয়।

মনোযোগ ও অমনোযোগ।

মনোযোগের সহিত অমনোযোগের ভাব জড়িত আছে। কোনও এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইলে, আমাদিগকে অন্য বিষয় হইতে মন সরাইয়া আনিতে হয়। যদিও সাধারণতঃ মনঃসংযোগ ক্রিয়ায় ইচ্ছাশক্তিকে চেষ্টা করিয়া কার্য্যকরী করিতে হয়, তথাপি আমাদের দৈনিক জীবনের সকল সময়েই মন কোনও না কোনও বিষয়ে নিবিষ্ট আছে। সচেষ্ট ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া সকল সময়ে লক্ষিত হয় না। অমনোযোগিতা বলিলে মনোযোগের

অভাব বুঝায় না—অন্যমনস্কতা বুঝায়, কারণ মন কোনও না কোনও বিষয়ে সকল সময়েই লিপ্ত থাকে।

প্রকৃত অমনোযোগিতা বলিলে মানসিক শক্তির অবসন্নতা বুঝায়। অমনোযোগের অবস্থায় মন সজীবতা হারাইয়া "জড়ভাব" গ্রহণ করে।

আমরা একই সময়ে কেন কেবল একটি বিষয়ের উপরই মনঃসংযোগ করিতে পারি? (inhibition)

কোন একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সময় আমরা যে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারি না তাহার শারীর বিজ্ঞান সম্মত কারণ এই যে, একটি বস্তুতে মনঃসংযোগ করিতে করিতে অন্য বস্তুতে মনোনিবেশ করিলে দ্বিতীয় বস্তু সংশ্লিষ্ট স্নায়ুপ্রণালী পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু-সংশ্লিষ্টস্নায়ু প্রণালীর শক্তি অপহরণ করে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ুপ্রণালী শক্তিহীন হওয়ায় নিরুদ্ধ হইয়া যায় ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

সপ্রতীক্ষ মনঃসংযোগ (expectan attention

সপ্রতীক্ষ মনোযোগে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। আগামী ঘটনাসম্বন্ধে সপ্রতীক্ষ মনোনিবেশ কার্য্যকারী হয়। এই অবস্থায় আমাদিগের স্নায়বিক প্রস্তুতীকরণ পূর্ব্ব-

হইতেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহ্য উদ্দীপনার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সাধিত হয়। এই সপ্রতীক্ষ মনোযোগ শিক্ষাপ্রণালীতে বিশেষ কার্য্যকারী। ড্রিলমাষ্টার যদি প্রথমে বালকদিগকে বলিয়া দেন যে "মার্চ্চ" এই আদেশ শুনিবামাত্র তাহারা চলিতে আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে বালকদিগের মস্তিষ্ক জাগ্রৎ থাকে। আদেশ পালন করার জন্য যে প্রকার শারীরিক প্রস্তুতীকরণ আবশ্যক তাহা প্রথম হইতেই হইয়া থাকে এবং পরে যখন আদেশ করা যায় তখন তাহারা অধিকতর তৎপরতার সহিত কার্য্য করে। শিক্ষক যে পাঠ দিতেছেন তাহার উদ্দেশ্য (aim) যদি বালকেরা বুঝিতে নাপারে তাহা হইলে বালকদিগের মানসিক শক্তির অনেকটা অপচয় হয়। কারণ কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদিগের মনোনিবেশ আবশ্যক তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; এবং তাহাদিগের মন বিক্ষিপ্ত ভাবে কার্য্য করে।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মনঃসংযোগ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাপক।

কখন কখন কোন কোন লোক একই সময়ে অনেকগুলি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিতে পারে। থিয়েটার ও ঘোড়দৌড় দর্শক বৃন্দের মধ্যে অনেককে এই প্রকার মনঃসংযোগ করিতে দেখা যায়। কোন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় আমাদের মনঃসংযোগ প্রায় সঙ্কীর্ণ হয়।

ক্ষণভঙ্গুর।

কোন কোন লোকের মনঃসংযোগ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ কেহ আবার নানা প্রকার গোলযোগ স্বত্ত্বেও একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে।

অব্যবস্থিত।

কাহারও কাহারও মন এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়।

অবস্থোপযোগী

কোন কোন লোক শীঘ্রই যে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে।

শিশুদিগের মনঃসংযোগ বহির্ম্মুখ, সংকীর্ণ, অব্যবস্থ, ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং শীঘ্রই অভিনিবেশক্ষম।

মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে,—মস্তিষ্ক কার্য্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ। মনঃসংযোগ ক্রিয়ায় আমরা নানা প্রকার কার্য্যের মধ্যে কোন- এক

কার্য্য নির্ব্বাচন করি। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেই উহা কিয়ৎ পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া যায়। মনোযোগ ক্রিয়ার দুইটি নিয়ম লক্ষিত হয়, ১ম কর্ত্তৃ বিষয়ক ২য় উপস্থাপিত বিষয়-সম্বন্ধীয়। মনে, মনঃসংযোগ করিবার অনুকূল অবস্থা বর্ত্তমান না থাকিলে মনোনিবেশ সম্ভব নহে। আবার উপস্থাপিত বিষয়ে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক গুণ থাকিলে তাহাতে মন শীঘ্র আকৃষ্ট হয়।

তিনটী আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর মনঃ-সংযোগের প্রবণতা নির্ভর করে।

১ম,—মানব জাতির সাধারণ প্রবৃত্তি, যেমন অন্ধকারময় স্থানে কোন শব্দ হইলে আমাদের মন স্বতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

২য়,—বংশ পরম্পরা গত প্রবৃত্তি, চিত্রকরের সন্তান সন্ততি চিত্র কার্য্যে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়।

৩য়,—আমাদের ব্যক্তিগত আনুরক্তি।

আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা আনুরক্তি আছে। এই প্রবৃত্তি বা আনুরক্তি বশতঃ আমরা বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ করি।

জিগীষা, বুভুক্ষা, চিকীর্ষা, রিরংসা স্বাভাবিক আনুরক্তির উদাহরণ। এই সকল আনুরক্তিতে কার্য্য প্রবর্ত্তনা আনিয়া দেয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে শিশুরা বস্তুতে মনোনিবেশ করেনা। বস্তু সাহায্যে কি কার্য্য করিতে পারা যায় তাহারই প্রতি লক্ষ্য করে। বাহ্যজগৎ শিশুসমক্ষে কেবল কতকগুলি নিরর্থক পদার্থ উপস্থাপিত করে না। ইহা শিশুদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব যদ্দারা চিকীর্ষা বা কর্ম্মশীলতা বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় শিশু তাহাতেই মনোনিবেশ করে। শিশুদিগকে "কর্ম্মশীল" করাই শিক্ষা প্রণালীর সার মর্ম্ম।

আমাদিগের যাবতীয় মানসিক ব্যাধি মনঃসংযোগ শক্তির বিকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ চারি প্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

ব্যাধিগ্রস্ত মনঃসংযোগ।

১ম। স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের অভাব। এই জাতীয় রোগী ইতর প্রাণীদের ন্যায় প্রত্যেক বাহ্যোদ্দীপনার বশীভূত হয়। শিশুদিগের ও দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যদিগের এই রোগ দেখা যায়। হস্তশিল্পের দ্বারা এই রোগের প্রতীকার করা যায়।

২য়। বিমর্ষ ভাবাপন্ন ও মোহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের অমনোযোগিতা অন্যবিধ। তাহারা মনকে বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্ম্মুখ করে। বাহ্যজগতের উত্তেজনা রোগীকে স্পর্শ করিতে পারেনা। চিন্তা ও বাহ্য জগতের মধ্যে ব্যবধান এত অধিক হইয়া পড়ে যে সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণ তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়।

৩য়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের মধ্যে এক প্রকার মানসিক বিকার প্রায় লক্ষিত হয়; তাঁহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুই থাকেনা। সংসারের উদ্দীপনা তাঁহাদিগকে বিচলিত করেনা, কার্য্য তৎপরতা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলেন।

৪র্থ। বাতুলতা; বায়ুগ্রস্ত লোকদিগের বিষয়-বিশেষ হইতে মন-প্রত্যাহরণ করিবার শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, তজ্জন্য তাহাদের মানসিক প্রবণতা তদভিমুখী হইয়া থাকে। যেমন কেহ কেহ "ধর্ম্ম" লইয়াই পাগল; কেহ বা অদম্য চৌর্য্য প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী; কেহ বা কাব্য লইয়াই উন্মত্ত। ধর্ম্ম, কাব্য, চিত্রবিদ্যা সকলই উচ্চস্থানীয় বিষয় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতের

হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ সকল বিষয়ে আত্যন্তিক অনুরাগ বাতুলতায় পরিণত হয়।

মনঃসংযোগের অনুশীলন

উপসংহারে বক্তব্য, মনঃসংযোগের অনুশীলন করিবার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। যে বিষয়ে আমাদিগের মনঃসংযোগ করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিতে হইবে। অসম্বদ্ধভাবে মনোনিবেশ করিলে কোন ফল হয় না। সকল সময়ে স্থির চিত্তে সে বিষয়টিতে মন সংলগ্ন রাখিতে হইবে। ইহাতে নীরস বিষয়ও ক্রমশঃ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। চিত্তাকর্ষক না হইয়া উঠিলেও এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে মনে অভ্যাস-জাত এমন এক প্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় যাহা আমাদের জীবনে বিশেষ উপকারে আসে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি চিত্তাকর্ষক-ধর্ম্ম-বিযুক্ত বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অসমর্থ সে কখন ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করে না এবং কখনই সুশৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি। (Sensation)

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ

বহির্জগৎ সর্ব্বদাই আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের উপলব্ধি করে। আমাদের কতক জ্ঞান বহির্জগতের সংস্পর্শ-জাত যেমন রস, গন্ধ, স্পর্শ জ্ঞান। কতক জ্ঞান দূর হইতে উপলব্ধি করা যায়, যথা রূপ ও শব্দ। মন পরিণতি প্রাপ্ত হইলে আমরা জাগতিক অনেক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সাহায্য ব্যতিরেকে বিচার শক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারি। জ্যোতিষ বিজ্ঞান ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম পদার্থে বিদ্যমান নাই, আমাদের মনে আছে

মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের উপলব্ধি করে এই বাক্যটি শুনিতে সহজ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা তত সহজ নহে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থের উপলব্ধি হয় সত্য কিন্তু যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম আমরা সাধারণতঃ পদার্থে আরোপ করি তাহা

বস্তুতঃ পদার্থে বিদ্যমান নাই, আমাদের মনেই আছে; আমাদের মন ঐ সকল গুণের আকর স্বরূপ। দীপ্যমান বা শব্দায়মান কোন পদার্থ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে শব্দ ও আলোক ঐ পদার্থ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাদের চক্ষু বা কর্ণে প্রবেশ করে না। ঐ দীপ্তিমান্ বা শব্দায়মান পদার্থ সঞ্জাত কম্পন, দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মস্তিষ্কে নীত হইয়া স্নায়ু বিশেষ উত্তেজিত করিলে আলোক বা শব্দের জ্ঞান হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিরও এই নিদান। বহির্জগতীস্থ উদ্দীপকের নানা প্রকার কম্পনদ্বারা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপলব্ধি হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুচিত্র (৬নং চিত্র) দেখ।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা পদার্থের জ্ঞান হয় না, গুণের উপলব্ধি হয়।
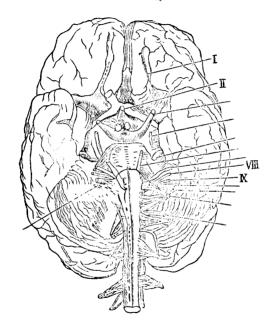
ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা আমাদের পদার্থ জ্ঞান হয় না কেবল ঐ পদার্থের গুণ গুলি বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ যখন কোন পদার্থের নানা প্রকার গুণ বা ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া গুণসমষ্টি ঐ পদার্থে আরোপ করিতে সমর্থ হই তখন আমাদের ঐ পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।

মস্তিষ্কের স্নায়ুচিত্র

৬নং চিত্র।

I. ঘ্রাণ-সহায়ক স্নায়ু

II. দর্শন-সহায়ক স্নায়ু

VIII. শ্রবণ-সহায়ক স্নায়ু

IX. সাধারণ ও বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ু

ইন্দ্রিয়ানুভূতি কাহাকে বলে?

ইন্দ্রিয়ানুভূতি (Sensation) অবলম্বন করিয়া প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া সমুৎপন্ন হয়। বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা জ্ঞান বিধায়িণী স্নায়ুর উত্তেজনা প্রযুক্ত কোন প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার নাম ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবিমিশ্র নহে। তবে মনঃসংযোগের সাহায্যে আমরা কোন বিশেষ অনুভূতি চেতনার কেন্দ্র স্থানে আনয়ন করিতে অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে পৃথক্ করিতে পারি।

কোন কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেমন সঙ্গীতের তান লয় প্রথমতঃ অবিমিশ্র মনে হইলেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিরা তাহা বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন। কোন কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমরা অনায়াসেই বিশ্লেষণ করিতে পারি, যথা লেমোনেডের অনুভূতি। কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি সরল কি মিশ্র জানিতে হইলে কেবল মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাহার বাহ্যোদ্দীপকের প্রকৃতি ও যে যে স্নায়ুকেন্দ্র তদ্দারা উত্তেজিত হইয়াছে তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে। উদ্দীপকের মূল তত্ত্ব জটিল হইলে স্নায়বিক

উত্তেজনাও জটিল হইবে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ঐ সকল উত্তেজনার বিমিশ্রণের ফল। এই বিমিশ্রণ মস্তিষ্কে সঙ্ঘটিত হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞান

যখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাসংহতির সাহায্যে কোন নির্দ্দিষ্ট বাহ্য আধারে স্থাপিত হয় তখন আমাদিগের সেই বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান বা উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিশ্চেষ্ট ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান সক্রিয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ভাবের ক্রিয়া অধিকতর লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুদ্ধির কার্য্য প্রধান এবং ইহা দ্বারাই বাহ্যজগতের উপলব্ধি হয়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ক্রিয়ার দ্বিবিধ বিবৃতি।

শারীরবিজ্ঞান মতে কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সন্নিহিত হইলে একপ্রকার কম্পন হয়, সেই কম্পন স্নায়ুমণ্ডলের বহির্মুখে গৃহীত হইয়া সংযোজক স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তথায় এক প্রকার স্নায়বিক ক্রিয়া উৎপাদন করে ; ইহাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলে। মনোবিজ্ঞান মতে মনের সহিত সংযোগ না হইলে উল্লিখিত কোন স্নায়বিক ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রকার ভেদ

ইন্দ্রিয়ানুভূতি দুই প্রকার, সাধারণ ও বিশেষ। বাহ্যেন্দ্রিয়-জ্ঞানানপেক্ষ শারীর-যন্ত্র সম্বন্ধীয় যে

অনুভূতি তাহাকে সাধারণ অনুভূতি বলে। যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অনুভূতি। শরীরের কোন্ স্থানে এই সকলের অনুভূতি হয় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বলিয়া ইহাদিগকে সাধারণ অনুভূতি বলে। এই অনুভূতির অন্য নাম যান্ত্রিক অনুভূতি। কারণ ইহা শারীর যন্ত্র-নিবদ্ধ। এই সকল অনুভূতির পরস্পরের প্রভেদ সহজ-বোধ্য নহে। তাহারা জ্ঞাতৃ সম্বন্ধীয় কিন্তু জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় নহে; অর্থাৎ ইহার দ্বারা আমাদিগের জাগতিক বা শারীরিক কোন প্রকার জ্ঞান হয় না। তথাপি মনের উপর ইহাদিগের ক্রিয়া বিশেষ লক্ষিত হয়; ক্ষুধার্ত্ত বালককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় না।

সাধারণ।

বাহ্যেন্দ্রিয়-সাপেক্ষ যে অনুভূতি তাহাকে বিশেষ অনুভূতি কহে। যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির অনুভূতি। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদির বিশেষ বিশেষ অনুভূতি হয়।

বিশেষ।

বিশেষ ইন্দ্রিয়গুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথম, আস্বাদন ও ঘ্রাণ; ২য়, দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শন। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত অনুভূতি যান্ত্রিক; তাহারা বাহ্যজগতের জ্ঞানোপার্জ্জনে বিশেষ সহায়তা

বিশেষ ইন্দ্রি গুলির শ্রে বিভাগ।

করে না এবং বিদ্যালয়ও তাহাদিগের অনুশীলনের বিশেষ উপযুক্তস্থান নহে। শেষোক্ত অনুভূতি বাহ্যজগতের জ্ঞান লাভ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী এবং শিক্ষক তাহাদিগের অনুশীলনে সম্যক্ সমর্থ হন।

ভাব বৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সম্বন্ধ।

ইন্দ্রিয়ানুভূতিই মনের অনুভবাবস্থার বা ভাবরৃত্তির উৎপাদক। বাহ্যোদ্দীপনা দ্বারা কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে সুখকর বা দুঃখজনক অথবা উত্তেজক বা মধুর অনুভূতি মনে উদিত হয়। বাহ্যোদ্দীপকের এই সুখকর বা দুঃখজনক উত্তেজনাই ভাবরৃত্তির নিদান।

অনুগামী স্নায়বিক উত্তেজনা। (after image)

বাহ্যোদ্দীপক দ্বারা কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার পর উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও স্নায়বিক ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত না হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্তৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ এই ব্যাপার বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ইহাকে দীর্ঘীভূত স্নায়বিক উত্তেজনা বলে। মানসিক প্রতিচ্ছায়া হইতে ইহা বিভিন্ন

এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার বিশেষ উপযোগিতা নাই।

মানসিক প্রতিচ্ছায়া memory images

কোন একটী পরিচিত বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিবার পর অনেকে সেই বস্তুর প্রতিচ্ছায়া চিত্তপটে পুনরানয়ন করিতে পারে। প্রথম প্রথম, প্রতিচ্ছায়া গুলি খুব স্পষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছায়া অপেক্ষা পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া গুলি অধিকতর অস্পষ্ট। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়াতেও আমরা প্রত্যক্ষ বস্তুর বিভিন্ন অনুভূতি উপলব্ধি করিতে পারি। মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

মতিবিভ্রম (Hallucination)

মতিবিভ্রম রোগের লক্ষণ। মস্তিষ্কের জ্ঞান-গতি-বিধায়ক স্নায়ুগুলি অতিরিক্ত উত্তেজিত হইলে এই রোগ ঘটে। দর্শন বিষয়ক মতি বিভ্রম ঘটিলে মস্তিষ্কের দর্শনোৎপাদক প্রদেশের যে স্নায়ুগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে তাহারা এত সহজে অভিভূত হয় যে ঐ প্রদেশে কোনও প্রকার উত্তেজনা উপস্থিত হইলে ঐ উত্তেজনা স্ব স্ব পথ ছাড়িয়া ঐ সকল পূর্ব্বপ্রবণ স্নায়ুর

ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং পূর্ব্বজাত অনুভূতির পুনরুৎপাদন করে। বাহ্যোদ্দীপনার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রত্যক্ষবিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়া সদৃশ মস্তিষ্কে কোন প্রতিচ্ছায়া উদিত হইলে মতিবিভ্রম ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান। (Perception)

মনঃ সংযোগ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

জগতের নানা বস্তু সর্ব্বদাই আমাদের কোন না কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। যখন সেই সকল বস্তুর মধ্যে কোন একটীর উপর আমাদের মনঃসংযোগ হয় তখন সেই বস্তুটি চেতনার কেন্দ্র স্থানে উপস্থিত হয় এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও আমাদের ইন্দ্রিয়গত কার্য্য হয় বটে কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। তাহারা চেতনার উপান্ত স্থানে অপসারিত হয়। তাহারাও যে আমার চেতনার বহির্ভূত নহে তাহার প্রমাণ এই যে, কোন সময়ে কোন একটী পদার্থের উপর মন নিবিষ্ট থাকিলেও অন্যান্য বস্তুর উত্তেজনা বশতঃ আমার তাৎকালিক ব্যবহার যথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির অবস্থান, নানাপ্রকার দৈনিক কার্য্য অপ্রত্যক্ষভাবে তাহাদেরই প্রভাব

অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সহিত চেতনার সম্বন্ধ

বশতঃ যথারীতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। মনে কর, ছাদের অত্যুচ্চ স্থানে উঠিয়া আমি কোন গ্রহের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। গ্রহটী চেতনার কেন্দ্র স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কার্য্যও অতর্কিত ভাবে হইয়া যাইতেছে। গ্রহটী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আমি এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছি যাহাতে ঐ উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া না যাই। শীত বোধ হইলে গায়ের কাপড় অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইতেছি, এবং বিরক্তিকর কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে আপনাকে অন্যমনস্ক ভাবে রক্ষা করিতেছি। কিন্তু গ্রহটি আমার স্বৈচ্ছিক কার্য্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহা যেমন লক্ষ্যচ্যুত হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি যথাবিধি টেলিস্কোপটী ঘুরাইতেছি; কিন্তু উচ্চ স্থান, শীতল বাতাস এবং কীটপতঙ্গাদিও অজ্ঞাতসারে চেতনার উপর কার্য্য করিয়া আমার তাৎকালিক ব্যবহার ব্যবস্থাপিত করিতেছে।

প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যাপারে নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিমিশ্রণ ঘটে

প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যাপারে উপস্থিত বস্তুর অনুভূতি গুলি কেবল উদ্দীপিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তৎসদৃশ পূর্ব্বজাত মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিও

মনে উদিত হয়। সেই জন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় পরম্পরা-ক্রমে মনে জাগরিত হয়। ইহা মস্তিষ্কান্তর্গত সংযোজক প্রদেশের উচ্চতম স্নায়ুবৃত্তাংশের কার্য্য। সমসাময়িক নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিমিশ্রণে বা সংশ্লেষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সম-সাময়িক ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি যত বেশী সমগুণ-সম্পন্ন হয় তাহাদের বিমিশ্রণ ক্রিয়া তত সম্পূর্ণ ও দ্রুত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমরা যে একই সময়ে একটী বস্তুর উপরই মনঃসংযোগ করিতে পারি ইহার শারীর-বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা এই যে মস্তিষ্কান্তর্গত জ্ঞানোৎ-পাদক প্রদেশের কোন এক উচ্চতম স্নায়ু প্রণালী কার্য্য-রত হইলে, মস্তিকান্তর্গত অন্যান্য স্নায়ুপ্রণালীর কার্য্য স্বতঃই নিরস্ত হইয়া যায়। তজ্জন্য আমরা একই সময়ে একটী বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। হইতে পারে ঐ বস্তুটির অনেক অংশ আছে, যেমন হস্তে ৫টী অঙ্গুলি। ৫টী অঙ্গুলির ৫টী বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় পাঁচটী অঙ্গুলির ৫টী

বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে নিমজ্জিত হয়। ৫টী অঙ্গুলির বিমিশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান লইয়া হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে কারণ ৫টী অঙ্গুলি লইয়াই হস্ত গঠিত হইয়াছে।

একই সময়ে একই বস্তু প্রত্যক্ষ হওয়ার অর্থাৎ একই সময়ে একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগের অক্ষমতার উপকারিতা

আমরা একটী বস্তুর উপরই মনঃসংযোগ করিতে পারি; ইহার উপকারিতা আছে। কোন বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ স্নায়বিক ও পেশীগত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। একই সময়ে বিভিন্ন পদার্থের উপর মনোনিবেশ করিতে হইলে নানা প্রকার বিভিন্ন স্নায়বিক ও পেশীগত ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তাহারা পরস্পর সহযোগী না হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহাতে কোন প্রকার স্বৈচ্ছিক বা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধক কার্য্য সঙ্ঘটন অসম্ভব হয়।

প্রাদেশিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একই সময়ে কেবল মাত্র একটি বস্তুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রাদেশিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দুইটী বস্তুর মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবধান থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইহার কারণ এই যে উক্ত দুইটী বস্তু

দেখিতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের পেশী গুলির ভিন্ন প্রকার সঞ্চালন বশতঃ দুইটী বিভিন্ন গতি বিষয়ক ইন্দ্রিয়ানুভূতির (Kinaesthetic Sensation) উৎপত্তি হয়। সেই জন্য প্রাদেশিক সমসাময়িক ইন্দ্রিয়ানুভূতি গুলির মধ্যে বিমিশ্রণ ঘটে না।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া গুলি সঙ্ঘটিত হয়।

১ম—কোন একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে সেই বস্তু-সঞ্জাত উদ্দীপনা দ্বারা কেবল মস্তিষ্কের কোন বিশেষ জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ উদ্দীপিত হয় না, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় মস্তিকান্তর্গত অন্যান্য স্নায়ু প্রণালীতেও ঐ উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বজ্ঞাত, সদৃশ, মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিকে উদ্দীপিত করে।

২য়। কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ পেশী প্রণালীতে উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় মস্তিষ্কের গতিবিষয়ক-ভাবোদ্দীপক-প্রদেশের (Kinaesthetic) উত্তেজনা হওয়ায় দুইপ্রকার উত্তেজনা মিলিত হইয়া পদার্থটিকে চেতনার কেন্দ্র স্থানে আবদ্ধ রাখে।

৩য়। কোন একটী বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে তৎসঞ্জাত মস্তিকান্তর্গত উচ্চতম স্নায়বিক ক্রিয়াদ্বারা অন্যান্য মস্তিষ্কান্তর্গত স্নায়বিক ক্রিয়া নিরস্ত হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাহ্যোদ্দীপক-জনিত কম্পন জ্ঞান-বিধায়িনী স্নায়ুর দ্বারা মস্তিকে নীত হইয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতি উৎপাদন করে, তৎপরে মন যখন পূর্ব্বজাত কম্পন গুলির প্রতিচ্ছায়ার সহিত উপস্থিত কম্পনের প্রতিচ্ছায়া তুলনা করিয়া স্বজাতীয় শ্রেণীভুক্ত করে এবং সেই জাতির ধর্ম্ম-গুলি উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকে স্থাপন করে তখন আমাদের ঐ বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রক্রিয়ার দুইটী মানসিক অবস্থা প্রতীয়মান হয়। প্রথম—কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি-জনিত সংস্কারের প্রভেদ করণ ও তৎপরে তাহার স্বরূপ নির্ণয় করণ। দ্বিতীয়—উপস্থিত সংস্কারের সহিত পূর্ব্বলব্ধ তজ্জাতীয় সংস্কারের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার ঐকাকরণ এবং পূর্ব্বলব্ধ ও উপস্থিত সম্মিলিত সংস্কারের কোন বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করণ। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি প্রকারে হয় ভাবিয়া দেখিতে গেলে

নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়া গুলি নির্ণয় করিতে পারা যায়।

প্রথম—উপস্থিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

দ্বিতীয়—অতীত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মানসিক প্রতিচ্ছায়া বা স্মৃতি।

তৃতীয়—জাতিজ্ঞান।

চতুর্থ—বিচার—ঐক্যকরণ ও প্রভেদকরণ।

পঞ্চম—বাহ্য জগতের সত্তার উপর বিশ্বাস।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ

ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ জ্ঞান একাধিক মানসিক ক্রিয়া-জাত। ইন্দ্রিয়ানুভূতি উপস্থিত সংস্কার-জাত; প্রত্যক্ষ জ্ঞান উপস্থিত ও পূর্ব্বজাত সংস্কারের বিমিশ্রণে সমুৎপন্ন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ক্ষণিক, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি-রহিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে, পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে মনের অবস্থা নিশ্চেষ্ট; প্রত্যক্ষ জ্ঞানে মন সচেষ্ট। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভাব-প্রধান; প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুদ্ধি-প্রধান। মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলিলে উপস্থিত বস্তুর কেবল প্রতিচ্ছায়া বুঝায় না। সেই বস্তুর সাহায্যে আমরা কি করিতে পারি তাহারই সূচনা বুঝায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবে

কার্য্য অসম্ভব। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে কেবল মাত্রার ন্যূনাধিক্যের প্রভেদ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতর চেতনার কার্য্য লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানে উদ্দীপনা ও কার্য্যের মধ্যে একটি অবস্থা আছে। সেটি চেতনাবস্থা। অনেক সময়ে উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য হয়। যেমন গলা খুস খুস করিল ও সঙ্গে সঙ্গে কাসি হইল। খুস খুস করা ও কাসির মধ্যে চেতনার কার্য্য লক্ষিত হয় না। (automatic response)

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বালকেরা চেষ্টা করিলে কি প্রকারে নানাবিধ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে তাহা শিক্ষকের জানা উচিত। কোন ব্যাধির সুত্রপাত হইলে, শিক্ষকের তাহা বুঝিতে পারা আবশ্যক যাহাতে ঐ ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই তিনি সুচিকিৎসকের সাহায্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারেন।

কোন ব্যাধি কিম্বা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাৎকালিক প্রাথমিক সাহায্য প্রদান করিতে শিক্ষকের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া

চক্ষু ও কর্ণ সম্বন্ধীয় ব্যাধি বিষয়ে তাঁহার সতর্ক হওয়া উচিত।

স্পর্শেন্দ্রিয়। (Touch)

শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির তারতম্য

শরীরের সকল অংশেই অল্পাধিক স্পর্শশক্তি আছে কিন্তু শরীরের কোন কোন অংশে ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। জিহ্বার অগ্রভাগে স্পর্শশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী। কম্পাসের দুইটী কাঁটার অগ্রভাগের মধ্যে $\frac{১}{২৪}$ ইঞ্চি ব্যবধান থাকিলেও জিহ্বার অগ্রভাগে তাহাদিগের দুইটী বিভিন্ন অনুভূতি হয়। অঙ্গুলির অগ্রভাগে $\frac{১}{১২}$ ইঞ্চির কম ব্যবধান থাকিলে, পৃথক্ অনুভূতি হয় না। উরুতে ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চির কম ব্যবধানে দুইটী কাঁটার দুইটী পৃথক অনুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই। স্পর্শনের ক্রিয়া চাপ বশতঃই হইয়া থাকে।

স্পর্শানুভূতির প্রাধান্য

অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্পর্শানুভূতির প্রকার-ভেদ মাত্র। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর তত্ত-দিন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শ না হইলে তাহার অনুভূতি হয় না। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্পর্শা-

নুভূতির দ্বারা সপ্রমাণ হয়। ভূত, প্রেত দেখিতে পাইলেও এবং তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইলেও তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাদিগের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। সাধারণতঃ পেশীগত অনুভূতি স্পর্শানুভূতির মধ্যে পরিগণিত হয়, যদিও ইহা বিভিন্ন।

স্পর্শানুভূতির প্রকার ভেদ

স্পর্শানুভূতি দুই প্রকার, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় স্পর্শানুভূতি যথা মৃদুস্পর্শ; বস্ত্রাদি পরিধান স্থলে ইহার অনুভব হয়। গুরুত্বানুভবই, সক্রিয় স্পর্শানুভূতির উদাহরণ। পেশীগত অনুভূতি, সক্রিয়ানুভূতির নামান্তর।

স্পর্শানুভূতির কার্য্যকারিতা

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি পদার্থজ্ঞানে সহায়তা করে তদ্রূপ সক্রিয় স্পর্শানুভূতি অর্থাৎ পেশীগত অনুভূতিও পদার্থজ্ঞানের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। পদার্থের নানা প্রকার গুণ বা ধর্ম্ম জানিলেই পদার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না। তাহার ব্যবহার জানাও বিশেষ প্রয়োজন। টেনিস র‍্যাকেট লইয়া খেলা করিলে তৎসম্বন্ধে যেরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, দোকানঘরে সাজান টেনিস র‍্যাকেট দেখিয়া সেরূপ জ্ঞান হয় না।

দূরত্ব জ্ঞান

দূরত্ব জ্ঞান প্রথমতঃ সক্রিয় স্পর্শানুভূতির সাহায্যে জন্মে। পরে অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দূরত্ব অনুমান করিয়া লই। আয়তন ও আকৃতিজ্ঞানও এই প্রকারে হইয়া থাকে। অভ্যাস ও অনুশীলন বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে সহযোগিতা

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যের মধ্যে ক্রমশঃ বিমিশ্রণ ও সংহতি স্থাপিত হয় বলিয়া একবার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান হইলে ভবিষ্যতে সেই পদার্থের উপলব্ধির জন্য তৎসম্বন্ধীয় সমগ্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির পুনরায় সাক্ষাৎ-ভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। পরিচিত বস্তুর কোন একটী অনুভূতি হইলে তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য অনুভূতিগুলি স্বতঃই মনে উদিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমার পরিচিত কুকুরটীর ডাক শুনিলেই আমি বুঝিতে পারি যে আমার কুকুর ডাকিতেছে। তাহাকে দেখিবার আর প্রয়োজন হয় না। ঐ কুকুর সম্বন্ধে শ্রবণানুভূতি ও দর্শনানুভূতি এত জড়িত হইয়া

গিয়াছে যে তাহার চীৎকার শুনিলেই তাহার আকৃতি মনে পড়িয়া যায়।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারাই আমাদের চিন্তাজগৎ সৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে আমরা পদার্থের যাবতীয় গুণের উপলব্ধি করিতে পারি এবং পরে তাহারই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের চিন্তারাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ।

শ্রবণেন্দ্রিয়। (Hearing)

শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন

কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বাহ্য কর্ণ, দ্বিতীয় মধ্য কর্ণ বা Tympanun (কর্ণপটহ), তৃতীয় অভ্যন্তর কর্ণ বা Labyrinth. এই তিন ভাগের মধ্যে শেষোক্তটীতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অত্যাবশ্যক উপকরণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দুইটী, শ্রবণের জন্য তৃতীয়ের কেবল সহকারী হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগে (কক্ষা) শব্দতরঙ্গ পরিগৃহীত হয়। মধ্যভাগে পটহ আছে, উহাতে শব্দ তরঙ্গের আঘাত লাগে। তৎপরে শব্দতরঙ্গ আভ্যন্তরিক কর্ণস্থিত তরল

পদার্থের মধ্য দিয়া "অডিটারী" বা "শ্রবণসাধক" স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে নীত হইলে আমরা শুনিতে পাই। ৭ম চিত্র দেখ।

৭ম চিত্র।

ক—কক্ষা বা কর্ণের হাঁড়ি।

খপ—শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র নলী বা দ্বার।
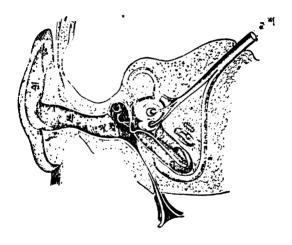
প—পটহ।

শ—শ্রবণ সাধক স্নায়ু।

শ্রবণ জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ।

প্রথম—নিয়মিত ভাবে পুনঃ পুনঃ কম্পনকে সঙ্গীত বলে।

দ্বিতীয়—বিশৃঙ্খল ভাবে পুনঃ পুনঃ কম্পনের নাম, কোলাহল।

দর্শনেন্দ্রিয়। (Sight)

আলোক সহকৃত চক্ষু দর্শনের কারণ, কেননা ঘোরান্ধকারে চক্ষু খুলিয়া থাকিলেও দর্শন ক্রিয়া হয় না। আবার আলোকের মধ্যে চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না।

দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন

চক্ষুর তিনটী আবরণ আছে। (১) স্কেলরোটিক (বহিরাবরণ) ইহা শুভ্র, কঠিন ও অস্বচ্ছ; ইহা নেত্র-মণ্ডলের প্রায় পাঁচ ভাগের চারিভাগ অধিকার করিয়া থাকে। অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ; ইহাকে কর্ণিয়া কহে। ইহা আইরিস ও চক্ষুস্তারকা আচ্ছাদন করিয়া থাকে। (৮ম চিত্র দেখ।)

(২) Choroid (মধ্যাবরণ) ইহা বহু কোণ বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের পদার্থে নিৰ্ম্মিত। ইহা নিম্নস্থ রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তপ্ত রাখে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সমূহের দ্বারা এক বিশেষ

৮ম চিত্র।
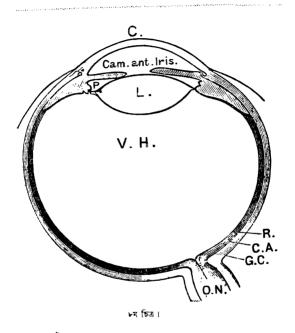
R.—রেটিনা
C.—কর্ণিয়া
C. A.—কোরেয়েড্
G. C.—স্কে্রোটিক
V. H.—ভিটি য়াস হিউমার।

L.—লেন্স
O. N.—দর্শন-
সাধকস্নায়ু

উদ্দেশ্য সাধিত হয় ; যে সকল রশ্মি রেটিনা অতিক্রম করিয়া যায় ইহা তাহাদিগকে শোধিত করে এবং পুনঃ প্রতিবিম্বিত হইতে দেয় না। সুতরাং প্রকৃত চিত্র রেটিনায় অঙ্কিত হইয়া থাকে।

পেচক প্রভৃতি জন্তুদের কোরয়েড্ আবরণে এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ না থাকায় তাহারা উজ্জ্বলালোকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। অঙ্গস্থিত লোম ও ত্বকে এই পদার্থের আধিক্য হইলে কোরয়েড্ আবরণেও ঐ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এজন্য যাহারা দেখিতে সুন্দর তাহাদের চক্ষু প্রায়ই কটা এবং যাহারা শ্যামবর্ণ তাহাদের চক্ষুর তারকা ভ্রমরনিভ কৃষ্ণবর্ণ।

কোরয়েড, শিলিয়ারী প্রসেসনামক পদার্থে এবং আইরিসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আইরিস একটি গোলাকার কুঞ্চনশীল পেশীবিশেষ ; ইহার মধ্যস্থলে যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় তাহাকে চক্ষুর তারকা বা পিউপিল কহে। আইরিস পেশীদ্বারা পরিমিত আলোক চক্ষুর্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) Retina (রেটিনা) আভ্যন্তরীণ আবরণ।

অপ্টিক (দর্শন সহায়ক) স্নায়ু, চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া রেটিনা নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহা কোরয়েড্ আবরণের ভিতর দিকে অবস্থিতি করে। নেত্র-মণ্ডলের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশে ইহা পরিব্যাপ্ত থাকে এবং দর্শনের ফল স্বরূপ যাবতীয় প্রতিমূর্ত্তি ইহাতেই অঙ্কিত হয়।

দর্শন ক্রিয়া

পদার্থ হইতে আলোক রশ্মি নিঃসৃত হইয়া নির্ম্মল কর্ণিয়া ঝিল্লিতে উপস্থিত হয়। এখান হইতে তাহারা বক্র হইয়া কনীনিকার (তারকার) ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক লেন্স নামক পদার্থে গিয়া লাগে। এই লেন্স উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ। আলোক রশ্মি এই লেন্স অতিক্রম করিয়া ভিট্রিয়াস নামক পদার্থের মধ্যস্থিত একটী বিন্দুতে মিলিত হইয়া পড়ে। এই ভিট্রিয়াস হিউমার পরিষ্কার আঠার মত ঘন ও নির্ম্মল। নেত্রমণ্ডলের পশ্চাদ্-ভাগের অধিকাংশ ইহা দ্বারা পূর্ণ থাকে। এখানেও প্রকৃত দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয় না ক্রমশঃ আলোক-রশ্মি উপরিউক্ত মিলিত বিন্দু হইতে পুনরায় বিস্তৃত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে

উহারা ঠিক রেটিনা নামক উজ্জ্বল ঝিল্লিতে পদার্থের অনুরূপ প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে, এবং রেটিনা হইতে অপটিক স্নায়ুর সাহায্যে আলোক রশ্মির কম্পন মস্তিষ্কে নীত হয়। এই স্থানে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রত্যেক পদার্থের মূর্ত্তি যাহা আমাদের চক্ষুর ভিতর এবম্প্রকারে অঙ্কিত হয় উহারা সকলেই বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে। মনের অভ্যাস বশতঃ এবং সকল পদার্থের চিত্র ঐ রূপ বিপরীত
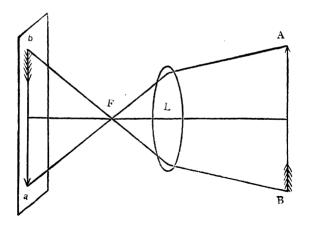
৯ম চিত্র।

ভাবে অবস্থিতি করে বলিয়া আমাদের দর্শনের বিঘ্ন ঘটে না। (৯ম চিত্র দেখ)

হঠাৎ অন্ধকারে বা আলোকে আসিলে দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে কেন?

অন্ধকারে চক্ষুর কনীনিকা প্রশস্ত হইয়া যায়, সুতরাং হঠাৎ আলোক পড়িলে সকল পদার্থ ধূমের ন্যায় বোধ হয় এবং ইহা নিবারণের নিমিত্ত আমরা বারংবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি, কিন্তু এই অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। আইরিস নামক ঝিল্লী আপনার গোলাকার পেশী সমূহ কুঞ্চিত করিয়া কনীনিকা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে, এবং পূর্ব্বের অতিরিক্ত আলোক আর তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং দর্শনোপযোগী আলোক প্রবেশ করায় পদার্থের দর্শন ঘটিয়া থাকে। আবার অধিকক্ষণ আলোকে থাকিলে কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়া যায় এরূপ অবস্থায় হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কনীনিকায় অন্ধকারে বস্তু দৃষ্টি গোচর হয় না। আইরিস ঝিল্লী-সূত্রের বিস্তৃতি দ্বারা কনীনিকা প্রশস্ত হইলে অন্ধকারে পদার্থ দেখা গিয়া থাকে।

যখন আমরা নিকটের পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন চক্ষুর লেন্স অধিকতর কুর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি

স্থূল হইয়া পড়ে। দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখিবার সময় লেন্স অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। যাহাদের চক্ষুর লেন্স অত্যন্ত কুর্ম্মপৃষ্ঠাকার (convex), পদার্থের আলোক তাহাদের চক্ষুতে পতিত হইলেই উহা অতিরিক্ত পরিমাণে বক্র হইয়া শীঘ্রই অক্ষিমধ্যস্থ বিন্দু নির্ম্মাণ করে এবং তজ্জন্য কেবল নিকটের বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ চক্ষুকে (myopic) মাইওপিক চক্ষু কহে। যাহাদের চক্ষুর এই প্রকার দোষ থাকে, তাহাদিগের চশমার খোল-বিশিষ্ট কাচ (concave glass) ব্যবহার করা উচিত। সেইরূপ যাহাদের চক্ষুর লেন্স অত্যন্ত খোল-বিশিষ্ট (যাহা সাধারণতঃ প্রাচীন বয়সে ঘটে) তাহাদিগকে প্রেস্‌বায়োপিক কহে। তাহাদের কুর্ম্মপৃষ্ঠাকার চশ্‌মা (convex glass) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

দর্শনেন্দ্রিয় ও দূরত্ব জ্ঞান

কেবল দর্শন শক্তির সাহায্যে আমরা দূরত্ব নিরূপণ করিতে অক্ষম। দেখা গিয়াছে যে জন্মান্ধ ব্যক্তি কোন প্রকারে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলে প্রথমে মনে করে সকল বস্তুই যেন তাহার চক্ষুর উপরি আসিয়া পড়িতেছে। দূরত্ব জ্ঞান হস্ত সঞ্চালন

ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি হয়। ক্রমশঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তির সহিত পেশী শক্তির (muscular sense) সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে, এবং অভ্যাস বশতঃ পেশীগত ক্রিয়া ব্যতীতও আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দূরত্ব অনুমান করিতে সমর্থ হই।

আত্ম শরীর জ্ঞান

প্রথমতঃ শিশুদিগের বাহ্য বস্তু হইতে আত্ম-শরীরের পার্থক্য বোধ থাকে না। সেই জন্যই তাহাদিগকে নিজের শরীরের উপর কখন কখন আঘাত করিতে দেখা যায়। স্পর্শ শক্তির সাহায্যে তাহাদের শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ হয়। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে একটী মাত্র স্পর্শানুভূতি হয় কিন্তু নিজের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করিলে দুই প্রকার অনুভূতি হয়। প্রথম মাংসপেশী পরিচালন সম্বন্ধীয় "শারীরিক অনুভূতি", দ্বিতীয় শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গের স্পর্শানুভূতি। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাবয়ব জ্ঞানে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

"আমিত্ব" জ্ঞানের উদয়।

"আমিত্ব" জ্ঞান

প্রথমে শিশুরা শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার মনকে শরীর হইতে

পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে শিখে। প্রথমতঃ বহির্জগৎ লইয়াই শিশুদিগের মনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরে আত্মাভিমান, প্রতিযোগিতা, নিন্দা প্রশংসাদির অনুভূতি সম্বন্ধীয় বৃত্তির স্ফুরণ নিবন্ধন ক্রমশঃ শিশুরা অন্তর্জগতের ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ হয়।

আত্ম শরীরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই শিশুর আমিত্ব জ্ঞান আরম্ভ হয়। বয়স্থ ব্যক্তিরাও কখন কখন সাধারণ কথাবার্ত্তায় নিজের শরীরের সহিত "আমিত্ব" ভাব মিশাইয়া ফেলেন। ইহা দেহাত্ম-বুদ্ধির কার্য্য। যেমন "আমি গাড়ীচাপা পড়িয়া ছিলাম" এই বাক্যে শরীরের সহিত আমিত্ব ভাব জড়িত আছে। প্রিয়তম পুত্র কন্যার মৃত্যু ঘটিলে যখন পিতা তাদাত্ম্য জ্ঞানে বলেন যে "আমি মরিয়াছি" তখন তিনি নিজের শরীর ও আত্মা ছাড়িয়া দিয়া অন্যের উপর নিজের "আমিত্ব" ভাব আরোপ করেন। যখন কোন লোক বলে "আমি অন্ধ" হইয়াছি "আমি বধির" হইয়াছি তখন স্থুল শরীর ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়াদিতে "আমিত্ব" ভাব অর্পিত হয়। যখন কেহ বলেন "আমি নির্ব্বোধ", তখন "আমিত্ব" ভাব বুদ্ধিতে

আরোপ করা হয় এবং "আমিত্ব" জ্ঞান আরও সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। আবার যখন আমরা বলি "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" তখন "আমিত্ব" জ্ঞান অধিকতর সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিয়াছে।

"আমিত্ব" জ্ঞান

যখন শিশু দৈহিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিয়ার প্রাধান্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তখন সে বুঝিতে পারে যে দেহান্তর্ব্বর্ত্তী কিন্তু দেহাতিরিক্ত কোন পদার্থ বিশেষই "আমি"; দেহ "আমি" নহে; শিশু প্রথম প্রথম চেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারে না। অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের গুণ আরোপ করে। শিশু যখন পুতুল লইয়া ঘুম পাড়ায়, দুধ খাওয়ায়, তখন পুতুল যে অচেতন তাহা বুঝিতে পারে না। ক্রমশঃ শিশুরা বুঝিতে পারে তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে দুইজাতীয় বস্তু আছে; কতকগুলি স্বধর্ম্মবর্জ্জিত অর্থাৎ অচেতন, আর কতকগুলি স্বধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ সচেতন। চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য শিশুরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করে। শিশু তাহার খেলনার দিকে হাত বাড়াইল। খেলনাটা দূরে অবস্থিত। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে খেলনাটী ধরিতে

চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান।

পারিতেছেনা। সে ক্রন্দন করিতে লাগিল তথাপি খেলনাটী তাহার হস্তে আসিল না। এমন সময়ে তাহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার হস্তে খেলনাটী আনিয়া দিলেন। খেলনা ও মাতার ব্যবহারের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করে; শিশু দেখিতে পায় যে, সে নিজে যে প্রকার ব্যবহার করে কতকগুলি পদার্থ সেই প্রকার ব্যবহার করে। কতকগুলি তাহা করিতে পারে না; অর্থাৎ কতকগুলি পদার্থ তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ এবং কতক-গুলি অসমর্থ। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; ক্রমশঃ প্রথম জাতীয় পদার্থের সম্বন্ধে স্বজাতীয়ত্ব ভাব তাহার মনে উদয় হয়, এবং শিশু তাহাদিগের উপর নিজের মনোবিকার গুলি আরোপ করে। এই প্রকারে চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের মধ্যে যে দুই জাতীয় পদার্থ আছে তাহা শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে পারে।

নিজ শারীরিক অভাব পূরণের জন্য মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া শিশু

'অনুকরণ' "আমিত্ব" জ্ঞানের সহায়তা করে।

তাহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয় এবং উভয়ের মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। পরে শিশুরা অনুকরণ বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কার্য্যের অনুকরণ করে। শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে অন্যান্য ব্যক্তি যেমন নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ তাহারও তদ্রূপ ক্ষমতা আছে। এই প্রকারে তাহাদের "আমিত্ব" জ্ঞানের উদয় হয়।

যথার্থ "আমিত্ব" জ্ঞান—দেহাতিরিক্ত "আমিত্ব" জ্ঞান।

কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ "আমিত্ব" জ্ঞান হয় নাই। এখনও সে আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে বুঝিতে সমর্থ নয়। ইহা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। শিশুর সুস্থিরতা, চঞ্চলতা, তাহার রাগ, দ্বেষ, ভয় সকলই তাহার দেহের সহিত সম্বদ্ধ। ভাষার সাহায্যে তাহার দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার ব্যক্তিত্ব যে কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইহার আভাস তাহার মনে এই সময় উদিত হইতে থাকে। যখন তাহার মাতা কিম্বা অন্য কোন লোক তাহার কার্য্য সম্বন্ধে "ভাল" "মন্দ" ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ করেন তখন "আত্মজ্ঞান" পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর

হয়। তখন তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলে, তাহাকে যে ডাকা হইতেছে ইহা সে বুঝিতে পারে এবং "আমি" শব্দ যে উত্তম পুরুষবাচ্য তাহারও ক্রমশঃ জ্ঞান হয়।

আত্মার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব

স্মৃতিশক্তির সাহায্যে যখন তাহার গত জীবনের ঘটনা গুলি মনে পড়িতে থাকে তখন সে নিজের "আত্মার" পূর্ব্বাপর অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। শিশুর নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের বিকাশ প্রায় এক সঙ্গেই সাধিত হয়।

ঘ্রাণ ও আস্বাদন।

ঘ্রাণ ও আস্বাদনের সাহায্যে বাহ্যজগতের জ্ঞান হয় না।

যান্ত্রিক অনুভূতির সহিত ঘ্রাণ ও আস্বাদনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ; কিন্তু স্পর্শন, দর্শন ও শ্রবণানুভূতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্পৃক্ত। শরীর ধারণের পক্ষে ঘ্রাণাস্বাদনের উপযোগিতা অধিক, কিন্তু বাহ্য-জগতের জ্ঞানলাভ বিষয়ে উহারা তাদৃশ সহায় নহে।

স্পর্শন, শ্রবণ ও দর্শনের প্রাধান্য বিষয়ে তারতম

অনেকে স্পর্শশক্তিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। কারণ অন্যান্য অনুভূতি স্পর্শ-শক্তি-মূলক ও তদ্দারাই উহাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। শৈশবা-

বস্থায় স্পর্শশক্তির দ্বারাই অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, শ্রবণ ও দর্শন ক্রমশঃ জ্ঞানার্জ্জনে বিশেষ সহায় হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও দর্শনেরই অধিক কার্য্যকারিতা দেখা যায়। এতদবস্থায় দর্শন জনিত সংস্কারের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সহজ জ্ঞান।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার স্নায়ুবৃত্তাংশের কথা বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ায় ঐ তিন জাতীয় বৃত্তাংশেরই কার্য্য হয়। কতকগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাপার সহজাত অর্থাৎ প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যবস্থাপিত, আবার কতকগুলি অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সহজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাপারগুলি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়না; কেবল বংশপরম্পরাগত কোন বিশেষ ধারায় ক্রম-বিকাশ হইবার প্রবণতা তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

সহজ জ্ঞান (Instinct)

নিম্ন শ্রেণীর জন্তুদিগের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষিত হয়। কাঠবিড়ালের, মুখের ভিতর বাদাম

রাখিয়া অগ্র পদদ্বয়দ্বারা গর্ত্তখনন, কাণ খাড়া করিয়া অপহারক দিগের আক্রমণ হইতে সতর্ক হওন এবং অবশেষে উক্ত বাদামটীকে গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত করণ ইত্যাদি ব্যাপার সহজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। বাদামটী পাইবামাত্রই উপরি উক্ত প্রক্রিয়াগুলি স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। এই সহজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সহজজ্ঞান (Instinct) বলে। উপযোগী উদ্দীপক উপস্থিত হইলে ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

মনুষ্যেরও কতকগুলি এই প্রকার সহজাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান-প্রণালী আছে কিন্তু অভিজ্ঞতাদ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতা সাহায্যে মনুষ্যের নূতন জ্ঞানোপার্জ্জনের সামর্থ্য আছে বলিয়া সহজজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে এবং অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তথাপি মনুষ্যের সহজজ্ঞান অনেক পরিমাণে তাহার ভাবী জীবন গঠন করে। রিরংসা বৃত্তির প্রভাব সভ্য সমাজেও অপরিচিত নহে। মৃগয়া বৃত্তিই নানা প্রকার ক্রীড়ার প্রবর্ত্তক।

সপ্তম অধ্যায়।

পর্য্যবেক্ষণ। (Observation.)

পর্য্যবেক্ষণ কাহাকে বলে?

কোন বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশের ও তত্ত্বের নিরূপণের নাম পর্য্যবেক্ষণ। অথবা, কোন বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের নাম পর্য্যবেক্ষণ। নিয়মিত প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দ্বারাই পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, অতএব শৈশবাবস্থায় সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণের সম্ভাবনা নাই। কেননা বাল্যাবস্থায় উপনীত না হইলে প্রত্যক্ষজ্ঞান ও মনঃসংযোগ শক্তির বিকাশ হয় না।

পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা

বালকদিগের আকৃতি জ্ঞান কি পরিমাণে জন্মিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণশক্তির মাত্রা বুঝিতে পারা যায়। বালকদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি কি পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর চিত্রাঙ্কন করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। বালকেরা স্মৃতির সাহায্যে যথাযথরূপে অঙ্কন

করিতে পারেনা। এতদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ সম্যক্‌রূপে হয় নাই। অপিচ শিশুদিগের প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশাভাব প্রযুক্তই কেবল যে চিত্রাঙ্কনে ভুল হয় তাহা নয়। পর্য্যবেক্ষণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি শক্তি ও মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতার অভাবে চিত্রাঙ্কন নির্দ্দোষ হয় না। তথাপি নির্দ্দোষ চিত্রাঙ্কন অনেক পরিমাণে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। অসম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ কেবল শিশুদিগের মধ্যে নিবদ্ধ নহে। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অভাবে, সর্ব্বদা যে সকল বস্তু দৃষ্টি গোচর হয় বয়স্থব্যক্তিরাও তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না।

গ্রাম্য ও নাগরিক বালকদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রভেদ

নাগরিক বালকেরা নানাবিধ দ্রব্য দেখিতে পায় বলিয়া কোনটীতেই বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করেনা; এই জন্য নাগরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা দিবেন। গ্রাম্য বালকেরা নানাবিধ

বস্তু দেখিতে পায় না; যাহা দেখিতে পায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া থাকে; এ জন্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়েরা তাহাদিগের দর্শনীয় পদার্থের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন।

পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পর্য্যবেক্ষণের তিনটী অঙ্গ প্রতীয়মান হয়, প্রথম—প্রত্যক্ষীকরণ, দ্বিতীয়—মনঃসংযোগ, তৃতীয়—উপলব্ধি-করণ,—ইহা পূর্ব্বলব্ধ সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন।

বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহাতে মনোনিবেশ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় অতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান ও মনোনিবেশের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়। পর্য্যবেক্ষণ জনিত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া পুস্তক-গত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথমতঃ বালকদিগকে কতিপয় বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমে বালকদিগের স্থূল জ্ঞান হয়, পরে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। এই সময়ে অনেক বস্তু স্থূলভাবে পর্য্যালোচনা অপেক্ষা অল্পবস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা অধিকতর উপকারী।

বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ পাঠ্যবিষয় পর্য্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্য করে ?

১ম—বস্তুপাঠ। প্রথমে বস্তুর সর্ব্বাবয়বের পর্য্যবেক্ষণ বা সমষ্টির পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক ; তাহার পর পূর্ব্বজ্ঞাত তৎসজাতীয় বস্তুর সহিত তুলনা করা উচিত। অবশেষে পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ ফলের সমষ্টি করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট আধারে সন্নিবেশিত করিয়া ধারণা করিবে। এই সময়ে বালকেরা যাহাতে নিজের ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করে তৎপক্ষে শিক্ষকের লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

অনেকে বস্তুপাঠ দিবার সময় বস্তুর পরিবর্ত্তে চিত্র দেখাইয়া কার্য্য সমাধা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রণালী সমীচীন নহে। প্রতিকৃতি, বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। পরন্তু তদ্দ্বারা কেবল একটী ইন্দ্রিয়কেই (চক্ষু) কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। অতএব প্রকৃত বস্তু অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদিলেই বস্তুপাঠের সার্থকতা সাধিত হয়। পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্র অপেক্ষা বালকদিগের

সমক্ষে ব্লাকবোর্ডে অঙ্কিত চিত্রদ্বারা অধিকতর ফললাভ হয়।

চক্ষুর সাহায্য না লইয়া কেবল বর্ণনার দ্বারা পাঠদিলে বালকদিগের যে নিদ্রাকর্ষণের সহায়তা করা হয় ইহা বলাই বাহুল্য।

২য়—প্রাথমিক বিজ্ঞান।

প্রকৃত ভাবে প্রাথমিকবিজ্ঞান শিক্ষায় পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। পাঠ্য পুস্তকের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়নে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষসাধন হয়না; কারণ কেবল পুস্তক পড়িয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। অনেক শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমে পুস্তকগত সাধারণ সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করাইয়া পরে দুই একটী পরীক্ষা দ্বারা উহাদের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া দেন, কিন্তু ইহাতে বালকদিগের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না। প্রকৃতি-পরিদর্শনই প্রকৃত শিক্ষা। ইহাতে বালকদিগের দিন দিন কৌতূহল বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা স্বয়ংই সাধারণ সূত্রগুলি নিরূপণ করিতে পারে।

৩য়—ভূগোল।

প্রথমতঃ বালকদিগকে ভৌগোলিক পরিভাষা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহারা তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক

দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিবে এবং শিক্ষকেরা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিকটে লইয়া যাইয়া ভৌগোলিক তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন।

৪র্থ—ব্যাকরণ।

প্রথমতঃ ব্যাকরণের সূত্র না শিখাইয়া শিক্ষক মহাশয় যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে অভিলাষী ব্ল্যাক-বোর্ডে তদ্বিষয়ক বাক্য বিন্যাস করিয়া তাহা হইতে নিয়মগুলি নির্দ্ধারণ করিতে বালক দিগকে শিক্ষা দিবেন।

৫ম—ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষার প্রারম্ভে জ্ঞাত বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঠ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ বালক-দিগের চিত্ত তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না। পরে প্রাচীন কালের কিংবা অন্য জাতির ইতিহাস শিক্ষা দিতে পারা যায়।

৬ষ্ঠ—অঙ্কন ও লিখন।

আদর্শ দেখিয়া লিখন ও অঙ্কন অভ্যাস করিলে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির বিশেষ অনুশীলন হয়।

পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ।

জ্ঞান প্রদান। পরীক্ষা—শিক্ষকের পক্ষে।	জ্ঞান গ্রহণ। পর্য্যবেক্ষণ—বালকদিগের পক্ষে।
১ম। কারণ জানিয়া তাহা হইতে কার্য্য উৎপাদন করা।	১ম। কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করা।
২য়। স্বানুষ্ঠিত ক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষণ।	২য়। জায়মান বা দৃশ্যমান ঘটনার অবলোকন।
কারণ জানিয়া তাহার কার্য্য-জ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান বলে।	পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়ায় আমরা কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করি। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কার্য্যকারণের সংঘটন করা হয় না। অর্থাৎ আমরা কেবল কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ বলে।

পরীক্ষা কালে পরীক্ষণীয় ব্যাপার আমাদিগের অধীন। পর্য্যবেক্ষণের সময় ব্যাপারগুলি স্বাধীন। পর্য্যবেক্ষণ অপেক্ষা পরীক্ষা জ্ঞানোৎপাদনে অধিকতর ক্ষমতাশালিনী। পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপারে সময় সময় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু চেষ্টা করিলেই আমরা পরীক্ষা দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যেই তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

অষ্টম অধ্যায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন। (Sense-training)

ইন্দ্রিয়ের অনু-শীলন বলিলে কি বুঝায়?

ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন বলিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুশীলন বুঝায়। দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুশীলন করিতে হইলে কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু কেবল এই শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ অনুশীলন হয় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত অনুশীলন করিতে হইলে মনঃসংযোগ, প্রভেদ জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। এতদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় মূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সাধিত হইলে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সার্থকতা সম্পন্ন হয়।

বালকদিগের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। কোন্ বস্তু কি তাহা চিনিতে

পারিলেই পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া সমাপ্ত হইলনা, ঐ বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, যাহাতে আমাদের মনে ঐ বস্তুর গুণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় এবং উহার বিভিন্ন অংশের পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা সম্যক্‌রূপ বুঝিতে পারি।

ইন্দ্রিয়ানুশীলনের দুইটী প্রক্রিয়া।

অতএব ইন্দ্রিয়ানুশীলনের দুইটী প্রক্রিয়া আছে। ১ম—আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকে তীক্ষ্ণ শক্তি বিশিষ্ট করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হইলে আমরা উপস্থিত বস্তুর গুণ সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কি প্রকারে উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় তাহা পরে বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

২য়—পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন। ইহাতে প্রথমতঃ উপস্থিত বস্তুর যথাযথ বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুর আকৃতি জ্ঞান প্রথমেই হওয়া উচিত। আকৃতি জ্ঞানের কি প্রকারে উৎপত্তি হয় তাহা পরে বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ।

মনোবৃত্তির বিকাশের ন্যায় আমাদিগের ইন্দ্রিয়-শক্তির বিকাশও বংশ পরম্পরাগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সঙ্গীতজ্ঞ লোকের সন্তান সন্ততি-দিগের শ্রবণ শক্তির উৎকর্ষ নিবন্ধন সঙ্গীতের তাল-লয় বোধ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হইয়া থাকে, কিন্তু যদি তাহারা সঙ্গীত শ্রবণাদির সময় না পায় তাহা হইলে তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিকাশ সুসম্পন্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত বালক মাত্রেরই ইন্দ্রিয় বিকাশের একটী সাধারণ নিয়ম আছে। সর্ব্বপ্রথমে শিশুদিগের স্পর্শশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই শিশুরা সূচী-বেধাদি জনিত বেদনার অনুভূতি করিতে পারে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়ের শীঘ্র শীঘ্র বিকাশ হইতে থাকে। তাহার পর দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। ক্রমশঃ শ্রবণ, রসন, ও সর্ব্বশেষে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। কাহারও কাহারও মতে রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের বিকাশ সর্ব্বপ্রথমে হয়। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আমরা ইহা নির্দ্দেশ করিতেছিনা যে, ধারাবাহিক রূপে ইন্দ্রিয় সকলের বিকাশ হয়। অর্থাৎ এমন

নহে যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিকাশ কালে দর্শনেন্দ্রিয় কিংবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকে।

পূর্ব্বতন শিক্ষা-প্রণালীর ভ্রম-প্রমাদ।

পূর্ব্বকালীন শিক্ষাপ্রণালীতে ইন্দ্রিয়সাধনার উপর কোন লক্ষ্য ছিলনা, সেইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা পরোক্ষ মনোভাবের অধিকতর চর্চ্চা হইত। তৎকালীন শিক্ষকেরা ইহা ভাবিতেন না যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকে উচ্চস্থানীয় মানসিক ক্রিয়া অসম্ভব। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে বস্তু তত্ত্বের বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে না। আমাদিগের ইন্দ্রিয়ানুভূতি যদি অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় বিচার ক্রিয়াও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইবে। অতএব শিক্ষকের উচিত যে যাহাতে বালকদিগের ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্পষ্ট ও নির্দ্দোষ হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা-দিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পুস্তকগত বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে পর্য্যায়-ক্রমে শিশুদিগের ইন্দ্রিয়গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেই ক্রমে তাহাদিগকে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা ইহা প্রকাশ পায়না যে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ কালে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহাযা লইবে না। তবে স্পর্শেন্দ্রিয়ের

শীঘ্র বিকাশ হয় বলিয়া এরূপ পাঠ দেওয়া উচিত, যাহা তাহারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে। যে শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় "দর্শন কর," "স্পর্শ করিওনা," এই পথ অবলম্বন করেন তিনি সুশিক্ষক পদবাচ্য নহেন। শিক্ষাদানের সময় বালকদিগের ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যত পরিচালনা হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানার্জ্জনের পাঁচটী দ্বার আছে, অনেক শিক্ষক কেবল একটী মাত্র দ্বারই উদঘাটন করিয়া নিরস্ত থাকেন; তাহা উচিত নহে। ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্যের উপর লক্ষ্য করিয়া পাঠ নির্ব্বাচন বিধেয়। স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সহায়: উহাদিগের সাহায্য সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বালকদিগকে পদার্থগুলি দেখিতে ও স্পর্শ করিতে দেওয়া উচিত।

কর্ম্মশীলতা

কর্ম্মশীলতা ইন্দ্রিয় সাধনের একটী প্রধান উপায়। কোন বিষয়ে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে কর্ম্ম করিতে হয়। কেবল নিশ্চল হইয়া শিক্ষকের কথকতা শুনিলে প্রকৃত জ্ঞান হয়না।

শিক্ষাদান ব্যাপারে শিক্ষকের কার্য্য।

বালকদিগের জ্ঞানোপার্জ্জনের সময় শিক্ষক কেবল উপযোগী সামগ্রীগুলি তাহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়া কৌতূহল উৎপাদন করিবেন এবং ঐ সামগ্রীগুলির গুণ জানিবার জন্য তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির যথাবিহিত রূপে পরিচালনা করিবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার আর কোনও কার্য্য নাই। বালকেরা স্বয়ংই পদার্থ বিশেষের গুণ আবিষ্কার করিবে।

পাঠ্য বিষয় দ্বারা কি প্রকারে ইন্দ্রিয়ানুশীলন সম্ভব হয়।

দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুশীলন।

প্রথম—বর্ণজ্ঞান।

তিনটী মূল বর্ণ—নীল, পীত ও লোহিত—বালকদিগের অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কিণ্ডার গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী অনুসারে বর্ণজ্ঞানের বিশেষ পরিচালনা হয়। বিভিন্নবর্ণের সমাবেশ, রঞ্জিত মালা গ্রন্থন, ইত্যাদি কিণ্ডার গার্ডেন কার্য্য এতৎসম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয়—আকার জ্ঞান।

কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, অঙ্কন, লিখন, বর্ণমালা পাঠ, বস্তুপাঠ ও ভূগোলপাঠ আকার জ্ঞানে সহায়তা করে।

অঙ্কন। আদর্শের পরিবর্ত্তে পরিচিত বস্তু দেখিয়া ড্রইং করিতে শিক্ষা করা উচিত।

লিখন। ড্রইং শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখন শিক্ষা করা উচিত; কারণ, লিখন বস্তুতঃ এক প্রকার বর্ণমালার ড্রইং স্বরূপ।

রিডিং (পঠন) আকার জ্ঞানের অভাবে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে শিশুদিগের বিলম্ব হয়। এ বিষয়ে ড্রইং সহায়তা করিতে পারে। সরল অক্ষরগুলি যথা 'র' 'ব' ইত্যাদি প্রথমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। জটিল অক্ষর অর্থাৎ 'জ', 'ঞ' ইত্যাদি পরে শিক্ষা দেওয়াই ভাল।

বস্তু পাঠ। বস্তুপাঠ আকার জ্ঞানে বিশেষ সহায়তা করে। বস্তু গুলি হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখাই আকার জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উপায়।

ভৌগলিক আদর্শ দ্বারা আকার জ্ঞানে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূগোল পাঠ।

তৃতীয়—দূরত্ব বোধ।

প্রকৃত পক্ষে দূরত্ব আমরা দেখিতে পাইনা, পেশী গত সক্রিয় (active touch) স্পর্শানুভূতির সাহায্যে অনুমান করিয়া লই। পেশীর সামর্থ্যজ্ঞান বিরহিত স্পর্শদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। আকার জ্ঞান সম্বন্ধে বয়স্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে দর্শন শক্তির ন্যায় স্পার্শশক্তির কার্য্যকারিতা লক্ষিত হয় কিন্তু বালকদিগের পক্ষে স্পার্শশক্তি বিশেষ উপযোগী।

প্রথমতঃ, বস্তুগুলির আয়তনের পরিমাণ বালকেরা স্বয়ং মাপিয়া স্থির করিবে। ইঞ্চ, ফুট, ইত্যাদি পরিমাণ সূচক শব্দের অর্থ বালকেরা মাপিয়া বুঝিবে। স্কুলের প্রত্যেক ঘরে ইঞ্চ, ফুট ইত্যাদির পরিমাণ দেওয়ালে অঙ্কিত থাকা উচিত। ক্রীড়া ভূমির আয়তন বালকেরা স্বয়ং মাপিয়া দেখিবে, ইহার চতুঃসীমা ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্দ্দেশ করিবে। পরে নিজের বাটী কিম্বা অন্য কোন স্থানে যাইতে কত সময় লাগে তাহা জানিলে তৎসম্বন্ধীয় দূরত্ব অনুমান করিয়া লইতে পারিবে।

স্পর্শশক্তির অনুশীলন।

ড্রইং এবং লিখন সক্রিয়, অর্থাৎ পৈশিক স্পর্শশক্তির কার্য্যকারিতা ইহাতে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। যে শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমতঃ কোন আধারে অঙ্কন না শিখাইয়া শূন্যে রেখা টানিতে শিখান তিনি বালকদিগের পৈশিক স্পর্শ-শক্তির অনুশীলনে বিশেষ সাহায্য করেন। কিণ্ডার গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী অনুমোদিত ক্লে-মডেলিং (মৃত্তিকাগঠন), পেপার-ফোলডিং (কাগজ ভাঁজা) প্রভৃতি কার্য্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী।

বস্তুপাঠও পৈশিক স্পর্শ শক্তির অনুশীলনে সহায়তা করে।

শ্রবণ শক্তির অনুশীলন।

পঠনদ্বারা শ্রবণ শক্তির অনুশীলন হয়। পঠন কালে শাব্দিক অনুভূতি না হইলে অর্থাৎ শব্দগুলি যথাযথরূপে ভাব প্রকাশক হইতেছে কি না তাহার উদ্বোধ না হইলে পঠন সমস্বর বিশিষ্ট (এক ঘেয়ে) হইয়া পড়ে। বিসদৃশ ভাব প্রকাশক বাক্যাবলী পড়িতে দিলে বালকদিগের শ্রবণ শক্তি ক্রমশঃ

পরিমার্জ্জিত হয়। সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা ও বালক-দিগের শ্রবণশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়।

আস্বাদন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুশীলন।

বিদ্যালয়ে এতদুভয়ের অনুশীলন হওয়া দুরূহ। বস্তুপাঠ দিবার সময় বালকদিগের বস্তুর আঘ্রাণ লইতে দেওয়া উচিত।

অযথোচিত ইন্দ্রিয় সাধনার বিপত্তি।

কোন ইন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালনা অনুচিত। অর্থাৎ কোন একটী বিশেষ ব্যবসায় উপলক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়বিশেষের অপরিমিত পরিচালনা অবৈধ। যদ্রূপ, পরে কোন বালক গায়ক কিম্বা চিত্রকর হইবে এই বলিয়া তাহার অপরাপর ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রবণ বা দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক পরিচালনা অনুচিত।

বালকদিগের বয়সের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইন্দ্রিয়-সাধনার চেষ্টা করা উচিত। পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর পক্ষে যে রূপ ইন্দ্রিয় সাধনার প্রয়োজন, তদধিক বয়স্ক বালকের পক্ষে তাদৃশ ইন্দ্রিয় সাধনা আবশ্যক না হইতে পারে। স্থূল বিষয় ছাড়িয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মবিষয়ের অবতারণা করা উচিত। ইন্দ্রিয়সাধনই

জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তদ্দ্বারা মানসিক উচ্চতর শক্তির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শৈশবাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যত্ন ও তত্ত্বাবধান আবশ্যক

আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্) জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। ইহাদিগের সাহায্যেই শিশুদিগের মানসিক জীবন পুষ্টিলাভ করে। অতএব শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য তাহাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানবজীবনে, বাল্যাবস্থায়ই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। স্থূলজগৎ লইয়াই বালকেরা ব্যস্ত; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ ব্যতিরেকে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অতএব বালকদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা শিক্ষক ও অভিভাবকদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য।

আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ অত্যন্ত সুকুমার; তজ্জন্য অতি সামান্য কারণেই তাহাদের অনিষ্ট হইতে পারে। অনুপযোগী আলোক ও পুস্তকের অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঘনসন্নিবিষ্ট অক্ষরের দ্বারা চক্ষুর অনিষ্ট সাধন হইতে পারে। অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালা লইয়া গ্রন্থন, কার্ডবোর্ডের উপর ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া আকৃ-

ত্যাদি অঙ্কন, শিশুদিগের পক্ষে অনুপযোগী। যাহাতে পেশী সঞ্চালক স্নায়ুর উপর অত্যুদ্যম জনিত আঘাত না পড়ে তাহারও প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে শিশুরা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সহজে ও অনায়াসে পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করা শিক্ষকের বিশেষ কর্ত্তব্য।

শৈশবাবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যত্ন ও তত্ত্বাবধান আবশ্যক

অঙ্গবৈকল্য বশতঃ শিশুদিগকে অনেক সময়ে হীনবুদ্ধি বলিয়া মনে হয়। শিশুদিগের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষ প্রায়ই দেখা যায়। বালকেরা নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যথারীতি সাধন করিতে অক্ষম হইলে জ্ঞানোপার্জ্জনে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। অনেক বালক রং চিনিতে পারেনা; কিন্তু এই সকল দোষ সহজে লক্ষিত হয় না।

আস্বাদন সম্বন্ধে ও নানা প্রকার রুচিবিরুদ্ধ প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য বালকদিগের মধ্যে দেখা যায়। অনেক বালক কালি, খড়ি, সাবান এমন কি ছোট ছোট পোকা, শামুক খাইতে বিশেষ প্রীতি বোধ করে। এই কদভ্যাস স্বাস্থ্যহানিকর এবং ইহা হইতে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি হয়।

নবম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্মৃতি—(memory)

স্মৃতিশক্তির শারীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা

পূর্ব্বজাত ঘটনা গুলির পুনরুৎপাদন মস্তিষ্কের কার্য্য। কোন বিষয়ের উপলব্ধি মস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়ার সাহায্যেই সম্ভবপর। মস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়া না হইলে চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসে। পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদন মস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অতএব কোন বিষয় স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে হইলে যে সকল মস্তিষ্কান্তর্গত স্নায়বিক ক্রিয়া দ্বারা ঐ বিষয়টির প্রথমে উপলব্ধি হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। স্নায়বিক ক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি "অভ্যাসের" নিয়মের অধীন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি অভ্যাসের দ্বারা আমাদের পূর্ব্বজাত ক্রিয়াগুলি সহজ হইয়া দাঁড়ায়। যে স্নায়বিক ক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে অভ্যাসের সাহায্যে তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর।

অনেক সময়ে এইরূপ হয় যে আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন একটী বিষয় স্মরণ করিতে পারিতেছিনা; কিন্তু কোন সময়ে অতর্কিত ভাবে ঐ বিষয়টী আবার আমার চিন্তাকাশে উদিত হইল। অতএব যখন বলা যায় কোন একটী অতীত ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি তাহার অর্থ ইহা নয় যে ঐ বিষয়টী আমার মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। তাহার গূঢ় অর্থ এই যে আমি তাহা স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে পারিতেছি না। ঘটনাটী যদিও উপস্থিত নাই বটে কিন্তু তাহার প্রতিচ্ছায়া আমার স্মৃতির কোন গুহ্য স্থানে লুক্কায়িত আছে।* অনুকূল স্নায়বিক ক্রিয়া উপস্থিত হইলে ঐ প্রতিচ্ছায়াটি আবার আমার স্মৃতিপটে উদিত হয়।

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া ও পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া।

(Percepts and images)

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া হইতে তাহার পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া বিভিন্ন। প্রত্যক্ষ

* এ বিষয়ে মতান্তর আছে। তাহা পরে বিবৃত হইবে।

প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া ও পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া।

প্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তজ্জন্য তাহার সংস্কার পরিস্ফুট, কিন্তু পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায় তাহার সংস্কার অপরিস্ফুট। প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া প্রায়শঃ ইচ্ছা সাপেক্ষ, পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া সাধারণতঃ ইচ্ছা নিরপেক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃস্ট বস্তুসঞ্জাত সংস্কার। পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া জাত-সংস্কারের পুনরাবির্ভাব। প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া সময়ান্তরে যখন পুনরুদিত হয় তখনই তাহাকে পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া বলা যায়। এই পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়াই স্মৃতিশক্তির উপাদান। অতএব স্মৃতি ব্যাপারে প্রত্যক্ষজ্ঞান-গ্রহণ ও তাহার পুনরুদ্ভাবন এই দুইটী ক্রিয়ার সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে।

স্মৃতি কাহাকে বলে?

কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আর একটী অবস্থা আছে তাহার নাম ধারণা। উল্লিখিত অবস্থাত্রয়ের সম্মিলনে স্মৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যখন মন কোন বিষয় গ্রহণ করে, ধারণা করে এবং পরে তাহা পুনরুৎথাপন করে তখন স্মৃতির কার্য্য লক্ষিত হয়। স্মৃতি মানসিক ইন্দ্রিয় নহে, ইহা একাগ্রতার ন্যায়

মনের একটী ধর্ম্ম। সাধারণতঃ ধারণা ও পুনরুত্থাপন মনের এই দুই ব্যাপারকে স্মৃতি বলে। ইহা ব্যতীত স্মৃতি ক্রিয়ার আর একটি উৎপাদক আছে যাহাকে "পরিচয়" বলে। ইহা পরে আলোচিত হইয়াছে। স্মৃতির ধারণাবস্থায় সংস্কার-গুলি সকল সময় জাগরিত থাকে না। চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে পুনরুত্থাপিত করিতে হয়।

দুইপ্রকারের স্মৃতি ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রথম, স্মৃতি পথে উদিত হওয়া বা মনে পড়া, দ্বিতীয়, স্মরণ করা বা মনে করা। প্রথম ক্রিয়াটী প্রায় অনৈচ্ছিক বা অনায়াস সাধ্য, দ্বিতীয় স্বৈচ্ছিক বা চেষ্টা সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে শিক্ষা এরূপভাবে দেওয়া উচিত যাহাতে অধিগত বিষয় অনায়াসে বা চেষ্টা সহকারে স্মৃতি-পথারূঢ় হয়।

পুনরুত্থাপন অনেক পরিমাণে বিষয়-গ্রহণের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।

স্মরণানুকূল কতিপয় নিয়ম।

(১) সংস্কারের গভীরতা।

ইহা নিম্ন লিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথম, সংস্কারের তাৎকালিক বলাবল। দৈনন্দিন

(a) সংস্কারের তাৎকালিক বলাবল।

সাধারণ ঘটনাগুলি আমাদিগের মনের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা কিন্তু একটী বিশেষ ঘটনা যেমন—ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের পরিদর্শন—মনে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া অধিকতর প্রভাবশালিনী, অতএব শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা শিক্ষা না দিয়া প্রকৃত বস্তু সাহায্যে শিক্ষা দেন।

(b) আলোচনার পৌনঃপুন্য

পাঠের কেবল আলোচনা তাদৃশ ফলদায়ক নহে তাহার পুনঃপুনঃ আলোচনা হওয়া উচিত। কোনও পাঠের সাপ্তাহিক পুনরালোচনা—তৎ-সম্বন্ধীয় মাসিক পুনরালোচনা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ।

(c) তাৎকালিক মানসিক শক্তি

আমাদের মনের তেজ সকল সময় সমান থাকেনা, সেই জন্য মন সকল সময় সমভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যাবস্থায় আমাদিগের মন সাতিশয় সতেজ; সেইজন্য বাল্যকালের সংস্কারগুলি স্মৃতি পটে বহুদিন পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে। মানসিক তেজস্বিতা শারীরিক তেজস্বিতার উপর নির্ভর করে।

(II) ভাব সংহতি Association of ideas

ভাবসংহতির শরীর-তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা এই যে, যে সকল শিরার পুনঃ পুনঃ সমসাময়িক কার্য্য হয় তাহাদের পুনরুত্তেজনাও যুগপৎ হইয়া থাকে। চিন্তা সংহতি দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান গুলি পরস্পর সম্মিলিত হয়। আমরা আমাদের চিন্তা-সংহতির দাস। দুশ্চিন্তা, ক্লেশকর স্মৃতি, দুষ্ট অভিসন্ধিগুলি যাহা একবার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছে তাহার দাগ মুছাইয়া ফেলা অসম্ভব। তাহারা সকলেই আমার সুচিন্তা ও সুখকর স্মৃতির সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত আছে এবং আমার চিন্তা প্রবাহের অংশী হইয়া দাড়াইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিবার যতই চেষ্টা করি না কেন, একসময়ে না একসময়ে অতর্কিত-ভাবে তাহারা অশুভ-গ্রহাদির ন্যায় চিন্তাকাশে উদিত হইবে। যে সকল যুবক মনে করেন যে বয়স হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও শুভ চিন্তা করিব, এখন কিছুকাল মধুর যৌবন-সুখ উপভোগ করিয়া লই তাহারা নিজের ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়া ফেলিতে-ছেন। দুর্দ্দমনীয় স্নায়ুমণ্ডল তাঁহাদের পূর্ব্ব স্মৃতি নিশ্চিত জাগাইয়া দিবে। অশুভ চিন্তার আক্রমণ

হইতে নিজেকে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে হইলে এপ্রকার সৎচিন্তা-সংহতি সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার সহিত দুশ্চিন্তার কোন প্রকার সংস্রব নাই। তথাপি পূর্ব্বজাত চিন্তা-সংহতি হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই।

ভাবসংহতি লইয়াই স্মৃতি গঠিত হইয়াছে।

ভাবসংহতির এই অপ্রতিহত শক্তি দোষাবহ নহে। চিন্তাসংহতির নিয়মাবলীর কোন দোষ নাই। কারণ চিন্তাসংহতির শক্তি লইয়াই স্মৃতি গঠিত হইয়াছে। তবে চিন্তয়িতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। মনে এ প্রকার চিন্তার স্থান দেওয়া উচিত নহে যাহার জন্য আমাকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

ভাবসংহতি (association of ideas)

ভাব সংহতির নিয়মাবলী।

ভাবসংহতি দুইটী নিয়মের অধীন, প্রথম সাদৃশ্য, দ্বিতীয় সামীপ্য। কোন বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, তৎসম্পর্কীয় সদৃশ ঘটনা-বলীর সাহায্যে স্মরণীয় বিষয় মনে উদিত হইতে পারে। নাম শ্রবণেই পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি কখন কখন মনে

না আসিতে পারে। কিন্তু তাঁহার চিত্র দেখিলে অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তির মানসিক প্রতিকৃতির সহিত ইঁহারও প্রতিকৃতি মনে সমুদিত হয়; তদনন্তর উপস্থিত চিত্রের সহিত সেই পরিচিত ব্যক্তির প্রতিকৃতির সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে মনে পড়ে। ইহা চিন্তা সংহতি সম্বন্ধীয় সাদৃশ্য ঘটিত নিয়মের দৃষ্টান্ত। *

সাদৃশ্য। (similarity)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যেমন প্রতিকৃতি আমাদিগের মনে ভাসমান হয় তদানুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় আমাদের মনে পড়ে; যেমন কোন্ স্থানে কিংবা কোন্ সময় বা কি সূত্রে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল ইত্যাদি। এই প্রকারের স্মৃতি সাদৃশ্য ঘটিত নিয়মের অন্তর্নিবিষ্ট নহে। ইহা সান্নিধ্য প্রযুক্তই হইয়া থাকে।

সামীপ্য। (contiguity)

* শারীর-বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ চিন্তাসংহতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহাকে চিন্তা সংহতি বলা যায় তাঁহারা উহার "স্নায়বিক সংহতি" আখ্যা দিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতামত এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্দারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদিগের ভাবসংহতি পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, সামীপ্য বা সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। সামীপ্য সম্বন্ধ দুই জাতীয়—সাময়িক ও প্রাদেশিক। যে সকল বিষয় এক স্থানে সংঘটিত হয় সেগুলি প্রাদেশিক সামীপ্যের অন্তর্গত। অনুক্রমিক ঘটনাগুলি সাময়িক সামীপ্যের অধীন। কার্য্য কারণ সম্বন্ধও এই সাময়িক সামীপ্যের দৃষ্টান্ত। আমার জন্ম স্থানের কথা মনে হইলেই তত্রত্য স্কুল, বেড়াইবার মাঠ, ষ্টেশন, বাজার সকলই ক্রমশঃ স্মৃতিপটে উদিত হয়। ইহা প্রাদেশিক সামীপ্যের দৃষ্টান্ত।

বৈপরীত্য। (contrast)

চিন্তাসংহতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বৈপরীত্য নামক স্বতন্ত্র নিয়মের অবতারণা করেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে ইহা সাদৃশ্য নিয়মের অন্তর্গত বলিয়া প্রতীতি হয়।

সামীপ্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এই তিনটী নিয়মের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী অধিকতর কার্য্যকারী।

১। কোন একটী পদার্থের সহিত তাহার নামের সম্বন্ধ আছে। পদার্থের সহিত নামের অচ্ছেদ্য

সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বালকেরা পদার্থ দেখিয়া তাঁহার নাম স্মরণ করিতে পারে। দার্শনিকেরা নাম ও নামীর অভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। পদার্থ ও তাহার নাম যুগপৎ জানিলে পদার্থ দেখিলেই তাহার নাম মনে পড়িবে। অতএব শিক্ষকেরা বস্তু বা উদাহরণ দেখাইয়া পরিভাষা শিক্ষা দিবেন।

শিক্ষকতা সম্বন্ধে "সামীপ্য" নিয়মের কার্য্যকারিতা।

২। শিক্ষক মহাশয় আদেশানুযায়ী কার্য্য সাধনের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। এই উপায়েই আদেশ ও কার্য্যের মধ্যে সামীপ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে।

৩। বর্ণমালা কিংবা নামতা-শিক্ষা সামীপ্য নিয়মের আর একটী উদাহরণ।

সাদৃশ্য নিয়মের প্রয়োগ।

১। রঙের জ্ঞান—সাদৃশ্য নিয়মের দ্বারাই রঙের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যথা হরিদ্রা দেখিয়াই হরিদ্রাবর্ণের জ্ঞান, রক্ত দেখিয়াই রক্ত বর্ণের জ্ঞান ইত্যাদি।

২। সাদৃশ্য নিয়মের সাহায্যে আমরা দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সূত্রে উপনীত হই। যথা জল,

দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি পদার্থের সাধারণ গুণগুলি লক্ষ্য করিয়া তরল পদার্থের পরিভাষা নির্দ্দেশ করি।

৩। ঘটনার সামঞ্জস্য বশতঃ তাহার তারিখ মনে থাকে এবং তারিখের সামঞ্জস্য বশতঃ ঘটনা মনে থাকে যথা—

১৮৩৭—ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক।

১৮৫৭—সিপাহী যুদ্ধ।

১৮৮৭—ভিক্টোরিয়া জুবিলি।

১৮৯৭—ডায়মণ্ড জুবিলি।

সাদৃশ্য ও সামীপ্য নিয়মের যৌগিক ক্রিয়া।

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বুঝিতে পারিলে মনে এক প্রকার আনন্দ হয়। মনের এই অবস্থা সদৃশ বস্তু গুলিকে স্মৃতি পটে এক সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে বিশেষ অনুকূল। কোন একটী বালক সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার নাম মনে পড়িতেছেনা, এরূপ অবস্থায় হাজিরা-বহির নামের তালিকা স্মরণ করিতে করিতে [সামীপ্য] বালকদিগের আকৃতি শিক্ষকের মনে পড়িতে লাগিল (সামীপ্য)। উপস্থিত বালকের আকৃতির সহিত স্মর্য্যমাণ বালকের আকৃতি-সাদৃশ্যে ইহার নাম স্মৃতি পথে উদিত হইল (সাদৃশ্য)।

সামীপ্য নিয়মানুসারে মানসিক শক্তির বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধন হয়না, সাদৃশ্য নিয়ম দ্বারা উহা সাধিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত নিয়মে বালকদিগকে প্রত্যেক পদার্থের গুণ নির্ব্বাচন করিতে হয়। পরে তাহাদের সদৃশ গুণ-নিচয় স্থিরীকৃত হয়। এতদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি শক্তি ও বিচার শক্তির অনুশীলন হয়। সামীপ্য নিয়মে মনের উচ্চতর শক্তিগুলির পরিচালনা হয় না, কেবল স্মরণ শক্তিরই অভ্যাস হয়।

সামীপ্য ও সাদৃশ্য নিয়মের মধ্যে কোন্‌টি শিক্ষাদান বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও মানসিক শক্তির সম্বর্দ্ধনকারী?

নূতন জ্ঞানার্জ্জনের নিয়মাবলী।

পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সংস্রব না থাকিলে নূতন বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া সুকঠিন। এই সম্বন্ধ সাদৃশ্য নিয়মাধীন হইলে অধিকতর ফলদায়ক হয়। সেইজন্য বালকদিগের পূর্ব্বজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া উপস্থাপিত বিষয়ের সহিত কি সাদৃশ্য আছে তাহা বালকদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া উচিত। "জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত" এই সূত্রটী সাদৃশ্য নিয়মের পোষকতা করিতেছে। অপটু শিক্ষকেরা সামীপ্য নিয়মের

প্রথম—পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সঙ্গতি।

সাহায্য গ্রহণ করেন কিন্তু উত্তম শিক্ষকেরা সাদৃশ্য নিয়মানুসারে কার্য্য করেন।

দ্বিতীয়—সম্মিলনের পৌনঃপুন্য।

সম্মিলনের পৌনঃ-পুন্যে ভাব-গ্রহণ সুগম হয়। বিশেষতঃ যে জ্ঞান সামীপ্য নিয়মের অধীন তাহার অর্জ্জনে পৌনঃপুনিকতার প্রয়োজন।

তৃতীয়—সম্মিলনের প্রাখর্য্য।

সম্মিলনের প্রাখর্য্য যত অধিক হয় সংস্কার ততই প্রগাঢ় হয়। সেইজন্যই পেষ্টালজি বলিয়াছেন যে, বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষা বস্তুসাহায্যে শিক্ষা অধিকতর ফলবতী। সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান সমান নহে। কোন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান অপরাপর ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞান অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান দৃঢ়তর। সেইজন্য বানান শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক মৌখিক শিক্ষা না দিয়া ব্লাকবোর্ড সাহায্যে শিক্ষা দিবেন।

চতুর্থ—মানসিক অবস্থার তারতম্য।

বালকদিগের তাৎকালিক মানসিক অবস্থার উপর জ্ঞানার্জ্জনের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে। কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে তৎকারণাপসারণের চেষ্টা করা

কর্ত্তব্য। যদ্যপি সেই চাঞ্চল্য প্রকৃতিগত হয় তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতি শক্তির উদাহরণ।

পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদনানুকূল মস্তিষ্কের উপাদান সকলের সমান নহে। মস্তিষ্কের উপাদানের তারতম্য লইয়া নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিতে পারা যায়।

প্রথম—মেধাবী বালক—যে শীঘ্র ভাব গ্রহণে ও সম্পূর্ণরূপে ধারণে এবং অনায়াসে পুনরুদ্বোধনে সমর্থ। cf. বেগচেরা

দ্বিতীয়—তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক—যে সহজে ভাব গ্রহণে সমর্থ কিন্তু তাহা ধারণে সুপটু নহে। cf. বেগবেগা।

তৃতীয়—পরিশ্রমী বালক—যে কষ্ট করিয়া ভাব গ্রহণ করে, দৃঢ়ভাবে ধারণা করে এবং ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ cf. চেরচেরা।

চতুর্থ—মন্দমেধা বালক—যে কষ্ট করিয়া ভাব গ্রহণ করে, কষ্ট করিয়া তাহার ধারণা করে এবং কষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করে cf. চেরবেগা।

ক্যাণ্ট সাহেব স্মৃতিশক্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ম—যান্ত্রিক বা অযৌক্তিক স্মৃতিশক্তি; ইহা সামীপ্য নিয়মানুসারে চালিত।

২য়—কৌশল সমুদিত স্মৃতিশক্তি (mnemonics system); যেমন, আকামাবৈশ্বনন্তকাঃ বলিলে আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ অনন্ত ফল দায়ক এই অর্থ বুঝায়।

৩য়—যৌক্তিকস্মৃতি শক্তি, যাহা সাদৃশ্য নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত।

কণ্ঠস্থকরণ সম্বন্ধে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

প্রথম—প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের স্থিরীকরণ। অপ্রয়োজনীয় বিষয় দ্বারা স্মৃতিশক্তি ভারগ্রস্ত করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়—স্মরণীয় বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ করণ। অর্থাৎ নবার্জ্জিত জ্ঞান পূর্ব্বলব্ধ কোন্-জ্ঞানের অন্তর্গত তাহার নির্দ্দেশ করণ।

তৃতীয়—স্মৃতি-সাধনোপযোগী সময়; মন যাহাতে বিষয়গুলি সম্যগ্‌রূপে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার সময় দেওয়া উচিত, নচেৎ নবার্জ্জিত জ্ঞান

দ্বারা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাববোধ-সহকৃত অভ্যাসই প্রশস্ত।

১ম—যে সকল বিষয় স্বয়ং কোন অর্থব্যঞ্জক নহে যথা—ঐতিহাসিক তারিখ, সাধারণ-নিয়ম-বহির্ভূত বর্ণ-বিন্যাস ইত্যাদি।

কোন্ কোন্ বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে হইবে?

২য়—মনোরম বাক্যাবলী।

৩য়—গণিত শাস্ত্রের সূত্রসমূহ; কারণ, সূত্রগুলি অতি সংক্ষেপে ও সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা ভাব প্রকাশ করে।

৪র্থ—পরিভাষা—বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি কণ্ঠস্থ করা উচিত।

কণ্ঠস্থ করণ বিষয়ে সাবধানতা।

প্রথমতঃ, বালকদিগের উপস্থাপিত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা উচিত। পরে, তাহাদিগের গুণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা উচিত। তদনন্তর, সংশ্লেষণ ক্রিয়াদ্বারা সাধারণ সূত্র নির্দ্দেশ করিতে হইবে; অবশেষে অধিগত সূত্রটী কণ্ঠস্থ করা উচিত। ব্যাকরণের ব্যতিক্রম বা বিশেষ নিয়ম, ভৌগোলিক সংজ্ঞা ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করা বিশেষ আবশ্যক নহে।

কিন্তু বালকেরা কোন বিষয়ই না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করিবেনা এরূপ নহে, কেননা শৈশবে বিচার শক্তির অল্পই বিকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং, তাহারা সকল বিষয় বিচার পূর্ব্বক শিখিতে সমর্থ নহে। বাল্যকালই স্মৃতিশক্তি বিকাশের প্রকৃষ্ট সময়। সেই সময়ে ইহার অনুশীলন না করিলে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

স্মৃতি শক্তির বিকাশ।

বালকদিগের স্মৃতিশক্তির বিকাশ তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিকাশের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণা মনে যেমন দৃঢ়ভাবে যত অঙ্কিত হইতে থাকে, স্মৃতিশক্তিও তৎসঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ঘটীর ভিতর হাত দিয়া শিশু দেখিল তাহাতে কিছুই নাই। কিন্তু ঐ ধারণা তাহার মনে না থাকায় সে আবার ঘটীর ভিতর হাত দেয়। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ঘটীর ভিতর কিছুই নাই, ইহা সে মনে রাখিতে পারিতেছেনা।

বালকেরা যখন কোন বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে তখন তাহাদের পুনরুৎপাদন-কারিণী কল্পনাশক্তির কার্য্য দেখা যায়। অভি-জ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি

দৃঢ় হয় এবং নানাজাতীয় চিন্তা-সংহতি গঠিত হয়। বাচনিক ভাষার অর্থজ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, পিতা, মাতা ও ধাত্রীর সহিত কথা-বার্ত্তায় মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি তত পুষ্টি লাভ করে এবং বার বার মনে উদিত হয়। যেমন, যদি কেহ শিশুকে বলে যে ঐ "মিউ" আসিতেছে, শিশু অমনি বিড়ালের বিষয় ভাবিতে পারে।

স্মৃতি শক্তির বিকাশ।

শিশু জীবনে সামীপ্যগত চিন্তাসংহতি সাদৃশ্য-গত চিন্তা সংহতি অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকারী ও তাহার অগ্রগামী।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিশুর আনুরক্তি যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যাও তত বর্দ্ধিত হয়। এবং তৎসঙ্গে তাহার স্মৃতি শক্তিও উৎকর্ষলাভ করে। শিশুর পূর্ব্বজীবনের ঘটনাবলী পরজীবনের ঘটনাবলীর ভারে স্মৃতি গর্ভে লুক্কায়িত থাকে। পূর্ব্বজীবনের কোন ঘটনা যদি কোন প্রকারে পরজীবনের কোন ঘটনার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তাহা স্মৃতি-পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বজাত স্মৃতিগুলি পরবর্ত্তী স্মৃতির ভারে যে লুক্কায়িত থাকে

স্মৃতি শক্তির বিকাশ।

তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বৃদ্ধাবস্থায় যখন আমরা নূতন ধারণা গ্রহণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি তখন পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠে।

স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধির সীমা।

স্মৃতি শক্তির প্রথম বিকাশ যে আমাদের জীবনের প্রথমাবস্থায় ঘটে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কতদিন পর্য্যন্ত হয় সে সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন দশবৎসর পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধির সীমা। অপরে বলেন মনুষ্যের প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধির সময় আছে; বৃদ্ধাবস্থায় ইহার অবনতি প্রকাশ পায়। এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের অনেক দৃষ্টান্ত মনুষ্যজীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক অল্পবয়স্ক বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী গল্প মনে রাখিবার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। পক্ষান্তরে নীরস বাক্যাবলী আয়ত্ত করিতে বয়স্থ ব্যক্তিদিগেরই ক্ষমতা অধিক।

উপরি উক্ত সমস্যা বিচার করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানগ্রহণ ও তাহার ধারণা এই দুই মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির সীমা।

হইবে। নূতন জ্ঞান উপার্জ্জনে (জ্ঞানগ্রহণে) শিশু অপেক্ষা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষমতা অধিক। কারণ প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের ক্ষমতা অধিক। কিন্তু কোন হৃদয়গ্রাহী বিষয় মনে রাখা (ধারণা) ব্যাপারে বালকদিগকে উচ্চ স্থান দিতে হইবে। অতএব ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থাতেই ধারণাশক্তি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। এবং তৎপরে ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিংশ অথবা পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক ব্যক্তির ধারণা শক্তির ন্যূনতা স্বত্ত্বেও তাহাদিগের নূতন জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা অধিক। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর মনুষ্যের ধারণা শক্তি ও নূতন জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি উভয়ই কমিয়া যায়; কিন্তু অনুশীলনের সাহায্যে সময়ে সময়ে আমরা ঐ অবনতির অনেকটা রোধ করিতে পারি।

স্মৃতি শক্তির সহিত মনের সম্বন্ধ।

পূর্ব্বে অনেকের এই বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি শক্তি মনের একটী বৃত্তি, যাহার সাহায্যে স্মরণ ক্রিয়া সাধিত হয়। কিন্তু এই অনুমান যুক্তি-সিদ্ধ নহে। কারণ, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা

করিলেই স্মরণ করিতে পারিতাম; পৌনঃপুন্য, আধুনিকতা প্রভৃতি স্মরণানুকূল ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, চিন্তা সংহতির উপর বা স্নায়বিক অবস্থান্তরের উপর স্মৃতি কার্য্য নির্ভর করে। পৌনঃপুন্য ও আধুনিকতা এই সংহতি ব্যাপারে এবং স্নায়বিক অবস্থান্তর সংঘটনে বিশেষ সহায়তা করে।

আমাদের স্মৃতি-শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে কি না?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্মৃতি কার্য্যের দুইটী প্রধান অবস্থা আছে; প্রথম, 'মনে রাখা (ধারণা),' দ্বিতীয় 'স্মরণ করা'। "মনে রাখা" মস্তিষ্কের স্বাভাবিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক উপাদান বৃদ্ধি সম্বন্ধে যখন আমাদের কোন ক্ষমতা নাই তখন মনের সাধারণ "ধারণা" শক্তিও আমাদের আয়ত্ত নহে। কিন্তু "স্মরণ করা" ভাবের সাহচর্য্যের উপর নির্ভর করে এবং সেই সাহচর্য্য যত অধিক বিভিন্ন উপায়ে ঘটিতে পারে ততই কোন বিষয় স্মরণ করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। অতএব যদিও মনের সাধারণ ধারণা শক্তি বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই তথাপি কোন একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ করিবার অনেক প্রকার সুযোগ হইতে পারে;

কারণ, ইহা মস্তিষ্ক নিহিত রেখার সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। মনের স্মৃতি শক্তি একটী নহে ; যতগুলি বিষয় আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা করি তৎসংশ্লিষ্ট ততগুলি স্মরণশক্তি উৎপন্ন হয়।

এ বিষয় অন্যরূপেও প্রতীয়মান হইতে পারে। কোন ব্যক্তি একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ করিতে অপারগ হইলেও অন্য একটী বিষয়, যাহাতে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে তাহা সহজেই স্মরণ করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, সে আনুরক্তি বশতঃ সেই বিষয়টী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বপ্রকারে হৃদয়ঙ্গম করে, তজ্জন্য সেই বিষয়ের সহিত তাহার নানা প্রকার মানসিক সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, আমাদিগের ধারণা শক্তির স্বাভাবিক উপাদান মধ্যবিধ হইলেও যাহাতে মন আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার সংযোজক পথ মস্তিষ্কের উপাদানের উপর চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা আমরা সহজেই স্মরণ করিতে পারি। কোন একটী বিশেষ বিষয় স্মরণ করিবার ক্ষমতা নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। সেই

জন্য শিক্ষক স্মরনীয় বিষয়ের চিন্তাসংহতি যত অধিক উদ্ভাবন করিতে পারেন ততই তিনি সফল-কাম হইবেন।

শব্দমাত্রাবর্ত্তন বা শাব্দিক স্মৃতি ও যৌক্তিক স্মৃতি

দুই প্রকারের স্মৃতি শক্তি আছে; ১ম, শব্দমাত্রা-বর্ত্তন (rote)। শাব্দিক স্মৃতি শক্তির সাহায্যে আমরা কেবল শব্দগুলি মনে করিয়া রাখি, ঐ শব্দের কি অর্থ তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

২য়—যৌক্তিক স্মৃতি (Rational memory) ইহার সাহায্যে আমরা ধারণা গুলি পুনরুদ্দীপিত করিতে পারি। প্রায়ই প্রত্যেক শব্দের এক একটী অর্থ আছে। কোন অর্থ জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত হইলে তাহার যে ছায়া আমাদিগের মনে পড়ে তাহাকে সেই অর্থের "প্রত্যয় বলে"। যুক্তিসিদ্ধ স্মৃতি শক্তির সাহায্যে ধারণা বা প্রত্যয়-গুলি বিধিবদ্ধ ভাবে মনে পড়ে।

কতকগুলি লোকের শাব্দিক স্মৃতি অত্যন্ত বলবতী কিন্তু তাহারা বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছায়া বা ধারণা মনে পুনরানয়ন করিতে অক্ষম। কাহা-রও বস্তুর "প্রত্যয়" বা ধারণা গুলি সহজেই স্মৃতি-পটে উদিত হয় কিন্তু তাহাদের শাব্দিক স্মৃতি

অত্যন্ত দুর্ব্বল। কেহ কেহ অভ্যাগত ব্যক্তিদের নাম আদৌ মনে রাখিতে পারেন না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা তাঁহাদের মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং সহজেই পুনরুদিত হয়।

শাব্দিক স্মৃতি

শিশুরা কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে খুব তৎপর কিন্তু কবিতা গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বাক হইয়া থাকে। শাব্দিক স্মৃতি শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ, তাহাদিগকে শব্দ শিখিতে হইবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শাব্দিক স্মৃতি শক্তির হ্রাস হয় ও যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বালকদের যে যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি নাই তাহা বলা যায় না। কারণ, মাতৃভাষা শিখিবার সময় বালকেরা যেমন শব্দ শিক্ষা করে তৎসঙ্গে তাহার অর্থও ধারণা করে। শিক্ষা প্রণালীর দোষেই বালকেরা শব্দের অর্থ অপেক্ষা কেবল শব্দ গুলি মনে রাখিতে সবিশেষ চেষ্টা করে। ইতিহাস পাঠ দিবার সময় শিক্ষক নিজেই বলেন "২পাতা কি ৪পাতা কণ্ঠস্থ করিয়া আনিবে।" যে সকল বালক গ্রন্থকারের বাক্য

গুলি যথাযথ উদ্ধৃত করিতে পারে তাহাদিগকে তিনি উৎসাহ দেন। উদ্দেশ্য বিহীন পাঠ দ্বারাও আমরা বালকদিগের স্মৃতি বৃথা পরিশ্রান্ত করি। পাঠের প্রথমেই যদি পাঠের উদ্দেশ্য বালকদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা চিন্তা করে, পাঠের উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষকের বাক্যাবলীর কি সম্বন্ধ তাহা বিচার করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শাব্দিক স্মৃতি স্থায়িনী নহে এবং ব্যবহার-যোগ্যাও হয় না। কোন একটী ঔষধের উপাদান কি কি তাহা কণ্ঠস্থ থাকা সত্ত্বেও আমি সেই ঔষধটি সহজে প্রস্তুত করিতে না পারিতেও পারি।

শাব্দিক স্মৃতি ও গত্যুৎপাদক অভ্যাস।

শাব্দিক স্মৃতি-শক্তির সহিত গত্যুৎপাদক অভ্যাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। অর্থ না জানিয়া শব্দ কণ্ঠস্থ করা আর জিহ্বা ও ওষ্ঠাদি অঙ্গ কি প্রকারে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা করা একই। মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে না বুঝিয়া কবিতা কণ্ঠস্থ করা আর নৃত্য করিতে শিক্ষাকরার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পেশীর সঞ্চালন ব্যতীত আর কোন প্রভেদ নাই।

বিজ্ঞান-সম্মত বা যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি।

বিজ্ঞান সম্মত বা যৌক্তিক স্মৃতিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যদি কোন বিষয় স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার গুণ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা উচিত। তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। কোন্ সাধারণ সূত্রের ইহা বিশেষ উদাহরণ তাহা জানা কর্ত্তব্য। এইরূপে কোন বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি বলিয়া উল্লিখিত প্রকার স্মৃতি শক্তিকে 'বিজ্ঞান সম্মত' বলা হয়।

অযৌক্তিক বা কৌশল সম্পাদিত স্মৃতি শক্তি mnemonics.

স্মৃতি সহায়ক অনেক প্রকার অযৌক্তিক কৌশল আছে, সে সকল কৌশল আয়ত্ত করিতেও আয়াস ও সময় লাগে। কিন্তু তাহাও চিন্তা সংহতির নিয়মের উপর সংস্থাপিত। যে বিষয়টি মনে রাখিতে হইবে তাহা কৌশল ক্রমে এমন একটি পরিচিত বিষয়ের সহিত সম্মিলিত করা হয় যাহা সহজেই আমাদের মনে উদিত হইতে পারে। অনেক সময়ে সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া আমরা বিফল মনোরথ হই।

অতএব যুক্তি-সিদ্ধ স্মৃতি শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদা। অর্থ না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে স্মৃতি-সহায়ক সংযোজক পথের সংখ্যা অনেক কম হয়, কাজে কাজেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

বাচনিক স্মৃতি

অর্থ না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করার উপর এত দোষারোপ করা হইয়াছে যে, অনেকে মনে করিতে পারেন, যেন বাক্য কণ্ঠস্থ করা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের বাচনিক স্মৃতি অধিকতর উপযোগিনী; তবে কোন বাক্য কণ্ঠস্থ করিতে হইলে কেবল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা ফল লাভ হয় না। বাক্যটী সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কণ্ঠস্থ করা উচিত। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কেবল অবিকল আবৃত্তিই সকল সময়ে আবশ্যক নয়। বিষয়টী কোন্ স্থানে বিবৃত হইয়াছে ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট।

———

স্মৃতি ও মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুদ্বোধন।
(Memory and Reproduction.)

মানসিক প্রতিচ্ছায়া ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির পুনরুদ্বোধন।

ইন্দ্রিয়ই আমাদিগের জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বস্তুর গুণ, তাহাদিগের স্থানীয় সম্বন্ধ, গতি প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম্ম জানিতে পারি। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষ হইলেই আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে মানসিক সংস্কার হওয়া আবশ্যক ও তাহার স্থায়িত্ব প্রয়োজন। কোনও প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান হইলে তাহার প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। আমাদের সংস্কার গুলি প্রত্যক্ষ বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। মনের ধারণা শক্তি আছে বলিয়াই এই প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্ভব। শারীর-বিজ্ঞান মতে মানসিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক উত্তেজনা দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলে এক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে; যাহার ফলে আমাদিগের কার্য্য গুলি এই স্নায়বিক প্রবণতার দ্বারাই চালিত হয়। এই স্নায়বিক প্রবণতা বশতঃই অভ্যাস গঠিত হয়।

অন্তর্মুখীণ স্নায়ুর উত্তেজনা উপস্থিত না হওয়া সত্বেও মনের পুনরুদ্ভাবনী কল্পনা শক্তি প্রযুক্ত ঐ সকল স্নায়বিক ক্রিয়ার এবং তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃত্তি সম্ভব।

নানাজাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি গঠিত হয়। যদিও ঐ মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি সাধারণতঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গঠিত হয় তথাপি অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা শ্রবণ-জনিত ও গতি সম্বন্ধীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টরূপে গঠন করিতে অধিকতর সমর্থ। বালক দিগের মধ্যে এই প্রকার বিশেষত্ব থাকিতে পারে; শিক্ষকের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা ও তদনুযায়িনী শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক।

মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি প্রথমতঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও গতি সম্বন্ধীয়। এতদ্ব্যতীত ধারণা বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া হওয়াও সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত স্থূল মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি স্নায়বিক প্রবণতা হইতে সম্ভূত। স্মৃতি ব্যাপার তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। ১ম—স্নায়বিক প্রবণতা প্রযুক্ত (যেমন

অভ্যাস-জাত ক্রিয়া—সাঁতার দেওয়া, বাইসিক্ল্ চড়া) ২য়—পুনরুৎপাদনকারিণী কল্পনা শক্তি প্রযুক্ত (দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক) ৩য় ভাব বিষয়ক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃত্তি।

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুদ্বোধন ও স্মৃতির মধ্যে প্রভেদ।

মানসিক-প্রতিচ্ছায়ার পুনরুৎপাদন ও স্মৃতি ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। স্মৃতি ক্রিয়ায় যে কেবল মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুৎপাদন হয় তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে আরও একটী ক্রিয়া হয়। যে বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্মৃতি পটে পুনরানয়ন করা যায় তাহা যে "আমার" জীবনের পূর্ব্ব-জাত ঘটনাবলীর সহিত সম্বদ্ধ তাহার জ্ঞানও আবশ্যক। অর্থাৎ, ঐ বিষয়টি অমুক সময়ে অমুক অবস্থায় "আমার" জ্ঞান গোচর হইয়াছিল ইহাও মনে পড়া চাই। যখন কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক সমস্ত ঘটনা গুলি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তখনই সেই বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ স্মৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। কোন বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবির্ভাবের সহিত "চিনিতে পারার" ভাব জড়িত না থাকিলে প্রকৃত স্মৃতি ব্যাপার সম্পন্ন হয় না।

"পরিচয়" স্মৃতির উপাদান

পরিচয়+ পুনরুৎপাদন =স্মৃতি।

আমাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, কখন কখন কোন বিষয় পরিচিত মনে হইলেও তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমার মনে না উদিত হইতে পারে। দেখা যায়, আমরা অনেক সময় কোন লোককে দেখিয়া "চিনি চিনি" মনে করি কিন্তু "কখন্" "কোন্ অবস্থায়" তাহাকে দেখিয়া ছিলাম তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্পূর্ণ মনে পুনরুদিত হয় না। পক্ষান্তরে, কখন কখন পূর্ব্বজাত মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমাদিগের মনে অসম্বদ্ধ ভাবে পুনরুদিত হয় কিন্তু তাহার সহিত "চেনা"র ভাব থাকে না; অর্থাৎ, আমার জীবনের পূর্ব্বজাত ঘটনাবলীরমধ্যে তাহার বিশেষ স্থান নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হই। অনেক লেখক একটী গল্প লিখিয়া মনে করেন যে, গল্পটি তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, বহুদিন পূর্ব্বে তিনি যে গল্পটি পড়িয়া ছিলেন, উহাতে কেবল তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিন্তাসংহতির স্নায়বিক বিবৃতি।

মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রভাব

ইতর প্রাণীদিগের দৈনিক ব্যবহার দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাহাদের কার্য্যগুলি স্ব স্ব শারীর-বিধান দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাদের ব্যবহারের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। যতই নিম্ন হইতে নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, মনুষ্যজাতির ব্যবহার ক্রমাগত তাহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মনুষ্যজাতির পূর্ব্বজাত অভিজ্ঞতার প্রভাব কোন উপায়ে রক্ষিত হয় বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর। মস্তিষ্ক কি প্রকারে অভিজ্ঞতার ফল রক্ষা করে তাহাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ও তাহার রক্ষণ (স্মৃতি)।

স্মৃতির মনো-বৈজ্ঞানিক বিবৃতি।

মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অন্তর্দৃষ্টি সাহায্যে অনুমান করেন যে অভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণা মনে অবস্থিতি করে। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে একটী বিষয়ের ধারণা মনে উদিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট অন্যবিষয়ের ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত হয়। অর্থাৎ সম-সাময়িক অথবা অনুক্রমিক প্রত্যক্ষ বস্তুর ধারণার মধ্যে এমন একটী সংহতি স্থাপিত হয় যদ্দ্বারা একটী বিষয়ের ধারণা অপর বিষয়ের ধারণাকে উদ্দীপিত করিয়া দেয়।

"স্মৃতি" সম্বন্ধীয় মতান্তর—ধারণা-সংহতি বা চিন্তা-সংহতি অমূলক, স্নায়বিক সংহতিই স্মৃতি শক্তির নিদান

কিন্তু মিঃ ম্যাগ্‌ডুগাল এফ, আর, এস বলেন যে, অভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণাগুলিই যে মনে অঙ্কিত হইয়া যায় তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোন অভিজ্ঞাত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার সময় স্নায়ু-প্রণালীর এমন একটী পরিবর্ত্তন ঘটে যদ্দ্বারা স্নায়ু-প্রণালীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। স্নায়ু-প্রণালীর এই নূতন অবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করে বলিয়াই ঐ বিষয়টীর পুনরাবৃত্তি (স্মৃতি) সম্ভব। তাঁহার (মিঃ ম্যাগ্‌ডুগাল সাহেবের) মতে সংহতি ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন ধারণার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় না, ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়।

কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া পুনরুদ্বোধনের অবকাশে যদি ঐ বস্তুর ধারণাগুলি মনে অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে ঐ ধারণাগুলির মধ্যে সংহতি ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে সকল নূতন স্নায়বিক বিধান বশতঃ ঐ বিষয়টী মনে পুনরুদিত হয় তাহাদের মধ্যেই সংহতি সঙ্ঘটিত হয়।

অভিজ্ঞতা দ্বারা সহজাত সংস্কার প্রণালীর পরিবর্ত্তন।

শিশু কতকগুলি সহজাত সংস্কার-প্রণালী লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা দ্বারা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই সংস্কার-প্রণালীগুলির বিকাশ সাধিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সংস্কার প্রণালীগুলি যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় ততই তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান করিবার ধারণা ও শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের সহজাত সংস্কার-প্রণালীর মধ্যে নূতন নূতন সমাবেশ সঙ্ঘটিত হয়। শিক্ষিত যুবকের অনেকগুলি সংস্কার প্রণালী আছে। সেই সকল সংস্কার-প্রণালীর সহযোগিতার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। উপস্থিত বস্তু সঞ্জাত উদ্দীপনা যদি পূর্ব্বজাত উদ্দীপনার প্রতিরূপ হয় তাহা হইলে উপস্থিত উত্তেজনাগুলি পূর্ব্বজাত সংস্কার-প্রণালীতে

সদৃশীকরণ

নিমজ্জিত হয়। এই মানসিক ক্রিয়াকে সদৃশীকরণ (assimilation) বলা যাইতে পারে; যদি উপস্থিত উত্তেজনার মধ্যে কিছু নূতনত্ব থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বজাত সংস্কার প্রণালীর মধ্যে এক প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে সমবেক্ষণ (apperception) ক্রিয়া বলে। এই মানসিক পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইলে স্মৃতির কার্য্য হয়।

সমবেক্ষণ ও স্মৃতি।

অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

আধুনিক মনোবিজ্ঞান দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমরা যে সকল বস্তুর উপলব্ধির জন্য পূর্ব্বজাত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছি সেই সকল বস্তুই প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহাদের প্রতিচ্ছায়া মনে রক্ষা করিতে পারি। যদি তোমার সম্মুখে নূতন প্রকারের কোন বস্তু সংস্থাপিত হয়, তুমি তৎ-সম্বন্ধে কেবল তোমার পূর্ব্বপরিচিত লক্ষণগুলি বুঝিতে পারিবে। ঐ বস্তুটীর অন্যান্য লক্ষণগুলি জানিতে হইলে তাহাদের প্রতি বার বার মনঃ-সংযোগের প্রয়োজন।

স্মৃতি শক্তির স্নায়বিক প্রক্রিয়া।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ভাবসংহতি বা চিন্তাসংহতি বলি মতান্তরে প্রকৃতপক্ষে তাহা স্নায়বিক সংহতি। দুই

কিম্বা ততোধিক স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংহতি স্থাপিত হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংযোজক পথ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রতিঘাতের শক্তি এত ক্ষীণা যে কোন এক স্নায়ু-প্রণালীতে উত্তেজনা উপস্থিত হইলে ঐ উত্তেজনা ঐ পথ দিয়া অপর স্নায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। অতএব স্মৃতিশক্তির কার্য্য বুঝিতে হইলে স্নায়বিক সংহতি স্বীকার করিতে হইবে।

স্নায়বিক সংহতির নিয়ম।

স্নায়বিক সংহতি দুইটী নিয়মের অধীন যথা—সমকালিক ও পারম্পরিক। সমকালিক সংহতির দ্বারা বিভিন্ন স্নায়ুপ্রণালী একই সময়ে উত্তেজিত হয়। পারম্পারিক সংহতি বশতঃ দুইটী স্নায়ু-প্রণালীর উত্তেজনার মধ্যে স্বল্প ব্যবধান থাকে। এই দুইটি নিয়মের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই, কারণ বার বার অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা পারম্পরিক উত্তেজনা গুলিও ক্রমশঃ সমকালিক হইয়া পড়ে। উভয় নিয়মেই বিভিন্ন স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয়।

স্নায়বিক সংহতির প্রক্রিয়া।

কোন উত্তেজনা একবার কোন স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে ঐ স্নায়ুর অবস্থা এরূপ

পরিবর্ত্তিত হয় যে তাহার প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ঐ স্নায়ুর এক প্রান্তে অল্প উত্তেজনা হইলেও ঐ উত্তেজনা ঐ স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহাই স্নায়ু-প্রণালীর মূলতত্ত্ব। এবং ইহাকেই 'স্নায়বিক অভ্যাস' কহে। এই স্নায়বিক অভ্যাসের নিয়মই মানসিক বিকাশের নিদান। এক প্রকার স্নায়ু প্রণালীর উদ্দীপনা অন্য স্নায়ু-প্রণালীকে উত্তেজিত করিতে পারে বলিয়াই তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয় ও আমাদের চিন্তামণ্ডল গঠিত হয়।

স্নায়বিক সংহতির উদাহরণ

মনে কর, কোন বালক প্রথম নৌকা দেখিল। তাহার ভ্রাতা তাহাকে বলিয়া দিল উহাকে 'বোট' বলে। যখন ঐ বালকটী পুনরায় ঐ প্রকার নৌকা দেখিবে তখনই তাহার 'বোট' নামটী মনে পড়িয়া যাইবে। বোটটি দেখিবার সময় তাহার মস্তিষ্কের দর্শন বিষয়ক স্নায়ুর উত্তেজনা হইয়াছিল। এবং পরে 'বোট' নামটী শুনিবার সময় মস্তিষ্কের শ্রবণ বিষয়ক স্নায়ুর উত্তেজনা হইল। পরে ঐ প্রকার নৌকা দেখিলেই তাহার 'বোট' নামটী মনে পড়ে। ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহার দর্শন ও

শ্রবণ প্রণালীর মধ্যে একটী সংযোজক পথ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমে বোটটী দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে নাম শুনিবার সময় তাহার দর্শন-জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু প্রণালী হইতে উত্তেজনা, সংযোজক পথ দিয়া শ্রবণ-জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু প্রণালীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। এই কার্য্যটী উত্তেজনার আকর্ষণ ধর্ম্ম প্রযুক্ত ঘটিয়াছে। স্নায়বিক অভ্যাসের নিয়ম বশতঃ সংযোজক পথের প্রতিরোধক শক্তিও ক্ষীণা। তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দর্শন-জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু প্রণালীর বেগ শ্রবণ জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশে যাইবে কেন? ঐ সময়ে ঐ বালকের আরও ত অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইয়া ছিল এবং মস্তিষ্কের নানা জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশও ত উত্তেজিত হইয়াছিল। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর মনঃসংযোগ করা যায় তাহাদেরই মধ্যে জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয়।

পারম্পরিক সংহতি পুরোগামিনী।

পারম্পরিক সংহতির কার্য্য পুরোগামী, অর্থাৎ যদি দুইটী উত্তেজনা পারম্পরিক ধারায় সংঘটিত হয়, অগ্রবর্ত্তী উদ্দীপনা উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্বর্ত্তী

উদ্দীপনা তাহার অনুগমন করে; কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্দীপনার সময় অগ্রবর্ত্তী উদ্দীপনা তাহার অনুগমন করে না। বর্ণমালার অক্ষর গুলি আমরা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে বলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু অন্ত্য অক্ষর হইতে আদ্য অক্ষরগুলি আবৃত্তি করা দুরূহ। ইহার কারণ এই যে স্নায়বিক উত্তেজনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, পারস্পরিক উত্তেজনার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী স্নায়ুপ্রণালীর মধ্যে যে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্য দিয়া উত্তেজনা পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ুপ্রণালী হইতে পরবর্ত্তী স্নায়ু-প্রণালীতে উপস্থিত হয়। এই সংযোজক পথের প্রতিরোধক শক্তি ক্ষীণা; তজ্জন্য উত্তেজনা পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ুপ্রণালী হইতে সহজেই পরবর্ত্তীস্নায়ুপ্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে; কিন্তু পরবর্ত্তী স্নায়ু প্রণালী হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ুপ্রণালীতে প্রবাহিত হইবার সময় বাধা প্রাপ্ত হয়। ইহা স্নায়বিক অভ্যাসের মূলতত্ত্ব। এই জন্যই, একবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ কালে দুইটী স্নায়ুপ্রণালী পারস্পরিক ভাবে উত্তেজিত হয়।

একই সময় কেন আমরা একাধিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারি না।

স্নায়ুগত অভ্যাসের নিয়ম বশতঃ পরবর্ত্তী স্নায়ু প্রণালী পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ু প্রণালীর শক্তি অপহরণ করে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ু প্রণালীর বেগ নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং পূর্ব্ব বিষয়টীও মন হইতে অপসারিত হয়। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে যে স্নায়ু-প্রণালী উত্তেজিত হয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ু প্রণালীর বেগ অপহরণ করে।

স্নায়বিক সংহতির সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত ত্রিবিধ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল।

১। দুইটী সমকালিক বা পারম্পরিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই তৎসম্পর্কীয় স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেকটীর উপর মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন।

২। কোন একটী বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিলে অন্য বিষয় হইতে মনকে অপসারিত করিতে হয়।

৩। শারীর বিজ্ঞান মতে পরবর্ত্তী উত্তেজনা দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তেজনা নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্নায়ু-প্রণালীর শক্তি সংযোজক পথ দিয়া পরবর্ত্তী স্নায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া নিঃশেষ

হয়, এবং যে পথ দিয়া এক স্নায়ু-প্রণালী হইতে অন্য স্নায়ু-প্রণালীতে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়, তাহা ঐ দুইটী স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংহতি স্থাপিত করে।

স্নায়বিক সংহতি ব্যাপারে সাময়িক-সংহতিরই কার্য্য কারিতা লক্ষিত হয়

মিঃ ম্যাগডুগাল বলেন যে শারীর বিধান মতে স্নায়ু-সংহতির ব্যাপারে কেবল সাময়িক সংহতিরই অস্তিত্ব আছে; অন্যান্য নিয়ম,—প্রাদেশিক সংহতি, সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য বা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সকলই উহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাঁহার মতে, সদৃশ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া 'সাদৃশ্য', সংহতির নিয়ম হইতে পারে না। কেবল 'সাময়িক সামীপ্যই' চিন্তা-সংহতির মূল কারণ।

তবে "সদৃশ" বস্তুর পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর কেন?

সদৃশ বস্তুর পুনরাবৃত্তি মানসিক বিকাশ ব্যাপারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই সদৃশ বস্তুগুলির পুনরাবৃত্তি কি প্রকারে হয় দেখা যাউক। একটী বস্তু নানা প্রকার বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে, সেই জন্য ঐ বস্তু-সম্পর্কীয় স্নায়ু প্রণালীর সহিতও নানা স্নায়ু প্রণালীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্নায়ু প্রণালীগুলির উদ্দীপনার মধ্যে সহযোগিতা বা বিরোধ ভাব না থাকায় পুনরাবৃত্তি ব্যাপার ক্রমশঃ

বিসারণ-শীল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ---সমসাময়িক উত্তেজনা গুলিরই কেবল পুনরাবৃত্তি না হইয়া দূর সম্পর্কীয় উত্তেজনা গুলিরও পুনরাবৃত্তি হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক স্নায়ু-প্রণালীর অন্তর্গত অনেক অবান্তর স্নায়ু-প্রণালী আছে। এই অবান্তর স্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি, বিভিন্ন মূলস্নায়ু-প্রণালীর মধ্যে সাধারণ। একটী মূল স্নায়ু-প্রণালী উত্তেজিত হইলে উহার উত্তেজনা কখন কখন সংযোজক পথ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া এবং অন্য একটী মূল স্নায়ু-প্রণালীকে উত্তেজিত না করিয়া, তাহার অন্তর্গত কোন একটি অবান্তর স্নায়ু-প্রণালীকে উত্তেজিত করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোন কোন অবান্তর স্নায়ু-প্রণালী সাধারণ, অর্থাৎ---অন্য একটি মূল স্নায়ু-প্রণালীর অংশ। অবান্তর স্নায়ু-প্রণালীর উত্তেজনা প্রসারিত হইয়া ঐ দ্বিতীয় মূল স্নায়ু-প্রণালীকেও উত্তেজিত করে। ইহাই সদৃশ বস্তুর পুনরাবৃত্তির কারণ। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের উপরিউক্ত মানসিক প্রক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় না। তাহাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু-প্রণালীর কার্য্য সীমাবদ্ধ। উচ্চতর বুদ্ধিসম্পন্ন মানব-মস্তিষ্কের অবান্তর স্নায়ু-

প্রণালীগুলি নানা মূল স্নায়ু প্রণালীর সহিত নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট। উহারা প্রায়ই 'সদৃশ' বিষয়ের পুনরুৎপাদনে সমর্থ এবং কেবল সাময়িক সামীপ্য নিয়মের উপর নির্ভর ক'রে না।

দশম অধ্যায়।

মানসিক প্রতিচ্ছায়া।

(Mental images.)

অভিজ্ঞতা আমাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে বন্ধন-সূত্র স্বরূপ।

যেমন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীত জীবন হইতে প্রসূত তেমনি অতীত ঘটনা গুলির মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমাদের বর্ত্তমান চিন্তা-মণ্ডল গঠিত করে। অভিজ্ঞতা, অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর পরিণাম। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের মন পরিণতি প্রাপ্ত হয়। মনের পরিণতির উপর আমাদের চিন্তা-প্রণালী সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। অতীত জীবন যেমন বর্ত্তমান অবস্থার উৎপাদক তেমনি বর্ত্তমান জীবনের উপাদান লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনও গঠিত হয়। যে ব্যক্তির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর অসম্পৃক্ত তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। সে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

অতীত জীবন হইতে আমরা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করি। অভিজ্ঞতার তারতম্যের উপর মানব জাতির উচ্চাবচতা নিরূপিত হয়।

অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ

আমাদের পূর্ব্বজাত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের দুইটী প্রক্রিয়া আছে ঃ—শারীরিক ও মানসিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অভিজ্ঞতা অতীত জীবনের কার্য্যাবলীর পরিণাম। ঐ কার্য্যাবলীর প্রভাব শরীরে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তির বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, সে তাহার জীবন কি ভাবে কাটাইতেছে।

১ম শারীরিক

২য় মানসিক

মনের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে. মানসিক ক্রিয়া দ্বারা অভ্যাস বশতঃ এক প্রকার স্নায়বিক প্রবণতা সংঘটিত হয়। স্নায়বিক প্রবণতা দ্বারাই আমাদের দৈনিক কার্য্যগুলি সম্পাদিত হয়। স্নায়বিক ক্রিয়া শারীরিক গতিতে অভিব্যক্ত হয়। স্বৈচ্ছিক শারীরিক কার্য্য দ্বারাও স্নায়ুকোষে একপ্রকার ক্রিয়া হয়। বার বার একই প্রকার শারীরিক কার্য্য করিতে করিতে স্নায়ুকোষ এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে যে ভবিষ্যতে ঐকার্য্যগুলি

সহজ হইয়া দাঁড়ায়। দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্বন্ধেও এই ব্যাপার ঘটে। বাহ্যোদ্দীপকের উদ্দীপনা বশতঃ মস্তিষ্কের জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশের কোন বিশেষ স্নায়ুকোষ একবার উত্তেজিত হইলে পুনরায় যখন ঐ প্রকার বাহ্যোদ্দীপক উপস্থিত হয় তখন মস্তিষ্কান্তর্গত ঐ স্নায়ুকোষে পূর্ব্বজাত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু কখন কখন মস্তিষ্কান্তর্গত কোন এক স্নায়ুকোষের উত্তেজনা সহযোগী অন্য কোন এক স্নায়ুকোষকেও উত্তেজিত করে। যদি এই দ্বিতীয় স্নায়ুকোষসাহায্যে পূর্ব্বে কোন বাহ্যোদ্দীপকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ বাহ্যোদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও তাহার প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হয়। এই প্রকারে বাহ্যোদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও অতীত ঘটনাবলীর মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হইতে পারে।

অভিজ্ঞতা ও তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া

সকলেই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়া সমভাবে পুনরুৎপাদন করিতে সমর্থ হন না। কেহ দর্শন সম্বন্ধীয়, কেহ শ্রবণ সম্বন্ধীয়, কেহ ঘ্রাতি বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া সহজেই

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার কার্য্য কারিতা

পুনরুৎপাদন করিতে পারেন। নানা প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়া পুনরুৎপাদনে যাহার যত অল্প ক্ষমতা তাহার চিন্তা করিবার উপাদানও তত অল্প। কেবল তাহাই নহে; অন্য লোকের মনের ভাব বুঝিতে ততই অশক্ত।

কেবল জ্ঞান বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া যথেষ্ট নহে, গত্যুৎপাদক মানসিক প্রতিচ্ছায়া থাকা আবশ্যক। গত্যুৎপাদক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যা যত বেশী হইবে ততই আমরা নানা ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইব।

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার বিকাশসাধন

এখন কি প্রকারে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার বিকাশ সাধন হইতে পারে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এরূপ অনুকূল হওয়া উচিত যাহাতে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। আমাদের জ্ঞানবিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যা, জ্ঞান বিষয়ক ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তদ্রূপ গতিবিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়াও আমাদের শারীরিক গতির উপর নির্ভর করে। যথাবিধি শারীরিক

গতি দ্বারা গতি-বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি স্পষ্ট ও উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি বাইসাই-কেল্ চড়িয়াছে তাহার বাইসাইকেল্ চালান সম্বন্ধে মানসিক প্রতিচ্ছায়া যেমন স্পষ্ট ও কার্য্যকারিণী হইবে, যে কেবল দূর হইতে দোকান ঘরের জানালার মধ্য দিয়া বাইসাইকেল দেখিয়াছে তাহার তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইলে হইবে না, বার বার প্রয়োগ প্রয়োজন। মানসিক প্রতিচ্ছায়াগুলি আমাদের দৈনিক কার্য্যে বার বার প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশেষে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার বিমিশ্রণে নূতন চিন্তাজাল গঠন করিতে হইবে। ইহাই পুনরুৎপাদন-কারিণী কল্পনা শক্তির ভিত্তি স্বরূপ। তবেই মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সার্থকতা ও উপযোগিতা স্থাপিত হইবে।

শারীরিক গতি।

প্রয়োগ।

নূতন চিন্তা প্রণালী।

আমরা এতাবৎ মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্বন্ধে যাহা বলিলাম শিক্ষা প্রণালীতে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। শিশু যে জাতীয় প্রতিচ্ছায়া গঠনে সমর্থ ও যাহার যে জাতীয় প্রতিচ্ছায়া-ভাণ্ডার আছে সে সেই ভাবে চিন্তা

শিক্ষা-সম্বন্ধে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার উপযোগিতা

শিক্ষাসম্বন্ধে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার উপযোগিতা।

করিতে পারে। কোন শিশু দর্শন সম্বন্ধীয় কেহ বা শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রতিচ্ছায়া কেহ বা গতি বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে সমর্থ। শিশুর মানসিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শিক্ষা দিলে কোন ফলই হইবেনা। শিক্ষা-কার্য্যে যত অধিক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহায্য লইতে পারা যায়, শিক্ষণীয় বিষয়টী ততই বেশী ছাত্রদিগের আয়ত্ত হয়। বর্ণপরিচয় সময়ে শব্দ-সকল বিশুদ্ধ-ভাবে লিখিয়া দেখাইতে হইবে, যাহাতে ঐ শব্দের দর্শনসম্বন্ধীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হইতে পারে; প্রত্যেক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে হইবে, যেন ঐ শব্দের শ্রবণ সম্বন্ধীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের গতি-বিষয়ক প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হয়। শব্দগুলি লেখাও আবশ্যক, তাহাতে ঐ শব্দটি লিখিতে হইলে কি প্রকার অঙ্গুলি সঞ্চালন প্রয়োজন তাহারও প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত হইতে পারে। ভূবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইলে কেবল পরিভাষা কণ্ঠস্থ করিলে চলিবে না। বালকদিগকে ভৌগোলিক অঙ্কন ও গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে ও

মনে রাখিতে ইচ্ছা করি সে বিষয়টির সম্বন্ধে যত প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়া হওয়া সম্ভব তাহা গঠন করা আবশ্যক।

একাদশ অধ্যায়।

কল্পনাশক্তি। (Imagination)

"কল্পনা" কাহাকে বলে ?

যে মানসিক শক্তিদ্বারা আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়ের তাৎকালিক সাহায্য না লইয়া আলোচ্য বিষয়ের মানসিক চিত্র উদ্ভাবন করিতে পারি তাহাকে কল্পনাশক্তি বলে। কল্পনা-শক্তি দুই প্রকার, ১ম পুনরুৎপাদনকারিণী, ২য় উদ্ভাবনী।

পুনরুৎপাদনকারিণী কল্পনাশক্তির দ্বারা আমরা পূর্ব্বলব্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়, স্থান ও সময়ানু-যায়ী পুনরুদ্বোধ করিতে সমর্থ হই। এতদ্ব্যতীত কল্পনার একটী বিশেষ শক্তি আছে যদ্দারা উহা অভিজ্ঞতা-মূলক মানসিক প্রতিচ্ছায়া লইয়া একটী নূতন বিষয় গঠন করিতে পারে। ইহাকে উদ্ভাবনী শক্তি বলে।

প্রকৃত কল্পনা শক্তি

উদ্ভাবনীশক্তি—দ্বারা আমরা পূর্ব্বলব্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত জ্ঞানের সাহায্যে ও মিশ্রণে অপ্রত্যক্ষী-ভূত জটিল বিষয়ের ভাবনা করিতে পারি। এই

দ্বিতীয় প্রকার কল্পনাশক্তিই প্রকৃত কল্পনাশক্তি-বাচ্য, প্রথমটী স্মৃতি-শক্তিরই রূপান্তর।

কল্পনাশক্তি অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-পূর্ব্ব বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিনা। কেবল পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের মানসিক উপাদানে একটী যৌগিক ভাব মনে গঠিত করিতে পারি।

কল্পনা শক্তির প্রক্রিয়া

কল্পনার দুইটী প্রক্রিয়া আছে প্রথম বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় সংশ্লেষণ।

বিশ্লেষণক্রিয়া—ইহা দ্বারা কোন বিষয়ের কতক উপাদান ত্যাগ করিয়া আবশ্যক উপাদান গুলি গ্রহণ করা যায়।

সংশ্লেষণ—ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতিচ্ছায়ার আবশ্যক অংশগুলি গ্রহণ করিয়া একটী নূতন প্রতিচ্ছায়া মনে উৎপন্ন করা যায়।

কল্পনা ব্যাপারে কি প্রকারে এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

উদ্ভাবনী ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

প্রথম—যে প্রকার প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহার অস্পষ্ট জ্ঞান।

দ্বিতীয়—মনে যে সকল প্রতিচ্ছায়া পূর্ব্ব হইতে অঙ্কিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া যদ্দ্বারা অভীপ্সিত প্রতিচ্ছায়া গঠিত হয় তাহার গ্রহণ।

তৃতীয়—অনুকূল প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে অভীপ্সিত প্রতিচ্ছায়া গঠন।

চতুর্থ—অভীপ্সিত প্রতিচ্ছায়া গঠন করিবার পর মনের আনন্দ এবং নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস, যদ্দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়ের সীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং জ্ঞানের রাজ্য উত্তরোত্তর বিস্তৃত হয়।

উদ্ভাবনীশক্তি।

প্রকৃত কল্পনা-শক্তি বা উদ্ভাবনী শক্তির শ্রেণী বিভাগ

বয়স্থ বালকদিগের কল্পনাশক্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম রুচি বিষয়ক, ২য় বুদ্ধিবিষয়ক। রুচিবিষয়ক কল্পনাশক্তি জ্ঞান অর্জ্জনে সহায়তা করে না। ইহা দ্বারা আমাদের ভাব বৃত্তি চরিতার্থ হয়। রুচিবিষয়ক কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমরা আমাদের নীরস ও অনুজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া নবীন ও বিমল আনন্দ ভোগ করি। এই রুচি বিষয়ক কল্পনা-

শক্তির ক্রিয়া বালকদিগের উপন্যাস প্রিয়তা ব্যাপারে প্রকাশ পায়।

বুদ্ধি বিষয়ক কল্পনাশক্তি—সাহায্যে আমরা প্রথমতঃ স্থূল বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দ্বিতীয়তঃ, মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা করিতে সমর্থ হই। তৃতীয়তঃ, আমরা ব্যবহারিক কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হই। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বহির্ভূত স্থূল বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কল্পনাশক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমরা অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারি। এবং স্থূল জগতের অনেক নিয়ম অনুমান করিতে সমর্থ হই। যে বালক পদার্থের অণু পরমাণুর পরস্পর ব্যবধান ধারণা করিতে অসমর্থ এবং উহারা সকলেই যে সর্ব্বদা আপন আপন কক্ষে ঘুরিতেছে, ইহা কল্পনা করিতে পারেনা, তাহাকে আলোক, উত্তাপ বা শব্দের পদার্থ-বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা নিরর্থক।

শিক্ষাবিষয়ে স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট নহে, উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োজন

মৌখিক শিক্ষাই হউক আর পুস্তক-গত শিক্ষাই হউক কেবল স্মৃতি শক্তি দ্বারা মনস্কাম সিদ্ধ হয় না। ইহাতে কল্পনাশক্তির কার্য্যকারিতা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে মানসিক প্রতিচ্ছায়া জাগরিত করা আবশ্যক। ইহা কল্পনাশক্তির কার্য্য। যে বালক পড়িবার সময় কিংবা কোন বর্ণনা শুনিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে পঠিত ও শ্রুত বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে অসমর্থ, প্রকৃত পক্ষে তাহার ঐ বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয়না।

কল্পনাশক্তি সাহায্যে অন্তর্জ্জগতের উপলব্ধি হয়।

অন্তর্জগতের কার্য্যগুলি অপ্রত্যক্ষ। ধারণা, ভাববৃত্তি প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের উপলব্ধি কল্পনা শক্তির সাহায্যেই সম্ভব। কল্পনাশক্তি আছে বলিয়াই আমরা অপরের সহিত সহানুভূতি অথবা অন্যের চরিত্রগত দোষ গুণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। শিশু-প্রকৃতি-পাঠ ব্যাপারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমরা কল্পনাশক্তির সাহায্যে অন্যের মনের ভাব জানিতে পারি। আবার কল্পনাশক্তি দ্বারা নিজের মনোভাব অন্যকে বুঝাইতে পারা যায়। বাক্যাবলী দ্বারা আমরা

মনোভাব প্রকাশ করি। বাক্যাবলী দ্বারা আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছায়া অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু আমাদের মনে যদি মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ না থাকে তাহা হইলে বাক্যগুলি নিরর্থক। যে বিষয়ে আমার নিজের কোন ধারণা নাই, অন্য লোককে সে বিষয় ধারণা করিতে কি প্রকারে সাহায্য করিতে পারি?

আমাদের চরিত্র গঠনে কল্পনা শক্তির প্রভাব

আচরণ ও ব্যবহারের উপর কল্পনা শক্তির বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিজ নিজ চরিত্র, যাহার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাহার গঠনেও কল্পনা শক্তির সহায়তা প্রয়োজনীয়। যদি কোন যুবক মদ্যপায়ীর ঘৃণিত অবস্থার মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনোমধ্যে জাগরিত করিতে পারে সে কখনও এই ব্যসনে লিপ্ত হইবে না।

ব্যবহারিক কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন

কল্পনা শক্তির সাহায্যে আমরা কার্য্যকুশল শারীরিক গতি সম্বন্ধীয় ধারণা করিতে সমর্থ হই। যেমন বাইসাইক্ল্ চালাইবার সময় কিরূপ ভাবে পা চালাইতে হইবে, হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য কিম্বা টাইপরাইটিং যন্ত্রের সাহায্যে লিখিবার

জন্য কি প্রকার অঙ্গুলি চালনা করিতে হইবে কল্পনা শক্তির সাহায্যে তাহার একটা মানসিক প্রতিচ্ছায়া গড়িতে পারা যায়। গতি-বিষয়ক-ভাব সম্ভূত ক্রিয়া বর্ণনার সময় ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কল্পনার উপাদান

স্মৃতি শক্তির উপাদানের ন্যায়, মানসিক প্রতিচ্ছায়া কল্পনারও উপাদান। মানসিক প্রতিচ্ছায়া অভিজ্ঞতার অনুগমন করে। যে বিষয় সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই আমার মনে তাহার প্রতিচ্ছায়ারও অস্তিত্ব নাই। সুতরাং ঐ বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া স্মৃতি পটেও উদিত হয় না এবং উহা কোন প্রকার কল্পনা ব্যাপারেও অংশী হইতে পারে না। যে কখনও বেলুনের কার্য্য দেখে নাই সে কেমন করিয়া এইরোপ্লেনের কার্য্যকারিতা কল্পনা করিতে পারিবে?

কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে মতভেদ

অনেক লেখক কল্পনাশক্তির নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি পরস্পর বিরোধী। "কল্পনার" সাধারণ নাম খেয়াল। "খেয়াল" ও প্রকৃত তত্ত্বের বিরোধ অতিরঞ্জিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে কল্পনাশক্তি হেয় হইয়া

উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া অবশ্যম্ভাবিনী এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য পূর্ব্বলব্ধ স্বজাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সহায়তাও আবশ্যক। এই মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিই কল্পনার উপাদান। কার্য্য-কুশল জ্ঞানই শক্তির মূল। কল্পনা শক্তি সাহায্যে আমরা জ্ঞানকে কার্য্যোৎপাদক করিতে পারি। নূতন জ্ঞান কি প্রণালীতে অর্জ্জন করিতে হইবে এবং সেই নূতন জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করিলে তাহার ফল কি হইবে, কল্পনার সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। বিজ্ঞান রাজ্যে আমরা কল্পনা শক্তির সাহায্যে অনেক বিষয়ের অনুমান করিতে সমর্থ হই। সাধারণতঃ, যে ব্যক্তির কল্পনাশক্তি প্রবল সে ঝটিতি কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ গুলি বুঝিতে এবং তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। কল্পনা শক্তি পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পূরক ও সহায়ক এবং যে জ্ঞান আমরা অন্য উপায়ে

অর্জ্জন করিতে অসমর্থ, তাহাও অনেক সময়ে কল্পনা শক্তির সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি।

খেয়াল, কল্পনা ও চিন্তা

সাধারণতঃ, শৈশবকাল কল্পনাশক্তির বিকাশের সময়। "কল্পনাশক্তি" বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সংরুদ্ধ না হইলে "খেয়ালে" পরিণত হয়। 'খেয়াল', স্বাভাবিক অবস্থা ও প্রকৃত তত্ত্ব হইতে পৃথক এবং কল্পনার অনিরুদ্ধ অবস্থা। চিন্তা ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ আছে। কার্য্য চিন্তাক্রিয়ার অনুসরণ করে, কিন্তু কল্পনা সকল সময় কার্য্যে পরিণত হয় না।

কল্পনা-শক্তির প্রশ্রয়

স্বাভাবিক কার্য্যতৎপরতা ও কল্পনা শক্তির আতিশয্য প্রযুক্ত বাহ্য জগতের সকল পদার্থই বালকদিগের নিকট সজীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই জন্যই তাহারা পুত্তলিকাকে জীবন্ত বস্তু মনে করে ও তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করে। এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, কল্পনাশক্তির প্রশ্রয় দিলে অসত্য সত্য বলিয়া মনে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কল্পনাশক্তিকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে বলেন। ইহা অন্যায়। বালকদিগের কল্পনাশক্তি বা খেয়ালকে বিবেক দ্বারা নিয়মিত

করিতে হইবে। যিনি কল্পনাশক্তির ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান তিনি হয়ত একটী ভাবী কবির কিম্বা চিত্রকরের অথবা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারকের আশালতার মূলে কুঠারাঘাত করেন। অতএব কল্পনা শক্তির উৎকর্ষসাধন বিশেষ আবশ্যক।

কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন

কল্পনাশক্তি দুইটী উপাদানের উপর নির্ভর করে ঃ—১ম, মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ ; ২য়, ঐ সকল প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে নূতন চিন্তা-মণ্ডলের সৃষ্টি। অভিজ্ঞতা মূলক কতকগুলি ধারণা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেই ধারণা গুলি লইয়া নূতন নূতন চিন্তা-মণ্ডল গঠন করিতে হইবে। অনেকের অভিজ্ঞতা মূলক অনেক ধারণা আছে কিন্তু ঐ ধারণাগুলির সাহায্যে নূতন নূতন জাগতিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাঁহারা "ভূতের ব্যাগার" খাটিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে নবীনত্ব নাই। তাঁহারা নিজের ভাগ্য লিপি নূতন করিয়া গঠন করিতে অসমর্থ ; কেবল পরের বোঝা বহন করিতেছেন।

৩য়—ফলোপধায়িনী কল্পনার জন্য আর একটি নিবন্ধ আছে। অভিজ্ঞতা মূলক প্রতিচ্ছায়া লইয়া নূতন চিন্তা প্রাণালী সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে আমাদের কোন কার্য্যসাধক উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। উদ্দেশ্য বিহীন ও বাস্তব জগৎ হইতে বিচ্যুত "কল্পনা" আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। এরূপ কল্পনা ভয়াবহ।

কল্পনা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন

সঙ্ক্ষেপে, কল্পনা শক্তির পরিবর্দ্ধনের জন্য বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেবল একজাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া থাকিলে হইবে না। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ থাকা আবশ্যক। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এতাদৃশ অনুকূল হওয়া প্রয়োজন যাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি জাগরূক থাকে। কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। চেষ্টা করিয়া নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইবে। অভিজ্ঞতাই মানসিক প্রতিচ্ছায়ার মূল। কেবল নানা প্রকার মানসিক প্রতিচ্ছায়া সংগ্রহ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে

কোন ফল হইবে না। তাহাদের সাহায্যে নূতন চিন্তা প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে। কেবল পরের চিন্তা প্রণালী অনুকরণ করিলে কিছুই ফল হইবে না। অনুকরণ ও উদ্ভাবন উভয়ই উন্নতির সোপান।

কোন্ কোন্ পাঠ্য বিষয় কল্পনা-শক্তির সহায়তা করে?

ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ দ্বারা কল্পনা শক্তি উত্তমরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, স্পষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে। অতএব কল্পনাশক্তিকে কার্য্যকারিণী করিতে হইলে ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পাঠ দেওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা এবং বালকদিগের কল্পনাশক্তির সাহায্যে তাহাদিগকে পরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে।

ইতিহাস

শিক্ষকের প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যে বালকেরা যে সকল প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত করিতেছে তাহা যেন ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা সমর্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট বা ভ্রমপূর্ণ হইলে তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়াও তদ্রূপ হইবে। সেই জন্যই আদর্শ, চিত্র প্রভৃতির প্রয়োজন।

অনেক শিক্ষক অযাচিত ভাবে বালকদিগকে অপরিমিত ও অযথা সাহায্য করেন। তাহাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ আদৌ দেন না। ইহাতে বালকদিগের অনিষ্ট করা হয়।

সাহিত্য

গল্প

সাহিত্য পাঠ দ্বারা কল্পনাশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। শৈশবাবস্থা হইতেই "ঠাকুরমার" গল্প শ্রবণ করায় শিশুদিগের কল্পনাশক্তির ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভ্রমণ কাহিনী, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি ক্রমশঃ কল্পনা-শক্তির বিকাশে সহায়তা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেকে কল্পনা-শক্তিকে বিচার শক্তির বিরোধী মনে করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য বিশেষতঃ বৈজ্ঞা-নিক জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য কল্পনাশক্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মনের উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করে। কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহচরী। কল্পনাশক্তির সাহায্যে সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি ও সুরুচিপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত হয় এবং এইরূপে আমরা কাব্যের, গীত বাদ্যের

এবং চিত্রবিদ্যার গুণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

কল্পনা-শক্তি পরিবর্দ্ধনের প্রণালী

অন্যান্য মানসিক বৃত্তি পরিবর্দ্ধনের প্রণালী অনুসরণ করিয়া শিক্ষক কল্পনাশক্তির উৎকর্ষসাধন করিবেন। তিনি প্রশ্নদ্বারা বুঝিয়া লইবেন যে, বালকদিগের মনে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার যথেষ্ট সংস্থান আছে কি না। তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রথমে তাহাদিগের দৈনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সরল বর্ণনা করিতে বলিবেন। তদ্দারা বুঝিতে পারিবেন যে, বালকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে কি না এবং তাহাদিগের হৃদয়ে ঐ সকল ঘটনার প্রতিচ্ছায়া যথাযথ অঙ্কিত হইতেছে কি না। তৎপরে সুপ্রণালী ক্রমে বালকদিগের সমক্ষে বিষয় গুলি উপস্থাপন করিবেন। এতৎ সম্বন্ধে শিক্ষক যে ভাষা প্রয়োগ করিবেন তাহা যেন শিশুদিগের বোধগম্য ও প্রসঙ্গোপযোগী হয়।

উপস্থাপিত বিষয় যেন ঈষৎ উত্তেজনা পূর্ণ ও গতিশীল হয়। যেমন, নদী সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইলে কেবল তাহার উৎপত্তি ও পতন ও তীরবর্ত্তী নগর সমূহ নীরস ভাবে আবৃত্তি না করিয়া সেই

নদীবক্ষে নৌকাযোগে গমনাগমন করিলে কোন্ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়, তাহা গল্পচ্ছলে বর্ণনা করা উচিত। এই প্রকার অভিনয়ভাবে বিবৃতি দ্বারা অধিক ফল লাভ হয়। অতএব ভূগোল সম্বন্ধে পাঠ দিবার সময় কেবল নীরস ভাবে সহর, নদী প্রভৃতির নাম কণ্ঠস্থ না করাইয়া যদি তত্তৎসম্বন্ধীয় প্রীতিজনক বা বিস্ময়কর ঘটনা-বিশিষ্ট সত্য বা কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে তাহা অধিক ফলদায়ক হইবে। গ্লোব, রিলিফম্যাপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপকরণ দ্বারা বালকদিগের কল্পনাশক্তির বিকাশের সহায়তা করিতে হইবে। পুরাবৃত্ত-বিষয় পাঠ দিতে হইলে পুরাতন মুদ্রা, পুরাতন গৃহের চিত্রাদির সাহায্যে পাঠ দেওয়া উচিত।

কি উপায়ে আমরা কল্পনা শক্তিকে কার্যো সাধিকা করিতে পারি?

কর্ম্মশীলতা বালকদিগের স্বাভাবিক গুণ। অতএব ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাস শিক্ষা দিবার সময় বালকেরা স্বয়ং যাহা জানে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ও তদ্বিষয়ে তাহা-দিগের কি অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করা উচিত। ক্রীড়াস্থলে নিজের

কার্য্যনিপুণতাদ্বারা বালকেরা তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। এই অবস্থায় শিক্ষক তাহাদিগের কল্পনাশক্তির সহায়তা করিতে পারেন। হস্ত-শিল্প (manual work) শিখাইবার সময় শিক্ষক বালকদিগকে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সহিত তাহাদের বর্ত্তমান কর্ম্মের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখাইবেন। তাহারা কোন্ কোন্ বিষয়ে ভুল করিয়াছে ও কি করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে তাহার চিন্তা করিতে বলিবেন।

সমালোচনা।

কল্পনাশক্তির বর্দ্ধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতকগুলি আশঙ্কা আছে; এই গুলি হইতে বালকদিগকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথম. কল্পনাশক্তি যদি আমাদের বশীভূত হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা সুকার্য্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহার বশীভূত হইলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। অত্যধিক কল্পনা শক্তির বশীভূত হইয়া বালকেরা যাহাতে কেবল "আকাশ কুসুম" রচনা করিয়া সময় নষ্ট না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক

হওয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং অল্পকারণেই উত্তেজিত হয়; সেইজন্য তাহাদিগের সমক্ষে অতিশয় উত্তেজক বা ভয়াবহ গল্প করা অনুচিত।

দ্বিতীয়, কল্পনাশক্তির উন্মেষের জন্য অযথা সময় অতিবাহিত করা অনুচিত। যত শীঘ্র সম্ভব বালকদিগকে বাহ্যজগতের প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হইতে অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, অনেকে মনে করেন যে বালকেরা স্বকীয় উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় স্বয়ং আবিষ্কার করিবে এবং সেইজন্য তাহাদিগকে নিরবলম্ব ও স্বাধীন ভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে ও সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে আদেশ করেন। ইহাতে ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং, কল্পনাশক্তির অপব্যবহারই হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

চিন্তা।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্তু লইয়া আমরা কি করিতে পারি তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন, 'ইন্ধন' বলিলেই যে কাষ্ঠ দ্বারা আগুন জ্বালান যায় তাহাই বুঝায়। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও এইরূপ। কোন বস্তুর অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্তুর অন্যান্য বস্তুর সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে হইবে। আমরা যত বেশী এই সম্বন্ধগুলি নির্ণয় করিতে পারি ততই ঐ বস্তুর সম্বন্ধে নির্দ্দোষ ভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। চিন্তা দ্বারা আমরা বস্তুর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগত বিভিন্ন বস্তুগুলি পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নূতন চিন্তামণ্ডল গঠিত করি।

চিন্তার সাহায্যে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় হয়।

সম্বন্ধ দুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ।

চিন্তা দ্বারা দুই জাতীয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারা যায়; প্রত্যক্ষ বা নিকট সম্বন্ধ ও পরোক্ষ বা দূর সম্বন্ধ। শিশুদিগের দুগ্ধের বাটী ও আহারের সহিত প্রত্যক্ষ বা নিকট সম্বন্ধ আছে। নিউটন যে আতা পতনের সহিত গ্রহাদির গতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা পরোক্ষ বা দূর সম্বন্ধ। নিকট সম্বন্ধই হউক আর দূর সম্বন্ধই হউক সমস্তই চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। শিশুগণ পদার্থের নিকট সম্বন্ধগুলি বুঝিতে পারে; বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দূর সম্বন্ধ সমূহও বুঝিতে পারেন। দূর বা পরোক্ষ সম্বন্ধগুলি বুঝিতে পারাতেই চিন্তাশক্তির বিশেষত্ব আছে। বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে সম্বন্ধ-নির্দ্দেশ করা সহজ; উপস্থিত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহারও নির্দ্দেশ-করণ তত কঠিন নহে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ পদার্থদিগের সম্বন্ধ-নির্ণয় চিন্তার বিশেষ কার্য্য। এই প্রকার সম্বন্ধ-নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। মৎস্য, বঁড়শির সহিত ভাবী বিপদের কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিলেও বুঝিতে পারে। গরু কিম্বা ছাগল বাগানের দরজার সহিত তাহার

আহার্য্য বস্তুর কি সম্বন্ধ আছে তাহাও বুঝিতে পারে। কিন্তু বঁড়শি ও কণ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য উচ্চতর চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবল উপস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা থাকিলে ফল হইবে না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া লইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যথেষ্ট হইবে না। প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যক্তি-নিষ্ঠ ; ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু জগতে এত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আছে যে তাহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞান অসম্ভব।

কিন্তু জগতের নানা জাতীয় বস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর, অনেক সময়ে ঐ শ্রেণীগুলি লইয়াই চিন্তা করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্যোদ্ধার হয়। ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা হয় না। শ্রেণী লইয়া চিন্তা করিতে পারিলে অপ্রয়োজনীয় অনেক চিন্তা পরিহার করিতে পারা যায় এবং মানসিক শক্তির অবৈধ অপচয় নিবারিত হয়।

জাতি-জ্ঞান।

"শ্রেণীবিভাগ" জাতি-জ্ঞানের বিষয়। জাতি-জ্ঞান বিচারে আমরা উপস্থিত বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-

গুলি নির্ণয় করা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তা করিতে সমর্থ হই। জাতি-জ্ঞান কি প্রকারে হয় পরে বর্ণিত হইয়াছে।

জাতি-জ্ঞান প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর বা জাতির সাধারণ গুণগুলিই বিবেচ্য। এই গুণগুলি শ্রেণীস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত হইয়া মানসিক প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। এই মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে আমরা অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে সমর্থ হই এবং সেই সকল শ্রেণীর সাহায্যে নানা প্রকার চিন্তা করিতে পারি।

আমরা মনের ধারণাগুলি 'শব্দ' দ্বারা অভিব্যক্ত করি এবং শব্দের সাহায্যে আমরা পরের মনের ভাবগুলিও বুঝিতে পারি। মনের ধারণার পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ভাষা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জাতিজ্ঞান। (প্রত্যয়) (Conception)

জাতিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান

জাতিজ্ঞান, প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন। কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্থলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহচর্য্যের প্রয়োজন। কিন্তু জাতিজ্ঞান বিষয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের উপর সম্যক্ নির্ভর করিলে চলিবেনা। অনেকগুলি সদৃশ বস্তুর বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সামান্য (সাধারণ) তাহা লইয়াই জাতি নিরূপণ করা হয়।

জাতিজ্ঞান কি প্রকারে হয়?

জাতিজ্ঞান না হইলে কোন জাতীয় এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইলেও তজ্জাতীয় অপর ব্যক্তিকে দেখিলে তৎসজাতীয় বলিয়া জানিতে পারা যায় না। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে জাতিজ্ঞান হইতে পারে। মনে কর কোন শিশু গোশালায় যাইয়া ক্রমান্বয়ে চতুষ্পাদ, সবিষাণ শুভ্রবর্ণ, গলকম্বল-বিশিষ্ট বৃহৎকায় বৃষ; চতুষ্পাদী, সবিষাণা, কৃষ্ণবর্ণা, গলকম্বলবিশিষ্টা, বৃহচ্ছরীরা, পীনস্তনী,

গাভী এবং চতুষ্পাদ, বিষাণহীন পাটলবর্ণ গলকম্বল-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বৎস দেখিয়া শুনিল যে ইহাদিগকে গরু বলে; তখন শৃঙ্গ, বর্ণ ও বৃহত্ত্বাদি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লক্ষণান্বিত চতুষ্পাদ গলকম্বল বিশিষ্ট জন্তুকেই গরু বলিয়া চিনিল। এখন শকটবাহী বলীবর্দ্দ দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, গরুতে কিছু টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কেননা শিশুর গোজাতির জ্ঞান হইয়াছে। গরু বলিলে শিশুর মনে যে ভাব হয় তাহা কোন একটা বিশেষ গরু দেখিয়া উদ্ভূত হয় নাই। কারণ, সকল গরুতেই গলকম্বল ও চতুষ্পাদ ব্যতীত আরও অনেক লক্ষণ আছে।

জাতি-নিরূপণের সোপান

প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাতি-নিরূপণের ভিত্তি স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রযুক্ত কোন একটী বস্তুর প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত হয়। এবং এইরূপ কতকগুলি মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে জাতি নিরূপণ করা যায়। জ্ঞান প্রথমতঃ স্থূল, ব্যক্তিনিষ্ঠ; অর্থাৎ, আমাদিগের জ্ঞান প্রথমতঃ কোন একটী বিশেষ বস্তুর উপর আবদ্ধ থাকে ক্রমশঃ সাধারণ ও

সূক্ষ্ম জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জাতিজ্ঞান ভেদ-জ্ঞান সাপেক্ষ এবং একপ্রকারের অনেক বস্তু পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে।

জাতি-নিরূপণের প্রক্রিয়া

প্রথমতঃ, দুই বা ততোধিক বস্তু, যাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদিগের বাহ্য বা মানসিক সমাবেশ ও তত্ত্বনিরূপণ। পরে, তাহাদিগের সাদৃশ্যের উপর মনোনিবেশ; তৎপরে, সদৃশ গুণ-গুলিকে বিসদৃশ গুণ হইতে পৃথক্ করণ ও সেই সদৃশ গুণ লইয়া একটী জাতি নিরূপণ। অবশেষে, অন্যান্য যে সকল বস্তুর সেই জাতীয় গুণ আছে তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করণ।

অস্পষ্ট জাতি-জ্ঞানের কারণ

১। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতি-জ্ঞান অস্পষ্ট হয়। শিশু মাতার আকৃতি সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করেনা। কারণ, সে মাতাকে সর্ব্বদাই দেখিতেছে এবং অন্যান্য অনেক স্ত্রীলোককেও দেখিয়া থাকে। মাতার আকৃতি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকের আকৃতির মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহা লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পায় এবং মাতার আকৃতিতে যে বিশেষত্ব আছে তাহা তাহার চিত্তপটে স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু সে তাহার

পিতাকে তত বেশী দেখিতে পায় না; সুতরাং অন্যান্য পুরুষের ও পিতার আকৃতির মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটে না। ইহার ফলে পিতার আকৃতি সম্বন্ধে তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়; সেইজন্য, সে তাহার পিতার পরিচ্ছদ-পরিহিত লোক দেখিলেই প্রায়ই ভুল করে।

২। পর্য্যবেক্ষণ শক্তি অসম্পূর্ণ হইলে জাতি জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়। অনেকের চিংড়ীকে মৎস্য বলিয়া ধারণা আছে। মৎস্যের কি কি বিশেষত্ব আছে ইহা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করাই এই ভ্রমাত্মক ধারণার কারণ।

৩। বস্তুর গুণগুলি বিশুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে জাতি-জ্ঞানে ব্যাঘাত জন্মে; উল্লিখিত দৃষ্টান্তে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

৪। অসম্বদ্ধভাবে নাম নির্দ্দেশে জাতি-জ্ঞান ভ্রমপূর্ণ হয়। আমরা "দুষ্ট" কথাটি অতি অযথা-ভাবে ব্যবহার করি। বালকেরা বালসুলভ উৎপাত করিলে তাহাদিগকে "দুষ্ট বালক" বলি। ইহার ফলে এই হয় যে দুষ্ট ব্যবহার বলিলে যে

কোন গর্হিত কার্য্য বুঝায়, এ প্রকার ধারণা বালক-দিগের মনে আদৌ হয় না। ইহা দ্বারা বালক-দিগের নৈতিক জ্ঞানের হানি সাধন করা হয়।

৫। সময়ের দূরবর্ত্তিতা ও স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ জাতি নির্ব্বাচন অসম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। মনে কর কোন ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে "চা"য়ের ব্যবসা করিত, এখন অন্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে। এখন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির "চা" সম্বন্ধে যে তাহার বিশুদ্ধ ধারণা আছে ইহা সম্ভবপর নহে।

জাতি নির্ব্বাচন শক্তি অনুশীলনের প্রয়োজন

জাতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে অনেক প্রকার মানসিক শক্তির অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। তদ্দারা আমাদের অপরাপর মানসিক শক্তিরও, যথা—প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পর্য্যবেক্ষণ—উৎকর্ষসাধন হয়। জাতি নিরূপণের দ্বারা আমাদিগের মানসিক শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। কেননা কোন বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিলে সেই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সাধারণ গুণগুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট হয়; শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিগত নানাপ্রকার বিশেষত্ব মনে রাখিবার প্রয়োজন হয়না। বিড়াল জাতীয় জন্তুর কি ধর্ম্ম ইহা যদি আমার জানা থাকে

তাহা হইলে বিড়াল, ব্যাঘ্র বা সিংহের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম পৃথক্‌রূপে মনে রাখিবার প্রয়োজন থাকেনা এবং আমাদিগের স্মৃতিও বিষয়াধিক্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়না। জাতি নিরূপণের দ্বারা আমাদিগের উচ্চতর মনো-বৃত্তির অনুশীলন হয় এবং আমরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হই। কারণ, বিজ্ঞান দ্বারাও বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হয়। জাতিজ্ঞানের অভাবে শ্রেণী বিভাগ করণ, সাধারণ সূত্র নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্করণ অসম্ভব।

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে জাতি নিরূপণ শক্তির অনুশীলন করিতে পারা যায়।

দুইটী সদৃশ বস্তুর মধ্যে বৈলক্ষণ্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করা উচিত। তৎপরে বালকেরা সদৃশ গুণগুলি একত্র করিবে এবং বিসদৃশ গুণগুলি পৃথক্ করিবে। সদৃশ গুণগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে একটী বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিবে। শিক্ষকের দেখা উচিত যেন বালকেরা অগ্রে জাতি নিরূপণের চেষ্টা না করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সহিত জাতি নিরূপণশক্তি আপনা আপনি বৃদ্ধি পাইবে। প্রাথমিক বিজ্ঞান অর্থাৎ

উদ্ভিদ্ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা আমাদিগের জাতি-নিরূপণশক্তি বর্দ্ধিত হয়। বালকেরা স্বয়ংই শ্রেণী বিভাগ করিতে শিখিবে।

বাক্য বিন্যাসের দ্বারাও আমাদিগের জাতি নিরূপণের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। শিক্ষকের সতর্কভাবে দেখা উচিত বালকেরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতেছে তদ্দ্বারা কোন যথার্থভাব সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইতেছে কিনা। বালকেরা যে সকল পদ বা বাক্য প্রয়োগ করিতেছে তাহার নিগূঢ়ার্থ জানা তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিচার। (Judgment)

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতি জ্ঞান হইবার সময় এক প্রকার চিন্তা হয় যাহাকে বিচার বলে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা-কার্য্যে বিচারের প্রয়োজন। বিচার ক্রিয়া দ্বারা আমরা দুইটী ধারণার বা জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি। এই সম্বন্ধ অস্তিবাচক কিম্বা নাস্তিবাচক হইতে পারে। যথা, ব্যাঘ্র বিড়াল জাতীয় জীব (অস্তিবাচক), চিংড়ী মৎস্য নহে (নাস্তিবাচক)।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত বিচারের সম্বন্ধ

প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ার বিচার প্রয়োজন। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বজাত ধারণাগুলির সহিত উপস্থিত বস্তুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত ধারণার তুলনা করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে উপস্থিত বস্তুকে তজ্জাতীয় পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। সকল সময়ে এই ব্যাপারটি জ্ঞাতসারে হয় না বটে, কিন্তু এই

প্রকার প্রক্রিয়া প্রত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় হইয়া থাকে।

জাতিজ্ঞান নিরূপণের সময়ও বিচারের প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় তখনই বিচারের প্রয়োজন।

কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান ক্রিয়ায় বিচারের প্রয়োজন হয় তাহাই নহে। দুইটী জাতিজ্ঞান ও ধারণার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাও বিচারের সাহায্যে নির্দ্দেশ করা যায়। বিচার আমাদিগকে শ্রেণীবিভাগে সহায়তা করে। ইহার সাহায্যে আমরা সাধারণ সূত্র নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। মনে কর মনুষ্য ও প্রাণী এই দুইটী ধারণা বা জাতিজ্ঞানের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়—'মনুষ্য' ও 'প্রাণী' এই দুই জাতির ধর্ম্মগুলি বিশ্লেষণ করিয়া এবং ইহাদের পরস্পারের ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়া "মনুষ্য (হয়) প্রাণী" এই বিচারে উপনীত হওয়া যায়। এই বিচারটিতে কেবল ব্যক্তিগত মনুষ্য ও ব্যক্তিগত প্রাণীর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। ঐ দুইটি বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে

ঐ বিচারটি প্রয়োজ্য। অতএব বিচার দ্বারা আমরা সাধারণ সূত্র অর্থাৎ দুই 'জাতির' মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করিতে পারি। বিচার কার্য্যে দুইটি প্রক্রিয়া জড়িত আছে ; ১ম তুলনা করা, ২য় সিদ্ধান্ত বা নিষ্পত্তি করা।

জ্ঞান বা ধারণার তার-তম্যের উপর বিচারের উৎকর্ষতা নির্ভর করে।

চিন্তা কার্য্যে জাতিজ্ঞানের এত অধিক প্রয়োজন বলিয়া যাহাতে জাতিজ্ঞানের সংখ্যা অধিক ও ভ্রমশূন্য হয় তাহার চেষ্টাকরা আবশ্যক। আমরা যখন নূতন নূতন জাতিজ্ঞান বা ধারণা করিতে সমর্থ হই তখনই নূতন জ্ঞান অর্জ্জনের চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। যতদিন আমরা নূতন নূতন ধারণা করিতে সমর্থ হইব ততদিন আমাদের মানসিক জীবন চির-যৌবন অনুভব করিবে।

সিদ্ধান্ত ও প্রতিজ্ঞা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দুইটী জাতিজ্ঞান বা দুইটী ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়কে বিচার বলে। বিচার ফল বা সিদ্ধান্ত ভাষা দ্বারা ব্যক্ত হইলে প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সম্পূর্ণ বাক্যে এক একটি বিচার নিহিত আছে।

প্রত্যক্ষ বা ব্যক্তিজ্ঞান, জাতিজ্ঞান ও বিচার

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকে। জাতিজ্ঞান, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-

যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাবনা (প্রত্যয়)। বিচার ক্রিয়াতে দুইটী ব্যক্তির বা ভাবনার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করণ বুঝায়। বিচার, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া। প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা আমরা ব্যক্তিগত ধারণা বা প্রত্যয় (idea) উপলব্ধি করি; অর্থাৎ, কোন বস্তু দেখিলে সেই বস্তু সম্বন্ধেই একটী প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত হয়। জাতি নিরূপণের দ্বারা আমরা শ্রেণী সম্বন্ধীয় "প্রত্যয়ে" উপনীত হই। এই প্রকার প্রত্যয় কোন বিশেষ ব্যক্তিগত নহে। এই প্রকার প্রত্যয়কে "সামান্য প্রত্যয়" বলা যায়।

বিচার ক্রিয়ায় আমরা বিশেষ "প্রত্যয়" বা সাধারণ 'প্রত্যয়' লইয়া তাহাদের মধ্যে কি সম্বন্ধে তাহা নিরূপণ করি। "মানুষ মরণশীল" বলিলে "মানুষ" জাতির এবং "মরণশীল জাতির" মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহাই নিরূপণ করা হয়। বিচার ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও জাতি জ্ঞানের প্রক্রিয়োপ-জাত বিষয় লইয়াই মানসিক ক্রিয়া হয়। বিচার কার্য্য দ্বিবিধ,—সামান্যের দ্বারা বিশেষের ও বিশেষের দ্বারা সামান্যের অবগতি; অর্থাৎ পূর্ব্বজ্ঞাত

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বিধি

সিদ্ধান্তের বিষয়-বিশেষে বিনিয়োগ এবং বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই দুই প্রকার ক্রিয়াকে যথাক্রমে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্রিয়াও বলা যাইতে পারে।

সংশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান সমষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততই আমাদের জ্ঞান বৰ্দ্ধিত হয় এবং বিশ্লেষণ ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান পরিস্ফুট এবং ব্যবহারের যোগ্য হয়। কারণ পরিস্ফুট হইলে আমরা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানকে বিষয় বিশেষে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হই; আবার প্রয়োগ করিবার সময়ও আমাদের জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হয়। (c. f. expression is the best impression) এবং যাহা অসম্পূর্ণ থাকে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হয়। অধ্যয়ন অপেক্ষা অধ্যাপনাতে জ্ঞান অধিকতর প্রগাঢ় হয়। c. f. অধীতি বোধাচরণ প্রচারণৈঃ।

ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণ

কতকগুলি কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য হয় না,—১ম অস্পৃষ্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়া, অর্থাৎ **অসম্যক্ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অসম্যক্ জাতি নিরূপণ বশতঃ**

ভ্রম পূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণ।

আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হয়। আমাদিগের ধারণার বাহুল্য যত বেশী হইবে, ধারণাগুলি যত স্পষ্ট ও নির্ভুল হইবে আমাদিগের সিদ্ধান্তও তত ভ্রমশূন্য হইবে। বালকদিগের অল্পসংখ্যক ও ভ্রমাত্মক ধারণাবশতঃ তাহাদিগের সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমাত্মক হয়।

দ্বিতীয়—ধারণাগুলির যথাযথরূপে বিচারের সময়াভাব-প্রযুক্ত আমরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

তৃতীয়—অপরের ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত যথাযথরূপে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। আমাদিগের নিজের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার স্বল্পতা বশতঃ অথবা পরীক্ষা করিবার সময়াভাব প্রযুক্ত কখন কখন অপরে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছে তাহা বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করি; এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

চতুর্থ—আমরা আমাদিগের প্রবৃত্তির প্রবণতা প্রযুক্ত আমাদিগের অভিলাষানুরূপ সিদ্ধান্ত করি। আমরা স্বকীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বালকদিগের সম্বন্ধে কখন কখন ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত

হই। দৃঢ়চিত্ত শিক্ষক স্বীয় ভাবপ্রবণতা দ্বারা পরিচালিত না হইয়া বিবেকের সাহায্য গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, দুর্ব্বলচিত্ত শিক্ষক স্বীয় ভাবপ্রবণতারই বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন এবং পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত হয়েন।

বিচার শক্তি সম্বর্দ্ধনের আবশ্যকতা এবং কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে।

আমাদের প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সহিত বিচার ক্রিয়া জড়িত আছে। বালকদিগের প্রত্যেক কার্য্যেই বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব তাহার অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক। বিচার কার্য্যের প্রধান লক্ষণ তুলনা করা ও নিষ্পত্তি করা। কিণ্ডার গার্ডেন শিক্ষা দ্বারা ইহা বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হয়। বিচার ফল বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সেই জন্য সম্বদ্ধ ভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে বিচার শক্তির অনুশীলন হয়। অতএব বালক দিগকে পূর্ণ বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য করা এবং বাক্যগুলি বিচারপ্রসূত হইয়াছে কিনা দেখা শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ পাঠ্যবিষয় বিচারশক্তির অনুশীলনের সহায়তা করে।

প্রথম হস্তলিপি ও ড্রইং। বালকেরা আদর্শের সহিত নিজের হস্তাক্ষর ও ড্রইং কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন তাহা অনুসন্ধান করিবে; শিক্ষকেরও সেই

সকল পার্থক্য ব্ল্যাক্ বোর্ডে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

ম্যানুয়েল ট্রেনিং, পদ পরিচয়, অঙ্ক শাস্ত্র এবং ড্রিল প্রভৃতি আমাদিগের বিচার শক্তির সাহায্য করে।

বিচার শক্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ ভ্রান্তি।

প্রথম—বিচার শক্তির অনুশীলন অপেক্ষা স্মৃতিশক্তির অনুশীলন সহজ-সাধ্য বলিয়া অনেক শিক্ষক বালকদিগের বিচার শক্তির উদ্দীপনা না করিয়া তাহাদিগের স্মৃতিশক্তি বহুসংখ্যক ধারণা দ্বারা ভারাক্রান্ত করেন।

দ্বিতীয়—বালকদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান (ব্যক্তি-জ্ঞান) ও জাতি জ্ঞান সম্যক্ রূপে হওয়ার পূর্ব্বেই শিক্ষকেরা কখন কখন তাহাদিগের সমক্ষে তৎ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন। কিন্তু বালকেরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ং সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। পূর্ব্বতন শিক্ষকেরা বালকদিগের কোন

প্রকার সাহায্যই করিতেন না ; অনেকে মনে করেন ইদানীন্তন প্রণালী অনুসারে শিক্ষকেরা বালক-দিগকে অযথারূপে সাহায্য করেন। উল্লিখিত প্রণালী দ্বয়ের সামঞ্জস্য থাকাই বিধেয়।

তৃতীয়—পুস্তকগত সিদ্ধান্তগুলি বিচার না করিয়া গ্রহণ করিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে বালকদিগের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি তেজস্বিনী হয় না। সচরাচর বালকদিগের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুক্তি (Reasoning)

বিভিন্ন বিচার ফল বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কে যুক্তি বলে। যুক্তি ক্রিয়ায় আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম মানসিক শক্তিগুলি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য, আমরা মনে করিব না যে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবার পর যুক্তি করিবার শক্তি উদ্ভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে, আমাদের জ্ঞানের প্রারম্ভেই যুক্তির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। তবে শিশুদিগের যুক্তি ও যুবক-দিগের যুক্তি মধ্যে তারতম্য আছে। জ্ঞানলাভ করিবার

অন্যান্য প্রক্রিয়া অপেক্ষা যুক্তি শক্তির প্রভাব অনেক অধিক। প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জাতিজ্ঞান, বিচার সকলই যুক্তির উপাদান।

বিচার দ্বারা যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধারণার (প্রত্যয়) মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি তদ্রূপ যুক্তি দ্বারা বিভিন্ন বিচারের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। যুক্তির দুইটী প্রধান প্রণালী যথা:—সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বা আরোহ এবং অবরোহ।

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বিধির তুলনা।

সংশ্লেষণ বা আরোহ প্রণালী দ্বারা আমরা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাধারণ তথ্যে উপনীত হই। বিশ্লেষণ বা অবরোহ প্রণালী দ্বারা সাধারণ তথ্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করিয়া তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করি। সংশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা আমরা নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করি। বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা অধিগত জ্ঞান সপ্রমাণ হয়। সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বিধির তুলনা।

সংশ্লেষণ বিধি।	বিশ্লেষণ বিধি।
১ম। মানসিক শক্তির উদ্বোধন।	১ম। শিক্ষনীয় বিষয়ের জ্ঞান।
২য়। **সময়সাপেক্ষ**; কারণ, এতাদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের সাহায্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হয়।	২য়। **শীঘ্রগামী**; কেননা ইহা দ্বারা আমরা অপরের অভিজ্ঞতার ফল লাভ করি।
৩য়। **স্বাভাবিকপ্রণালী**; কারণ, শিশু প্রথমে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরে জাতি জ্ঞান উপলব্ধি করে। ক্রমশঃ বিচার করিতে শিখে।	৩য়। **স্বাভাবিক প্রণালীর বিপরীত**; প্রথমে সূত্র পরে প্রয়োগ।
৪র্থ। **জ্ঞানোপার্জ্জনের নিশ্চয়াত্মক বিধি**। এই প্রণালী অনুসারে আমরা জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হই।	৪র্থ। **অনিশ্চয়াত্মক বিধি**। অনেক সাধারণ নিয়ম বালকদিগের বোধগম্য হয় না। অনেক সময়ে বালকেরা কেবল শব্দার্থ মাত্রই গ্রহণ করে; প্রকৃত তথ্য বুঝিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য কখন কখন সূত্রগুলি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তাহাদের ভ্রম হয়।
৫ম। এই বিধি দ্বারা আমরা আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করি।	৫ম। ইহার দ্বারা আমরা পরের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হই।

শিক্ষা প্রণালীতে উল্লিখিত উভয় প্রকার বিধির সংমিশ্রণ আবশ্যক।

শিক্ষা প্রণালীতে এই দুই বিধিরই প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। প্রথমে দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ সূত্রে উপনীত হইতে হয়, পরে পুনরায় সেই সাধারণ সূত্রকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সপ্রমাণ করা উচিত।

মনে কর, বিশেষণ কাহাকে বলে বালকদিগকে শিখাইতে হইবে। লাল, নীল, হলদে প্রভৃতি রঙের ছোট ছোট ও বড় বড় ফুল বালকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারা যায় যে লাল, নীল প্রভৃতি রং ও ছোট, বড় আকার দ্বারাই ফুলগুলির বিশেষত্ব বা গুণ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব লাল, নীল, ছোট, বড়, শব্দ গুলি গুণবাচক বা বিশেষণ। এইরূপে বালকেরা বুঝিতে পারিবে যে গুণবাচক শব্দগুলি বিশেষণ। পরে উষ্ণ জল, শীতল পাটী, মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি বাক্যাংশে উষ্ণ, শীতল ও মিষ্ট শব্দগুলি যে বিশেষণ তাহারা নিজেই নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

সমবেক্ষণ (Apperception)।

যে মানসিক ক্রিয়া দ্বারা আমাদের উপস্থিত বিষয়ের ধারণা পূর্ব্বজাত সংস্কারের সম্পর্কে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায় তাহাকে সমবেক্ষণ ক্রিয়া বলে ; অর্থাৎ, যে মানসিক ক্রিয়া দ্বারা আমরা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে উপস্থিত বিষয় বুঝিতে সমর্থ হই তাহাকেই সমবেক্ষণ ক্রিয়া বলে। ইহাকেই জ্ঞানের অনুসঙ্গ বলা যায়।

সমবেক্ষণ ক্রিয়া কাহাকে বলে?

সমবেক্ষণ দুই প্রকার ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হয় :—

সমবেক্ষণ ক্রিয়ার নিয়মাবলী।

প্রথমতঃ, বাহ্য-বস্তু-জাত উদ্দীপনার মনোদ্বারে আঘাত করা আবশ্যক।

বাহ্য সহায়।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বলব্ধ সংস্কার বা মানসিক ধারণা ঐ আঘাতের প্রতিঘাত করে ; অর্থাৎ, উপস্থিত উদ্দীপনা ও পূর্ব্বজাত সংস্কারের মধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া হয়।

আভ্যন্তরিক সহায়।

এই সময়েই মনঃসংযোগ ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। আমাদিগের মনে উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপনার উপলব্ধি করিতে সমর্থ কতকগুলি সংস্কার থাকা আবশ্যক। উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপনা পূর্ব্বজাত সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ অসদৃশ হইলে তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না।

সমবেক্ষণ মণ্ডল।

যে সমবেত সংস্কার দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়ের গুণের উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহাকে **সমবেক্ষণ মণ্ডল** বলে।

অসম্যক্ সমবেক্ষণের কারণ।

প্রথম—মনঃসংযোগের শৈথিল্য ; মনঃসংযোগ না হইলে কোন মানসিক ক্রিয়াই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

দ্বিতীয়—সংস্কারের সংখ্যার ন্যূনতা প্রযুক্ত আমরা কখন কখন উপস্থাপিত বিষয়ের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই। যখন কোন পাঠ বালকের পক্ষে দুর্ব্বোধ হয় তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার মনে তাদৃশ সংস্কারের অভাব বশতঃ সে উপস্থাপিত বিষয়ের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

সাধারণ কথায় যখন বলা যায় যে কোন বিষয় বালকদিগের "এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া গেল" ইহার অর্থ এই যে,

বালকদিগের মনে শিক্ষণীয় বিষয়-গ্রহণোপযোগী সংস্কারের অথবা মনঃসংযোগের অভাব হইয়াছে।

সমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয়।

কেবল শিক্ষকের সাহায্যে কিম্বা শিক্ষাদানের প্রভাবে শিক্ষণীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। শিক্ষক কেবল বিষয়গুলি চিত্তের সমক্ষে উপস্থিত করেন। যদ্রূপ আলোকাভাবে কোন বস্তুই দর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারেনা তদ্রূপ সংস্কারাভাবে উপস্থাপিত বিষয় চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না। উপদেশ-বাহুল্য দ্বারা মনকে ভারাক্রান্ত করা অপেক্ষা মানসিক উদ্বোধনই অধিকতর প্রয়োজনীয়। শিশুর স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা বশতঃই তাহার চিত্তের উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। শিক্ষার্থী নিশ্চেষ্ট ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে সফল-কাম হইবে না; তাহাকে সতত জিঘৃক্ষু বা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

শিক্ষা কার্য্যে উল্লিখিত বিধানের প্রয়োগ।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, বালকদিগকে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণোপযোগী করা সর্ব্বথা বিধেয়।

শিক্ষিতব্য বিষয় বালকদিগের সমক্ষে সুচারু-রূপে উপস্থাপিত করা উচিত।

১ম—প্রস্তুতী করণ।

১ম, বালকদিগের পূর্ব্বজাত সংস্কার জাগরূক করা এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করা। ২য়, পূর্ব্বোৎপন্ন সংস্কার এ প্রকারে প্রবুদ্ধ করা কর্ত্তব্য যেন বালকদিগের মনে নূতন বিষয় জানিবার কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তুতীকরণ কার্য্যে অযথা সময়ক্ষেপ করা অনুচিত। অনভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রস্তাবনায় বা প্রস্তুতীকরণে অযথা বাগাড়ম্বরের দ্বারা সময় নষ্ট করেন।

২য়—উপস্থাপন।

পূর্ব্বলব্ধ সংস্কার সমষ্টির সহিত নূতনজ্ঞানের সঙ্গতি। শিক্ষিতব্য বিষয়টী পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে একটী অংশ পরবর্ত্তী অংশের সোপান স্বরূপ হয়। প্রত্যেক অংশের শেষে বালকেরা তৎসম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সহজ জ্ঞান।

আমাদের বর্ত্তমান ব্যক্তিগত জীবন যেমন অতীত হইতে সম্ভূত হইয়াছে তদ্রূপ বর্ত্তমান জাতীয় জীবন অতীত জাতিগত জীবন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের শোণিত যদি আমাদিগের ধমনীতে প্রবাহিত হইতে পারে তবে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার প্রভাব যে আমাদের জীবন স্পর্শ করিবেনা ইহা সম্ভবপর নহে। আমাদের জাতীয় অনুভূতি, আশা, ভীতি ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা, বংশ পরম্পরা ক্রমে, বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে প্রকাশ পাইতেছে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে গুলি তাহার পূর্ব্বপুরুষ দিগের অভিজ্ঞতার ফল। ইহাকে **সহজ জ্ঞান** বলে। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার স্মৃতিশক্তি বিকশিত হয় নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে

সহজ জ্ঞান পূর্ব্বপুরুষদিগের অভিজ্ঞতার ফল।

নাই ও কল্পনা শক্তির উদ্রেক হয় নাই। অন্যের মনোভাব বা কার্য্য প্রণালী সে বুঝিতে অক্ষম। অন্যের কার্য্য অনুকরণ করিবার তাহার শক্তি নাই। এই অবস্থায় তাহার সহজজ্ঞান তাহার একমাত্র সহায়। যদিও পূর্ব্বপুরুষ হইতে সে যে মানসিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বিকাশ সময় সাপেক্ষ; কিন্তু সে পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে এক প্রকার স্নায়ু প্রণালীও প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্জ্জগৎ যখন তাহার উপর কার্য্য করে, তাহার স্নায়ু প্রণালী তখন সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়াগুলি সাধিত করিতে সমর্থ। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য।

সহজ জ্ঞান।

পূর্ব্ব অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের সাহায্য-নিরপেক্ষ, কোনও প্রকার স্বৈচ্ছিক উদ্দেশ্য বিহীন, বিশেষ ধারানুযায়ী যে কার্য্য-প্রবণতা, তাহাকে সহজ জ্ঞান বলে। সহজ জ্ঞানে এক প্রকার কার্য্য প্রবণতা লক্ষিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলে কোন প্রকার অনুকূল উদ্দীপনা উপস্থিত হইলেই সহজজ্ঞান-জাত কার্য্যগুলি যন্ত্রবৎ সঙ্ঘটিত হয়। জাতীয় অভ্যাস গুলি ব্যক্তিগত সহজজ্ঞান দ্বারা অভিব্যক্ত

জাতীয় অভ্যাসই, ব্যক্তিগত সহজ জ্ঞান।

হয়। এই জাতীয় অভ্যাস বা সহজ-জ্ঞানের সাহায্যে আমরা নিজকে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলি।

ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের সহজ-জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ।

ইতর প্রাণিগণ সহজজ্ঞানের বা সংস্কারের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া যন্ত্রবৎ কার্য্য করে। তাহাদের কার্য্যের উপর অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের প্রভাব লক্ষিত হয় না। ইহাদের কার্য্যগুলি অভিসন্ধি-মূলক নহে। কতকগুলি জন্তুর কার্য্য, যথা,—মৌমাছির গৃহ নির্ম্মাণ—দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা অতিশয় বুদ্ধিমান্ কিন্তু তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। মানব জাতিও প্রথমতঃ সংস্কারের বশীভূত হইয়া কার্য্য করে। কিন্তু এই যন্ত্রবৎ কার্য্যগুলি ক্রমশঃ দূরদর্শিতায় পরিণত হয়। ক্রমশঃ তাহারা উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জন্য নিজ নিজ কার্য্যগুলি তদুপযোগী করিয়া তুলে। মানবজাতির সংস্কারগুলি ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারাবলী অপেক্ষা অনেক বেশী এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ইতর প্রাণীদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক জটিল। মানবজাতি অভিজ্ঞতা সাহায্যে

মানব জাতির সহজ জ্ঞান তাহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্যই তাহারা ইতর প্রাণীদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

সহজজ্ঞানের ক্রম বিকাশ।

আমাদের সকল সহজ জ্ঞান সমকালীন বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। প্রয়োজন মত প্রকাশ পায়। আমাদের প্রাথমিক সংস্কারানুগত কার্য্যগুলি আত্মরক্ষা-বিষয়ক। বুভুক্ষা বৃত্তি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পায়। এই প্রকার অন্যান্য বৃত্তি গুলি যথা ভয়, অনুকরণ বৃত্তি, প্রতিযোগিতা বৃত্তি, সামাজিক বৃত্তি, সহানুভূতি ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের অনেক সংস্কারানুগত বৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। যেমন তাহারা সময়মত বিকাশ প্রাপ্ত হয় তেমনই প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে তাহারা ক্রমশঃ হীন হইয়া যায়। কতকগুলি আবার আজীবন থাকে, যথা— আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয় সহজ বৃত্তি। ক্রীড়া করিবার বৃত্তি অধিককাল স্থায়ী হয় না। আমাদের সহজ বৃত্তিগুলি আবার অভিজ্ঞতা প্রভাবে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন বয়স হইলে আমরা আমাদের কষ্ট, ক্রন্দন দ্বারা ব্যক্ত না করিয়া বাক্য দ্বারা প্রকাশ করি। আবার অনেক বৃত্তি আছে যাহা

উত্তরকালে অনাবশ্যক বোধ হয়। কিন্তু ভাবী জীবনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা বৃত্তির উপযোগিতা, বা অনুপযোগিতা স্থির করা উচিত নয়। বেঙাচির লেজ ভেকের পক্ষে অনাবশ্যক ; তথাপি বেঙাচির লেজ কাটিয়া দিলে উহা ভেকে পরিণত হইবে না।

সহজ বৃত্তিগুলি যখন প্রকাশ পায় তখনই তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করা উচিত।

সহজ বৃত্তি গুলি আবির্ভূত হইলেই কার্য্যে পরিণত হওয়া উচিত। নতুবা এরূপ হইতে পারে যে তাহাদের আর পুনঃপ্রকাশ হইবে না এবং তাহাদের দ্বারা কোন উপকারই সাধিত হইবে না। পক্ষি-শাবক যখন প্রথম উড়িতে শিখে তখন তাহাকে কিছুকাল পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহারা উড়িতে ভুলিয়া যায় ; হংস-শাবককে যদি সাঁতার কাটিবার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে কুক্কুট-শাবকেরই মত কোন সন্তরণ-বৃত্তি প্রকাশ করিবে না। যখন বালক বালিকা গণের বেশ ভূষাদি করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় তখন তাহাদিগকে নিরুৎসাহ করিলে তাহারা পরে বেশ-ভূষা সম্বন্ধে অত্যন্ত অমনোযোগী হইবে। এমন কি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতারও প্রতি কোনই দৃষ্টি

রাখিবে না। বালকদিগকে তাহাদের সঙ্গীদের সহিত খেলিতে নিবৃত্ত করিলে তাহারা ক্রমশঃ সামাজিক গুণগুলি হইতে বঞ্চিত হইবে।

অভ্যাস, সহজ বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হয়।

আমাদের অনেক অভ্যাস আমাদের সহজ বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। সদবৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া তাহাদিগকে সদভ্যাসে পরিণত করা উচিত। বালকদিগের জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন তাহারা অঙ্কন, প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় আদর্শ সংগ্রহ ও উদ্ভিদাদি বিশ্লেষণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে; কখনও বা শিল্পীর কিংবা রসায়নবিদ্গণের বুদ্ধিমত্তা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। প্রৌঢ়াবস্থায় মনোবৈজ্ঞানিক অতীন্দ্রিয় বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে তাহাদিগকে দেখা যায়। এবং জীবনের সায়াহ্নে সংসারের নানাপ্রকার চিত্র ও অভিনয় হইতে সুদূরদর্শিণী অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই প্রকার মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগিনী বিশেষ বিশেষ সৎপ্রবৃত্তি আছে। তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ না দিলে আমাদিগকে পরে অনুশোচনা করিতে হইবে।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবনে এক সময় না এক সময় ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। সেই সুযোগে কার্য্য করিলে জীবন অনেকটা সুখে যাপন করিতে পারা যায়; অবহেলা করিলে যাবজ্জীবন কষ্টে দিন যায়।

মানব জাতির সহজ জ্ঞানের তালিকা।

মানব জাতির যাবতীয় সহজ বৃত্তির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। মাতৃস্তন্য পান করা, দংশন করা, চর্ব্বণ করা; অঙ্গুলি সাহায্যে বস্তু ধারণ, ধৃত বস্তু মুখের ভিতর লইয়া যাওয়া, ক্রন্দন করা, হাস্য করা, উঠিয়া বসা, দাঁড়ান, চলা-ফেরা, কথা কহা, ঝগড়া করা, রাগ করা, খেলা করা, লজ্জা, লুকাইয়া রাখা, সংগ্রহ করা, অনুকরণ, প্রতিযোগিতা, মৃগয়া, ভীতি, সহানুভূতি, সামাজিকতা, ভালবাসা, হিংসা প্রভৃতি সহজ-বৃত্তির দৃষ্টান্ত। সহজ বৃত্তি হইতে কতকগুলি ভাববৃত্তি পৃথক্ করা কঠিন। উল্লিখিত সহজ বৃত্তির মধ্যে অনেকগুলি ভাব বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা স্থানে তাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে। উপসংহারে মনে রাখিতে হইবে যে অশুভ সহজ বৃত্তি গুলির দমন

আবশ্যক। তাহাতে তাহারা আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়। সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইবে যাহাতে তাহা হইতে সদভ্যাস, প্রয়োজনীয় আনুরক্তি এবং উচ্চতর ভাববৃত্তিগুলি উদ্ভূত হইতে পারে। যখনই তাহাদের আবির্ভাব হইবে তখনই তাহাদের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহাদের বিকাশ সময় চলিয়া যাইলে তাহাদের পুনরুদ্ভব বিরল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনুভবরত্তি বা ভাবরত্তি (Feeling)

১ম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

ভাব-বৃত্তির শ্রেণী বিভাগ

অনুভব কার্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়; প্রথম, ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation), দ্বিতীয়, মানসিক আবেগ (emotion)। ইন্দ্রিয়ানুভূতি কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিক আবেগের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চেতনার প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থার নাম অনুভবাবস্থা। চেতনার সর্ব্বাবস্থারই ভাবরত্তির বা অনুভবের প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের নানাজাতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত এবং উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার সহিত মনের অনুভবাবস্থা জড়িত আছে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিক আবেগ। (sensations & emotions)

আমার হস্ত কোন একটী উত্তপ্ত জিনিষের সংস্পর্শে আসিল ; তাহার ফলে আমার শারীরিক কষ্টের অনুভূতি হইল। আমাকে একজন গালাগালি দিল, আমার মনে ক্রোধের উদয় হইল। প্রথম ক্ষেত্রে শারীরিক বা স্নায়বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নানা প্রকার ভাব প্রযুক্ত মনে উত্তেজনা বা আবেগ উপস্থিত হইল। প্রথম অবস্থায় বাহ্য ভৌতিক উদ্দীপকের অব্যবহিত সংসর্গপ্রযুক্ত মানসিক অবস্থান্তর উপস্থিত হইল, দ্বিতীয় অবস্থায় কোন প্রকার বাহ্য ভৌতিক উদ্দীপকের ক্রিয়া হয় নাই, কেবল কতকগুলি মানসিক ভাব প্রযুক্ত মনের উত্তেজনা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সরল ও অবিমিশ্র। মানসিক উত্তেজনা জটিল ও বিমিশ্র। তীব্র মানসিক উত্তেজনার দ্বারা শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং তৎসঙ্গে মানসিক অবস্থার ও পুনরপি পরিবর্ত্তন ঘটে। কোন ব্যক্তি আমাকে গালাগালি দিলে প্রথমতঃ আমার মনে মনে ক্রোধ হয়। ক্রোধবশতঃ আমার ভ্রূ-কুঞ্চনাদি শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তৎসঙ্গে আমার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হয়। মনের এইরূপ অবস্থাকে মানসিক আবেগ বলা হয়। মানসিক আবেগ দুই প্রকার, সুখজনক ও দুঃখ জনক। মানসিক আবেগের বিশেষ বিবৃতি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।

ভাব-বৃত্তির প্রভাব

কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কেবল প্রেরণার উদ্রেক যথেষ্ট নহে, ভাববৃত্তির উদ্রেকও প্রয়োজনীয়। ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও ভাববৃত্তির শক্তি অনেক অধিক।

ভাববৃত্তির স্বরূপ

ভাববৃত্তি দুই জাতীয়—প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর। মনে হইতে পারে এই দুই শ্রেণী ব্যতীত ভাববৃত্তির অন্যান্য শ্রেণীও আছে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। মনের প্রীতিকর অবস্থা যে কোন কারণেই সঙ্ঘটিত হউক না কেন তাহার গুণ সংক্রান্ত কোন ভেদাভেদ নাই। মনের অপ্রীতিকর অবস্থারও এই বিধান। দন্ত-শূল-জনিত মনের অপ্রীতিকর অবস্থা বন্ধু-বিয়োগ-জনিত অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে। তবে ভাববৃত্তির সহিত জ্ঞানের সম্পর্ক থাকায় এবং জ্ঞানের ভেদাভেদ বশতঃ মনে হয়, অনুভবাবস্থারও নানা প্রকার ভেদ আছে।

মনের সাময়িক অবস্থা (mood)

কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি অথবা চিন্তা হইলে মনের একপ্রকার অনুভবাবস্থা হয়। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমষ্টি লইয়া মনের সাময়িক অবস্থা হয় (mood)। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যদি সুচারুরূপে আপন আপন কার্য্য করে, যদি আমাদের আন্ত্রিক স্নায়ু প্রণালীর কার্য্য, যথা— শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া— নির্ব্বিবাদে সম্পাদিত হয় এবং যদি আমরা আমাদের উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া যথা,—কল্পনা, স্মৃতি, ইচ্ছা যথাযথ রূপে করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদিগের সাময়িক মানসিক অবস্থাও প্রীতিকর হইবে। স্নায়বিক ক্রিয়ার উপর যেমন আমাদের মনের সাময়িক অবস্থা নির্ভর করে, পক্ষান্তরে, মনের সাময়িক অবস্থা দ্বারা স্নায়বিক ও মানসিক অবস্থাও রঞ্জিত হয়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই দুঃখবাদী হন এবং সুখবাদী পুরুষেরা প্রায়ই উৎফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন।

মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি (disposition)

মনের সাময়িক অবস্থার সমষ্টি লইয়া আমাদের মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি সংঘঠিত হয়। মানসিক প্রকৃতির উপর সামাজিক ভাব স্থাপিত। নিরানন্দ

প্রকৃতি (মেজাজ) আমরা উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রাপ্ত হইনা। ইহা আমরা নিজেরাই গঠিত করি।

প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য (Temperament)

প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য (Temperament) আমাদিগের সহজাত। স্নায়বিক ও মানসিক প্রকৃতি হইতে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী, সম্পূর্ণরূপে নহেন; কারণ চেষ্টা করিলে আমরা আমাদিগের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য কতকপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সুকুমার ভাববৃত্তি (Sentiments)

পূর্ব্বে মনের যে সাময়িক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে তাহা ভাববৃত্তির অস্থায়ী উপাদান। কতকগুলি ভাববৃত্তি আছে যাহার সহিত জ্ঞান-বৃত্তির অংশ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। তাহারা মানসিক সাময়িক অবস্থার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহে। ইহাদিগকে সুকুমার ভাববৃত্তি বলে। সহানুভূতি, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, স্বদেশ-হিতৈষিতা ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তি ও জ্ঞান-প্রিয়তা সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা এবং নীতি-প্রিয়তা উচ্চতম ভাব বৃত্তি গুলি সুকুমার বৃত্তির দৃষ্টান্ত। আমাদের সুকুমার

বৃত্তিগুলি মনের সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। ইহার সহিত জ্ঞান অধিক পরিমাণে মিশ্রিত আছে। শারীরিক যান্ত্রিক ক্রিয়া যদি সুচারুরূপে সাধিত না হয়, তাহা হইলে আমরা কোপন-স্বভাব হইতে পারি কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হইবার কোন কারণ নাই।

সুকুমার বৃত্তির বিকাশ

জাতিজ্ঞান যেমন নানা জ্ঞান-মূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয় সুকুমার ভাববৃত্তি গুলি তদ্রূপ নানা ভাব-প্রধান অভিজ্ঞতার সাহায্যে উদ্ভূত হইয়াছে। জাতিজ্ঞান হইবার সময় জ্ঞান বৃত্তির এবং সুকুমার বৃত্তির উদ্ভবের সময়, অনুভব-বৃত্তির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটী উদাহরণ দেওয়া হইল :—

শিশু ক্ষুধিত হইয়াছে। মাতা তাহাকে খাওয়াইলেন—শিশু আনন্দ অনুভব করিল। মাতা শিশুকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন—শিশু আরাম বোধ করিতে লাগিল। শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করিল যে তাহার মাতা নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার সুখ উৎপাদন করিতেছেন। তজ্জন্য মাতা

নিকটে থাকিলে সে সুখ অনুভব করে এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অসুখী হয়। ক্রমশঃ সে মাতার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও মাতাকে ভাল বাসিতে শিখে। প্রথম প্রথম শিশুর মাতার প্রতি অনুরাগ, তাঁহার মাতার সুখোৎপাদক ব্যবহারের সহিত জড়িত ছিল। ক্রমশঃ সে তাহার মাতার নিঃস্বার্থপরতা ও ত্যাগস্বীকার উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে সুকুমার বৃত্তি মাতৃভক্তির উৎপত্তি হয়। সুকুমার বৃত্তি আমাদিগের জীবনের কার্য্যাবলীর উৎপাদক। মাতৃভক্তি অনেক সময়ে আমাদিগকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। কোন ব্যক্তির সুকুমার বৃত্তিগুলি জানিতে পারিলে আমরা তাহার চরিত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি।

অনুরক্তি এক প্রকার ভাববৃত্তি। ইহা আমাদের জীবনে অনেক সময় প্রেরণার স্বরূপ কার্য্য করে। পরে ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ভাববৃত্তি (Feeling)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানসিক আবেগ (emotions)।

সহজবুদ্ধি ও মানসিক আবেগ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমরা সহজাত স্নায়বিক প্রকৃতির সাহায্যে অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার সাহায্য না লইয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই সহজাত স্নায়বিক প্রকৃতিকে সহজ বুদ্ধি বলে। সহজ বুদ্ধির সাহায্যে আমরা শরীর রক্ষণোপযোগী অনেক কর্ম্ম সম্পাদন করি। উহাদিগকে সংস্কারানুগত কার্য্য বলে। সংস্কারানুগত কার্য্যের সঙ্গে মনে এক প্রকার অনুভবাবস্থা সম্ভূত হয়। তাহাকে মানসিক আবেগ বলে।

ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়া অবাধে প্রকটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যজাতির সংস্কারানুগত কার্য্য গুলি অনেক সময়ে অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা শক্তির দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। সেইজন্য

ইতর প্রাণী দিগের সংস্কারানুগত কার্য্যসকল সহজেই লক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্য জাতির সংস্কারানুগত কার্য্য গুলি প্রায়ই নিরুদ্ধ হওয়ায় সেই সকল কার্য্যের সহগামী মানসিক অবস্থাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন মনোবৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে ইতর প্রাণীদিগেরই কেবল সংস্কারানুগত ক্রিয়া হয়। এবং মানসিক আবেগ কেবল মনুষ্য জাতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন। সংস্কারানুগত ক্রিয়া ও মানসিক আবেগ যে সহজাত সংস্কারেরই অবস্থান্তর ইহা তাঁহাদের ধারণা ছিল না। সন্তান-সন্ততি দিগের রক্ষণাবেক্ষণ-বিধায় সহজ বৃত্তি হইতে পুত্র-বাৎসল্য রূপ মানসিক আবেগের উৎপত্তি হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

সহজবুদ্ধি ও মানসিক আ

সহজ বুদ্ধি ও মানসিক আবেগের মধ্যে একটী অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক সংস্কার জাত ক্রিয়ার সহিত অনুভবাবস্থা জড়িত আছে এবং প্রত্যেক মানসিক আবেগ কোন বিশেষ সংস্কারানুগত ক্রিয়াদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। মনে কর, আমরা

মানসিক আবেগ

ঘরে স্থিরভাবে বসিয়া আছি। সহসা অশনি-ধ্বনি শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম; ফুসফুসের ক্রিয়া ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রহিল। শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল এবং আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও মনকে অভিভূত করিল। উপরি উক্ত অভিব্যক্তি না ঘটিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হইত না। পক্ষান্তরে, যদি মনে ভয়ের সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে উপরিউক্ত শারীরিক ক্রিয়াগুলির অভিব্যক্তি হয় নাই। পলায়ন ব্যাপারে হস্ত পদাদির পেশীতে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহ প্রয়োজন। যথেষ্ট রক্ত প্রবাহের জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের ও ফুসফুস যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত হয়। কোন প্রকার সহজ-বৃত্তি উত্তেজিত হইলেই স্নায়ু-প্রণালীতে অতিরিক্ত উত্তেজনা উপস্থিত হয়। এবং ঐ উত্তেজনা নানা গত্যুৎপাদক স্নায়ু প্রণালী দিয়া নিঃসৃত হয়। ঐ উত্তেজনা প্রচণ্ড হইলে স্নায়বিক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। শারীরিক অঙ্গ পরিচালনা অব্যবস্থ হয়; এবং সহজ বৃত্তি নিষ্ফল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু উত্তেজনা অত্যধিক না হইলে, কেবল কার্য্যের

মধ্যে সামঞ্জস্য থাকেনা। কতকগুলি পেশী অব্যবস্থ হয় এবং নানা প্রকারের আক্ষেপসূচক চীৎকার কিম্বা ক্রন্দন অথবা হাস্য বা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ, চক্ষুর কিম্বা তারকার সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটে। স্বৈচ্ছিক কার্য্যের সময় পেশী গুলি যে পরিমাণে ক্রিয়াশীল হয়, সহজ বৃত্তির অপরিমিত উত্তেজনা না হইলে তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে কার্য্য করে।

ভাববৃত্তি ও মানসিক আবেগের মধ্যে প্রভেদ

বাহ্য উদ্দীপকের উত্তেজনা বশতঃ শারীরিক প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত হয়। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সহগামী তীব্র মানসিক অবস্থার নাম মানসিক আবেগ। আবেগ (emotion) ও ভাববৃত্তির (feeling) মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই। কেবল জটিলতার ও তীব্রতার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভাববৃত্তি তীব্রভাব ধারণ করিলে আবেগে পরিণত হয়। কোন যুদ্ধে অনেক লোক মরিতেছে শুনিলে মনে দুঃখের অনুভূতি হয়; কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে আমাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনা যায়, তাহা হইলে মনে দুঃখের আবেগ উপস্থিত হইবে।

আবেগের অবস্থাত্রয়

মানসিক আবেগ বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত অবস্থাত্রয় দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম—প্রত্যক্ষজ্ঞান, অথবা স্মৃতি ও কল্পনাজাত মনের সক্রিয়, অর্থাৎ—জ্ঞানাবস্থা।

২য়—শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যদ্দ্বারা সমস্ত শারীর যন্ত্র অভিভূত হয়।

৩য়—ঐ শারীরিক ক্রিয়ার সহগামী মনের অনুভবাবস্থা।

ক্রিয়াশীলতা চেতনার ধর্ম্ম। কোন প্রকার জ্ঞান হইলেই তাহা গত্যুৎপাদক স্নায়ুপ্রণালীর দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। এই শারীরিক ক্রিয়া কখন কখন স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কখন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের বা ফুস-ফুসের কার্য্যের নিরোধ হয়; অথবা নানা প্রকার রসস্রাবী শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক আবেগের সহিত ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার কি গূঢ় সম্বন্ধ অর্থাৎ ক্রোধ হইলে কেন কোন এক বিশেষ জাতীয় শারীরিক ক্রিয়া হয়, ভয় হইলে কেন অন্য জাতীয় শারীরিক ক্রিয়া হয়, তাহাই বিবেচনার বিষয়।

ব্যক্তিগত আবেগের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে হইলে জাতিগত আবেগের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, ব্যক্তিগত জীবনে তাহারই পুনরাবৃত্তি হয়। ক্রোধের সময় পৈশিক আকুঞ্চন, সংরুদ্ধ নিশ্বাস প্রশ্বাস, দ্রুত ধমনী ক্রিয়া, আবহমান কাল হইতেই উপযোগী হইয়া আসিতেছে। এবং এই সকল অবশ্য-উপযোগী বলিয়াই প্রকৃতি তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য মানসিক আবেগের ব্যাপার গুলিও যথাবিহিত বলিয়া সপ্রমাণ হইবে।

আবেগ জনিত শারীরিক ক্রিয়ার নিদান

কোন কারণে আমাদিগের স্বাভাবিক স্নায়বিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইলে মানসিক আবেগের উৎপত্তি হয়। মনে কর, আমরা আত্মীয় স্বজন ও দাস দাসী বেষ্টিত হইয়া আমাদের দৈনিক কার্য্য ও চিন্তা সাম্য ভাবে করিয়া যাইতেছি। হঠাৎ আমার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে আমার অভ্যস্ত চিন্তা প্রবাহের মধ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় আমার মস্তিষ্কের অভ্যস্ত স্নায়বিক ক্রিয়ারও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তজ্জন্য স্নায়বিক উত্তেজনা যে পথ দিয়া

মানসিক আবেগের শারীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা

মানসিক আবেগের শারীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা

সাধারণতঃ প্রবাহিত হইত তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথে প্রবাহিত হইতে বাধ্য হওয়ায় মনে বেগ উপস্থিত হইল। ইহাকেই মানসিক আবেগ বলে। মনোবিজ্ঞান মতে আমাদের অভ্যস্ত চিন্তার প্রবাহ হঠাৎ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ক্ষোভিত হইলে মানসিক আবেগ উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় আমাদের চিন্তা প্রণালীর নূতন সমাবেশ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সমাবেশ ব্যাপার ক্ষণিক কিম্বা আপেক্ষিক স্থায়ী হইতে পারে। ক্ষণিক হইলে আমাদের মানসিক আবেগও ক্ষণিক হয়। যেমন বজ্রধ্বনি শুনিলে যে ভয় হয় তাহা ক্ষণিক, আবার গুপ্তঘাতকের দ্বারা প্রাণ নাশের আশঙ্কা অধিককাল স্থায়ী। পিতৃ-বিয়োগ জনিত দুঃখ অধিক স্থায়ী হয় কিন্তু সামান্য পরিচিত ব্যক্তির বিয়োগ-জনিত দুঃখ অল্পকাল স্থায়ী। পূর্ব্বাবস্থায় আমাদের চিন্তা প্রণালীর সম্পূর্ণ নূতন সমাবেশ প্রয়োজনীয় হয়, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় ঐ সমাবেশ ব্যাপার অল্পায়াসেই সম্পাদিত হয়। উভয়াবস্থায়ই চিন্তা প্রণালীর নূতন সমাবেশের ক্রিয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগও কমিয়া আসে। মনের সাধারণ অনুভবাবস্থা

কোন কারণে উদ্বেলিত হইলে আবেগে পরিণত হয়।

মানসিক আবেগ দমনের উপায়

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মনের চেতনাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানাবস্থা মানসিক আবেগের একটী প্রধান উপাদান। অতএব মানসিক আবেগ দমন করিতে হইলে উত্তেজনা-উৎপাদক মনের জ্ঞানাবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যদি কুকুর দেখিয়া কোন শিশু ভয়ে অভিভূত হয়, তাহা হইলে কুকুরটাকে তাহার সান্নিধ্য হইতে সরাইয়া লইতে হইবে, কিম্বা কুকুরটী যে নিরীহ অহিংস্রক জীব তাহা বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভয়জনিত শারীরিক ক্রিয়া গুলি উপশমিত হইলে মানসিক আবেগও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। যদি মনের জ্ঞানাবস্থা অর্থাৎ মানসিক চিন্তা পরিবর্ত্তন করিতে না পারা যায় তাহা হইলে ভয়জনিত শারীরিক ক্রিয়া দমন করিতে পারিলে মানসিক আবেগও সংযমিত হইয়া আসে। বাহ্য অভিব্যক্তির দ্বারা মানসিক আবেগ বিস্তারলাভ করে বলিয়া সদাবেগ গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহারা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যাইবে।

মানসিক আবেগ দমনের উপায়

বাহ্য অভিব্যক্তি সাহায্যে মানসিক আবেগ যেমন বর্দ্ধিত হয়, পক্ষান্তরে, আবার প্রশমিত হইয়াও যায়। অত্যন্ত দুঃখ হইলে যদি আমরা ক্রন্দন করিতে পারি তাহা হইলে দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই দুই ব্যপার পরষ্পর বিরোধী বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মানসিক আবেগ বশতঃ স্নায়বিক ক্রিয়ার অভ্যস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া গেলে নূতন নূতন শারীর ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হয় এবং মন আরও সংক্ষুব্ধ হয়। আবেগের কার্য্য নিঃশেষ হইলে স্নায়ু প্রণালী পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আবেগের অভিব্যক্তির সহিত যদি আবেগের উৎপাদকের প্রতিচ্ছায়া মনে জাগরিত থাকে তাহা হইলে আবেগ উপশমিত হইবার পরিবর্ত্তে আরও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়। কেহ অপমান করিলে মনে ক্রোধ হয় এবং অপমানের কথা যতই আমরা মনে পোষণ করি ততই ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরা যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হই ততই আবেগ গুলি সংযত করিতে শিক্ষা করি। সভ্যজাতি, অসভ্যজাতি অপেক্ষা আত্মসংযমে অধিক নিপুণ।

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক আবেগের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত। আমাদের মানসিক আবেগ-গুলির মধ্যে সাম্যভাব থাকিলে আমাদের জীবন সুখকর হয়। মানসিক আবেগের কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুভবজাত অভ্যাস

অন্যান্য অভ্যাসের ন্যায় অনুভবের অভ্যাসও সম্ভব। যদি আমরা ক্রমাগতই ক্রোধের প্রশ্রয় দি তাহা হইলে আমাদিগের স্বভাবও ক্রোধ পরবশ হইয়া পড়িবে। এই প্রকার ভয়, হিংসা, ভাল-বাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি সদসদ্ বৃত্তি অভ্যাসগত হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন অনুভবের অভ্যাস বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে তাহার প্রশ্রয় দিতে হইবে; যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

৩য় পরিচ্ছেদ।

ভাব বৃত্তির

বিশেষ বিবৃতি।

অনুভূতির বিকাশসাধন

অনুভব ক্রিয়া জ্ঞানের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যে বিষয়ে আমাদের যত বেশী জ্ঞান হয় আমরা তদ্বিষয়ে তত অধিক আকৃষ্ট হই। সাধারণতঃ বলিতে গেলে শিশুদিগের মানসিক আবেগ, শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ও ভোগ-লিপ্সার উপর নির্ভর করে। তৎপরে আহঙ্কারিক অনুভূতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ সামাজিক অনুভূতি, এবং অবশেষে উচ্চতম নিরপেক্ষ সুকুমার ভাববৃত্তি গুলি (sentiments) প্রকাশ পায়।

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি—শৈশবাবস্থা, পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের সময়। তখন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি সকল পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক। পরি-পোষণের অল্পতা নিবন্ধন বালকেরা ক্রন্দন করিয়াই

ক্ষুধা প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রেয়ার সাহেব বলেন যে, শিশুদিগের ক্ষুধা বশতঃ ক্রন্দন ও শারীরিক ক্লেশ জনিত ক্রন্দন এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইতে থাকে। তদনন্তর বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অনুভূতিগুলি প্রকাশ পায়।

ভাবনাখ্য সংস্কার বা মানসিক আবেগ

প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনার সহিত স্নায়বিক উত্তেজনার উৎপত্তি হয় এবং অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা ইহা পরিলক্ষিত হয়। যথা,—ক্রোধ বা ভয়ের আবির্ভাব হইলে ভ্রুকুঞ্চন ও কম্পনাদি উপস্থিত হয়। আমাদিগের কতকগুলি মানসিক উত্তেজনা আদিম ও স্বাভাবিক। যেমন, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি।

শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা মানসিক উত্তেজনা বলবতী হয়। এই অভিব্যক্তি বশতঃ নূতন মানসিক উত্তেজনার উৎপত্তি হয়। এবং তদ্দ্বারা প্রাথমিক অনুভূতি অধিকতর তেজস্বিনী হয়। স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদিগের মানসিক আবেগ গুলি পরিপুষ্টি লাভ করে। মনেকর, কোন জঙ্গল প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে

একটি ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মনে যে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে তাহা শারীরিক অবস্থা দ্বারা যথা—হৃৎকম্পন, অঙ্গশৈথিল্য—প্রকাশ পাইতেছে। এই সময় যদি আমি পলায়ন করি তাহা হইলে আমার ভয় আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তখন যদি ব্যাঘ্রাহত কোন ব্যক্তির অবস্থা মনে পড়ে, আমিও ব্যাঘ্রদ্বারা আক্রান্ত হইলে আমার কি অবস্থা হইতে পারে তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারি এবং তৎসঙ্গে আমার ভয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অনুভূতির প্রকারান্তর শ্রেণী বিভাগ

বিকাশের ব্যাপার বা মানসিক প্রক্রিয়ানুসারে অনুভূতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু বিকাশের ক্রমানুসারে বিভাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন; অর্থাৎ কোন্‌টি সরল কোন্‌টি জটিল, কোন্‌টি মৌলিক কোন্‌টি যৌগিক, ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রেণী বিভাগ করাই কর্ত্তব্য।

অনুভূতির বিকাশ

প্রথম, স্বার্থসম্বন্ধীয় অনুভূতির বিকাশের ক্রম পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আহঙ্কারিক অর্থাৎ স্বার্থপর অনুভূতি গুলিরই প্রথম বিকাশ হয়। আত্মরক্ষা ও শারীরিক পরিপুষ্টির সহিত তাহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া

১ম স্বার্থপর অনুভূতি

তাহারা প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভীতি, ক্রোধ, বিরোধ, কর্ম্মশীলতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি, আহঙ্কারিক অনুভূতির নিদর্শন। উল্লিখিত অনুভূতি গুলির মধ্যে কতকগুলি অন্য ব্যক্তি বিরোধী এবং কতকগুলি অন্য নিরপেক্ষ।

২য় সামাজিক অনুভূতি

দ্বিতীয়, সামাজিক সুকুমার অনুভূতি। প্রেম, সম্মান, সহানুভূতি প্রভৃতি অনুভূতি গুলি অন্য-সাপেক্ষ; অন্যের প্রতি অনুকূল ভাবে প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে সামাজিক অনুভূতি বলে।

নিরপেক্ষ সুকুমার অনুভূতি

তৃতীয়, স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ সুকুমার অনুভূতি। জ্ঞানপ্রিয়তা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, এবং নীতিপ্রিয়তা মনের উচ্চতম অনুভূতি বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদিগকে সুকুমার বৃত্তি বলা যায়। তাহারা জটিল এইজন্য তাহাদের বিকাশ সময়-সাপেক্ষ।

বালকদিগের অনুভব শক্তি সম্বন্ধীয় সমালোচনা

১ম—শিশুর প্রাথমিক অনুভব স্বার্থের সহিত জড়িত এবং শারীরিক অভাব ও স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি জনিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার শারীরিক অভাব পূরণ হইবে ততক্ষণ ক্ষুধার্ত্ত শিশু, অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন। ২য়—তাহাদিগের মানসিক উত্তেজনা অত্যন্ত তীব্র ও ক্ষণ স্থায়ী।

অনুভব শক্তি অনুশীলনের আবশ্যকতা

প্রথম,—বালকদিগের মানসিক স্বচ্ছন্দতা তাহাদের মানসিক উত্তেজনার সহিত জড়িত আছে। আমাদিগের সুখ দুঃখ অনুভূতির অবস্থা বিশেষ। শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা মানসিক স্বচ্ছন্দতার অনুগামিনী অতএব আমাদিগের আনন্দ জনক অনুভূতির যে পরিমাণে বিকাশ হয়, আমাদিগের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়,—শিশুদিগের অনুভূতিগুলি সরল, ক্ষণ-স্থায়ী, প্রবল ও স্বার্থপর এবং তাহারা বাহ্য উদ্দীপ-কের উপর নির্ভর করে; সুতরাং, তাহাদিগের পারচালনা আবশ্যক।

তৃতীয়,—মানসিক উত্তেজনা আমাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে সুতরাং আবেগ চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

চতুর্থ,—মানসিক উত্তেজনা সংক্রামক। বালক-দিগের মনে সহচরদিগের মানসিক আবেগের প্রভাব কার্য্যকারী হয়। অনুভূতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষা অসম্ভব। কিন্তু একের অনুভূতি অন্যের অন্তঃকরণে পরিচালিত হইতে পারে, মানসিক

উত্তেজনার এই পরিচালন শক্তি সবিশেষ ফলদায়িনী। সৈনিকদিগের মধ্যে যে ভীরু নাই ইহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সকলেই প্রোৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হয়। ইহা মানসিক উত্তেজনার পরিচালন-শক্তির উদাহরণ। সেই জন্য শিক্ষক আশা করিতে পারেন যে ক্লাসের মধ্যে সচ্চরিত্র বালকদিগের প্রভাব অসচ্চরিত্র বালকদিগের মনের উপর কার্য্যকারী হইয়া তাহাদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তুলিবে।

পঞ্চম,—মানসিক আবেগ আয়ত্ত রাখা কর্ত্তব্য।

শিশুদিগের মধ্যে অসামাজিক অনুভব গুলি প্রবল, উহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। তজ্জন্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উহাদিগের অনুশীলন আবশ্যক।

ষষ্ঠ,—মানসিক উত্তেজনার দমন ও উদ্দীপনা আবশ্যক।

মানসিক অসদাবেগ গুলির দমন ও সদাবেগ গুলির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। সদাবেগগুলির উদ্দীপনার সাহায্যে অসদাবেগগুলিকে নির্জীব করিতে হইবে। দানশীলতা বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা

নিষ্ঠুরতা ক্রমশঃ লোপ পায়। যদি বালকদিগকে সদনুষ্ঠানে ক্রমাগত নিয়োজিত করা যায় তাহা হইলে তাহারা অভ্যাস বশতঃ সদ্ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়। উদারতা গুণ, বদান্যতা দ্বারা পরিপুষ্টিলাভ করে এবং শিষ্টতা সবিনয় ব্যবহারের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। জ্ঞানের উদ্দীপনাও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, কুসংস্কার ও ভয় অজ্ঞতা বশতঃ হইয়া থাকে।

অনুভূতির অনুশীলন সম্বন্ধে অন্তরায়

প্রথম—অনুভূতির অনুশীলন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হইতে পারে না। যদি আমরা কোন মানসিক আবেগ দমন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যে কারণের দ্বারা উক্ত আবেগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইতে মন ফিরাইয়া লইতে হইবে কিম্বা মানসিক উত্তেজনা বশতঃ যে সকল অঙ্গ-ভঙ্গী হইতেছে তাহা দমন করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা মানসিক আবেগ বৃদ্ধি পায়। শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক আবেগ আপনা আপনি হ্রাস হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনুভূতির অনুশীলনের একটি প্রণালীও আছে। উহা সুযোগের সদ্ব্যবহার,—অর্থাৎ সদাবেগ

উদ্রেকের সুযোগ উপস্থিত হইলে উহা নষ্ট না করিয়া যাহাতে ঐ সদাবেগ সম্যক্‌প্রকারে উদ্রিক্ত ও কার্য্যকারী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

অনুভূতি অনুশীলনের অন্তরায়

দ্বিতীয়—মানসিক আবেগের জটিলতা বশতঃ তাহার অনুশীলন দুঃসাধ্য।

তৃতীয়—ভাবনাখ্য সংস্কারের স্থায়িত্ব (উপেক্ষানাত্মকতা) প্রযুক্ত তাহাকে বশীভূত করা সুকঠিন। ভাবনাখ্য সংস্কার আমাদিগের চরিত্র গঠনের প্রধান উপাদান। কারণ সংস্কারই আমাদিগের কার্য্যের প্রেরণা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের কার্য্যের ফল সুখকর হইবে কি দুঃখকর হইবে তাহার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না। কৃপণের ধনলিপ্সা, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুভব শক্তির উৎকর্ষ সাধন

কোন কোন মানসিক উত্তেজনার প্রশ্রয় দিতে হইবে এবং কোন কোনটীর দমন করিতে হইবে। এই দুইটী উপায় দ্বারা অনুভব শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

মানসিক উত্তেজনার দমন

প্রথম অবস্থায় অনুভব শক্তির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে * নিষেধাত্মক প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। শৈশবাবস্থায় নিকৃষ্ট সংস্কার গুলির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তজ্জন্য তাহাদিগের দমন আবশ্যক। কিন্তু আমরা ভ্রান্তি বশতঃ অযথোচিত ত্বরান্বিত হইয়া তাহাদিগের দমনের চেষ্টা করি। বালসুলভ আগ্রহগুলির স্বয়ং প্রশমিত হইবার সময় দেওয়া আবশ্যক; তৎপরে বালকদিগের মন বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যুত, তাহাদিগের কমনীয় চিত্ত অনায়াসেই শিক্ষাধীন হইতে পারে। বালক-দিগের মানসিক আবেগের শারীরিক অভিব্যক্তির উপর শিক্ষক বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। মানসিক আবেগের সহিত শারীরিক অভিব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একের উত্তেজনা অপরের অনুগমন করে। তদ্রূপ একের প্রশমনে অন্য প্রশমিত হয়। অতএব শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক আবেগ স্বতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িবে।

সাধারণতঃ স্বার্থপর অনুভূতি গুলির দমন আবশ্যক এবং সামাজিক ও উচ্চতর সূক্ষ্ম ভাববৃত্তি

গুলির উদ্দীপনা বিধেয়। কিন্তু তাহা যেন অনিয়মিত ভাবে না হয়; কেননা অতিরিক্ত উত্তেজনার দ্বারা অনুভবশক্তির বিপর্য্যয় ঘটে এবং ক্লেশ উৎপাদন করে। অপরিমিত উদ্দীপনা বশতঃ মানসিক ক্লান্তি জন্মে এবং ক্লান্তি উপস্থিত হইলে আরামের ব্যাঘাত ঘটে।

শিক্ষক কি উপায় দ্বারা পরিমিত রূপে ভাব-বৃত্তির উদ্দীপনা করিবেন?

প্রথম—বালকদিগের ভাব বৃত্তির অনুশীলনের বিধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য। সুদৃশ্য ও সুস্বরের সাহায্যে আমাদিগের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ের সুশাসন ও সুব্যবস্থাদি দ্বারা বালকদিগের নৈতিক ভাব ও জ্ঞানানুরাগ বর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয়—অপরিপুষ্ট বুদ্ধি বৃত্তি ও ক্ষীণ কল্পনাশক্তি বশতঃ বালকদিগের কোন কোন ভাব-বৃত্তির প্রকাশ বা অপ্রকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধি বৃত্তির সহিত ভাব-বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, একটীর বিকাশ অপরটীর বিকাশের অনুগমন করে। বালকদিগের অভিজ্ঞতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ভাব বৃত্তি গুলিরও তদনুরূপ বিকাশ সংসাধিত হইয়া থাকে। যাহাদিগের কল্পনাশক্তি অল্প তাহারা প্রায় নির্ম্মল হয়।

তৃতীয়—(Imitation) বালকদিগের অনুকরণ প্রিয়তা উপরিউক্ত বিষয়ে একটী বিশেষ সহায়। অনুভবের সংক্রামকতা ও ব্যাপকতা গুণ শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। সামাজিক অনুভূতির ও ভাব বৃত্তি সমূহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদ্যালয়ের যাবতীয় উচ্চতর ছাত্র অনুপ্রাণিত হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুকরণ বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন বালকদিগের অনুভূতিগুলি কার্য্যে প্ররোচক হয়।

শিক্ষা প্রণালীতে অনুভব শক্তির অপব্যবহার

(১) যদি আমরা বালকদিগের অনুভব শক্তির যথা-যথ রূপে পরিচালন করিতে না পারি তাহা হইলে অত্যন্ত হানি হইবার সম্ভাবনা। বালকদিগের অনুভূতি বার বার আহত হইলে সেই অনুভব শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আইসে। কোন বালককে প্রতিনিয়ত শ্লেষ করিলে ক্রমশঃ তাহার বিদ্রূপজনিত অনুভূতি, লজ্জা, আত্মসমান ইত্যাদি হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।

(২) অনুভব শক্তির সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, একটীর হ্রাস হইলে অপরটীও মন্দীভূত হইয়া আসে।

অনেক সময় কল্পনা শক্তির অভাব বশতঃই সহনুভূতির অভাব ঘটে।

(৩) আর্থিক পুরস্কারের সাহায্যে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলে তাহাদিগের এক প্রকার উৎকোচ প্রদান করা হয় এবং লোভের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব এ প্রকার বিধি শিক্ষা পদ্ধতি হইতে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত।

(৪) সুশাসন উপলক্ষে বালসুলভ চাঞ্চল্য অত্যধিক পরিমাণে দমন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের অনুভবশক্তির অপব্যবহার করা হয়।

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য যাহাতে বালকদিগের অনুভূতিগুলি সুচারুরূপে পরিচালিত হয় কিন্তু উন্মূলিত না হয়।

সুখদুঃখানুভূতির প্রধান নিয়মাবলী

প্রথম, আত্মরক্ষা। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, যদ্দারা জীবনী শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা সুখকর এবং যদ্দারা তাহার হ্রাস হয় তাহা দুঃখ-জনক। "আত্মানুকূলবেদনীয়ত্বং সুখং, আত্মাননুকূল বেদনীয়ত্বং দুঃখং"।

দ্বিতীয়, উদ্দীপনা। উদ্দীপনার মাত্রানুসারে সুখ দুঃখের তারতম্য হয়। আমাদিগের মস্তিষ্ক

ও স্নায়ুমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনার পরিণাম দুঃখকর। আকস্মিক কঠোর ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে অশান্তি উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের শাসন অত্যন্ত কঠোর হইলে বালকদিগের অবাধ্যতা প্রকাশ পায়! শিশুদিগকে অযথা ভয় প্রদর্শন করিলে তাহাদিগের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়, পরিবর্ত্তন। বিষয়ের নবীভাব নিবন্ধন মনের সজীবতা রক্ষিত হয়। তজ্জন্যই পাঠপরিবর্ত্তন ও ক্রীড়াদির সুব্যবস্থা আবশ্যক। নিরন্তর এক বিষয়ের আলোচনায় নিরত থাকিলে মানসিক ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

চতুর্থ, সহনশীলতা। অনেক ব্যাপার প্রথমতঃ বিরক্তিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ পরিণামে তাহার অস্পৃহণীয়ভাব দূরীভূত হয়। মাদক দ্রব্য সেবন প্রথমতঃ অপ্রীতিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ তাহা স্পৃহণীয় হইয়া উঠে।

পঞ্চম, অভ্যাসানুবন্ধ। অভ্যাস পূর্ব্বোক্ত নিয়মের পরিণত অবস্থা এবং সাধারণতঃ পরিবর্ত্তন বিষয়ক নিয়মের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

পৌনঃ-পুন্য বশতঃ কোন বিষয়ের স্পৃহার হ্রাস হইলেও তৎসম্বন্ধে একপ্রকার মানসিক অবস্থান্তর ঘটে। অভ্যাস বশতঃ আমরা বিশেষ কোন কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অথবা কোন বিশেষ শারীরিক কিম্বা মানসিক ক্রিয়ায় আসক্ত হইয়া পড়ি এবং তাহাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে উদ্বেগ উপস্থিত হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যেন তিনি বালকের মনে সদ-ভ্যাসের সূত্রপাত করিয়া দেন।

সুশাসন দ্বারা অনুভব শক্তির বিকাশ কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয়

প্রথমতঃ, শিশুদিগের শারীরিক অনুভূতির প্রাধান্য এবং অঙ্গসঞ্চালনে অনুরাগ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শারীরিক অভিব্যক্তি দ্বারা মানসিক ভাব নিচয় পরিপুষ্ট হয়। অতএব হিতকর ভাব নিচয়ের শারীরিক অভিব্যক্তির প্রশয় দেওয়া এবং অনিষ্টজনক অভিব্যক্তির দমন করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, স্পৃহণীয় ভাবের অনুশীলনের জন্য সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা সদনুরাগ অভ্যস্ত হয়।

তৃতীয়তঃ, আমাদিগের প্রাথমিক অনুভবগুলি স্বার্থপর, অর্থাৎ—সামাজিক ভাবের বিরোধী।

বিদ্যালয়ে সামাজিক ভাবগুলির অনুশীলন দ্বারা স্বার্থপর বৃত্তির দমনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ, পরিণত ভাববৃত্তির উপলক্ষে জ্ঞানের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ, স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তির কার্য্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব শেষোক্ত দুইটী শক্তির অনুশীলন বিশেষ আবশ্যক; অবশেষে বিচার শক্তির দ্বারা ভাববৃত্তির পরিপুষ্টি সাধন করা উচিত। এই প্রকারে আমাদিগের আচার ব্যবহার ও চরিত্র সুমার্জ্জিত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বার্থপর ভাবরৃত্তি।

অজ্ঞাত এবং অপরিচিত বিষয় হইতে ইহার উৎপত্তি ; এই জন্যই অন্ধকার স্থানে যাইতে ভয় বোধ হয়। ভীতি।

(১) শারীরিক লক্ষণ। স্নায়বিক ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ও দুর্ব্বলতা। ভীতির লক্ষণ

(২) মানসিক লক্ষণ। মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায় ; স্মৃতিশক্তি বলবতী এবং কল্পনাশক্তি অত্যধিক তেজস্বিনী হয়। ইহার ফলে বুদ্ধি অনায়ত্ত হইয়া পড়ে।

(৩) ভয়প্রদ বিষয় হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা এবং চেষ্টা বিফল হইলে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা।

বালকদিগের ভীতিজনিত মনোবিকার সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

শিক্ষাকার্য্যে বালকদিগের ভয়শীলতার সুব্যবস্থা করা সহজ নহে। কখন ভীতিবৃত্তির দমন ও কখন রক্ষণ আবশ্যক। শিশুদিগের পক্ষে ভীতিবৃত্তি কার্য্য-প্রবর্ত্তিকা হইলেও তাহার সাহায্যগ্রহণ পরিহার করিতে চেষ্টা করাই বিধেয়। যে শিক্ষক বালকদিগের এই বৃত্তির অধিক সাহায্য গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইলেও তাহাদিগের স্ফূর্ত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেন।

সাহসের আত্যন্তিকতা প্রযুক্ত বালকেরা কখন কখন পাঠে অমনোযোগী হয়, তখন ভয় প্রদর্শন উপযোগী। পক্ষান্তরে, যখন বালকদিগের মনে অধিক পরিমাণে ভীতির সঞ্চার হয়, তখন তাহা-দিগকে সাহস ও আত্মনির্ভরতা অবলম্বন করিতে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ভীরুতা বা কাপুরুষতা।

ভয়শীলতা হইতেই কাপুরুষতার উদ্ভব হয়। ইহার সহিত নীচতা জড়িত আছে; শিক্ষক

ভীরুতার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা করিবেন। কখন কখন ভীরুতা অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়। অনিশ্চিততা অজ্ঞানতার ফল এবং তাহা হইতে ভীরুতার উৎপত্তি হয়। অস্বস্থতা ও শারীরিক অসমর্থতা প্রযুক্ত ভয়ের উৎপত্তি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রকাশ করা উচিত। অযৌক্তিক ব্যবহারের দ্বারা বালকদিগের ভীতিবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকদিগের সামান্য সামান্য বাধা বিপত্তিতে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ভীতিবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভয় হইতেই ভীরুতার উদ্রেক হয়; অতএব ভীতি-বিরোধিনী চিন্তাসংহতির উদ্রেক করিয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

নৈতিক ভীরুতা সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয়। নৈতিক জ্ঞান দুর্ব্বল হইলে নৈতিক ভীরুতা উপস্থিত হয়; অতএব নৈতিক জ্ঞানের অনুশীলন করা আবশ্যক। বালকদিগের দুরদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বৃত্তির অযথা প্রশ্রয় দেওয়া

অনুচিত ; কারণ তাহা হইলে বালকেরা সুশাসন ভঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

ক্রোধ।

ইহা আমাদিগের একটী সহজ বৃত্তি। স্বার্থ-হানি প্রযুক্ত ইহার অভিব্যক্তি হয় ; শিশুদিগের কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহারা ক্রোধ প্রকাশদ্বারা তাহার প্রতিবাদ করে। ভীতির ন্যায়, শিক্ষকের এই মনোবিকারকে রক্ষা এবং দমনও করিতে হইবে।

ক্রোধ দমন করা সম্বন্ধে শিক্ষকের কি কর্ত্তব্য।

বালকদিগের ক্রোধের উপশম হইবার পর তৎসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। প্রতীকার অপেক্ষা প্রতিষেধই উত্তমতর উপায়। অতএব যে কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, তাহার প্রতিষেধই শ্রেয়ঃ-কল্প। সুশাসন সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি যত কম বিরক্তিকর হয় তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। অপক্ষপাতিতা, দয়ানুবন্ধি-স্থৈর্য্য সামান্য ভর্ৎসনা এবং সহৃদয়তা দ্বারা বালকদিগের ক্রোধ প্রবৃত্তি উপশমিত হয়। ক্রোধের বাহ্য লক্ষণগুলি দমন করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ক্রোধও দমন করিতে পারা যায়। যখন ভ্রূকম্পন, মুষ্টি-বন্ধন ইত্যাদি ক্রোধের লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া

যায় তৎক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি ক্রোধের অবশ্যম্ভাবী ফল অতিশয় কষ্টদায়ক না হয়, তাহা হইলে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" এই সূত্রটী ক্রোধী বালকদিগের পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

বালকেরা যাহাতে ক্রোধ-প্রযুক্ত নির্দ্দয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত না হয় তৎসম্বন্ধে শিক্ষকের সাবধান হওয়া উচিত। শারীরিক দণ্ডদ্বারা বালকদিগের নিষ্ঠুরতা বৃত্তির দমনের চেষ্টা বৃথা। নির্দ্দয় ব্যবহারের সুযোগ যত না দিতে হয় ততই ভাল। এই বৃত্তিকে যে কোন উপায়েই হউক উন্মূলিত করিতে হইবে। এতৎসম্বন্ধে বালকদিগের বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে পারিলেও অনেক উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি উত্তেজিত করা উচিত, তাহাতে বালকেরা ক্রোধের দাস না হইয়া তাহাকে বশে রাখিতে সমর্থ হয়। সামাজিক গুণ উদ্দীপিত করিতে পারিলে এই অসৎপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হয়।

কি পরিমাণে ক্রোধের প্রশ্রয় দিতে পারা যায়।

ক্রোধ প্রবৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষক সম্বন্ধে,—শিক্ষক ক্রোধ প্রকাশ দ্বারা সুশাসন রক্ষা করিতে পারেন।

বালকদিগের পক্ষে,—অত্যাচার, অসাধুতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অন্যায় কার্য্যে ঘৃণা উৎপাদনের জন্য বালকদিগের মনে ক্রোধের উদ্রেক করা উচিত।

বিদ্যালয়ে, সাহিত্য ও ইতিহাসে কখনও কোন ঘৃণিত চরিত্র পাঠের সময় বালকদিগের মনে ন্যায়-সঙ্গত ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে; এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের ক্রোধ মার্জ্জনীয়। পরন্তু ক্রোধ-রিপু চরিতার্থ করিবার ইহা একটী উপযুক্ত অবসর। ক্রীড়া ও ব্যায়াম বালকদিগের স্বভাব উন্নত করিবার অন্যতম উপায়। ক্রীড়াক্ষেত্রে বালকদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অবাধে প্রকাশ পায়; ক্রীড়ার নিয়মিত তত্ত্বাবধান দ্বারা শিক্ষক বালকদিগের ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলি নিরোধ করিতে সমর্থ হন।

কর্ম্মপ্রিয়তা ও কর্ত্তৃত্বাভিলাষ।

বালকেরা স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল ও উদ্যোগী। শারীরিক কার্য্যদ্বারা স্বাভাবিক স্নায়বিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং উহাতে আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি হয়। কোন একটী বাধা অতিক্রম করিবার সময়

বালকদিগের কর্তৃত্বাভিলাষ প্রকাশ পায়। ইহাদ্বারা আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

বালকদিগের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বৃত্তিকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য। নিশ্চলভাবে একস্থানে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলে তাহারা কষ্ট অনুভব করে। অবরোধ তাহাদিগের পক্ষে অশান্তিকর এবং তদ্দারা অনেক প্রকার হানির সম্ভাবনা আছে। বালকদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির সম্যক্ ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া উচিত নহে। বালকেরা স্বভাবতঃ ক্ষমতাপ্রিয় এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা যেন সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রতিযোগিতা—ইহার মূল প্রকৃতি।

যে সকল লোক এক স্থানে ও একই কার্য্যে ব্রতী থাকে তাহাদিগের মধ্যে এই বৃত্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী-দিগের মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এই অসামাজিক বৃত্তিদ্বারা ঈর্ষা জাগরিত হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই বৃত্তি আমাদিগকে

কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে এবং ইহা সুশাসনের একটি প্রধান সহায়। অতএব ইহাকে দমনও করিতে হইবে, এবং রক্ষাও করিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা।

এই বৃত্তির অপরিমিত প্রশয় প্রদত্ত হইলে ঈর্ষা-প্রবৃত্তিজনিত শক্রতাও উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সহৃদয়তার ন্যায় ইহা সংক্রামক। এই প্রবৃত্তিকে চেষ্টা করিয়া জাগরিত করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইহা স্বভাবজাত; কিন্তু ইহাকে নিয়মিতভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। কোন বিষয়ে উচ্চা-ভিলাষ পূরণের জন্য এই বৃত্তির প্রয়োগ অনুমোদিত হইতে পারে কিন্তু বিবাদের বৃদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য নহে।

ঈর্ষা প্রবৃত্তি দমন করিবার উপায়।

সামাজিকগুণের পরিবর্দ্ধন দ্বারা ঈর্ষা প্রবৃত্তি দমন করিয়া জিগীষা বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। বিচারপূর্ব্বক পুরস্কার বিতরণের দ্বারা এই বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যদি পুরস্কার প্রদান ব্যতীত অন্য উপায়ে আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত তাহা হইলে পুরস্কার প্রদান প্রথার প্রচলন না হইলেই ভাল হইত। অধুনা স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বলশালী বালক-

দিগকেই পুরস্কার প্রদান করা হয়; নৈতিকগুণের উৎকর্ষ নিবন্ধন পুরস্কার অতি অল্প পরিমাণেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। পুরস্কৃত ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে উপযুক্ত না হইতে পারে। বিচারপূর্ব্বক পুরস্কার প্রদত্ত না হইলে বালকদিগের মধ্যে শক্রতার ভাব জাগরিত করা হয়।

আত্মাভিমান।

এই প্রবৃত্তির সদসৎ দুইটী ভাব আছে; অসৎ ভাবটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্ভাবের অনুশীলন ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মাভিমান হইতেই আত্ম-সম্মানের উৎপত্তি হয়। বালকেরা যাহাতে আত্মগ্লানি অনুভব করিতে সমর্থ হয় সেরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যেহেতু বালকদিগের পক্ষে আত্ম-গ্লানি-বোধ সহজ ব্যাপার নয়। তজ্জন্য তাহা-দিগের মনে পদচ্যুতির আশঙ্কা উদ্রেক করিয়া দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আত্মনির্ভরতা আত্মাভি-মানের একটী রূপান্তর। এই ভাবটী বালকদিগের মনে যুক্তিযুক্তরূপে জাগরিত করিয়া দিতে পারিলে তাহারা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ে এই ভাববৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর। নীরব পাঠ, গৃহে অন্য-নিরপেক্ষ শিক্ষা, পাটীগণিত,

রচনা, পদপরিচয় ইত্যাদি দ্বারা আত্মনির্ভরতার অনুশীলন হয়।

আত্মাভিমান অযথাভাবে উদ্রিক্ত হইলে আত্ম-শ্লাঘা উপস্থিত হয়। বালকদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। আত্মাদর, আত্মগ্লানি, আত্ম-প্রসাদ, আত্মগরিমা ও আত্মনির্ভরতা সকলই আত্মাভিমানের রূপান্তর।

প্রশংসানুরাগ। ইহাতে স্বার্থপর ও সামাজিক উভয়ভাবই বিদ্যমান আছে। বালকেরা যাহাদিগকে ভালবাসে ও মান্য করে তাহাদিগের নিকট প্রশংসা প্রার্থী। অতএব শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যবহার এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে বালকেরা তাঁহাকে ভালবাসে ও মান্য করে এবং তাঁহার প্রশংসা মূল্যবান্ মনে করে।

যুক্তিযুক্তভাবে প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত যোগ্যতার জন্য প্রশংসা করা কর্ত্তব্য। শুভাদৃষ্ট-জনিত আকস্মিক পৌরুষের জন্য প্রশংসাবাদ অবিধেয়। প্রশংসা অযথাভাবে প্রযুক্ত হইলে বালকেরা মিথ্যাভিমানী হইয়া পড়ে এবং কেবল প্রশংসালাভের অভিলাষেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়;

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানদ্বারা প্রণোদিত হয় না। অযৌক্তিক প্রশংসাবাদে অন্য বালকদিগের মনে ঈর্ষার বীজ বপন করা হয়। অতএব শিক্ষক এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন।

উনবিংশ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক সুকুমার ভাববৃত্তি।

(Sentiments)

সামাজিক বৃত্তি।

ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার বিকাশের জন্য ব্যক্ত্যন্তরের বিদ্যমানতার প্রয়োজন। সমাজ একের অধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত। সুতরাং সামাজিক বৃত্তি বিকাশের জন্য একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন।

অনুরাগ।

মানবের আসঙ্গ,—লিপ্সা হইতে ইহার উৎপত্তি। রক্ষণশীলতার ভাব ইহার অন্তর্নিহিত। অন্যের অসহায়াবস্থা দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয় ও ক্রমশঃ তাহা ভালবাসায় পরিণত হয়।

সম্মান ও শ্রদ্ধা।

যাহা শুভদায়ক আমরা তাহার শ্রদ্ধা বা আদর করি। কিন্তু শুভদায়ক কি তাহার জ্ঞান বালক-দিগের প্রথমতঃ হওয়া প্রয়োজন। ইহা মানসিক উন্নতি ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। ভালবাসা দ্বারা

অনুপ্রাণিত না হইলে এই ভাব সঙ্কোচজনক হয়। যাহাতে শিক্ষকের প্রতি বালকদিগের সম্মানে ভালবাসা মিশ্রিত হয় তাহাই শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

যাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আমরা তাঁহার সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করি; তাঁহার সেবা করিতে চাই; তাঁহার অনুকরণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হই। এইজন্য শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ স্বরূপ হওয়া উচিত। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, বালকেরা যেন কাহাকেও ভক্তিমান্ দেখিলে বিদ্রূপ না করে।

সহানুভূতি।

এই বৃত্তিদ্বারা অন্যের সুখ দুঃখাদি বুঝিতে পারিয়া সমবেদনা অনুভব করা যায়। কল্পনাশক্তি ইহার বিশেষ সহায়তা করে। আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা প্রভৃতি বাহ্যলক্ষণ দ্বারা সমবেদনা প্রতীয়মান হয়।

সহানুভূতির অন্তরায়।

প্রথম, শারীরিক। দৈহিক শক্তি এবং স্বাভাবিক প্রকৃতির বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত সমবেদনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক চঞ্চল ব্যক্তিদিগের সহানুভূতির অল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি বৃদ্ধ

হইলেও এই দোষ ঘটিতে পারে। শারীরিক ক্লেশানুভূতিও সহানুভূতির অন্তরায়।

২য়, মানসিক অন্তরায়। ক্রোধ, কর্ত্তৃত্বাভিলাষ, বিদ্বেষ প্রভৃতি মানসিক আবেগ সহানুভূতির বিরোধী। অজ্ঞতাও সহানুভূতির একটী অন্তরায়। শিক্ষা, ব্যবসায় ও সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা-বশতঃ সহানুভূতির ন্যূনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।

কেবল মনে মনে পরের দুঃখে দুঃখী হইলে কোন বিশেষ লাভ নাই। শিক্ষাকার্য্যে ইহা দেখা কর্ত্তব্য যেন বালকদিগের সহানুভূতি, কার্য্যে প্রকাশ পায়। জীব জন্তুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সুখ দুঃখের লক্ষণ বুঝিতে ও চিনিতে পারা আবশ্যক। এতৎ-সম্বন্ধে বালকদিগের কল্পনাশক্তি ও বুভুৎসাবৃত্তি জাগরিত করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক গুণের পরিবর্দ্ধনের উপকারিতা।

ইহা বুদ্ধিশক্তির উন্নতির সহায়তা করে। বালকদিগের ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি থাকিলে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ইহা নৈতিক গুণ পরিবর্দ্ধনেরও সহায়তা করে। ইহা হইতেই উপচিকীর্ষা ও বিশ্বজনীন প্রেম জাগরিত

হয় এবং অসৎ কার্য্যের প্রতি বিরক্তি উদ্রিক্ত হয়। ইহা দ্বারা আমাদিগের সামাজিক আনন্দ পরিবর্দ্ধিত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(নিরপেক্ষ) সুকুমার ভাববৃত্তি।

(Sentiments)

জ্ঞান-প্রিয়তা (বুভুৎসা)।

জ্ঞান-প্রিয়তা

জ্ঞানানুশীলন করিবার সময় মনে বিদ্যানন্দের উদয় হয়। আমাদিগের পূর্ব্বজ্ঞান ও নূতন জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য বোধের সহিত জ্ঞান-প্রিয়তার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজাত জ্ঞানের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্মিলন, সমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্যে সংস্থাপিত হয় এবং এই সংহতি যতই সহজে সাধিত হয় বিদ্যানন্দের মাত্রা ততই বৃদ্ধি হয়। বুভুৎসা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মানসিক উচ্চতর বৃত্তিগুলি সাধারণ ভাববৃত্তি হইতে বিভিন্ন। ইহাদিগের উত্তেজনা শক্তি কম হইলেও অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং অধিক বয়সে বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

বুভুৎসা বৃত্তির লক্ষণ।

জ্ঞানপ্রিয়তার প্রথমাবস্থা দুঃখমূলক। বালকদিগের অজ্ঞান ও অসহায়াবস্থা দুঃখদায়ক। সেই অবস্থা হইতে তাহাদিগের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ"। কোন একটা নূতন বিষয় উপস্থিত হইলে যদি তাহা বালকদিগের পূর্ব্বসংস্কারের বিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে বালকেরা তাহাতে আকৃষ্ট হয়। সেই বিষয়টী বিশেষরূপে জানিবার জন্য কৌতূহল হয়। যদি বালকদিগের ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালনা হয়, যদি তাহাদিগকে বস্তুগুলি নাড়িতে চাড়িতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়। এই প্রকারে বালকেরা তত্ত্বানুসন্ধান-জনিত আনন্দ অনুভব করে।

কৌতূহল।

কৌতূহল জ্ঞানার্জ্জনের বিশেষ সাহায্য করে। বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতা হইতে ইহার উৎপত্তি, এবং ইহারই সাহায্যে বুদ্ধির বিকাশ সাধন যায়। এই বৃত্তি সকলেরই স্বাভাবিক। কৌতূহল প্রযুক্তই বালকেরা তাহাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুর তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা করে।

বালকদিগের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ইহাও

ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল। বাহ্য বস্তুর নূতনত্ব প্রযুক্ত ইহার উদ্রেক হয়। বাহ্য উদ্দীপকের চিত্তাকর্ষণ শক্তিদ্বারা ইহা স্থিরীভূত হয়। পরে ঐ বস্তুর তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছার দ্বারা ইহা রক্ষিত হয়। গৌণ স্বার্থদ্বারা ইহার পোষণ হয়। শিক্ষক ও মাতাপিতার ব্যক্তিগত প্রভাব, বাহ্য উদ্দীপকের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা জ্ঞান, ইহার বিশেষ সহায়তা করে।

কৌতূহল বা বুভুৎসা বৃত্তির অনুশীলন।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা এবং সুশাসন বালকদিগের মনে নিষ্কাম বুভুৎসাবৃত্তি উদ্রেক করিবার উপযোগী হওয়া উচিত। জ্ঞানদ্বারা অন্য যে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হউক না কেন চরিত্র গঠনই ইহার চরম উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৌতূহল বালকদিগের জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান সহায়। বালকদিগের এই প্রবৃত্তিকে নিয়ম মত পরিচালনা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বালকদিগের জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করা অনুচিত। শৈশবাবস্থায় শিশুরা বাহ্য জগৎ হইতে ক্রমাগত জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে। কৌতূহল (Curiosity) প্রেরিত

হইয়া তাহারা "এটা কি?" "ওটা কি?" ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন করে। তাহাদিগের প্রশ্নের ত্তর দিতে দিতে কখন কখন বিরক্ত হইয়া পড়িতে া. কিন্তু আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে শিশুরা প্রশ্নের দ্বারা তাহাদিগের বুভুৎসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। এ অবস্থায় তাহাদিগের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিলে তাহারা ক্ষুণ্ণ হয় এবং জ্ঞানার্জ্জনে বাধা পায়। যেমন বুভুক্ষা শারীরিক স্বাস্থ্যের নিদর্শন তদ্রূপ বুভুৎসা মানসিক স্বাস্থ্যের প্রমাণ। অনেকে বালকের অত্যধিক কৌতূহল প্রবৃত্তি হইতে আশঙ্কার সম্ভাবনা করেন। কেহ কেহ বলেন যে, বালকেরা অহমিকা হেতু এবং শিক্ষককে বিরক্ত করিবার জন্য প্রশ্ন করে। এই বাক্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে তাহা হইলে শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে তিনি বালকদিগের এই কৃত্রিম কৌতূহল বৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করেন।

কৌতূহল বা বুভুৎসা বৃত্তির অপব্যবহার।

কিন্তু এই বৃত্তির প্রয়োগ বিষয়ে কতকগুলি প্রকৃত আশঙ্কা আছে। শিক্ষক যদি এই বৃত্তির অযথা ও অপরিমিত উত্তেজনা করেন, অধিকক্ষণ বালকদিগকে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া রাখেন,

শিক্ষাদানের সময় তাহাদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করেন, কিম্বা স্বেচ্ছাচারভাবে বালকদিগকে জ্ঞান প্রদানে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে কৌতূহল বৃত্তির অযথা ব্যবহার করা হয়। কৌতূহল উদ্দীপনা-কল্পে চিত্রের কার্য্যকারিতা আছে সত্য, তথাপি উহা প্রকৃত পদার্থের স্থানীয় হইতে পারে না। যদি চিত্র ব্যবহার করিতেই হয় তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার করা উচিত। অনেক শিক্ষক পাঠের প্রারম্ভেই বালকদিগের সমক্ষে চিত্র উপস্থাপিত করেন। তাহাতে এই অনিষ্ট হয় যে, বালকেরা চিত্রের সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। যতক্ষণ চিত্র দেখাইবার প্রয়োজন না হয়, ততক্ষণ তাহা বালকদিগের সমক্ষে আনয়ন করা অবৈধ।

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা।

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মনের একটি উচ্চতম বৃত্তি; প্রধানতঃ দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হইতেই ইহার উৎপত্তি। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি স্বার্থপর বলিয়া, ইহার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়। *(সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার লক্ষণ।)*

প্রথম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সম্যক্ উদ্দীপনা হইতে প্রীতি জন্মে।

দ্বিতীয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান। সৌন্দর্য্যানুভব করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা হয়। ইহাতে আমাদিগের নির্ব্বাচন শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় এবং বস্তুর গুণের সামঞ্জস্য বুঝিতে হয়।

১। আনন্দানুভূতি ইহার প্রাথমিক বা মুখ্য উদ্দেশ্য। *(সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার বিশেষত্ব।)*

২। কোনপ্রকার ক্লেশানুভূতি ইহার সহিত জড়িত থাকে না।

৩। ইহা সকলেই একই সময়ে সমভাবে উপভোগ করিতে পারেন।

১। স্মরণীয় বিষয়—সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার অনুশীলন করিবার সময় ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ঐ বৃত্তির সহিত সাংসারিক স্বার্থপর ভাবের কোন সংশ্রব নাই। ইহা বিশিষ্টরূপে সামাজিক ভাবাপন্ন। অনেকে একত্রে এক বিষয়ে এক জাতীয় আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা *(সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অনুশীলন।)*

নৈতিক জ্ঞান পরিবর্দ্ধনের বিশেষ সহায়তা করে। যাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রবল তাঁহারা সাধারণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েন না। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মার্জ্জিত হইলেই তাহা সাধুতায় পরিণত হয়; অর্থাৎ,—"শুদ্ধ ও সৎ" দুইটি সুকুমারভাব ক্রমশঃ অবিবিক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ ইহা শিক্ষার সহায়তা করে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা-গুণবশতঃ কার্য্যকুশলতা জন্মে।

২। কর্ত্তব্য বিষয়। এখন ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বৃদ্ধি করিতে হইলে সামাজিকগুণের অনুশীলন করা আবশ্যক। এতৎসম্বন্ধে বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলনও প্রয়োজনীয়; কারণ, সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরিবর্দ্ধনের জন্য পর্য্যবেক্ষণ, কল্পনা ও বিচার শক্তির পরিচালনা আবশ্যক। সৃজনশীলতাও এ বিষয়ে বিশেষ অনুকূলতা করে।

বিদ্যালয়ে সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বৃত্তির কি প্রকারে অনুশীলন হইতে পারে।

১। স্কুলের পারিপার্শ্বিক পদার্থ সকল সুরুচি-পূর্ণ হওয়া উচিত। ঘরের দেওয়ালের রঙ নয়নের প্রীতিকর হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের আসবাবগুলি সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে রাখা বিধেয়। শিক্ষকের

পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। স্কুলে ফুল গাছ ও অন্যান্য ছোট গাছ থাকা আবশ্যক।

২। স্কুল সংক্রান্ত ভ্রমণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অবলোকনে সহায়তা করে।

৩। সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়। বস্তুপাঠ, প্রকৃতি পাঠ, মৃত্তিকার আদর্শ গঠন, এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির সহিত সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

ইতিহাস, সাহিত্য বিশেষতঃ কবিতা পাঠ ইহার বিশেষ সহায়।

কর্ত্তব্য-প্রিয়তা।

কর্ত্তব্য-প্রিয়তা।

মানবের স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বালকদিগের স্বাভাবিক সংস্কারজাত কার্য্য নৈতিকও নয়, নীতিবিরুদ্ধও নয়। মানবের স্বৈচ্ছিক কার্য্য সম্বন্ধে নৈতিক বিচার প্রয়োগ হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহার প্রবর্ত্তক অভিপ্রায়ের অনুধাবন করা হয়।

কর্ত্তব্য-প্রিয়তার বিকাশ।

গার্হস্থ্য শাসন হইতে ইহার উৎপত্তি। বালকেরা প্রথমতঃ দণ্ডের ভয়ে অন্যায় কার্য্যে বিরত হয়। এ অবস্থায় তাহাদিগের কার্য্য কলাপ নৈতিক জ্ঞান বিরহিত। ক্রমশঃ বালকেরা বুঝিতে পারে যে, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দুঃখদায়ক এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুখকর। কিন্তু এখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাধ্যবাধকতা জ্ঞান তাহাদের মনে জন্মে নাই, কেননা তাহাদের এখনও পরস্পর-সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব আছে।

কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিকাশ।

বাহ্য চেতন ও অচেতন পদার্থ উভয়েই বালকের ইচ্ছার অনুকূল ও প্রতিকূল কার্য্য করিতেছে। ক্রমশঃ বালকেরা চেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ হইতে বিভিন্ন করিতে শিখে। পিতামাতার সহিত ব্যবহারে বালকদিগের বাধ্যবাধকতা জ্ঞান প্রথম বিকশিত হয়। পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার দ্বারা এই জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়। বালকেরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, কেবল তাহাদেরই কার্য্যকলাপ অন্য কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইতেছে এমন নহে, তাহারা নিজেও অন্যের কার্য্য কলাপ প্রতিরোধ করিতেছে। অন্য লোকে যেমন তাহা-দিগকে বাধ্যতা সূত্রে নিবদ্ধ করিতেছে, তাহারাও

তদ্রূপ অন্য লোকদিগকে কর্ত্তব্য বন্ধনে বদ্ধ করিতেছে; অন্য লোকে বালকদিগের প্রতি যে কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছে, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের জ্ঞান, সেই বাধ্যবাধকতার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ক্রমশঃ বালকেরা স্বয়ংই কর্ত্তৃত্ব প্রিয়তা বশতঃ কর্ত্তব্য সাধনের ভার গ্রহণ করে। সামাজিক ভাব যতই বৃদ্ধি পায় কর্ত্তব্য জ্ঞান ততই নিঃস্বার্থ হইয়া উঠে। তখন বালকেরা ভয়-প্রণোদিত কর্ত্তব্য পালন না করিয়া ভালবাসার জন্যই কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। ক্রমশঃ মাতাপিতার সম্বন্ধে বালকদিগের মনে একটি বিনীত ভাব ("দাস্য" বা সেবকের ভাব) জাগরিত হয়। তখন মাতাপিতার সুখসাধনের ইচ্ছা অপেক্ষা নিজের কর্ত্তব্য-পালন-প্রবৃত্তি (মাতাপিতাকে সেবা করিবার ইচ্ছা) অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে এবং ইহা ইচ্ছাবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া বালকদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে।

কর্ত্তব্যবিষয়ক শিক্ষা।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-উন্মেষক শিক্ষা নীতি-শিক্ষা হইতে বিভিন্ন। শেষোক্ত শিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের শিক্ষা সর্ব্বাবস্থায়ই হইতে

পারে। নীতি বিষয়ক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক অথবা বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালীর সাহায্যে সাধিত হইতে পারে; কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক শিক্ষা প্রধানতঃ দৃষ্টান্ত দ্বারাই ফলোপধায়িনী হয়।

কর্ত্তব্য-প্রিয়তার অনুশীলন প্রয়োজন।

কর্ত্তব্য-প্রিয়তা আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এইজন্য শিক্ষাসম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদিগের নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত করা আবশ্যক। বিবেক জ্ঞানের উন্নতি সাধন প্রয়োজন। কর্ত্তব্য-পালন-ভাবের দৃঢ়তা সংসাধন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কর্ত্তব্য-প্রিয়তার অনুশীলনেই এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়। এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। বালকদিগের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

২। অভ্যাস গঠন।

৩। ভাব বৃত্তির অনুশীলন এবং সৎ ও অসতের শ্রেণীবিভাগ।

৪। ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষসাধন ও তৎসঙ্গে কার্য্য-প্রযোজিকা বৃত্তির সম্যক্ বিচার।

৫। কার্য্যকরী ও হিতকরী শাসন প্রণালী।

নৈতিক শিক্ষার সহায়।

১। সুশাসন।—সুশাসন নৈতিক শিক্ষার প্রধান সহায়। সুশাসনের দুইটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায় ১ম প্রতিষেধক, ২য় সংশোধক। সাবধানতা সহকারে শিক্ষকের শাসনবিষয়ক নিয়মগুলি প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। যেন তাহা প্রতিপালিত হইতে পারে। দণ্ড ও পারিতোষিক বিচারপূর্ব্বক দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকদিগের পক্ষে আজ্ঞা প্রতিপালন ও অভ্যাসের অনুশীলন অতীব প্রয়োজনীয়। এতদ্বিষয়ে শিক্ষকের নিজের চরিত্র আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত ক্রীড়া, ব্যায়াম ও পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নৈতিক শিক্ষার উপযোগী হওয়া বিধেয়।

২। বালকদিগের অনুভব শক্তির উৎকর্ষের সহিত নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনুভব শক্তির অনুশীলন করিতে হইলে, উচ্চতর ভাববৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান, কতকগুলি নিম্নশ্রেণী ভাববৃত্তির দমন ও কতকগুলির পরিমার্জ্জন কর্ত্তব্য। শিক্ষক-চরিত্রের অনুকরণে নৈতিক ভাবগুলির উদ্বোধন প্রয়োজনীয়। সামাজিক ব্যবহারের উৎকর্ষ সাধনে নৈতিক গুণের পুষ্টিসাধন হয়। নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে সঙ্গীতের

প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ে সমবেত সঙ্গীত দ্বারা ইচ্ছাশক্তির পরিচালন নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হয় এবং সামাজিক একতা-জ্ঞানও পরিবর্দ্ধিত হয়।

৩। বালকদিগের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্দ্ধনের সহিত নীতি প্রিয়তার পরিপুষ্টি সাধন হয়। নৈতিক বিচার সংসাধনের দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে বালকদিগের নৈতিক বিচার মার্জ্জিত ও ভ্রম-প্রমাদ শূন্য হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিধেয়। বালকদিগের অন্যের মনোভাব অনুধাবন করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হওয়া উচিত। প্রত্যেক কার্য্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য। কি অভিপ্রায়ে কোন লোক উদারতা দেখাইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সহাধ্যায়ীদিগের আচরণ পর্য্যবেক্ষণে নৈতিক জ্ঞান পরিপোষণের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, তাহাদিগের স্ব স্ব ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। কোন কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি তাহা বালকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষকের

অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস ও উপন্যাসেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৪। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ নৈতিক-জ্ঞান বিকাশের বিশেষ উপযোগী।

নৈতিক প্রবর্ত্তন। (moral suggestions.)

বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী নীতি শিক্ষা দিবার জন্য সাঙ্কেতিক নৈতিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। নীতি শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক যে যুক্তি ব্যবহার করেন তাহা সাঙ্কেতিক শিক্ষা নহে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবে যে প্রবর্ত্তনা নিহিত আছে তাহা সাঙ্কেতিক। শিক্ষকের আচরণে ও দৃষ্টান্তে নৈতিক প্রবর্ত্তনা অদৃশ্যভাবে জড়িত আছে। যাঁহাকে আমরা ভালবাসি বা মান্য করি তাঁহার কার্য্যের প্রভাব অজ্ঞাতসারে আমাদের উপর প্রসারিত হয়। শাসন-সূচক ভাষার প্রবর্ত্তনা বিশেষ ফলদায়ক। দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বাক্যদ্বারা শ্রোতৃবর্গ সহজেই বশীভূত হয়। বক্তা সাধারণের অনুরাগ ভাজন হইলে, তাঁহার প্রভাব অধিকতর বলশালী হয়। যদিও দুর্ব্বল চিত্ত বালকদিগের ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিতে পারা যায় না তথাপি বিশ্বাস ও উৎসাহ-সূচক বাক্য

দ্বারা তাহাদের আত্মচেষ্টা জাগরিত করিয়া তাহা-দিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারা যায়।

যখন বালকেরা শিক্ষকের সুচরিত্র ও মনের গতি বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া করে তখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল লক্ষিত হয়। নিজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিতে বালক-দিগকে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্বাধীনভাবে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে এবং সমস্যা সমাধান করিবার নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে, কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে, বালকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়।

আনুরক্তি (Interest.)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি, আমাদিগের জাতিগত অভ্যাস অর্থাৎ সহজ-প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। যে যে সহজ প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে উপযোগী, আমাদের স্ব স্ব আনুরক্তি সাহায্যে তাহাই আমরা নির্ব্বাচন করিয়া লই এবং তাহাদের লইয়াই আমাদের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি গঠিত হয়। সহজ বৃত্তিগুলি আমাদিগকে নানা প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে; কিন্তু কোন্ বৃত্তিগুলির অনুসরণ করা উচিত তাহা বলিয়া দেয় না। আনুরক্তি এই সময় আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু, প্রথম প্রথম, নানা প্রকার বিশৃঙ্খল অঙ্গ-পরিচালনা হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আনুরক্তিবশতঃ ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই অভ্যাসে পরিণত হয়। শারীরিক

ক্রিয়ার ন্যায় আমাদিগের চিন্তাগুলিও আনুরক্তির বশবর্ত্তী। আনুরক্তি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার আনুরক্তি।

১ম কর্ত্তৃনিষ্ঠ ;—যে ভাববৃত্তির দ্বারা আমাদের কর্ত্তব্যগুলি নির্দ্ধারিত হয় ও তাহাদের মূল্য স্থিরীকৃত হয় তাহাকে কর্ত্তৃনিষ্ঠ আনুরক্তি বলে। ২য় বিষয়ঘটিত ;—বিষয়ের চিত্তাকর্ষকশক্তি দ্বারা মন বিষয়-বিশেষে আকৃষ্ট হয়। ৩য় কার্য্যগত ;—ইহা দ্বারা চেতনার ক্রিয়াশীল অবস্থা বুঝায়।

কর্ত্তৃনিষ্ঠ আনুরক্তি।

কেহ অশ্বারোহণ করিতে ভালবাসে, কেহ বাইসাইকেল চড়িতে পছন্দ করে ; ইহা ব্যক্তিগত আনুরক্তির নিদর্শন।

বিষয়-ঘটিত আনুরক্তি।

বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তি আমাদিগকে কার্য্য-তৎপর করে। জীবিকানির্ব্বাহ-সহায় ব্যবসায়গুলি আমাদের আনুরক্তি উদ্রেক করে। ঐ ব্যবসায়-গুলি আমাদের অনুরাগের বিষয়।

কার্য্যগত আনুরক্তি।

কোমল অনুভূতিগুলি কার্য্য-প্রবর্ত্তক না হইয়া প্রায় মনেই বিলীন হইয়া যায়। আনুরক্তি একপ্রকার অনুভূতি, কিন্তু ইহা প্রেরণা স্বরূপ কার্য্য করে। আনুরক্তি উদ্রিক্ত হইলে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। কোন পুস্তকে আনুরক্তি

হইলে আমরা তাহা না পড়িয়া থাকিতে পারি না। কোন ব্যাপারে আনুরক্তি হইলে তাহা অনুধাবন করিতেই হইবে। আনুরক্তি গাঢ় হইলে উৎসাহে পরিণত হয়। উৎসাহ না থাকিলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অভ্যাস ও আনুরক্তি পরস্পর বিরোধী।

অভ্যাস গঠিত হইবার সময় আনুরক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অভ্যাস গঠিত হইলে আনুরক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অভ্যাসগত কার্য্যগুলি আনুরক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, পরন্তু সেগুলি যন্ত্রবৎ সাধিত হয়।

আনুরক্তি মুখ্য ও গৌণ।

কোন অনুষ্ঠীয়মান কার্য্যে বা প্রক্রিয়ায় আনুরক্তি থাকিলে তাহাকে প্রত্যক্ষ বা মুখ্য আনুরক্তি কহে। কোন দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য সাধনে আনুরক্তি থাকিলে তাহাকে পরোক্ষ বা গৌণ আনুরক্তি বলে। যদি কার্য্যগুলি মনোরঞ্জক না হইয়া অপ্রীতিকর হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কোন দূর উদ্দেশ্য বশতঃ কার্য্যগুলিসম্পাদিত হয়। এই দূর উদ্দেশ্যের সহিত নিশ্চিতই আনুরক্তি জড়িত আছে; তাহা না হইলে কার্য্যগুলি বিশেষ কষ্টকর হইত।

প্রত্যক্ষ আনু-রক্তি ও পরোক্ষ আনুরক্তি।

প্রত্যক্ষ আনুরক্তি পরোক্ষ আনুরক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলবতী। তথাপি পরোক্ষ আনুরক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই বালবৃদ্ধ সকলেরই কার্য্য করা উচিত। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আপাত সুখের ত্যাগ-স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কোন দূর উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমা-দিগের কার্য্যগুলি তত কষ্টকর হয় না। কোন কার্য্য করিবার সময় যদি কার্য্যের কিম্বা উদ্দেশ্যের সহিত আনুরক্তি জড়িত না থাকে, তাহা হইলে আমরা ভারবাহী পশুর ন্যায় হইয়া পড়ি।

পরোক্ষ আনু-রক্তি, সকল সময় যথেষ্ট নহে।

কখন কখন দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য-সম্পৃক্ত আনুরক্তি উদ্দেশ্য-সাধক কার্য্যগুলিকেও অনুরঞ্জক করিয়া তুলে। তাহা না হইলে কার্য্যগুলি অত্যন্ত নীরস হইয়া পড়ে। নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে, অর্থাৎ,—কার্য্যের জন্য কার্য্য করিতে না শিখিলে, জগতে উচ্চস্থান অধিকার করা অসম্ভব। অতএব কার্য্যের সহিত প্রীতি মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। যে কোন কাজ করি না কেন তাহা যেন অনুরাগের সহিত করা হয়।

সহজ-বৃত্তির ন্যায় আনুরক্তিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ম্লান হইয়া যায়।

সহজাত কার্য্যতৎপরতার সহিত আনুরক্তি সম্পৃক্ত থাকায়, সহজ কার্য্যগুলি অনাবশ্যক হইলে আনুরক্তি ক্রমশঃ ম্লান হইয়া পড়ে। আমাদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতা যখনই বিকশিত হয় তখনই তৎসম্পর্কীয় আনুরক্তি গুলিও বিকাশ পায়। ক্রীড়ার প্রবৃত্তি যখন প্রবল থাকে তখনই ক্রীড়ার আনুরক্তি-গুলি প্রকাশ পায়। ক্রীড়ার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার আনুরক্তিও ম্লান হইয়া আসে। লুকোচুরি খেলা, হাড়ুগুডুখেলা, গৃহপালিত-পশু-পক্ষী পোষা, রোমহর্ষণ গল্প পাঠ করার প্রবৃত্তি, জীবনের একসময়ে প্রকাশিত, আবার ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কীয় আনুরক্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তদ্রূপ অন্যান্য আনুরক্তিও উদিত হয় এবং ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যায়।

আনুরক্তি যখন বিকাশ প্রাপ্ত হয়—তখনই তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

যদি আমরা আনুরক্তির বিকাশ সাধন করিতে ও তাহাকে কার্য্যসাধিকা করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে উহা যখন প্রথম বিকাশ পায় তখনই উহাকে কার্য্যে পরিণত করা উচিত; কারণ, কোন বিষয়ের আনুরক্তি একবার ম্লান হইলে তাহার পুনরাবির্ভাব হইবে না।

আনুরক্তির উপকারিতা।

আমাদের আনুরক্তিগুলি অপ্রয়োজনীয় বা নিরর্থক নহে। আনুরক্তি আমাদিগকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। এতদ্ব্যতীত, আনুরক্তি হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন উপকার হউক আর নাই হউক মনের 'অনুরক্ত' অবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনের অনুরক্ত অবস্থা হইলে চেষ্টার উৎপত্তি হয়। আনুরক্তি না থাকিলে আমাদের মানসিক শক্তি নিদ্রালু হইয়া থাকে এবং যে সকল মনীষী সুযোগ পাইলে পৃথিবীতে অনেক মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেন, তাঁহারা আনুরক্তির অভাবে সামান্য ভাবে কার্য্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন।

আনুরক্তির নির্ব্বাচন প্রয়োজন।

আমাদিগের নানা প্রকার আনুরক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু একই সময়ে সকল প্রকার আনুরক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। অনেকে ইচ্ছা করেন যে তিনি যুগপৎ সমৃদ্ধিশালী ও ঋষিতুল্য হইবেন অথবা একই সময়ে বিলাসী ও সামরিক হইবেন; কিন্তু এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব। প্রথম হইতেই আমাদিগকে কোন একটী আনুরক্তি নির্ব্বাচন করিয়া

তাহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং অন্যগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আনুরক্তি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইতেও পারে।

কেহ কেহ নিজের স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত যে উদারতা তাহাদের মনে স্থান পায় না। অনেকে নিজের অভাব পূরণে এত ব্যগ্র যে, সার্ব্বজনীন সহানুভূতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। সেই জন্যই অসাময়িক আনুরক্তি-বৈশিষ্ট্য (Specialisation in interest) বাঞ্ছনীয় নহে। সামাজিক আনুরক্তি অনুশীলন করিতে গিয়া যেন নিজ নিজ পরিবারের কথা ভুলিয়া না যাই। শারীরিক শক্তি সংবর্দ্ধন করিবার জন্য মানসিক উৎকর্ষসাধনে অবহেলা না হয়। আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়া যেন ধর্ম্ম ও নৈতিক গুণ হইতে বঞ্চিত না হই। আমাদের বিভিন্ন আনুরক্তির সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

আনুরক্তি ও আত্মচেষ্টা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনুরক্তি ও আত্মচেষ্টা বিরোধী নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে কর্ত্তব্য গুলি চিত্তাকর্ষক হইলে আত্মচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণা হইয়া পড়ে; আমরা চিত্তাকর্ষক কার্য্যগুলি করিতে তৎপর হই কিন্তু অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে হইলে

আমরা পশ্চাৎপদ হই ; ইহা সত্য নহে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কার্য্যগুলি অপ্রীতিকর হইতেই হইবে ইহা একটী নিবন্ধন নহে। বাহ্য চাপ বশতঃ কার্য্য করিতে হইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না ; কার্য্যগুলি যন্ত্রবৎ সাধিত হয়। কখন কখন মনে বিদ্রোহি-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এবম্প্রকার অনুশীলনের দ্বারা সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। আনুরক্তি-বিবিক্ত কার্য্যগুলি যে সকলই স্বৈচ্ছিক কার্য্য, তাহাও নহে। তাহারা প্রায়ই বাহ্যচাপ বশতঃ সম্পাদিত হয় এবং তাঁহাদের সহিত ইচ্ছাশক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না।

আনুরক্তি ও আত্মচেষ্টা।

অধ্যবসায় ও আত্মচেষ্টা নিরুদ্ধ করা আনুরক্তির উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, ইহাদ্বারা আমাদের সমগ্র চেষ্টা উদ্রিক্ত হয়। অন্য কোন উপায়ের দ্বারা আমাদের যাবতীয় মানসিক শক্তি প্রবুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অশুভ আনুরক্তিগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সৎ আনুরক্তি যেমন আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, অসৎ আনুরক্তি তদ্রূপ অসৎকার্য্যের প্রযোজক। বারবার এক

প্রকার কার্য্য হইতে অভ্যাসের উৎপত্তি হয়। অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চরিত্র গঠিত হয় এবং চরিত্রই আমাদিগের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। অতএব অসৎ আনুরক্তির পরিবর্ত্তে সৎ আনুরক্তি স্থাপিত করিয়া অসদানুরক্তি দমন করিতে হইবে।

আনুরক্তির ক্রম-বিকাশ।

আমাদের আনুরক্তিগুলির ক্রম বিকাশ হইয়া থাকে। শিশুদিগের সরল আনুরক্তি হইতে যুবক-দিগের জটিল আনুরক্তিগুলি উদ্ভূত হয়। শৈশবের আনুরক্তি বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে যৌবনের আনুরক্তির পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। অতএব শিশু যে সকল আনুরক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের উৎকর্ষ সাধন ও কার্য্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করা শিক্ষকের অবশ্য কর্ত্তব্য। বালক দিগের ক্রীড়ার আনুরক্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের আনু-রক্তিতে পরিণত করিতে হইবে। তাহাদের অকিঞ্চিৎকর বস্তু সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তিকে সম্পত্তি রক্ষা করিবার আনুরক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। সঙ্গীদিগের প্রতি ভালবাসা সামাজিক গুণে পরিণত হওয়া আবশ্যক।

কি ধারায় আমাদের আনুরক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

কি ধারায় আমাদের আনুরক্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয় তাহা শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। আনুরক্তির বিকাশ-প্রক্রিয়া যে কোন নিয়মের অধীন নহে ইহা মনে করা অনুচিত। আমাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কার্য্যাবলী, তৎসাময়িক শারীর-বিধানের উপযোগী, এবং আনুরক্তিগুলি সেই সেই কার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকে। আমরা যে কখন কখন অহিতকর কার্য্যে অনুরক্ত হই তাহা অস্বাভাবিক নহে। সকল আনুরক্তিরই মূলতত্ত্ব মঙ্গলাত্মক, তবে তাহার উৎকর্ষ সাধনের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন।

শৈশবাবস্থার আনুরক্তি।

আমাদের শৈশবকালের আনুরক্তিগুলি শরীরের অভাব পূরণের সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত। চঞ্চলতা, শৈশবাবস্থার প্রধান লক্ষণ। শিশুদিগের অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রবলা, অনুসন্ধিৎসা প্রস্ফুটোন্মুখী, এবং কল্পনা বিশেষ কার্য্যকরী। শৈশবের আনুরক্তির বিশেষত্ব এই যে তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ও অপরিণামদর্শী। দূরবর্ত্তী অভিসন্ধি দ্বারা তাহারা কখনও চালিত হয় না। শিশুপ্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে ইহা অত্যন্ত ক্রিয়াতৎপর।

শিশুদিগের নানা প্রকার কার্য্য হইতে অভ্যাস উদ্ভুত হয় ; সেইজন্য তাহাদের কার্য্যগুলি সৎপথে পরিচালিত করা বিশেষ আবশ্যক

বাল্যাবস্থার আনুরক্তি।

দন্তোদ্‌গম কাল হইতে যৌবনাবস্থার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বাল্যকাল অভিহিত হয়। এই সময়ে বালকদিগের আনুরক্তিগুলির পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রকৃতিতেও অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এখনও কার্য্যতৎপরতা তাহাদের একটী বিশেষ ধর্ম্ম ; কিন্তু তাহারা কার্য্যের প্রতি অধিক অনুরক্ত না হইয়া কার্য্যের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। এক্ষণে তাহারা পরোক্ষ আনুরক্তির বশবর্ত্তী। তাহারা নানা প্রকার পাঠ্যবিষয়ে অনুরক্ত। নানা প্রকার কঠিন ও জটিল ক্রীড়ায় তাহাদের উদ্যম লক্ষিত হয় ; কিন্তু এখনও তাহারা একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া খেলিতে অসমর্থ। নৈতিক ভাব ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে—এখন তাহারা দণ্ডের ভয়ে কিংবা পারিতোষিকের প্রলোভনে পড়িয়া কাজ করে না। অনেক সময় তাহারা নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করে। এই অবস্থায় সমস্যা এই যে, কি

উপায়ে তাহাদের আনুরক্তিগুলির পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্বৈচ্ছিক কার্য্যদ্বারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

প্রৌঢ়াবস্থার আনুরক্তি

এ অবস্থায় আমাদের নূতন কোন আনুরক্তি উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বজাত আনুরক্তিগুলির পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং দৃঢ় হয়। ক্রীড়াই হউক বা অন্য কোন প্রকার কার্য্য হউক এখন উদ্দেশ্যের উপর আমাদের লক্ষ অধিক নিবদ্ধ থাকে। আমাদিগের সামাজিক গুণ সম্পূর্ণ প্রকটিত হয় এবং স্বার্থ, পরের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়। ক্রমশঃ আধ্যাত্ম-ভাব মনে জাগিয়া উঠে এবং অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। "জীবনের সার কি"? "আমি কে"? ইত্যাদি কূটপ্রশ্ন মনে উদিত হয়। আত্মসংযম ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। এই সময় যদি আমরা উপযোগী আনুরক্তির দ্বারা পরিরক্ষিত হইতে পারি তাহা হইলে শেষ জীবন সুখে অতিবাহিত হয়। অসাধু আনুরক্তির পরবশ হইলে ভগ্নহৃদয় লইয়া শেষ-জীবন কাটাইতে হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

ইচ্ছাশক্তি। (willing)

মনের যাবতীয় সচেষ্ট ক্রিয়া সম্বন্ধে ইচ্ছাশব্দের প্রয়োগ হয়। কেবল অঙ্গচালনাদি বাহ্যক্রিয়াই সচেষ্ট নহে, মনঃসংযোগাদি ক্রিয়াও চেষ্টা-সাপেক্ষ। কোন সম্ভবপর বিষয়ের যে আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ইচ্ছা বলে

"ইচ্ছা" কাহাকে বলে?

বাসনা—ইচ্ছার প্রাথমিক অবস্থা। অভাব-পূরণাকাঙ্ক্ষার অবস্থা, যাহা পরে আমাদিগকে ইচ্ছারূপে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে বাসনা কহে।

বাসনা

"ইচ্ছার" বিশ্লেষণ।

১ম—বাসনা।

২য়—যে ক্রিয়া দ্বারা বাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া।

৩য়—যে ক্রিয়ার মানসিক প্রতিচ্ছায়া হইয়াছে তাহার দ্বারা যে বাসনা সিদ্ধ হইবে, এই বিশ্বাস।

৪র্থ—উল্লিখিত যে ক্রিয়া দ্বারা বাসনা সিদ্ধ হইবে তাহার অনুষ্ঠান।

বাসনা ও অনুভূতি।

বাসনা ইচ্ছার ভিত্তিস্বরূপ। বাসনা সিদ্ধ হইবে এই বিশ্বাস থাকিলে বাসনা ইচ্ছায় পরিণত

হয়। বাসনা অনুভূতির প্রকার বিশেষ। কারণ, ইহা অভাবের বা উৎকণ্ঠার অবস্থা। অনুভূতি না থাকিলে বাসনার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব।

বাসনা ও বুদ্ধি

বুদ্ধির সহিত বাসনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে বিষয়ের জ্ঞান না থাকে তাহার বাসনা হইতে পারেনা। কল্পনা ও অভিজ্ঞতার অভাব প্রযুক্ত বালকদিগের আপাতমধুর বিষয়েরই জন্য বাসনা হইয়া থাকে।

ইচ্ছা-শক্তির সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ।

ক্রিয়া দুই প্রকার—স্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। কোন্ জাতীয় ক্রিয়া হইতেছে তাহা জানিতে পারিলে আমরা ইচ্ছাসম্বন্ধে বিচার করিতে পারি।

শৈশবাবস্থায় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রথম বিকশিত হয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংস্কার স্বভাব জাত, কিন্তু তাহার শক্তি এবং শারীরিক অভাব সম্বন্ধে তাহার উপযোগিতা, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বাল-সুলভ অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-পরিচালনা (Random movements), স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex movements) এবং সংস্কার-সিদ্ধ (Instinctive) অঙ্গ-পরিচালনা সকলই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। শৈশবকালীন

স্নায়বিক অঙ্গ-পরিচালনার মধ্যে ইচ্ছা-শক্তি অপরিস্ফুটভাবে নিহিত আছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা প্রযুক্ত অনুকরণ ক্রিয়া ও চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া (deliberate movements) ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তর্গত।

ইচ্ছাশক্তির সহিত মনঃসংযোগের সম্বন্ধ।

মনঃসংযোগের শক্তির উপর ইচ্ছাশক্তি নির্ভর করে। কোন বিষয় সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবার সময় আমরা কার্য্যপ্রবর্ত্তক নানা মানসিক প্রতিচ্ছায়ার উপর মনোযোগ করি। এবং তদ্বিরোধিনী প্রতিচ্ছায়া হইতে মন অপসারণ করি। যখন কার্য্য সঙ্ঘটিত হয় তখন যে সকল মানসিক প্রতিচ্ছায়ার উপর আমার মন নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়।

ইচ্ছা-শক্তির ক্রম বিকাশ।

অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-পরিচালনা (Random or Impulsive movements)

শিশুদিগের অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যবিহীন ও আক্ষেপযুক্ত অঙ্গ-পরিচালনা প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। বেন্ সাহেবের মতে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি বালকদিগের স্বতঃসমুৎপন্নতাপ্রযুক্ত উপস্থিত হয়। এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত

থাকায়, শিক্ষা সম্বন্ধে উহাদিগের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

স্নায়বিক প্রতি-ক্রিয়া বা প্রত্যা-বর্ত্তক ক্রিয়া (Reflex movements)

বালকদিগের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক ধরিলে স্বতঃই চক্ষুর নিমীলন, অকস্মাৎ কোন গভীর নিনাদ শ্রবণ-গোচর হইলে চমকিত ভাব ইত্যাদি ব্যাপারে মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়া হয়না; ইহার সহিত বাসনার কোন সম্বন্ধ নাই।

সংস্কারানুগত অঙ্গচালনা (Instinctive movements)

ইহা উপরি উক্ত দুই প্রকার ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত জটিল। যদিও এই প্রকার ক্রিয়াতে মস্তিষ্কের বিশেষ পরিচালনা হয় না বটে, কিন্তু ইহার সহিত অস্ফুট বাসনা জড়িত আছে। শিশুদিগের মাতৃদুগ্ধ পান করা, ঠোঁট-ফুলান ইত্যাদি এইরূপ ক্রিয়ার উদাহরণ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা প্রযুক্ত ক্রিয়া। (Sensory movements)

বাহ্য উদ্দীপনা প্রযুক্ত বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহার উদ্রেক হয়; একটী সুন্দর ফুল দেখিলে বালকের মনে আনন্দের উদয় হয়। সে, সেইটী পাইবার জন্য চেষ্টা করে। যদি বার বার চেষ্টা দ্বারা সে পুনঃ পুনঃ সিদ্ধকাম হয়, তাহা হইলে পরে ফুল দেখিলেই তাহার একপ্রকার স্নায়বিক ক্রিয়া হইবে। ইহার সহিত বাসনা

জড়িত আছে। এই বাসনা স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরণা স্বরূপ।

অনুকরণ ক্রিয়া। (Imitative movement)

অপরের কার্য্য-দর্শনোৎপন্ন মনের আবেগ-প্রণোদিত ক্রিয়াকে অনুকরণ ক্রিয়া কহে। বালকেরা প্রায়ই তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের কার্য্যের অনুকরণ করে, কেননা তাহাদিগের মনে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার দর্শন হেতু তৎসাধনের জন্য একপ্রকার আবেগ উপস্থিত হয়। অঙ্গ-পরিচালনা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেনা। বালকদিগের প্রাথমিক অনুকরণ ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক বা শারীরিক। ক্রমশঃ চিন্তার প্রভাব লক্ষিত হয়।

অনুকরণ বৃত্তির ক্রম-বিকাশ।

বালকেরা স্বতঃ শারীরিক স্ফূর্ত্তিবশতঃ নানা প্রকার অঙ্গ পরিচালনার মধ্যে হস্তোত্তোলনও করিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ হস্তোত্তোলনের জন্য তদ্বিষয়ক প্রতিচ্ছায়া তাহার মনে অঙ্কিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা সংস্কারে পরিণত হয়। পরে অন্য লোককে এই প্রকার হস্তোত্তোলন করিতে দেখিলে নিজের হস্তোত্তোলনের সংস্কার জাগরূক হইয়া উঠে। পরিদৃশ্যমান ক্রিয়ার সহিত পূর্ব্বজাত মানসিক

প্রতিচ্ছায়ার বা সংস্কারের সাদৃশ্য থাকায় তাহার মনে একপ্রকার আনন্দের উদয় হয়। এতাদৃশ আনন্দানুভবই তাহাকে ঐ ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিতে নিয়োজিত করে। সেইজন্য সে নিজে আবার হস্তোত্তোলন করে—ইহাই অনুকরণ।

অনুকরণ বংশানুবর্ত্তন।

অনুকরণ ক্রিয়ায় বংশানুবর্ত্তনের (Heredity) প্রভাবও লক্ষিত হয়। বালকদিগের শারীরিক উপাদান ও মানসিক প্রকৃতি অনুসারে অনুকরণ প্রবৃত্তির তারতম্য ঘটে। উদ্যমশীল শিশু, অলস ও দুর্ব্বল শিশু অপেক্ষা অধিকতর অনুকরণপ্রিয়।

অনুকরণ ও ভাববৃত্তি।

অনুকরণ ক্রিয়ার মধ্যে ভাব বৃত্তির ক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর অঙ্গপরিচালনা, তাহার স্বাভাবিক কার্য্যতৎপরতা হইতে উদ্ভূত। উপযোগী অঙ্গপরিচালনা হইতে আনন্দের উদ্ভব হয়। বালকদিগের স্বাভাবিক অনুকরণপ্রিয়তা, খেলায় অবাধে উদ্দীপিত হয় এবং আত্মপ্রসাদ লাভের জনাই বালকেরা ক্রিয়ানুরক্ত হয়। "অনুকরণ" ক্রিয়া যখন যন্ত্রবৎ পরিচালিত না হয়, তখন তাহা বাসনা কর্ত্তৃক প্রণোদিত হয়। বাসনা অনুভবের প্রকার বিশেষ। সহানুভূতি বশতঃ

বালকেরা অন্যের কার্য্য দেখিয়া তাহা করিতে ইচ্ছা করে। আমরা যাহাকে ভালবাসি বা ভক্তি করি তাহার অনুকরণ করিতে বিশেষরূপে সচেষ্ট হই। সহানুভূতির সহিত অনুকরণ ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া নৈতিকশিক্ষা-বিষয়ে দৃষ্টান্তের সবিশেষ উপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে। অজ্ঞতা-প্রযুক্ত আমাদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই।

অনুকরণ ও বুদ্ধিবৃত্তি।

এক্ষণে অনুকরণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবের বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। অনুকরণ প্রবৃত্তির সফলতা অনেক পরিমাণে স্বীয় ও পরকীয় কার্য্যের প্রতি অভিনিবেশের উপর নির্ভর করে। অনুকরণ ক্রিয়ার উচ্চতর অবস্থায় কল্পনাশক্তির ও স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিতা বিশেষ দৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "অনুকরণ" ইচ্ছা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়।

শিক্ষা-প্রণালীতে "অনুকরণ"-বৃত্তির প্রয়োগ।

অনুকরণ করিতে হইলে আদর্শের প্রয়োজন। সহানুভূতির সাহায্যে আদর্শ ও অনুকরণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা করা অপেক্ষা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিক্ষা করিলে ক্ষিপ্রকারিতা

সহকারে শিক্ষা লাভ হয়। সর্ব্বাবস্থাতেই দৃষ্টান্ত প্রভাবশালী, বিশেষতঃ ক্রীড়া স্থলে ইহার শক্তির সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি অনুসারে দৃষ্টান্তের প্রভাবের তারতম্য হয়। স্বাধীন-প্রকৃতি বালকদিগকে দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে অল্পই দেখা যায়। তাহারা সব বিষয়ে মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা পায়। অতএব কোন কোন বালকের সমক্ষে, শিক্ষক আদর্শ উপস্থাপিত করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে সংযত করিয়া রাখিবেন।

"অনুকরণ" ক্রিয়ার প্রকার ভেদ।

অনুকরণ ক্রিয়া দুই প্রকার—১ম স্বতঃসমুৎপন্ন, ২য় চেষ্টা-মূলক।

প্রাথমিক অনুকরণ।

শিশুদিগের প্রাথমিক "অনুকরণ ক্রিয়া" স্বতঃসমুৎপন্ন। কোন কার্য্য দেখিলে বা কোন শব্দ শুনিলে শিশুদিগের অনুকরণ বৃত্তি জাগরিত হয়। ইতর প্রাণীদিগের অনুকরণ ক্রিয়ার ন্যায় শিশু-দিগের অনুকরণ ক্রিয়াতেও কোন স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য দেখা যায় না। গৃহপালিত বানরদিগকে কখন কখন তাহাদিগের প্রভুর কার্য্যগুলির অনুকরণ করিতে দেখা যায়। গল্পে শুনা যায় যে, তাহারা তাহাদিগের প্রভুর

ন্যায় কখন কখন ক্ষুর লইয়া কামাইবার চেষ্টা করে। তাহারা নিজের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের ইচ্ছায় এইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। শিশুদিগের প্রাথমিক অনুকরণ কার্য্যগুলিও এই জাতীয়। জ্ঞানোৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর সহিত যখন ক্রমশঃ গত্যুৎপাদক স্নায়ু-কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়, তখন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইলেই শিশু-দিগের তৎসংশ্লিষ্ট অঙ্গ পরিচালনা করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগরিত হয়।

চেষ্টা-মূলক বা পরীক্ষা-মূলক অনুকরণ।

ক্রমশঃ, শিশু যন্ত্রবৎ কার্য্য করিতে বিরত হয়। কোন কার্য্য বা কোন প্রকার অঙ্গপরিচালনা করিলে যদি তাহারা সুখানুভব করে, তাহা হইলে আবার সেই কার্য্য করে। বার বার একই কার্য্য করিতে করিতে তাহাতে আগ্রহের হ্রাস হইয়া আসে এবং সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তজ্জাতীয় অন্য কোন কার্য্য করে। যেমন একটা টিন লইয়া বাজাইতে বাজাইতে যখন শিশুর অতিতৃপ্তি জন্মে তখন সে টিন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও বস্তু বাজাইতে থাকে। এই প্রকারে "অনুকরণ" হইতে "পরীক্ষামূলক" (Experimental)

কার্য্যগুলি সমুদ্ভূত হয়; ইহার পর শিশু পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল, স্মৃতিশক্তির সাহায্যে আবার তাহা করিতে চেষ্টা করে। এই প্রকারে অনুকরণ ক্রিয়া হইতে "স্বৈচ্ছিক" ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়। স্বৈচ্ছিক অনুকরণ জাগতিক উন্নতিকল্পে বিশেষ কার্য্যকারী।

"অনুকরণের" উপকারিতা।

এখন দেখা গেল যে, অনুকরণ ক্রিয়া আমাদের উন্নতিসাধনে বিশেষ সহায়। "অনুকরণের" দ্বারা আমাদের শারীরিক কার্য্যতৎপরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং আমাদিগকে নানারূপ অঙ্গপরিচালনায় সমর্থ করে।

"অনুকরণ" ও "প্রতিকূলাচরণ" (Imitation and opposition.)

যদিও অনুকরণবৃত্তি মনুষ্যের ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়, তথাপি মানবজাতির উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য আর একটী স্বাধীন বৃত্তির প্রয়োজন। ইহার নাম "প্রতিকূল-আচরণ"। এই স্বাধীনবৃত্তি আছে বলিয়াই আমরা অপরের সকল কার্য্য ক্রীতদাসের ন্যায় অনুকরণ করিনা। "অনুকরণবৃত্তি" ও "স্বাধীন" বা "প্রতিকূলাচরণবৃত্তি" উভয়েরই প্রয়োজন আছে। যে মানব-প্রকৃতিতে এই দুইবৃত্তির সামঞ্জস্য থাকে, তাহাই উন্নতিবিধায়িনী।

অনুকরণ-বৃত্তির অনুশীলন।

অনুকরণ বৃত্তির সাহায্যে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই অনুকরণ বৃত্তির অনুশীলন ব্যাপারে দুইটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ—যে কার্য্য অনুকরণ করিতে আমরা শিশুদিগকে প্রবর্ত্তিত করি তাহা যেন তাহাদের সহজসাধ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ—আদর্শগুলি যেন সদ্‌গুণ-যুক্ত হয়। শিশু ভালমন্দ সকলেরই অনুকরণ করে; অতএব শিক্ষকের দেখা উচিত যেন, আদর্শগুলি অনুকরণ-যোগ্য হয়।

শিক্ষা-কার্য্যে অনুকরণ বৃত্তির প্রয়োগ।

শিশুদিগের অনুকরণ প্রবৃত্তির গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা তাহাদের প্রকৃতি স্থির করিতে এবং তদনুযায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হই।

শিশুদিগের অনুকরণবৃত্তি "প্রেরণার" কার্য্য সাধন করে। যদি শিক্ষক শ্রেণীস্থ সকল বালককে ভাল ড্রয়িং শিখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যে বালক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ড্রয়িং করিতে পারে, তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়া সেই চিত্রটী শ্রেণীর সম্মুখে কোনও প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিবেন। শ্রেণীর ভাল ছেলেরা কি নিয়মে সেই ড্রয়িং

অনুকরণ করে অন্যান্য বালকদিগকে তাহা দেখিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিযোগিতা-বৃত্তি, অনুকরণ-বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়; এবং ইহা শিশুদিগের উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। শিশুদিগের "অনুকরণ" কার্য্যগুলি, সহানুভূতিসহকারে সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যদি শিশুরা "অনুকরণ-বৃত্তির" বশবর্ত্তী হইয়া কোনও অন্যায় কার্য্য করিতে অভিসন্ধি করে—তখনও তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত এবং তাহাদের দলপতিকেই কঠিন শাস্তি দেওয়া বিধেয়। পক্ষান্তরে, শিশুদিগের অত্যধিক অনুকরণ প্রবৃত্তি দমন করা কর্ত্তব্য ও যাহাতে তাহারা "স্বাধীন" ভাবে কার্য্য করিতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

খেলা।

অনুকরণ বৃত্তির ন্যায় খেলাও একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। বিড়াল শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃই চতুষ্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত পত্রের সহিত কিম্বা ঘূর্ণ্যমান গোলকের সহিত খেলা করে। খেলার দুইটি প্রধান মত আছে।

"খেলার" বিভিন্ন অভিমত।

শিশুদের শরীরস্থিত সঞ্চালক-শক্তি বশতঃ শিশুরা খেলিতে ভাল বাসে। স্নায়ুকেন্দ্র সমূহ

দৈহিকশক্তি দ্বারা অত্যধিক পরিপূর্ণ হইলে, শিশু খেলা করিয়া তাহাদের আবদ্ধ শক্তি ব্যয় করে। ইতর জীব ও শিশু নিদ্রা হইতে উঠিবার পর খেলিতে ভালবাসে।

"খেলার" বিভিন্ন অভি-মত।

বিবর্ত্তনবাদীরা খেলাসম্বন্ধে অন্য মত নির্ণয় করেন। যে সকল শারীরিক ক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক জন্তুদিগের পক্ষে প্রয়োজন ও উপযোগী, খেলাতে তাহারই পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হয়। বিড়ালশিশু যখন গোলক লইয়া লাফালাফি করে, তখন সে ভবিষ্যতে কি প্রকারে শিকার করিবে তাহারই পরিচয় দেয়। কাহারও কাহারও মতে "খেলায়" আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের দৈনিক জীবনের পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়।

উপরি উক্ত ত্রিবিধ মতেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। আবদ্ধ দৈহিক-শক্তিব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা বশতঃই শিশুরা খেলা করিতে ভালবাসে। আবার খেলার সময় যে সকল অঙ্গপরিচালনা করা যায় ভবিষ্যৎজীবনের জন্য তাহা বিশেষ উপকারী। এতদ্ব্যতীত "খেলায়" আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অঙ্গপরিচালনার পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়।

"খেলার" ।কার ভেদ।

খেলার দুইটি প্রধান অঙ্গ আছে। ১ম, নির্জ্জন খেলা। ইহা শিশুর প্রথম জীবনেই প্রকাশ পায়। ২য়, সামাজিক খেলা—যাহা পরে দেখা যায়।

উভয় প্রকার খেলার সাহায্যে শিশুদিগের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিশুদিগের মানসিক প্রতিচ্ছায়াগুলি খেলার সাহায্যে দৃঢ়ীভূত হয়। প্রতিচ্ছায়াগুলি স্পষ্ট হইলে খেলায় অভিব্যক্ত হয়। এই প্রকারে খেলা ও মানসিক প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

"ছল-খেলা"

"ছল-খেলা" খেলিতে খেলিতে সামাজিক ভাবের উদ্রেক হয়। সাধারণের সুবিধার জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ, তৎপরতার সহিত গুরুজনের আদেশ পালন, সাধারণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহযোগিতা, এবং "সকলেই যে তাহার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে" এইরূপ জ্ঞান, শিশুকে উপযোগী সামাজিক ভাব শিক্ষা দেয়। বালিকা পুতুল লইয়া খেলিতে খেলিতে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযোগী মাতার কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিক্ষা করে। সেই জন্য বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ খেলার সুযোগ দেওয়াই উচিত।

কিন্তু খেলার সুবন্দবস্ত করিবার জন্য বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। খেলিবার সময় শিশুদিগের স্বাধীনতার কোন প্রকার অবরোধ করা উচিত নহে। শারীরিক ব্যায়ামের (Gymnastics) উপকারিতা আছে—কিন্তু ইহা "স্বাধীন খেলার" সমকক্ষ হইতে পারেনা।

চিন্তা-প্রসূত ক্রিয়া (Deliberate movements)

আমাদিগের বিভিন্ন বাসনা ও প্রবৃত্তি-নিচয়ের সমসাময়িক পরস্পর-বিরোধিনী প্ররোচনা দ্বারা অব্যবস্থ-চিত্ততা উৎপন্ন হয়। এই সময়ে আমরা অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়গুলির সম্বন্ধে চিন্তা করি ; সুতরাং তৎকালে কার্য্য স্থগিত থাকে। পরে, বিচারশক্তির সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করা যায়। এই সময়ে আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়।

১ম, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন (Decision and choice)

পরস্পর-বিরোধী স্নায়বিক শক্তিগুলি যতক্ষণ সমভাবে কার্য্য করে, যতক্ষণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া-গুলি পরস্পর-বিরোধী, ততক্ষণ আমাদের চিত্ত অব্যবস্থ থাকে। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক প্রতিচ্ছায়া গুলিকে "প্রেরণা" বলে। এই দুই জাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সামঞ্জস্য

করিবার চেষ্টাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা বলে (Deliberation)। যে মানসিক প্রতিচ্ছায়া প্রবল হয় আমরা তাহারই অনুসরণ করি। অর্থাৎ তখন মনের নিষ্পত্তি ও নির্ব্বাচন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

২য়—সংকল্প ও অধ্যবসায়।

কোনও রূপ সংকল্প করিবার পূর্ব্বে কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্য সাধিত হয়, তাহা স্থির করিতে হইবে। অতএব সঙ্কল্পের প্রথমাবস্থায় কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্কল্প ও কার্য্য-সাধনের মধ্যে ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। তদবস্থা কষ্ট দায়ক; সুতরাং তখন বালকদিগকে উত্তেজিত এবং অধ্যবসায়ী করা আবশ্যক।

ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে ভাব বৃত্তির দমন।

সম্পূর্ণ আত্মসংযম বলিলে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি বুঝায়। ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে গেলে তাহার আয়ত্তীকরণ আবশ্যক। আত্ম-সংযম করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। মানসিক আবেগের বশীকরণ সহজ-সাধ্য নহে। আত্ম-নিরোধকে সকল সময় আত্ম-সংযম বলা যায় না। বালকেরা যদি শাস্তির ভয়ে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হয় তাহাকে প্রকৃত আত্মসংযম বলে না। নীচ-বৃত্তিকে উচ্চবৃত্তিদ্বারা সংযত করার নাম

আত্মসংযম। মানসিক আবেগ সুনিয়মের বশবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক।

ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে চিন্তার সংযম।

প্রত্যক্ষভাবে, কার্য্য দ্বারাই ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তি হয় ; পরোক্ষভাবে, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে চিন্তা নিয়মিত হয়। মনঃসংযোগের চঞ্চলতা শিশুদিগের সাধারণ অবস্থা। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইহা সংযত হয়। এই চেষ্টা, শারীরিক অভি-ব্যক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। গণিতের প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় বালকদিগকে কখন কখন ভ্রূকুঞ্চন করিতে দেখা যায়। ইচ্ছামত মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে বালকেরা অস্থির হইয়া উঠে ও নিজেকে অসুস্থ বোধ করে। শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত বালকদিগের আনুরক্তি থাকিলে মনঃসংযোগের বিশেষ সুবিধা হয়।

কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা করিয়া চিন্তা করিতে পারি। এ ক্রিয়ায়, বিষয়ান্তর হইতে আমরা মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া অভিপ্রেত বিষয়ে নিবিষ্ট করি। সকলেই জানেন যে আমরা ইচ্ছা করিলে গম্ভীর অথবা প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হই।

ভিন্ন জাতীয় ইচ্ছা-ক্রিয়া।

"খাম-খেয়াল" বা অব্যবস্থ চিত্ত।

এ অবস্থায় স্নায়ুপ্রণালী অত্যন্ত অব্যবস্থ থাকে। অল্প উত্তেজনাতেই কোন না কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। "খাম-খেয়ালী" ব্যক্তি সকল বিষয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া কার্য্য করিবার অবসর পায় না। 'খাম খেয়ালী' কার্য্য এক প্রকার গতি-বিষয়ক-ভাব-সম্ভূত ক্রিয়া। "খাম-খেয়ালী" ব্যক্তির আত্ম-সংযম নাই। খাম-খেয়ালী ও কার্য্যতৎপরতা এক জাতীয় অবস্থা নহে। জগতের শীর্ষ-স্থানীয় সকল লোকেই কার্য্যতৎপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কার্য্যতৎপর ব্যক্তিরা কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি অনেকবার চিন্তা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং, শীঘ্রই কার্য্য নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের মানসিক অবস্থা "খাম-খেয়াল" নহে। তাঁহাদের চিত্ত অসন্দিগ্ধ ও দ্রুত-নিষ্পত্তিকারী।

খাম-খেয়ালের প্রতিরোধক উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "খাম খেয়াল" কার্য্য এক প্রকার গতিবিষয়ক-ভাব-সম্ভূত-ক্রিয়া। অতএব, খাম-খেয়ালের প্রতীকারের জন্য গতি

বিষয়ক-ভাব-সম্ভূত ক্রিয়া গুলির নিরোধ করিতে হইবে। প্রতিচ্ছায়া মনে উপস্থিত হইবামাত্র কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে। অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি গুলি বিবেচনা করিয়া, কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে।

সংশয়-পূর্ণ ইচ্ছা।

মনের এই অবস্থা "খাম-খেয়ালের" বিপরীত। যে সকল প্রতিচ্ছায়া কার্য্যে পরিণত করা উচিত, তাহারা বিরোধ-গুণ-সম্পন্ন প্রতিচ্ছায়া দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। তাহাদের কার্য্য-সাধিকা প্রবৃত্তি গুলি এত ক্ষীণ যে, তাহারা মনের জড়তা দূর করিতে অসমর্থ। এই রোগগ্রস্ত ইচ্ছা-শক্তির প্রতীকার করিতে হইলে প্রতিরোধক-প্রতিচ্ছায়া গুলির দিকে যাহাতে মন না যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল কার্য্য-সাধিকা মানসিক প্রতিচ্ছায়ার প্রশ্রয় দিতে হইবে। যে ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের চিন্তা-ব্যাপারে প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে সে পথ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু বাহ্যচাপের সাহায্যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বাহ্যচাপ

বশতঃ কার্য্য করিলে ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

"প্রকৃতিস্থ" বা "ব্যবস্থিত" ইচ্ছা।

ইহা অব্যবস্থচিত্ত ও সংশয়যুক্ত ইচ্ছাশক্তির মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। ইহাতে মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উপস্থিত হইবামাত্র কার্য্যে পরিণত হয় না। পক্ষান্তরে, মন সংশয় দ্বারা অভিভূতও থাকে না। ব্যবস্থিত চিত্তের বিশেষত্ব এই যে, মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি স্পষ্ট হয়; প্রত্যেক প্রেরণার যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রেরণা গুলি কার্য্যে পরিণত হয়।

ইচ্ছা-শক্তির সহিত সমবেক্ষণ-মণ্ডলের সম্বন্ধ।

ইচ্ছা ক্রিয়া বলিতে গেলে কোন একটা বিষয়ের বাসনা ও তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস বুঝায়। অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে মনে সুখানুভব হয়। ঐ ইচ্ছার ও তৎসম্পর্কীয় আনন্দের প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। পরে, মনে ঐ প্রতিচ্ছায়া পুনরুদিত হইলে আনন্দানুভব হয়। প্রত্যেক ইচ্ছাতেই এই প্রকার ব্যাপার ঘটে এবং প্রত্যেককে একটী বিশেষ-ইচ্ছা বলা যাইতে পারে।

ভবিষ্যতে, পূর্ব্ব সদৃশ কোন বাসনা হইলে পূর্ব্ব জাত সংস্কার দ্বারা, অর্থাৎ—আমাদিগের সমবেক্ষণ-

মণ্ডল সাহায্যে আমরা উপস্থিত ইচ্ছা ও তৎ সদৃশ পূর্ব্ব জাত ইচ্ছার মধ্যে সাদৃশ্য বুঝিতে পারি ও আনন্দ অনুভব করি। উপস্থিত ইচ্ছা আরও বলবতী হয়। এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ইচ্ছা ক্রিয়ার সম্মিলনে মনের সাধারণ ইচ্ছা-শক্তি গঠিত হয়।

ইচ্ছাশক্তি বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শিশুদিগের প্রাথমিক কার্য্যগুলি অনিয়ন্ত্রিত ও স্নায়বিক-প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। সংস্কারানুগত-ক্রিয়াগুলি (Instinctive) এতদপেক্ষা জটিল; কারণ, ইহার সহিত অনুভবের ও সূক্ষ্মভাবে বাসনার সংস্রব আছে। স্নায়বিক-প্রতিক্রিয়ার বা প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে বলিয়া ইহা ইচ্ছা-শক্তির উন্মেষে সহায়তা করে। সংস্কারানুগত কার্য্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিনিষ্ঠ সংস্কারানুগত অস্ফুট স্বৈচ্ছিকক্রিয়া, জাতিনিষ্ঠ ইচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ। অর্থাৎ, যদি আমরা কোন জাতির ইচ্ছা জানিতে চাই তাহা হইলে সেই জাতির অন্তর্ভূত কোন প্রকৃতিস্থ (normal) ব্যক্তির সংস্কারানুগত ক্রিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারি।

ব্যক্তি নিষ্ঠ ইচ্ছা, জাতীয় ইচ্ছার নিদর্শন

বাসনা ও লালসা।

দৈহিক অভাব পূরণের "লালসার" (appetites) সহিত "বাসনার" সাদৃশ্য বোধ হইলেও উহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য আছে। জ্ঞান বিকাশের সহিত "বাসনার" উদ্রেক হয়। বাসনা, দৈহিক অভাব পূরণ নিরপেক্ষ। যখন অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মে তখন বাসনা ইচ্ছারূপ ধারণ করে। বাসনা যতই বলবতী হইবে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ততই তেজস্বিনী হয়। বালকেরা মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে যতই সমর্থ হয়, তাহাদিগের বাসনা ততই দৃঢ় হয়। মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করা জ্ঞানের কার্য্য। অতএব, জ্ঞান-বিকাশের উপর ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

ভাব বৃত্তি ও ইচ্ছা-শক্তি।

লালসা ও বাসনা (Appetite & desire) ইচ্ছাশক্তির সম্বর্দ্ধনের উপাদান হওয়ায় ভাববৃত্তিকে ইচ্ছাশক্তির উৎপাদিকা বলা যায়। ইচ্ছাশক্তি তেজস্বিনী করিতে হইলে ভাববৃত্তি বলবতী হওয়া আবশ্যক। উদ্যমশীল ও কোপনস্বভাব ব্যক্তিদিগের ইচ্ছাশক্তি সবিশেষ বলবতী। চিন্তাযুক্ত ও বিমর্ষ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয় না।

অনুকরণ প্রবৃত্তি বশতঃ বালকদিগের মনে অঙ্গ-পরিচালনার প্রতিচ্ছায়া অবিরত উদিত হয় এবং তাহারা সর্ব্বদাই তাহার অনুষ্ঠান করে। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা-শক্তি পূর্ণতা লাভ করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা, পন্থার উদ্ভাবন, বিচার ও নির্ব্বাচনের ক্ষমতা লক্ষিত হয়; মীমাংসা-বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা প্রকাশ পায় এবং চিন্তা ও ভাববৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা জন্মে।

ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন ও উহার প্রাধান্য।

ইচ্ছা-শক্তির প্রাধান্য

মানবেরা স্বকীয় ইচ্ছাপ্রভাবে নিজের অদৃষ্ট সৃষ্টি করিতে সমর্থ। কারণ, আমরা যাহা ইচ্ছা করি প্রায়ই তাহা সংঘটন করিতে পারি। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ইচ্ছা পরি-বর্দ্ধনের জন্য উপদেশ, অনুশীলন, অভ্যাস, মনের অনুকূল অবস্থা, সংসর্গ ও শাসনের আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত মানসিক সংস্কার বৃদ্ধি হইতে

থাকে এবং তৎসঙ্গে কার্য্যকরী-শক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তিও পরিবর্দ্ধিত হয়।

ক্রিয়া-বিবিক্ত ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব নাই

অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন নিরালম্ব ভাবে হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ—বিশেষ কোন কার্য্যের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও ইচ্ছা-শক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া-নিরপেক্ষ কোন ক্ষমতা নাই। বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া সাধনের জন্যই ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে কার্য্য-সাধন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ইচ্ছা-শক্তির অনুশীলন

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিতে হইলে আমরা যে যে কার্য্য করি তাহা অনুরাগ সহকারে করিতে হইবে এবং কার্য্যটী সাধ্যমত সম্পাদন করিতে হইবে। কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা ক্রিয়া-বিবিক্ত ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। আমাদিগের দৈনিক ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। যে ছাত্র দারিদ্র্য দুঃখ সহ্য করিয়া শিক্ষণীয় বিষয় পরিশ্রম সহকারে অভ্যাস করিতেছে, যে শিক্ষক স্বল্প বেতন সত্ত্বেও

কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেছে, যে ব্যক্তি প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া সৎপথে অবস্থিতি করিতেছে, যে ব্যক্তি প্রতিকূল বংশগত ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন করিয়া জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতেছে তাহারা সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তির পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে।

ইচ্ছাশক্তির সীমা নির্দ্দেশ

কর্ম্মই আমাদের স্ব স্ব অদৃষ্টের উৎপাদক। কিন্তু এই অদৃষ্ট-সৃষ্টিকরণ-ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনা নহে। ইহার দুইটী নিবন্ধন আছে—(১ম) বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার (২য়) পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই দুইটী অবস্থা দ্বারা আমাদের ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য অনেক পরিমাণে ব্যবস্থাপিত হয়।

উপরি উক্ত দুইটী অবস্থা যেমন ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে আবার উহারাই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ-ক্ষেত্র। আমাদিগের সহজাত সংস্কার, পূর্ব্বপুরুষ-গণের ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আমাদিগের সন্তান-সন্ততিতে লক্ষিত হইবে। আবার আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়াই ইচ্ছাশক্তিকে কার্য্য করিতে এবং নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনার ক্ষমতা

রক্ষা করিতে হইবে। মনুষ্য যে প্রারব্ধ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে উহার সহিত তাহার ঐহিক জীবনের কর্ম্মের প্রভাব জড়িত হইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি অর্থাৎ "অদৃষ্ট" নিরূপিত হয়।

গতি-বিষয়ক-ভাব-সম্ভূত ক্রিয়া (Ideo-motor action)

অনৈচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া, প্রত্যাবর্ত্তক ক্রিয়া ও সংস্কারজাত প্রাথমিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালনার সহিত আমাদের সমবেক্ষণ-মণ্ডলের কোন সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ, পূর্ব্ব জাত জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ইহারা সম্পাদিত হয়। অনুকরণ ক্রিয়ার সহিত বুদ্ধি বৃত্তির যে সম্বন্ধ আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনুকরণ ক্রিয়া এবং গতি বিষয়ক-ভাব-সম্ভূত ক্রিয়ায় (Ideo-motor) ইচ্ছাশক্তির বিকাশ দেখা যায়।

Ideo-motor-action

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিতই হউক বা প্রত্যাবর্ত্তক হউক আর সংস্কারানুগত হউক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বারবার করিতে করিতে মনে একটা প্রতিচ্ছায়া রাখিয়া যায়। এই প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে আমারা স্বৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত করি। অনেক সময় চেতনায় ঐ মানসিক প্রতি-

ছায়া উদিত হইবামাত্র কার্য্য হয়। এই সকল ক্রিয়াকে গতিবিষয়ক-ভাব-সম্ভূত-ক্রিয়া বলে। সম্মুখে কাগজ ও কলম দেখিলেই আমরা স্বতঃই আঁচড় পাড়িয়া থাকি। ঝড়ে কপাট বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই আমরা তাড়াতাড়ি অর্গল লাগাইয়া দি। Tug of war খেলায় আমরা যে দলের জয় ইচ্ছা করি সেই দিকেই প্রায় হেলিয়া দাঁড়াই। নীরবে পাঠ করিবার সময় আমরা প্রায়ই শব্দগুলি স্বগত উচ্চারণ করি। কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা অনুকরণ কবিবার পূর্ব্বেও বালকদিগকে সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-চালনা সম্বন্ধীয় প্রতিচ্ছায়া বা সংস্কার-গুলি স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে হয়, যাহাতে তাহারা স্থির করিয়া লয় যে, কোন্ পেশীগুলি কি প্রকারে চালনা করিলে দৃশ্যমান অঙ্গ পরিচালনা তাহারা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল গতি-বিষয়ক ধারণার উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কীয় শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে। ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে যদি কোন লোক চক্ষু মুদিত করিয়া তাহার বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কোন বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহা হইলে

Ideo-motor action.

সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের গতিও সামান্য ভাবে সে দিকে চালিত হয়। ফুটবলের খেলা দেখিতে গিয়া কখনও কখনও দর্শকেরা তাহাদিগের মানসিক গতি-বিষয়ক ভাব-প্রবণতা প্রযুক্ত অতর্কিত ভাবে পা ছোড়ে। আমাদের জীবনের কোন একটি ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে আমরা অনেক সময় অন্য-মনস্ক ভাবে কত ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি করি। ইহারা গতি-বিষয়ক-ভাবসম্ভূত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

গতিবিষয়ক-ভাব-সম্ভূত ক্রিয়ার কার্য্যকারিতা

অতএব এই সূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় যে, গতি-বিষয়ক প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হইবামাত্র অন্য কোন বিরোধি-প্রতিচ্ছায়া দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে উহা ক্রিয়ায় পরিণত হয়। আমাদের জীবনে এই গতি বিষয়ক নানা প্রতিচ্ছায়া মনে ক্রমাগত উদিত হইতেছে। কতকগুলি আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত, কতকগুলি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে। শিশু আলোক দেখিলেই তাহা ধরিতে যায়; কিন্তু দহন-জাত মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হইলেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। দন্তশূল উপস্থিত হইলে দন্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইবার

ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন দন্তোৎপাটনের প্রতিচ্ছায়া মনে উদিত হয় তখন আমরা প্রতিনিবৃত্ত হই। আবার দন্তশূল অসহ্য হইয়া উঠিলে ভাবী কষ্টের প্রতিচ্ছায়া অপেক্ষা বর্ত্তমান কষ্ট অধিকতর প্রবল হওয়ায় আমরা দন্ত-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই।

গতি-বিষয়ক ধারণা ইচ্ছা-শক্তির পরিপুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়

এই গতি-বিষয়ক ধারণার উপর আমাদের প্রাথমিক ইচ্ছাশক্তি নির্ভর করে। কিন্তু মানসিক ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্ভূত ; অতএব, বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি সম্বর্দ্ধনের জন্য শিক্ষকের বিশেষ সুযোগ আছে। বালকদিগের মস্তিষ্ক গতি-বিষয়ক ধারণায় পূর্ণ রাখিবার জন্য, অনুকরণ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য। পাঠ্য তালিকা এপ্রকার হওয়া উচিত যেন তাহাতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের সুযোগ যথেষ্ট থাকে। কিণ্ডার-গার্টেন খেলা, হস্ত-শিল্প, ক্রীড়া, গীত, পদার্থ পাঠ, লিখন, ড্রয়িং এবং আবৃত্তি দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সুশাসন ও ইচ্ছা-শ

সুশাসন না থাকিলে শিক্ষা ফলবতী হয় না। কিন্তু অত্যধিক শাসন হানিজনক। বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে হইলে তাহাদিগের

গতি-বিষয়ক মানসিক ভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় শাসন বিরক্তিজনক। কেন না, তখন অনুকরণীয় ব্যাপারে মনঃ-সংযোগ করিবার ক্ষমতা দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলতাকে যুক্তিযুক্ত শাসনের দ্বারা সবল করিতে হইবে। প্রশংসাপ্রিয়তা, ছন্দানুবর্ত্তন, আত্মাভিমান প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি বিশেষ সাহায্য-কারী। কখন কখন শিক্ষক "কর্ম্মফল" প্রদর্শন দ্বারাও শাসন করিতে পারেন।

অভ্যাস ও ইচ্ছাশক্তি

অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রথম হইতেই নিয়মিত ও নির্দ্দোষভাবে গতিবিষয়ক-কার্য্য-সাধনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার সুযোগ দিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ তাহা সহজ হইয়া পড়িবে। বালকদিগের প্রকৃতির উপর শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য; শিক্ষক অল্প চেষ্টাতেই উহা জানিতে পারেন। স্বাধীন ক্রীড়ার সময় বালকদিগের প্রকৃতি সহজেই লক্ষিত হয়। পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময় বালক-দিগের স্বভাব স্বতঃই প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ের সামাজিকতার আর একটী গুণ এই যে, বালকেরা অনুকরণ-প্রিয়তা বশতঃ স্বয়ংই বিদ্যালয়ের নিয়ম

আত্মনির্ভরতা ও ইচ্ছাশক্তি

পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়; শিক্ষকের শাসনের অধিক প্রয়োজন থাকে না। আত্ম-নির্ভরতা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করণে বিশেষ সাহায্য করে। বালককে স্বয়ং চিন্তা করিবার ও হিতাহিত বিবেচনা ও নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতাও দেওয়া আবশ্যক।

বালকের ইচ্ছা সম্বন্ধীয় কতকগুলি দোষ।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও অবিনয়িতা বা একগুঁয়ামি

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা একটী প্রধানগুণ; কিন্তু, অবিধেয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা অবিনয়িতায় পরিণত হয়। কোন্ অবস্থায় কোন্ সময়ে এবং কি পরিমাণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত লোকে অবিনয়ী হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে অবিচলিত অধ্যবসায়ের নাম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, এবং কার্য্য না করার যে অবিচলিত সঙ্কল্প তাহাকে একগুঁয়ামি বলা হয়।

একগুঁয়ামি

একগুঁয়ামি দুই প্রকার। ১ম, দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি প্রযুক্ত। ২য়, দুষ্ট ইচ্ছাশক্তি জনিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ করিয়া জানা কর্ত্তব্য। বালকেরা কখন কখন স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনতা ও

শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এবং তজ্জন্য নির্ব্বাক হইয়া থাকে; ইহা তত দূষণীয় নহে। বুদ্ধিহীনতা বা শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত নিশ্চেষ্টতার প্রতীকার সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় কঠোরতার পরিবর্ত্তে সহানুভূতি বিশেষ ফলপ্রদ; দণ্ড প্রদান না করিয়া সাহস প্রদান করা উচিত। অভিভাবকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ও আবশ্যকমত সুচিকিৎসার এবং উপযুক্ত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

একগুঁয়ামির প্রতীকার

কিন্তু অবিনয়ভাব প্রতীকারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অবিনয়ভাব অপরিমিত বা কঠোর শাসনের ফলে ঘটিতে পারে। এ বিষয়ের প্রতীকার শিক্ষকের নিজের হাতে। যখন দেখা যাইবে, কোন বালক নিরতিশয় অবাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে; শিক্ষকের বাহ্য ব্যবহার নিরুদ্বেগ হওয়া উচিত এবং তাঁহার ব্যবহারে যেন কোন প্রকার স্বার্থপরতা প্রকাশ না পায়। সেই বালকের প্রতি নিজের শক্তি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে,

কিন্তু যদি একান্তই শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে এ প্রকার ব্যবহার করা উচিত যেন শিক্ষককে অপদস্থ হইতে না হয়। শ্রেণীর সমুদয় বালকের সহানুভূতি যেন শিক্ষকের প্রতি এবং ঐ বালকের বিরুদ্ধে থাকে। ইহার পর কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে এ অবস্থায় শারীরিক দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ তাহা নিষেধ করেন এবং বলেন যে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিলে এবং তাহাকে নিজের ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিবার সুযোগ দিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। কার্য্য সিদ্ধ হইবার পর শিক্ষকের দয়া ও গাম্ভীর্য্যের সহিত ব্যবহার করা উচিত। যখন সংশোধন করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তখন অবিনয়ী বালককে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করাই বিধেয়।

অসন্তুষ্ট 'খিট-খি[illegible] স্বভাব

পিতামাতার অতিরিক্ত আদর হইতে এই দোষ উৎপন্ন হয়। আকাঙ্ক্ষা কোন প্রকারে নিরুদ্ধ হইলে কিম্বা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটিলে শিশুদিগের মন শোকে অভিভূত হয়। ক্রমশঃ তাহারা নিজের অদৃষ্টের উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে ও "খিট্‌খিটে" স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

এই দোষের প্রতীকার

খিট্‌খিটে বা খুঁতখুঁতে স্বভাব দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার প্রতীকার করিতে হইলে বালকদিগকে পরস্পরের সহিত খেলা করিতে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ঘটনা ও নৈরাশ্য সহ্য করিতে সমর্থ হয়। বালকদিগের সহিষ্ণুতাগুণ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য বালকের সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ধৈর্য্যহীন বালকদিগকে ধৈর্য্যশীলতা অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বালকদিগের যদি প্রকৃত বিপদ ঘটে তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্তু সামান্য বা কাল্পনিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে লক্ষ্য না করাই উচিত। অন্যান্য বালকের সংসর্গ এবং শিক্ষকের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকের দুর্ব্বলচিত্ত সবল হইয়া উঠে।

উৎপাত বা দৌরাত্ম্য

শারীরিক স্ফূর্ত্তির আত্যন্তিকতা, অত্যধিক কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তা ও প্রশংসা-প্রিয়তা হেতু বালকেরা সময়ে সময়ে উৎপাত করে। ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সদ্‌গুণ মিশ্রিত আছে। যেমন একগুঁয়ামি হইতে কখন কখন স্থির-প্রতিজ্ঞতার আভাস পাওয়া

যায় তদ্রূপ দৌরাত্ম্য দ্বারাও বালকদিগের অকপটতা ও কর্ম্ম-শীলতা লক্ষিত হয়। কখন কখন বালকেরা তাহাদিগের সহৃদয়তা-প্রযুক্তও উৎপাত করে। কিন্তু যখন তাহারা ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দৌরাত্ম্য করে, তখনই উহা অত্যন্ত দূষণীয় হইয়া পড়ে।

শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

পূর্ব্বে, ক্রুদ্ধ-প্রকৃতি বালক সম্বন্ধে যে সকল বিধান করা হইয়াছে তাহা এস্থলেও প্রযোজ্য। বালকদিগের দৌরাত্ম্যভাব কেবল দমন করিলে চলিবেনা,তাহার সাহায্য লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। বালকদিগের দৌরাত্ম্যপ্রবৃত্তি উন্মূলিত না করিয়া সুপথে চালিত করিতে হইবে। শিক্ষকের ক্রুদ্ধভাব দেখিলে বালকদিগের দৌরাত্ম্যভাব প্রশমিত হয়। বালকদিগের উচ্চ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাদিগের নীচ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে। শারীরিক দণ্ডদ্বারা বালকের দৌরাত্ম্য প্রবৃত্তির নিরোধ করিবার চেষ্টা বৃথা। বালকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, দৌরাত্ম্যদ্বারা তাহাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ হইবেনা। শিক্ষক স্থিরভাবে ও দৃঢ়চিত্তে কার্য্য করিবেন।

শিক্ষক বালকদিগের মানসিক উত্তেজনা প্রশমনের সময় দিবেন। পরে তাহাদিগের সহিত বিচার করিতে এবং তাহাদের উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। এসময়ে শিক্ষক যেন আর তাহাদিগকে ভৎর্সনা না করেন।

দুর্ব্বল ইচ্ছা-শক্তি

ক্ষীণ বুদ্ধি বালকদিগের ইচ্ছাশক্তিও প্রায় দুর্ব্বল হয়। তাহারা শৃঙ্খলার সহিত অর্থাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যসঙ্গতি রাখিয়া চিন্তা করিতে অসমর্থ। যাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল তাহারা প্রায় অলস হয়। তাহারা মনের ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে না বলিয়া এক বিষয়ে একভাবে অধিকক্ষণ মনঃ-সংযোগ দিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ। কল্পনা-শক্তি দুর্ব্বল হইলে ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল হয়। কল্পনাশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আত্মসম্মান-বোধ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য শারীরিক দণ্ডবিধান প্রায়ই নিষ্ফল হয়।

শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়করা শিক্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহাদিগের সুশৃঙ্খল ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। তাহা-

দিগের অভিনিবেশ ও কল্পনাশক্তি পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। যাহাতে ক্ষীণবুদ্ধি বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি ভারগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিধেয়; এবং যতদিন তাহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদ্রেক না হয় এবং তাহারা নিরালম্ব ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ না হয় ততদিন তাহাদিগের কার্য্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। Kindergarten কার্য্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হস্তশিল্প (manual Training) এ বিষয়ে একটী প্রধান সহায়। বালকদিগের যে পরিমাণে বুদ্ধি আছে হস্তশিল্পের দ্বারা তাহার উন্মেষ হয়। হস্তশিল্প স্থূল-বিষয়ক ও চিত্তাকর্ষক। হস্তশিল্পের দ্বারা বালক দিগের সহিষ্ণুতার অনুশীলন হয়—বালকেরা অমনোযোগী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে প্রকাশ পায়। প্রথমে বালকদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত, পরে তাহাদিগকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

হস্তশিল্প ও ইচ্ছা-শক্তি

বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালী এ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে বালকেরা এ বিষয়ে সাহায্য পায়। দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবার অবসর দেওয়া অকর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ে শাসন

বালকদিগের উচ্চতর প্রবৃত্তির উন্মেষের সুযোগ দেওয়া উচিত। Drawing, সাহিত্য, গীতবাদ্য ও সুন্দরচিত্র এ বিষয়ে বিশেষ অনুকূল। শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ স্বরূপ হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—(০)—

অভ্যাস। (Habit.)

অভ্যাস কাহাকে বলে?

কোন একটী বিশেষ অবস্থায় একই প্রকার চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার বা কার্য্য করিবার প্রবণতাকে অভ্যাস বলে। কোন বিষয় অভ্যস্ত হইলে তাহা আর ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা করেনা। ইহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নিয়ম। অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের স্নায়বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। অভ্যাস সুদৃঢ় করিতে হইলে ক্রিয়া ও উদ্দীপকের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। পৌনঃ-পুন্য অপেক্ষা নিয়মানুবর্ত্তিতা অধিকতর প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠানেরই অধিক প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ঘড়িতে চাবি দিবার জন্য কোন এক সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে সে প্রায় ঘড়িতে চাবি দিতে বিস্মৃত হয় না; যখন তখন, চাবি দিলে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেও পারে।

অভ্যাসগত ও সংস্কারানুগত ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ।

অভ্যাস, চেষ্টালব্ধ; সংস্কার, স্বভাবজাত। অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অভ্যাসের মনোবিজ্ঞান সম্মত নিয়ম।

প্রথম—অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা বিশেষ আবশ্যক। অভ্যাস যতই স্থির হইয়া আসে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য ততই কমিয়া যায়। অভ্যাস সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে প্রকৃত-পক্ষে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য থাকে না। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানগুলি সুব্যবস্থাপিত এবং বহুবিধরূপে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলে চিন্তা-সংহতি বিস্তৃতি লাভ করে। স্নায়ু-মণ্ডলের নমনশীলতা অভ্যাস সাধনের একটী সহায়। সেইজন্য শৈশবাবস্থা অভ্যাসের উপযুক্ত সময়।

অভ্যাসের উপকারিতা।

শিশুদিগের পরিপুষ্টি সাধনে শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অভ্যাসের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক কার্য্যে সৌকর্য্য সাধিত হয়। অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সহজ হইয়া পড়ে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক ব্যয় কমিয়া যায়। ইহাতে মন বিশ্রাম পায় এবং

বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইতে সমর্থ হয়; অত্যধিক ও অনাবশ্যক অঙ্গ-পরিচালনা সংযমিত হয় এবং কল্পনাশক্তিরও অপব্যবহার হয় না।

অভ্যাসের উপকারিতা।

অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধিরও বিশেষরূপে পরিপুষ্টি সাধিত হয়। মনঃসংযোগ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা অনায়াসে নিষ্পন্ন হয়; আমাদিগের স্মৃতিশক্তিও অনেক উন্নতি লাভ করে। ইহা বিচার শক্তিরও সহায়তা করে, কারণ অভ্যাসের দ্বারাই আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ, শিক্ষাকার্য্যে অভ্যাসের অনেক উপকারিতা আছে; যেহেতু শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কতকগুলি উপযোগী অভ্যাস আয়ত্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অভ্যাসের উন্নতি দেখিয়া সভ্যতার মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। সদভ্যাস, সুনিয়মের ন্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অভ্যাসের অপকারিতা

অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য্য সহজ হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস-দোষেই আমরা নূতন অবস্থায় পড়িলে প্রায়শঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই। ইচ্ছাশক্তি ও অনুভবশক্তি অভ্যাস-বশতঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং অভ্যাসের সম্পূর্ণ অধীন হইলে

উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া আসে। মনের দৃঢ়তা ও স্থিরতা আবশ্যক কিন্তু তৎসঙ্গে নবীনতা, অর্থাৎ,— নূতন অবস্থায় পড়িলে তদুপযুক্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রয়োজনীয়। অভ্যাসের দাস না হইয়া তাহার উপর প্রভু হওয়াই কর্ত্তব্য।

অভ্যাস ও চরিত্র।

অভ্যাস, কার্য্য এবং চরিত্রের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। কর্ম্ম ব্যতিরেকে অভ্যাস হইতে পারে না এবং অভ্যাস দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। অনেকে বলেন চরিত্র আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি। আমাদিগের কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার বা প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিগুলিকে সুপথে পরিচালিত ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। বালকদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতার সাহায্যে ইহা সাধিত হয়। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন ইচ্ছা ও সংস্কারের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ও অভ্যাসের সাহায্যে, আমাদিগের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। অভ্যাস গঠনের সময় বালকদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগের সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে

বিশেষ পথ অবলম্বন করিলে অধিক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে না হয় এবং শীঘ্র উন্নতির সম্ভাবনা থাকে শিক্ষকের সেই পথে যাওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে অভ্যাস গঠিত হইতে পারে?

সুপ্রণালী, অভ্যাসের বিশেষ সাহায্যকরী। সুপ্রণালীও অভ্যাসানুকূল বিধানের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত। বালকদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি অভ্যাসের বিশেষ সহায়। বিদ্যালয়ে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সদভ্যাসের অনুশীলন করিবার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। অভ্যাসের প্রথমাবস্থা বিরক্তি কর। সেই জন্য উদাহরণ ও শিক্ষকের নিজের আদর্শচরিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। হীনাবস্থ ও দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত এবং সকলের সহিত অকপট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় এ প্রকার কার্য্য আরম্ভ করা উচিত যেন বিফল-প্রযত্ন হইতে না হয়। যদি আবশ্যক হয় উপযুক্ত ভাবে অভ্যাস করিবার জন্য অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা করা উচিত। সুযোগ আপনা হইতে আসিলেই ভাল। কৃত্রিম সুযোগ অপেক্ষা স্বয়ং-উপস্থিত সুযোগ অধিকতর ফলপ্রদ।

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে অভ্যাস গঠিত হইতে পারে?

কেবল পৌনঃ-পুন্যের দ্বারা অভ্যাস স্থির হইবে না। পৌনঃ-পুন্যের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। যে চিন্তা-সংহতির সংস্কার মনে নিহিত হইয়াছে তাহা যেন কোন প্রকারে সঙ্ঘচ্যুত না হয়। বালকদিগের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ও দৈহিক ধাতুর উপর অভ্যাসের সৌকর্য্য নির্ভর করে। অতএব বালকদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা করা উচিত। অভ্যাস সহজে হয় না। প্রথমাবস্থায় ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রোঃ জেমস্ অভ্যাস গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অভ্যাস গঠনে প্রোঃ জেমসের অনুশাসন।

তীব্র প্রেরণা।

১ম—স্থির-প্রতিজ্ঞ-কার্য্যারম্ভ। অভ্যাসের সূত্রপাতের সময় স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব অভ্যাসানুকূল যাবতীয় অবস্থার সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রকাশ্য স্থানে অভ্যসনীয় কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত।

ব্যতিক্রমের অভাব।

২য়—অভ্যাসে যেন কোন প্রকার ব্যতিক্রম না ঘটে। যতদিন অভ্যাস সুদৃঢ় না হয় ততদিন এমন কোন কার্য্য করা উচিত নহে যাহাতে অভ্যাস ভঙ্গ

হইবার সম্ভাবনা থাকে। একবার পদস্খলন হইলে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

সুযোগের প্রতীক্ষা।

৩য়—যে সকল সুযোগ বা অনুকূল মানসিক অবস্থা কোন বিশেষ অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে, উপস্থিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহায়তা লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ অভ্যাসানুযায়ী কার্য্য করিবার সুযোগ কখনই উপেক্ষা করা উচিত নহে।

কার্য্য।

৪র্থ—নিরবছিন্ন উপদেশ অপেক্ষা কার্য্য অধিক ফলপ্রদ। অভ্যাস সম্বন্ধে ক্রিয়া-বিবিক্ত উপদেশাবলী নিষ্ফল ও বিরক্তি জনক।

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে কতকগুলি সদভ্যাস-গঠনের সহায়তা করিতে পারা যায় ?

অধ্যবসায়।

অধ্যবসায়, অভ্যাস-সাধনের উপর নির্ভর করে। সুব্যবস্থা, শ্রেণীবিভাগকরণ, Time table ও বালকের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির সাহায্যে অধ্যবসায়ের অনুশীলন হয়। স্বাস্থ্য এবং সুফললাভের জন্য অভ্যাস-সাধনে সাময়িক বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য-কার্য্য হৃদয় গ্রাহী হইলে অধ্যবসায়ের বিশেষ

অধ্যবসায়। সহায়তা হয়। শিক্ষকের নিজের আদর্শ এবং ছাত্রের ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি অধিক প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত উপায়ের দ্বারা যখন কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তখন বালকদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য শাসনের প্রয়োজন। কর্ম্ম-শৈথিল্য অনধ্যবসায় নহে; বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য-সাধনের নাম অনধ্যবসায়। অভ্যাসের দ্বারা এই দোষ নিবারিত হইতে পারে। বয়স্থ বালক-দিগকে অধ্যবসায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারা যায়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে এ প্রকার উপদেশ দ্বারা কোন ফল দর্শে না। চিত্তাকর্ষকগুণের দ্বারাই ইহাদিগকে অধ্যবসায়ী করিতে হইবে।

অলসতা শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হইতে পারে; এ অবস্থায় শ্রমের লাঘব করাই কর্ত্তব্য। বালকদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষকের অমনোযোগিতা, অলসতার একটী প্রধান কারণ। শিশু প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে অধ্যবসায়ের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।	তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা।
১ম। চালাক ও পরিশ্রমী—ইহারা নিপুণ, শিখিতে ইচ্ছুক এবং বশ্য।	১ম। ইহাদের জন্য কেবল উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র আবশ্যক। তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার আবশ্যকতা হয় না বরং তাহাদিগের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয়।
২য়। মন্দগতি কিন্তু বশ্য। ইহারা ধীরগতি হইলেও অর্থবোধে সমর্থ।	২য়। ইহাদিগকে উত্তেজিত করিবার আবশ্যকতা হয়। ইহাদের সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিষ্ণুতার প্রয়োজন।
৩য়। অধ্যয়নশীল কিন্তু একগুঁয়ে।	৩য়। এই সকল বালকদিগের সহিত ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইহারা সুপরিচালিত হইলে ভবিষ্যতে সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করে।
৪র্থ। মন্দবুদ্ধি কিন্তু পরিশ্রমী।	৪র্থ। ইহাদের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের মানসিক ক্ষমতা বুঝিয়া তদনুযায়ী ভার ন্যস্ত করা উচিত। তাহারা গন্তব্য-স্থানে বিলম্বে পঁহুছিতে পারে বটে কিন্তু ইহারা শ্রমসহিষ্ণু।

৫ম। স্থূলবুদ্ধি ও অলস। ইহাদের সহিত ব্যবহার অতি বিরক্তিকর। শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত অলস ভাব জন্মে।	৫ম। ইহাদের সম্বন্ধে কৌশল ও সহিষ্ণুতার সহিত ব্যবহার আবশ্যক। তাহাদিগের অলসতা দূর করিবার জন্য, তাহারা যাহাতে আকৃষ্ট হয় তদ্বিষয়ের ও ক্রীড়ার সাহায্যে তাহাদিগের মনে কার্য্যানুরাগ ও অভ্যাস জাগরিত করা কর্ত্তব্য।
৬ষ্ঠ। স্থূলবুদ্ধি অথচ অবাধ্য। ইহারা শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।	৬ষ্ঠ। যদি তাহাদের উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের জন্য বিশেষ চেষ্টা অনাবশ্যক। সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।
৭ম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু অলস।	৭ম। শ্রেণী বিভাগের দোষে কখন কখন বালকদিগের ঈদৃশী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকের সর্ব্বতোভাবে অলস হওয়া অসম্ভব। তাহাদের কোন না কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকাই সম্ভব। যদি শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে দৈহিক উন্নতির সহিত এই দোষের নিরাকরণ হইতে পারে। তাহা হইলে ৫ম প্রকারের বালকের পক্ষে যে ব্যবস্থা ইহাদের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মানসিক অবস্থার উপরও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। স্পেনসার বলেন—যে ব্যক্তি অপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে তাহার মন পাপকার্য্যে শীঘ্র লিপ্ত হইতে পারে। পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আমাদিগের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা, আত্মসম্মান ও সুরুচি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পরিচ্ছন্নতা।

গৃহের সাধারণ অবস্থা পরিচ্ছন্ন হইলে বিদ্যালয়ে এইগুলি শিখাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিজে পরিচ্ছন্ন থাকিবেন এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। বালকদিগের যেন সম্পূর্ণ ধারণা থাকে যে, অপরিচ্ছন্নতা কখনই অনুমোদিত হইবে না। ক্রমশঃ পরিচ্ছন্নতাজনিত আরাম উপলব্ধি হইলে বালকেরা স্বয়ংই পরিচ্ছন্ন থাকিবে। বালকের চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যগুলি পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয় সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। শিক্ষক নিজেই ইহার আদর্শ দেখাইবেন। কোন বালককে অপরিচ্ছন্ন দেখিলে তাহাকে সর্ব্ব-সমক্ষে উপহাস করা অনুচিত। কারণ, তাহাতে তাহাকে মনঃপীড়া দেওয়া হয়। তাহাকে একান্তে ডাকিয়া

পরিচ্ছন্নতা।

উপদেশ দিলে অধিকতর সুফল হইতে পারে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত, সমধিক ফলদায়ক।

শিষ্টাচার।

শিষ্টাচারের দ্বারা আমরা লোককে শীঘ্র সন্তুষ্ট করিতে পারি। শিষ্টাচার মানসিক সদ্ভাবের বাহ্য পরিচ্ছদ স্বরূপ। সদ্ভাবের অভ্যাস করা অত্যন্ত আবশ্যক। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা শিষ্টাচারের বিশেষ সহায়তা করে।

সত্যপরায়ণতা ও সাধুতা।

অসত্য-পরায়ণতার ৪টী কারণ—

১ম—ভীরুতা—দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য।

২য়—স্বার্থপরতা—স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, বাধা অতিক্রম করিবার জন্য ও প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত।

৩য়—অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি—অতিরঞ্জিত করিবার ইচ্ছা, ইহা হইতে উৎপন্ন হয়।

৪র্থ—ঈর্ষা—ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য বশতঃ লোকে অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলে।

সত্যপরায়ণতা অনুশীলন করিবার প্রয়োজন।

১ম—সত্যপরায়ণতা, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

২য়—মিথ্যা, কোন অবস্থায়ই সমর্থন যোগ্য নহে।

কোন্ উপায়ে সত্যপরায়ণতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়?

১ম—আদর্শশিক্ষক নিজের উদাহরণ দ্বারা তাঁহার উপদেশ গুলির প্রয়োগ দেখাইবেন।

২য়—কোন বালক কি অভিপ্রায়ে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা আবশ্যক। মিথ্যাকথন মানবের সাধারণ বৃত্তি নহে। কেবল সার্থ-সিদ্ধির জন্য লোকে মিথ্যা কথা বলে। অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে প্রতীকার দুরূহ নহে।

৩য়—বিদ্যালয়ের শাসন বিরক্তিকর বা উত্তেজক হওয়া উচিত নহে। শিথিল শাসন-প্রণালী ও অযথাযথ তত্ত্বাবধান বশতঃ অসাধুতার আবির্ভাব ও প্রতারণার সুযোগ হয়। অত্যন্ত কঠোর শাসনের দ্বারাও এই দোষ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়।

শিক্ষকের ব্যবহার।

বালকদিগের প্রতি সন্দেহ, তাহাদিগকে জানিতে দেওয়া উচিত নয়। সন্দেহ প্রকাশ করিলেই যে, দোষী বালক নিজের দোষ সংশোধনের জন্য যত্নবান্ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; বরং,

পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতা ও ধূর্ত্ততাসহকারে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সচেষ্ট হইবে।

কোন বালক মিথ্যা কথা বলিলে শিক্ষক প্রথমতঃ বিস্ময়, পরে দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। কখন কখন সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা এই সকল দোষের প্রতীকার করা যাইতে পারে। বালকেরা অত্যধিক কল্পনাশক্তিবশতঃ অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে ভালবাসে। প্রথম হইতেই যদি এই প্রবৃত্তির দমন করা যায় তাহা হইলে এ দোষের প্রতিবিধান করা হয়।

কল্পনাশক্তি সংযত করা কর্ত্তব্য।

কল্পনাশক্তি সংযত করা কর্ত্তব্য। কারণ অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত অনেক সময়ে বর্ণনা অপ্রকৃত হইয়া পড়ে। পদার্থপাঠ দ্বারা অতিরঞ্জিত করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারা যায়। যে উপায় দ্বারা আমরা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযথ বর্ণনা করিতে পারি, তাহা উল্লিখিত দোষ নিবারণে সমর্থ।

আত্ম-সম্মানের উদ্রেক।

লজ্জাপ্রবৃত্তি জাগরিত করিলে, আত্মসম্মান উদ্রিক্ত হয়। বালকেরা যাহাতে সত্য বলিবার

অভ্যাস করে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিস্ময় প্রকাশের ও উপদেশের দ্বারা যদি এই দোষ সংশোধিত না হয় তাহা হইলে শিক্ষক মৃদুভাবে ভৎর্সনা করিবেন এবং তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন। সেই বালকের উপর হইতে বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবেন এবং যতদিন সে সদাচরণ দ্বারা অকপট অনুতাপ সপ্রমাণ না করে ততদিন তাহার সহিত বিশ্বস্তভাবে ব্যবহার করিবেন না।

কিন্তু তৎসঙ্গে তাহাকে চরিত্র সংশোধন করিতে উৎসাহিত করিবেন ও সাহস দিবেন। যদি দোষী বালকেরা তাহাদিগের দোষ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করিবেন। অপরাধ-স্বীকার, চরিত্র সংশোধনের প্রথম নিদর্শন হইতে পারে।

নৈতিক-যুক্তি কাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য ?

বয়স্থ বালকদিগের সম্বন্ধে নৈতিক শিক্ষা।

বয়ঃক্রমানুসারে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বয়স্থ বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি ও বুভুৎসার বিকাশ হইয়াছে বলিয়া নৈতিক শিক্ষা তাহাদের পক্ষে

উপযোগী। বয়স্থ বালকেরা মিথ্যা কথার অশুভ ফল উপলব্ধি করিতে সমর্থ। বিদ্যালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া উচিত যেন বালকেরা বুঝিতে পারে যে, সাধুতাই সুকৌশল।

অল্প বয়স্ক বালকদিগের পক্ষে নৈতিক শিক্ষা।

অল্প বয়স্ক বালকেরা প্রবল কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত কখন কখন অসত্য কথা ব্যবহার করে। তাহাদিগের অসত্যাচরণ কিয়ৎ পরিমাণে ক্রীড়াস্বভাব এবং কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-প্রতারণা জনিত। তাহারা যাহা চিন্তা করে তাহার বাস্তব ভাব দেখিতে চায়। তাহাদের এতদূর অভিজ্ঞতা হয় নাই যাহাতে তাহারা সত্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে। জিন্ পল বলেন, "বালকেরা প্রথম ৫ বৎসর পর্য্যন্ত মিথ্যাও বলে না সত্যও বলে না।" এযাবৎ কেবল তাহাদের বাক্শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহাদের বাক্য কেবল তাহাদের মানসিক শক্তির প্রকাশক। তাহারা কেবল "হাঁ" কিম্বা "না" শব্দ উচ্চারণ করিতে জানে। তাহারা তখনও শব্দের ব্যবহার শিখে নাই। সেই জন্য কখন কখন বোধ হয় যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। তাহারা কথা কহিতে নূতন শিখিয়াছে এবং সেই শক্তির ব্যবহার

করিতে আনন্দ অনুভব করে। অনেক সময়ে তাহারা নিরর্থক বাক্য ব্যবহার করে।

অসত্যকথনের প্রতীকার

অতএব, শিশুরা মিথ্যা কথা কেন বলিতেছে তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শিশুরা কখন কখন বয়স্থ বালকদিগের ন্যায় দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অথবা কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলে। এ অবস্থায় বয়স্থ বালকদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাদিগের সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ; কারণ, উভয়েরই "প্রেরণা" এক। কিন্তু তাহাদিগকে যে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে তাহা যেন দুর্ব্বোধ না হয়। তাহাদিগের প্রতি শাসন মৃদু হওয়া উচিত। তাহারা কৌতুকের জন্যও কখন কখন মিথ্যা কথা বলে। শিশুদিগের সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ স্থূল উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিশেষ বিশেষ অবস্থা

অপ্রতিপন্ন মিথ্যাচরণ

এমন হইতে পারে কোন বালকের মিথ্যা আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষকের কোন সংশয় নাই কিন্তু তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। এবংবিধ অবস্থায় শিক্ষকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষম সমস্যার বিষয়। এ অবস্থায় যে কোন বিধান করা যাউক

১ম, অপ্রতিপন্ন মিথ্যাচরণ

না কেন, তাহা সন্দেহ-সংস্পর্শ-শূন্য হইতে পারে না। কিন্তু সন্দেহের উপর কার্য্য করা আপত্তিকর। অপর পক্ষে দোষী বলিয়া ধারণা হইলে দোষ সংশোধনের চেষ্টা না করাও বিপত্তিজনক। কারণ, দোষী বালক চাতুর্য্য দ্বারা সিদ্ধমনোরথ হইলে তাহার বিবেক জ্ঞান একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এ অবস্থায় কোন বিধান করিবার পূর্ব্বে শিক্ষক অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের সারবত্তা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। যদি প্রমাণ সন্তোষজনক না হয়, সেই বালকের কার্য্যকলাপ অতি সাবধানে নিরীক্ষণ করিবেন। দ্বিতীয়বার মিথ্যা কথা বলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার সন্দেহ প্রদর্শন করিবেন না। এ অবস্থায় যদি কোন অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে মিথ্যাকথা বলা কত নীচতাসূচক তাহা বুঝাইয়া দিবেন এবং যাহাতে বালকেরা মিথ্যা কথা বলার প্রতিফল অনুভব করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, মিথ্যা বলা লজ্জার কথা; পক্ষান্তরে, দোষ স্বীকার করা প্রশংসারই বিষয়। যদি কোন বালকের দোষ

সম্বন্ধে শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে তাহা হইলে তদনুযায়ী বিধান করিতে কোন বাধা নাই ; কারণ, প্রকৃত দোষী ব্যক্তি তাহাতে দুঃখিত হইবে না। দোষ করিলে যে তাহার অশুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্ম-পুস্তক, ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ হইতে মিথ্যা-কথার বিষময় ফল উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়া দিবেন।

২য় "কপি" করা

মিথ্যা আচরণ সংক্রামক। একের মিথ্যা আচরণ দেখিয়া অনেকে সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিদ্যালয়ের অন্যান্য মিথ্যাচরণের মধ্যে "নকল করা" (Copying) সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ ভাবে প্রচলিত। অন্যান্য প্রকার মিথ্যাচরণ, যেমন, অন্যের দ্বারা রচনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বকৃত বলিয়া শিক্ষককে প্রতারণা করা, কিম্বা সামান্য চৌর্য্যবৃত্তি, অথবা কার্য্য করিবার ভাণ করা প্রভৃতি দোষ সর্ব্ব-সাধারণ নয়। কিন্তু "কপি" করা সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বশ্রেণীর বালকদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে এই দোষের প্রতীকার করা যাইতে পারে। ১ম—নকল করিবার কারণ অবধারণ করা। বালকেরা যদি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এই দোষ

"কপি" করা

করে তাহা হইলে সেই অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা আলস্য কিম্বা ঔদাস্য-জনিতও হইতে পারে; তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। যদি অমনোযোগিতা এই দোষের কারণ হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য শিক্ষকই দায়ী। শিক্ষক নিজের শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবেন। শারীরিক কিম্বা মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এই দোষ ঘটিলে শিক্ষকের সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি নৈতিক জ্ঞানের অভাবে এই দোষের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে তাহার তদনুযায়ী প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। শ্রমবিমুখ এবং অবিবেচক শিক্ষকেরা নিজের পরিশ্রম লাঘবের জন্য সুযোগ পাইলেই বালকদিগকে প্রশ্নের উত্তর লিখাইতে ভালবাসেন; ইহা ভ্রান্তিমূলক। এতদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না, বরং প্রতারণা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। বালকেরা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, শ্রেণীর মর্য্যাদা-রক্ষণের ভার তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করা উচিত। তাহাদিগের আত্মসম্মান জাগরিত

করিয়া শ্রেণীর মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রয়োজনানুসারে বালকদিগকে শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করিলে, "কপিইং" দোষ আপনা হইতেই তিরোহিত হয়।

৩য়, নিষ্ঠুরতা।

বালকদিগের ব্যবহারে অনেক সময় মনে হয় যে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু সকল সময় তাহারা কষ্ট দিবার জন্য কিম্বা দুঃখ দেখিয়া আনন্দানুভবের অভিলাষে এরূপ কার্য্য করে না। ঐ প্রকার কার্য্য করিবার অন্যান্য কারণ আছে।

ইহার কারণ।

১ম, কর্ত্তৃত্ব-প্রিয়তা।

বালকেরা স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রিয়তা প্রযুক্ত তাহাদিগের সহচরের এবং ইতর প্রাণী দিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা প্রযুক্তও তাহারা অন্যের সহিত নিষ্ঠুরাচরণ করে এবং তাহাদিগকে বিরক্ত করে। অন্য লোকে তাহাদিগের উপর যেরূপ কর্ত্তৃত্ব করে বালকেরাও তদ্রূপ নিজের ক্ষমতা দেখাইতে ইচ্ছা করে এবং তাহাতে বাধা পাইলে তাহারা কষ্ট দিতে কুন্ঠিত হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিলাষই ইহার মূল।

২য়, কৌতূহল।

বালকদিগের কৌতূহল প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা এবং সেইজন্য তাহাদিগকে কখন কখন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে দেখা যায়। তাহারা বুঝিতে

পারে না যে, তাহাদের ব্যবহারে অপরে কষ্ট পাইতেছে। বালকেরা যে পরস্পর কলহ করে, দুর্ব্বল বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, ইহা সমস্তই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

নিষ্ঠুরতার প্রতীকার।

নিষ্ঠুরতারূপ প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। প্রথমতঃ সদুদাহরণের দ্বারা উহার দমন আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির ও কর্ত্তৃত্বাভিলাষের অনুশীলন হয়। তাহাদিগের কৌতূহলবৃত্তি সুপথে নিয়োজিত করা উচিত। বস্তুপাঠ দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানতা দূরীভূত করিতে হইবে। সামাজিক ভাবগুলি জাগরিত করিতে হইবে। দয়া, কার্য্যে দেখাইতে হইবে; যাহারা অকস্মাৎ কোন একটী নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহারা সর্ব্বদাই নিষ্ঠুর কার্য্যে রত এই উভয়ের প্রতি স্বতন্ত্র ব্যবহার করিবে। নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সদুদ্দেশ্য ভিন্ন কোন পদার্থ নষ্ট করা অবৈধ। বিদ্যালয়ের শাসন কঠোর হওয়া উচিত নহে; সহানুভূতির সহিত সম্মিলিত থাকা বিধেয়।

বিদ্যালয়ে ক্রীড়ার সুব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ।

অভিভাবকদিগের সহযোগিতা, বালকদিগের চরিত্র সংশোধনে বিশেষ সহায়। অভিভাবকেরা বালকদিগের প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পান। শিশুদিগের চরিত্র সংশোধন করাই শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই উদ্দেশ্য। অতএব উভয়েরই সঙ্গে ও নির্ব্বিবাদে কার্য্য করা উচিত।

অভ্যাস ও স্মৃতিশক্তি।

অভ্যাস, স্বৈচ্ছিক ক্রিয়া সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তিস্থানীয়। অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনের সহিত স্মৃতিশক্তির যে সম্বন্ধ স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত অভ্যাসেরও সেই সম্বন্ধ।

কোন কার্য্য করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়। পুনরায় সেই প্রকার কার্য্য সাধনের সময় তজ্জাতীয় ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। যেমন স্মৃতিশক্তির সাহায্যে জ্ঞানার্জ্জনে কষ্টের লাঘব হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই প্রকার ইচ্ছার পুনঃ-পুনঃ বিনিয়োগ বশতঃ ইচ্ছশক্তি-প্রযুক্ত-চেষ্টা অভ্যাসের দ্বারা অনায়াস-সাধ্য হয়। অতএব এই অবস্থায় অভ্যাস ও স্মৃতির কার্য্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চরিত্র (Character)

"আদর্শ চরিত্র" গঠন, শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল শিক্ষার্থীরই কোন আদর্শ নিজের সম্মুখে রাখা উচিত। এবং সকলেরই সেই আদর্শ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতী-করণই অর্থাৎ,—আদর্শ-চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

আদর্শ কাহাকে বলে?

আদর্শ বলিলে কি বুঝায়? অনেকে বিবেচনা করেন, আদর্শ বলিলে কল্পনা-মূলক, অর্থাৎ—অবাস্তব ও সাধ্যাতীত কোন বিষয় মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার ধারণা ভ্রমাত্মক। আমাদের আদর্শগুলি বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। আদর্শ আয়ত্ত করিবার জন্য জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। জ্ঞান দ্বারা আদর্শ স্থিরীকৃত হয়। অনুভূতি বশতঃ সেই আদর্শ আয়ত্ত করিবার

বাসনা উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত হয়। আদর্শস্থানীয় চরিত্রগত-ব্যবহারেও এই ব্যাপার লক্ষিত হয়।

চরিত্রগত ব্যবহার-গঠনের উপাদান।

মনুষ্য সমাজেই চরিত্রগত-ব্যবহার (conduct) গঠিত হয়। অতএব চরিত্রগত-ব্যবহার গঠনে সমাজ একটী প্রধান উপাদান। চরিত্রগত-ব্যবহার ইচ্ছা-প্রণোদিত। চরিত্র গঠনে অভ্যাসের বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, যে কার্য্যের দ্বারা আমাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাই নির্ব্বাচিত হয়। ঐ প্রকার কার্য্য বার বার করিতে করিতে মনে এক প্রকার কার্য্য-সাধিকা প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর চিন্তার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আত্মচেষ্টা বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রাথমিক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চরিত্রগত কার্য্যে, যদ্রূপ ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইত এখন আর তদ্রূপ প্রয়োজন হয় না। কার্য্যনৈপুণ্য-বশতঃ,অভ্যাসের দ্বারা কতকগুলি উপাত্তবৃত্তি(Secondary impulses)উৎপন্ন হওয়ায় আমাদের আর"প্রেরণার"প্রয়োজনীয়তা থাকে না। চরিত্রগত ব্যবহারের

উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

চরিত্র গঠনের প্রণালী।

১ম—প্রাথমিক প্রবৃত্তি। কোন অবস্থা উপস্থিত হইলে সুখকর বা দুঃখকর অনুভূতি-বশতঃ কোন বিশেষভাবে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তিকে প্রাথমিক প্রবৃত্তি বলে। প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলি আসক্তিমূলক বা বিরক্তিসম্ভূত।

২য়—প্রেরণা। প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলির, উপস্থিত ও প্রত্যক্ষীভূত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ আছে। "প্রেরণার" কোন অনুপস্থিত ও অপ্রত্যক্ষীভূত আদর্শ ও অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকে। নানাজাতীয় প্রত্যক্ষীভূত ও অবস্থোপযোগী কার্য্য দ্বারা আদর্শ সংগঠিত হয়।

৩য়—অভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা "প্রেরণার" কার্য্য মন্দীভূত হইয়া আসে এবং ক্রমশঃ উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

৪র্থ—উপান্তবৃত্তি। অভ্যাস ও সৌকর্য্যের দ্বারা "প্রেরণার" কার্য্য বিলুপ্ত হইলে কতকগুলি উপান্ত-বৃত্তি(Secondary impulses) আমাদিগকে কার্য্যে পরিচালিত করে। কোন উপস্থিত অবস্থায় আমরা

ঐ সকল উপাত্তবৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হইয়া চরিত্রগত কার্য্য করি। তখন চিন্তার ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন থাকে না।

চরিত্র গঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্বৈচ্ছিক ব্যবহারের উপর চরিত্র-সংগঠন নির্ভর করে। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্যগুলি যেমন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে তৎসঙ্গে চরিত্রও গঠিত হইতে থাকে; এবং আমাদের নূতন নূতন প্রবৃত্তিগুলিও স্থিরতর হইয়া দাঁড়ায়। যে পরিমাণে চরিত্র গঠিত হইয়াছে তাহাই তখন আমাদের দৈনিক কার্য্যের ভিত্তি-স্বরূপ হইয়া উঠে এবং আমাদের সেই চরিত্র সংশোধিত ও সমুন্নত করিবার জন্য নূতন নূতন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য করিতে হয়। এই প্রকারে আমাদের চরিত্র উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত ও সমুন্নত হইতে থাকে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে নিয়মিত কার্য্য করা যায় তাহাকে চরিত্রগঠন কার্য্য বলে। চরিত্রগঠন-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবার সময় "প্রেরণার" প্রয়োজন হয়। কিন্তু অভ্যাসের সাহায্যে কার্য্যগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িলে প্রেরণার আর প্রয়োজন থাকে না। তখন প্রেরণা উপাত্তবৃত্তিতে পরিণত হয় এবং আমাদের চরিত্রগত কার্য্যগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পড়ে।

অতএব দেখা গেল যে, আমাদিগের স্বৈচ্ছিক ব্যবহারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত করিতে ও "প্রেরণা"কে উপান্তবৃত্তিতে পরিণত করিতে অভ্যাসের প্রভাব অপরিসীম। চরিত্র সংগঠনে অভ্যাসের কার্য্য-কারিতা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়।

"চরিত্রের" পরিভাষা।

"চরিত্রের" পরিভাষা বিবৃত করা দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেক মনুষ্যেরই বংশপরম্পরাগত এবং অভিজ্ঞতা-সম্ভূত কতকগুলি কার্য্য-সাধিকা প্রবৃত্তি আছে। এই সকল প্রবৃত্তি উপযোগী অবস্থায় স্বতঃই কার্য্যে অভিব্যক্ত হয়। যে সকল প্রবৃত্তি দ্বারা কোন বালক বালিকার প্রকৃতি অন্যান্য বালক বালিকা দিগের প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহারই অভিব্যক্তিকে "চরিত্র" বলে। বালকদিগের চরিত্র গঠন করিতে হইলে এবম্প্রকার কার্য্যসাধিকা প্রবৃত্তি তাহাদের মনে জন্মাইতে হইবে, যাহা আমরা অনুমোদন করিতে পারি।

স্বৈচ্ছিক কার্য্য কি প্রকারে চরিত্র গঠিত করে ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের অভ্যাসের ফলে চরিত্র (Charactĕr) গঠিত হয়। চরিত্রগত-কার্য্য বলিলে আমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল কার্য্য স্বৈচ্ছিকভাবে করিয়াছি তাহাই

বুঝিতে হইবে। ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়েই ব্যবহারিক-নীতি (practical maxims) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ঐ ব্যবহারিক নীতি, উচ্চতম নৈতিক-নীতির অধীন।

ব্যবহারিক নীতি (practical maxims)

আমাদিগের ব্যবহারিক নীতিগুলি বিবেচনা-প্রসূত। ব্যবহারিক নীতিগুলি প্রয়োগ করিতে করিতে আমাদের ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়। কারণ, ব্যবহারিক নীতির প্রভাব বশতঃ ইচ্ছা ক্রমশঃ তদনুসারিণী হইতে থাকে। আবার ব্যবহারিক নীতির মধ্যেও উচ্চাবচভাব আছে। উচ্চতম নীতিগুলি আমাদের মনে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করে। ব্যবহারিক নীতির সহিত ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমাদিগের মনের উচ্চতম ভাবগুলি বিচারকের কার্য্য করে। ইহার ফলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্য সম্বন্ধে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সমানীত হয়। অতএব চরিত্র বলিতে গেলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যসম্বন্ধে সামঞ্জস্য বুঝায়। এইরূপে আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্য-গুলি ব্যবহারিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং

ব্যবহারিক নীতিগুলিও মনের উচ্চতম বৃত্তিদ্বারা নিয়মিত হয়। আমাদিগের সঙ্কল্পগুলি সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে সম্যক্ ফলপ্রদ হয়। উল্লিখিত সামঞ্জস্য ও সমতা প্রযুক্ত অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে এবং অভ্যাসের সমষ্টিই চরিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

শিশু চরিত্র ও বয়স্থবালক চরিত্র।

প্রথমাবস্থায়, শিশুদিগের চরিত্র তাহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ বা বংশগত বৃত্তি সকলের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন "চরিত্র" স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। এইজন্য "চরিত্র" বলিতে গেলে সমবেত ইচ্ছাশক্তির সমভাবাপন্ন ও দৃঢ়ীভূত অবস্থা বুঝায়। ইচ্ছাশক্তিগুলি সমভাব বিশিষ্ট হইতে গেলে অভ্যাসের প্রয়োজন। বয়স্থ বালকদিগের 'চরিত্র' শব্দের অর্থে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ও স্বোপার্জ্জিত অভ্যাস, যে স্বোপার্জ্জিত অভ্যাস অধুনা তাহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই বুঝায়। কেহ কেহ সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাকে 'চরিত্র' বলেন।

গৃহ ও চরি

চরিত্র গঠনে যদি গৃহের প্রভাব অনুকূল হয় তাহা হইলে বিদ্যালয়ে তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য অনেক পরিমাণে লঘু হয়। গৃহে চরিত্র গঠনের সুযোগ না থাকিলেও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় অতি অল্প অসচ্চরিত্র বালক দেখা যায়, কারণ বালকেরা এত অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে যে, দূষণীয় প্রবৃত্তিগুলি তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিবার সময় পায় না। অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার অনেক উপকার আছে। শিশুদিগের হৃদয় তখন অত্যন্ত নমনশীল; যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখা যায় তাহা হইলে তাহাদিগের চরিত্র উত্তম-রূপে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি বালকদিগের চরিত্র নূতন ভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না, কেবল চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতে পারেন। বিদ্যালয়ে কেবল কতকগুলি সদভ্যাসের দ্বারা চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। গঠন কার্য্য বালকেরা নিজেই করিবে। সেইজন্য প্রত্যেক বালকের স্বাভাবিক প্রকৃতি কি তাহা শিক্ষকের জানিতে হইবে এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে হইবে। চরিত্র-গঠন

চরিত্র গঠ কার্য্যে শি' কের ক্ষম সীমাবদ্ধ

আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং কেবল শিক্ষাদান অপেক্ষা উহা অধিকতর কষ্টসাধ্য। শিক্ষক ও বালকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক বালকের প্রকৃতির সহিত পরিচয় বিশেষ আবশ্যাক; কারণ, শিশুদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিই তাহাদিগের চরিত্র। শিক্ষকের চরিত্র ও বিদ্যালয়ের শাসন, চরিত্র গঠনের অনুকূল হওয়া উচিত। শিক্ষক বালকদিগের মনে সদভ্যাসের অনুরাগ জন্মাইয়া দিবেন। সদ্‌গুণের শ্রেণী বিভাগ * করিবেন এবং তদনুরূপ শিক্ষা দিবেন এবং বালকদিগের প্রত্যেক কার্য্যের প্রেরণা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিবেন এবং ঐ উপদেশগুলি যাহাতে হৃদয়গ্রাহী ও কার্য্যসাধক হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ক্রীড়া-ক্ষেত্র, বালকদিগের চরিত্রের

বিদ্যালয়ে কি প্রকারে চরিত্র গঠিত হয়?

* যথা—১ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য,—উপাসনা ইত্যাদি।

২য়, অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য,—সাধুতা, সত্যতা, উপচিকীর্ষা

৩য়, নিজের প্রতি কর্ত্তব্য,—আত্মরক্ষা, বিমৃষ্যকারিতা, মিতাচার, পবিত্রতা ও সাহস।

৪র্থ, জীব জন্তুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য,—দয়া।

সহিত পরিচয়ের উপযুক্ত স্থান। বালকদিগের মানসিক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিক্ষকের মনে রাখা উচিত যে, বালকের চরিত্র গঠন করিতে হইলে তাহার সমগ্র মানসিক শক্তির সর্ব্বতোভাবে অনুশীলনের আবশ্যক।

চরিত্র ও অভ্যাস

অভ্যাসগুলিই চরিত্রের উপাদান। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অভ্যাস সাধন করিলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইহা আমাদিগের প্রবৃত্তিতে পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের একটী হিতানুসারিণী প্রবৃত্তি আছে, তাহা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যবহারিক নীতিদ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল ব্যবহারিক নীতির অনুসরণ করিতে করিতে অভ্যাস গঠিত হয়। অভ্যাস দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, এবং চরিত্র ব্যবহারে জানিতে পারা যায়। বিদ্যালয়ের "রুটিন" অভ্যাস-উৎপাদনের বিশেষ সহায়। "রুটিন" অনুসারে কার্য্য কর্ত্তব্যজ্ঞানেই সম্পাদিত হয়। এই প্রকারে অভ্যাসগত কার্য্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান নিহিত থাকে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ও শাসন, বালকদিগের অনুভব, জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্বন্ধীয় অভ্যাস গঠনে

সহায়তা করিতেছে এবং ইহারাই চরিত্রের উপাদান।

চরিত্র ও শাসন

চরিত্র-গঠনে সুশাসনের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কেবল ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, অন্যান্য উপাদানেরও প্রয়োজন। প্রভুত্বের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য চরিত্রগঠনে শাসনকে উচ্চস্থান দিতে পারা যায় না। কারণ "প্রভুত্ব" কঠোর হইলে শাসন-রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অতএব শাসন উদার ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়া উচিত। যাহাতে বালকদিগের ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন হয়, তাহার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বিদ্যালয়ের শাসন

প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়ের নিয়মগুলি পালন করিবার জন্য বালকদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। পরে তাহারা কর্ত্তব্যানুরোধেই তাহা পালন করিবে। এতৎ সম্বন্ধে যদি দণ্ড-বিধান করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা উচিত যেন তাহা দ্বারা চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে সহায়তা পাওয়া যায়। দণ্ড কখনও অত্যধিক কঠোর হওয়া উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে অপরাধীর অনুতাপ না হইয়া বরং ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে ; ইহাতে হিতাহিতজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে

দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে অবিচারের এবং অসদ্ভাবের সূত্রপাত হয়। বালকগণকে দমন করিয়া রাখিতে হইলে কৌশলের প্রয়োজন, ইহা সহজ-সাধ্য নহে। এতদপেক্ষা উৎসাহের সহিত সুপথে পরিচালিত করা অনায়াস-সাধ্য। প্রতিষেধক-বিধান, প্রতীকারের ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব অসদভিপ্রায়ের দমন করিতে হইলে সদভিপ্রায়ের উৎসাহ-প্রদান শ্রেয়স্কর। অবশেষে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দৃষ্টান্তই চরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদান। কারণ, অন্যের সাধুতাই আমাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করে।

ভাববৃত্তির সহিত চরিত্র-গঠনের সম্বন্ধ।

অনুভব-শক্তির অনুশীলন, চরিত্রগঠনে সবিশেষ সহায়তা করে। যে শাসনের সহিত সহানুভূতি ও ভালবাসা মিলিত আছে, তাহা অধিকতর ফলদায়ক এবং তৎসাহায্যে চরিত্র-গঠন সুসাধ্য।

ক্রীড়া ও চরিত্র

ক্রীড়াস্থলে শিক্ষক বালকদিগের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রকাশ করিতে সুযোগ পান, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি জানিতে পারেন। বালকেরা যখন স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করে, তখন তাহাদিগের প্রকৃতি স্বতই প্রকাশ পায়; বালক-

দিগের যে সকল অনুভূতি দমন করা উচিত ও যাহার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, শিক্ষক তাহা জানিতে পারেন এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হন।

চরিত্র গঠনের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ

চরিত্র গঠন বলিলে মনের যাবতীয় শক্তির অনুশীলন বুঝায়। অতএব বুদ্ধিরও উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে; ইহাতে মনঃসংযোগ ও চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযমও অভ্যস্ত হইবে। আত্মসংযম চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ। চরিত্রবান্ লোক ন্যায়পরায়ণ হয় এবং ন্যায়পর হইতে গেলে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। বস্তুতঃ সদ্গুণ মাত্রেরই অনুশীলনে বুদ্ধির প্রয়োজন। ধারণা স্থির এবং চিত্ত ব্যবস্থিত না হইলে চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। উল্লিখিত গুণগুলি বুদ্ধিসাপেক্ষ; অতএব জ্ঞান ও অনুভবের বিকাশ, চরিত্র-গঠনের সবিশেষ সহায়।

বুদ্ধি ও চরিত্র

বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা কি প্রকারে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা বিশদরূপে আলোচ্য। বুদ্ধি আছে বলিয়াই আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আমাদের কার্য্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারি। বিচার দ্বারা আমরা

কোন কোন অনুভূতি দমন করি এবং কোনটীর প্রশ্রয় দিয়া থাকি। বালকদিগের বিচার-শক্তি বৰ্দ্ধিত করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য; ইহা হইতে তাহাদিগের আত্মসংযম শিক্ষা হইবে ও ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপিত হইবে। বিদ্যালয়ের কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় চরিত্রগঠনে সবিশেষ সহায়। পদার্থপাঠ, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র সত্য-প্রিয়তার উৎকর্ষ-সাধনে বিশেষরূপ উপযোগী। ঐ সকল বিষয়, অতিরিক্ত কল্পনা-শক্তি-প্রযুক্ত বাস্তব বিষয় অতিরঞ্জিত করিবার ইচ্ছার দমন করে। ইতিহাস-পাঠ দ্বারা আমাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ও ধৰ্ম্মপুস্তক পাঠ দ্বারা আমাদিগের ধৰ্ম্মজ্ঞান লাভ হয়।

চরিত্রের সহিত ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ

"সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত ইচ্ছাশক্তিরই অপর নাম চরিত্র।" অনেক অল্পবয়স্ক ও দুর্ব্বলচিত্ত বালকের প্রবৃত্তি, বাসনার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাদের প্রবৃত্তি কার্য্যে পরিণত হইবার সুযোগ পায় না। অনেক গুলি প্রবৃত্তি একসঙ্গে তাহাদিগের মনকে উদ্বেল করে, এবং পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা সকলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই প্রকার মানসিক নিষ্ক্রিয়াবস্থা যত্ন করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। ইহাতে প্রভূত চেষ্টার আবশ্যকতা

হইতে পারে, কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়াবস্থা একবার অতিক্রম করিতে পারিলে পরবর্ত্তী চেষ্টাগুলি তত কষ্টকর হয় না, এবং তখন বালকেরা আত্ম-নির্ভরসহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থত্যাগ প্রথমাবস্থায় কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রাধান্যলাভ করিলে সে কষ্ট দূরীভূত হয়। এই প্রকারে বালকেরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নিজ চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হয়।

প্রেরণা ও অভিসন্ধি (motive and intention)

প্রেরণা-জনিত উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ক ব্যাপারের নাম অভিসন্ধি। মনে কর, শিক্ষক বালকের চরিত্র-গঠনের উদ্দেশ্যে দণ্ড-প্রদানের অভিসন্ধি করিতেছেন। বালক এই দণ্ড-জনিত কষ্ট অনুভব করিতেছে। এস্থলে চরিত্র-গঠন "প্রেরণা"ও দণ্ডপ্রদান "অভিসন্ধি" উভয়ই বালকের ক্লেশানুভবের কারণ। কিন্তু চরিত্র-গঠনই অন্তিম অর্থাৎ মুখ্য কারণ। প্রেরণা দ্বারাই আমাদের ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তীকৃত ও পরিপুষ্ট ইচ্ছাকে চরিত্র বলা যায়; এক্ষণে দেখা গেল যে, প্রেরণাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি চালিত হয়। অতএব প্রেরণাই আমাদিগের বিচার্য্য। আমাদিগের প্রেরণা বহুবিধ হইতে পারে। তবে, যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী,

ইচ্ছাশক্তি তাহারই অনুসরণ করে। লক্ সাহেব বলেন, যাহা আপাততঃ ইষ্টসাধক, সেই উদ্দেশ্যই বলবত্তম। সন্নিহিত ও দূরবর্ত্তী লক্ষ্যের মধ্যে প্রায়শঃ বিরোধ থাকে, এবং তন্মধ্যে সন্নিহিত লক্ষ্যই প্রায় জয়লাভ করে। অতএব দূরস্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি বিজয়লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় সঙ্কল্প দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

বাল্যাবস্থার প্রেরণা

বাল্যাবস্থার "প্রেরণা" কি, তাহা বুঝিতে হইলে বালকদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর বালকদিগের মনের অবস্থা নির্ভর করে। অতএব বালকদিগের প্রকৃতি, মনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, সেই সকলের লক্ষণ ও তদুপযোগী বিধান জানা শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

চরিত্রগঠন ব্যাপারে অবস্থোপযোগী প্রেরণার নির্দ্ধারণ আবশ্যক

কীদৃশী প্রেরণা কোন্ অবস্থার অনুকূল, তাহা বিবেচনা করিয়া বিচক্ষণ শিক্ষক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। সামাজিক সঙ্কল্প সম্বন্ধে তাঁহার বিচক্ষণতা সবিশেষ আবশ্যক। কারণ, বালকদিগের পরার্থপর সঙ্কল্পের প্রসার অধিক নহে। স্বার্থপর সঙ্কল্পগুলিরই প্রভাব অধিক। যাহাতে বালকদিগের স্বার্থপর সঙ্কল্পগুলি তিরোহিত ও পরার্থপর সঙ্কল্পগুলি

প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার চেষ্টা করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। কারণ, পরার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থপর-বৃত্তি-পরতন্ত্র কার্য্য আয়াসসাধ্য। কিন্তু কখন কখন স্বার্থপর বৃত্তির সাহায্যে পরার্থপর বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়। সাধুতাকেই স্বার্থসিদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া বালকেরা ক্রমশঃ সৎকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব প্রেরণা-নির্ণয় সতর্ক ভাবে করিতে হইবে। বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণা কার্য্যকরী। বয়সের ও অবস্থার ভিন্নতা প্রযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ ও কর্ত্তব্য লক্ষিত হয় এবং তদনুযায়ী প্রেরণাও বিভিন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে বয়ঃক্রমের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রেরণার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে ;—

প্রেরণার নির্দ্ধারণ

শৈশবাবস্থোপযোগী প্রেরণা

শিক্ষক এই অবস্থায় ঐ সকল উদ্দেশ্য মনোনীত করিবেন, যে গুলির প্রভাব শিশুরা সহজেই অনুভব করিতে পারে। নিঃস্বার্থ ও উদার লক্ষ্যগুলি শিশুরা ধারণা করিতে পারে না; তাহাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান অল্প, সুতরাং নিম্ন-শ্রেণীর প্রেরণাগুলির সহায়তা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে। শিশুদিগের

হিতাহিত জ্ঞান পরিস্ফুট না থাকায় তাহাদের কতিপয় সঙ্কল্পের অনুশীলন ও কতিপয়ের প্রতিষেধ কর্ত্তব্য। শিক্ষক বালকদিগকে ধর্ম্মশীল না করিতে পারিলেও অন্ততঃ তাহাদিগকে নির্দ্দোষ-চরিত্র করিতে পারেন। তাহাদিগকে অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে, এবং তাহাদিগের চরিত্রগঠনানুকূল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিতে পারেন। তিনি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির প্রতিপালন করিতে, তাহাদিগের প্রকৃতি বশে রাখিতে এবং মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে শিক্ষা দিতে পারেন। "মাতাপিতার সম্মান করা বালকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য", এই মূল-সূত্র অবলম্বন করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য-পালনে বালকদিগকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহাদিগের অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী অবস্থা, ভালবাসা, দয়া ও আশ্রয়-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপ উপযোগী। এই সকল বৃত্তি চরিত্র-গঠনে ক্রমশঃ বিশেষ সহায় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কার্য্যপ্রিয়তা, ঈষদ্ভয়, কর্ম্মফলের শাসন, কৌতূহল, পারিতোষিক, দণ্ড, প্রতিযোগিতা, প্রশংসাপ্রিয়তা ও কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রেরণার

শৈশবাবস্থোপযোগী প্রেরণা

সাহায্যে শিক্ষক শিশুদিগের চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন।

বাল্যাবস্থার প্রেরণা

পূর্ব্বাবস্থার অনেকগুলি প্রেরণা বাল্যেও কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অধিকন্তু বাল্যাবস্থার প্রেরণা প্রযুক্ত আত্মাভিমান ও কর্ত্তৃত্বাভিলাষ, যশোলিপ্সা, জিগীষা প্রভৃতি বলবতী বৃত্তিগুলি সমধিক জাগরূক হয়। সুকুমার বৃত্তিগুলি বর্ত্তমান থাকিলেও বলবতী বৃত্তি-গুলিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শিক্ষক, এক্ষণে আত্মাভিমানের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবেন। প্রত্যেক আবেগের সদু-পাদানের সাহায্যে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবেন। এ অবস্থায় বালকদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে ও হিতাহিত জ্ঞান অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অনেক বিষয়ে বালকদিগের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য লইতে পারা যায়।

যৌবন কালের প্রেরণা

যৌবনের প্রেরণা বশতঃ বহুবিধ লক্ষ্য উপস্থিত হয়, সুতরাং এ অবস্থায় উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ব্বাচন করা কঠিন। এ অবস্থায় কার্য্যগুলি জটিল ও নানা প্রকার প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত। তথাপি অবস্থা-ভেদে এক একটী প্রেরণার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া

যায়। এ অবস্থায় কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল হয় এবং আত্ম সম্মান ও আত্মমর্য্যাদার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বালকেরা বিদ্যালয়ের অভিমতানুসারে চলিতে তৎপর হয়। ভবিষ্যতের ভাবনা উদিত হয় বলিয়া পরিণাম-দর্শিতা উপস্থিত হয়। শিক্ষক এই সকলের সহকারিতা অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে পরিচালিত করিবেন।

বিভিন্নজাতীয় প্রেরণার উদাহরণ

১। শারীরিক অভাব-পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা, যথা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি।

২। ভালবাসা, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক বিকার।

৩। যোগক্ষেমাদি মানসিক আকাঙ্ক্ষা। অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, যোগ; প্রাপ্তের রক্ষণ, ক্ষেম।

৪। প্রশংসাপ্রিয়তা, আত্মসম্মান, অবজ্ঞা প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তি।

৫। স্বার্থপর ভাববৃত্তি:—স্নেহাভিলাষ, ভক্তি, যশোলিপ্সাদি।

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন বালকেরা স্বার্থপর "প্রেরণার" বশবর্ত্তী না হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে উচ্চতর প্রেরণা দ্বারা এবং পরিশেষে কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হয়।

দৈহিক ধাতু

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে দৈহিক-ধাতু-সমূহের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট লোকেরা (sanguine) সাধারণতঃ সবল হয়; তাহাদের রক্ত-সঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। এ শ্রেণীর লোকেরা সহজে অসুস্থ হয় না, এবং কোন কারণে অসুস্থ হইলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠে। স্নায়ুপ্রধান (choleric) লোকদিগের প্রকৃতি অন্যরূপ। তাহাদিগের শারীরিক-যন্ত্রের উপর স্নায়ুমণ্ডলীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শ্লেষ্মপ্রধান লোকসমূহ (phlegmatic) সাধারণতঃ অলস এবং কর্ম্মবিমুখ হইয়া থাকে। তাহাদের প্রকৃতি স্নায়ু-প্রধান প্রকৃতির ঠিক বিপরীত।

বালকদিগের প্রকৃতি

মানুষের প্রকৃতি দৈহিক ধাতুর উপর নির্ভর করে। যদিও এক প্রকৃতির দুইটি বালক দৃষ্ট হয় না, তথাপি তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে এতাদৃশ সাদৃশ্য থাকে যে, বালকপ্রকৃতির শ্রেণী-বিভাগ-করণ সম্ভবপর।

১। উৎসাহী

দৈহিক নিদর্শন:—নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রসন্ন বদন ইত্যাদি।

মানসিক নিদর্শন ঃ—স্ফূর্ত্তিযুক্ত, সহজে এবং সহসা উত্তেজনা-প্রবণ ; কিন্তু গভীর ভাবে নহে ; ভাব প্রধান।

২। হঠকারী

দৈহিক নিদর্শন ঃ—পেশীর কার্য্য সবল, বদন নিষ্প্রভ।

মানসিক নিদর্শন ঃ—সোৎসাহপ্রকৃতি অপেক্ষা-স্বল্প ক্ষিপ্রকারী। মানসিক-প্রতিক্রিয়া মন্দগতি হইলেও অধিক-কাল-স্থায়িনী। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বাবলম্বী। ইচ্ছাপ্রধান।

৩। নিস্তেজ ও জড়

দৈহিক নিদর্শন ঃ—স্থূলোদর, বদন-মণ্ডলাকৃতি ও ভাববিরহিত ; ওষ্ঠাধর স্থূল। শরীর অপটু।

মানসিক নিদর্শন ঃ—মন জড়তাপূর্ণ ও ভারাক্রান্ত। প্রায়শঃ নির্ব্বোধ, ধৈর্য্যশীল, আত্মনির্ভরশীল, মৃদুগতি।

৪। ভাবপ্রধান

দৈহিক নিদর্শন ঃ—মস্তক বৃহদাকার, চক্ষু উজ্জ্বল ও ভাবপূর্ণ, ক্ষীণাঙ্গ, দ্রুতগতি।

মানসিক নিদর্শন ঃ—কবিত্ব, সঙ্গীত ও প্রকৃতি-প্রিয় ; সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন।

যদিও বিভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ প্রদর্শিত হইল, তথাপি প্রকৃতপক্ষে, অবিমিশ্র প্রকৃতির লোক প্রায়ই

দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সকলই বিমিশ্র ধর্ম্মাক্রান্ত। সাধারণতঃ, স্ত্রীলোকেরা ভাবপ্রধান ও উৎসাহশীল (sanguine); পুরুষেরা প্রায়ই (choleric) কোপন কিংবা নিস্তেজঃস্বভাব। বালকেরা প্রায়ই উৎসাহশীল; যুবা পুরুষ তেজস্বী, এবং বৃদ্ধেরা নিস্তেজঃস্বভাব।

শিশু প্রকৃতি জানা আবশ্যক

বালকের প্রকৃতি জানা শিক্ষকের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। নচেৎ সুশিক্ষক হইতে পারা যায় না। অবিমিশ্র প্রকৃতির বালকদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং তাহাদিগের সহিত সমুচিত ব্যবহার দুরূহ ব্যাপার নহে। বিমিশ্রপ্রকৃতিক বালকদিগের সহিত ব্যবহার, বিশেষরূপ বিবেচনা-সাপেক্ষ। উৎসাহশীল ও ভাবপ্রধান বালকদিগকে শাসনানুবর্ত্তী করিতে বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। হঠকারী ও জড় প্রকৃতি বালকদিগের সহিত ব্যবহারে সবিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ

কর্ত্তব্যকর্ম্মের সহিত সৎকার্য্যের প্রভেদ আছে। কর্ত্তব্যকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় আছে; সৎকর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় নাই, কিন্তু করিলে প্রশংসা আছে। সাধারণতঃ সৎকার্য্য বলিতে গেলে কর্ত্তব্যকর্ম্মাতিরিক্ত

প্রশংসনীয় কার্য্য বুঝায়। কর্ত্তব্যকর্ম্মে সত্ত্ব ও অধিকারের ভাব মিশ্রিত আছে। ইহাতে অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা-ভাবও নিহিত আছে।

কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং সৎকর্ম্মের মধ্যে নিম্ন-লিখিত প্রভেদ দেখা যায়। :—

কর্ত্তব্য ও কর্ম্ম সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ।

১। কর্ত্তব্যকর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট, সৎকর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট।

২। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সসীম, সৎকর্ম্ম অসীম।

৩। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিলে ব্যক্তিবিশেষের সহিত বাধ্যবাধকতা বুঝায়, সৎকার্য্য বলিলে সর্ব্বসাধারণের প্রতি বাধ্যবাধকতা বুঝায়।

৪। কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবশ্যকরণীয়, সৎকর্ম্ম ইচ্ছাধীন।

৫। সৎকর্ম্মের সীমা, কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমাপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত, কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্ম সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অন্তর্গত নহে। যথা—আত্মরক্ষা, পরিণামদর্শিতা, মিতাচারিতা ইত্যাদি কর্ত্তব্য, সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না।

নৈতিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিখাইবার উপায়

নৈতিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিখাইতে হইলে অনুভব, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শাসনের ভিত্তি নৈতিক বিধানের উপর স্থাপিত হওয়া

কর্ত্তব্য। তাহার জন্য সাহিত্যপাঠের সাহায্য লইতে হইবে, এবং ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করিতে হইবে। দৃষ্টান্তের প্রভাব কখনই উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু অনুষ্ঠানই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

১ম, অনুষ্ঠান। কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশ করিতে হইলে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নিয়মিত-ভাবে করা উচিত। সুকুমার বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান, আমা-দিগের মনে আত্মপর সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করে। বালকদিগকে ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, স্বার্থ ও পরার্থ একই বিধানের অধীন।

অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যায় যে, সাধুতাই স্বার্থসিদ্ধির প্রধান কৌশল। অভ্যাস দ্বারা কর্ত্তব্যকর্ম্ম চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। বালকেরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, সত্য আচরণ বিশ্বাস উৎপাদন করে; ভালবাসা হইতে আসক্তি জন্মে; পরিশ্রমই কৃতকার্য্যতার মূল এবং সদয় ব্যবহারই কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দেয়। "কারণং কার্য্যমেব" অর্থাৎ কার্য্য, কার-ণেরই অভিব্যক্তি, এজন্য সুখদায়ক কার্য্যের কারণও সুখদায়ক। কিন্তু ইহাও বালকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, পরিণাম-সুখকর বলিয়াই কর্ত্তব্যকর্ম্ম

বিধেয় এরূপ নহে, কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

২য়, শাসন

বিদ্যালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া উচিত, যাহাতে কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি নিয়মিত-ভাবে সম্পাদিত হয়। বিদ্যালয়ের শাসন ভয়প্রদ না হইয়া অনুরঞ্জক হওয়া উচিত। কখন কখন কঠোর শাসনের প্রয়োজন; অত্যধিক নৈতিক উপদেশ প্রায়ই ফলপ্রদ হয় না।

৩য়, জ্ঞানের উন্মেষ-করণ

জ্ঞানের বিকাশ, কর্ত্তব্যকরণে সবিশেষ ফলদায়ক। বালকেরা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত অন্যায় কার্য্য করে, সুতরাং জ্ঞানোন্মেষ আবশ্যক; কিন্তু কেবল জ্ঞান হইলেই হইবে না। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। উপযোগী সাহিত্য হইতে আমাদিগের বহুবিধ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তৎসহকারে নৈতিক উপদেশ সকল অজ্ঞাতসারে হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। বালকদিগকে চিত্তাকর্ষক সাহিত্যপুস্তক পড়িবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪র্থ, উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুশীলন

উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুশীলনদ্বারাও বালকদিগের মনে নৈতিক ভাবের উদ্রেক হয়। বিদ্যালয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার ভাব প্রকাশ করি-

বার অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। পরস্পরের প্রতি সদয় ও অনুকূল হইতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শিষ্টাচার, সত্যপ্রিয়তা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা বালকদিগের ভাববৃত্তিগুলি ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে। পরস্পরের এবং ইতর প্রাণীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৫। ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন

নৈতিক গুণ বলিলেই সদিচ্ছার দৃঢ়তা বুঝায়। নৈতিক গুণ আমাদিগকে ন্যায়ানুগত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব ইচ্ছাশক্তি একটী প্রয়োজনীয় উপাদান। যত শীঘ্র সম্ভব বালকদিগকে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া সৎকার্য্য সাধন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাহাকে শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহারই বিচার কর্ত্তব্য। অনুভব, বিবেচনা, নিষ্পত্তি এবং অবশেষে কার্য্যসাধন এই গুলিই নৈতিক পরিণতির অবস্থা-চতুষ্টয়। সুদূরবর্ত্তী কার্য্য সম্বন্ধে প্রথম দুইটী অবস্থার উদ্রেক করিয়া নিরস্ত হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। চতুর্থ অবস্থা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে না পারিলে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিবার অভ্যাস জন্মে।

সৎকার্য্যের শ্রেণীবিভাগ

শ্রেণীবিভাগ দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় পরিস্ফুট হয়, এবং পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। বাল্যজীবনের কোন্ অবস্থায় কি প্রকার নৈতিক শিক্ষাদান করা বিধেয়, তাহারও নির্দ্ধারণ করা যায়। বালকদিগের বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিকশক্তি অনুসারে উপদেশ দিবারও অনেক সুবিধা হয়।

ন্যায়পরতা

ন্যায়পরতা সম্বন্ধে ধারণা বালকদিগের পক্ষে সহজ নহে। সাম্যভাব ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। আবশ্যক দণ্ডের সাহায্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়পরতা উল্লঙ্ঘন করিলে কি দণ্ড হইতে পারে, তাহা বালকদিগের জানা উচিত। কিন্তু ন্যায়পরতা যাহাতে বালকদিগের প্রকৃতি-গত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ন্যায়পরতা যে গৌরবের বিষয় ও অবশ্য পালনীয়, ইহা বালকদিগকে বুঝাইতে হইলে বিদ্যালয়ের নিয়ম ন্যায়পরতার উপর সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। দণ্ড ও পারিতোষিক প্রদানের সময় বিশেষ-রূপ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

উপচিকীর্ষা

সমগ্র মনুষ্য-জাতির প্রতি অনুরাগ, ইহার বিশেষ লক্ষণ। আমাদিগের ইচ্ছাশক্তিকে এ প্রকারে আয়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে পরের উপকার করিবার

প্রবৃত্তি স্বতই জন্মে। তৎসঙ্গে অনুরাগের অনুশীলনও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, অনুরাগ ব্যতীত হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না; অতএব উপচিকীর্ষা বৃত্তির দুইটী উপাদান লক্ষিত হয়। প্রথম, অনুরাগের অনুশীলন; দ্বিতীয়, অন্যের সুখ-সংবর্দ্ধন।

ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষার মধ্যে প্রভেদ

উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা অপেক্ষা গরীয়সী। ন্যায়পরতার উপর আমাদিগের অধিকার আছে, কিন্তু পরহিতৈষিতা স্বেচ্ছা-সাপেক্ষ। ন্যায়পরতা দণ্ডের সাহায্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, কিন্তু উপচিকীর্ষা সম্বন্ধে তদ্রূপ বিধান করিতে পারা যায় না। অভ্যাস ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরহিতৈষিতা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শৈশবাবস্থাই এই প্রকার শিক্ষার সবিশেষ অনুকূল।

পরিণামদর্শিতা

ইহা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। নিজের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে ইহা উদ্ভূত। কার্য্যের ফলাফল দেখিতে দেখিতে পরিণামদর্শিতা জন্মে।

অপরিণামদর্শিতা

অনভিজ্ঞতা ও হঠকারিতা হইতে অপরিণামদর্শিতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহার প্রতীকারের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক। উপদেশ দ্বারা অজ্ঞতা দূর করিতে পারা

যায়, কিন্তু হঠকারিতার প্রতীকার আয়াসসাধ্য; কারণ হঠকারিতা প্রকৃতিগত। উপদেশ, পরিচালনা, শাসন, উদাহরণ এবং কার্য্যের ফলাফল ইত্যাদির সাহায্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে। বালকদিগকে আত্ম-সংযম-শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রমশঃ চিন্তাশক্তি বর্দ্ধিত হইবে এবং সাধারণের অভিমতের প্রতি আস্থা জন্মিবে।

মিতব্যয়িতা

মিতব্যয়িতা, পরিণাম-দর্শিতার রূপান্তর। ইহার সাহায্যে আমাদিগের স্বাতন্ত্র্যভাব ও আত্মনির্ভরশীলতা জন্মে। বালকদিগকে মিতব্যয়িতা, দূরদর্শিতা ও আত্মনির্ভরশীলতার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। অভ্যাস দ্বারা আমরা মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারি। বালকেরা নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলি সাধন করিবে:—

১। অল্প আয়ে আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের অভ্যাস।

২। অনাবশ্যক ব্যয় করিবার প্রলোভন-দমনের অভ্যাস।

৩। ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয়ের অভ্যাস।

মিতাচার। গৃহই এই গুণ শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান। ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা মিতাচার অভ্যস্ত হইতে পারে।

সাহস ইহা অসম-সাহস ও ভীরুতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা। অসম্ভব চেষ্টা করিতে গেলে সাহস দুঃসাহসে পরিণত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত আমা-দিগের সাহস বর্দ্ধিত হইতে পারে। বালকদিগকে বাধা অতিক্রম করিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা-দিগের জ্ঞানের বিকাশ-সাধন ও অমূলক বিশ্বাসের দূরীকরণ করিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শাসন। (Discipline)

শাসন নৈতিক-শিক্ষা-দানের একটী উপায়। ইহার সাহায্যে চরিত্র সংশোধিত ও গঠিত হয়। শাসন।

শাসন বলিতে গেলে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বুঝায়। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ব্যতীত জীবনের কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব। আত্মসংযম ব্যতিরেকে ইহা প্রকাশ পায় না। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা তিন প্রকার। ১ম, বিবেকরহিত;—যেমন ক্রীতদাসের আজ্ঞাপালন; ইহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ২য়, স্বেচ্ছানিরপেক্ষ;—প্রথমাবস্থায় বালকদিগকে ইহারই বশবর্ত্তী করিতে হয়। কিন্তু তাহাদিগকে অধিক দিন ইহার বশবর্ত্তী রাখা উচিত নয়। তাহা হইলে তাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। ৩য়, প্রকৃত আজ্ঞানুবর্ত্তিতা;—ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। ইহা বিবেক ও আত্মসংযম হইতে উদ্ভূত। শিক্ষকের ও বালকদিগের মধ্যে ভালবাসার উপর ইহা নির্ভর করে। ইহা দ্বারা বালকেরা নিজ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা।

ইচ্ছাশক্তি না হারাইয়া শিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে আদেশকারী অনুশাসন,—ইহা বহিঃস্থ; শেষোক্ত দৃষ্টান্তে আদেশকারী বিবেক,—ইহা অন্তরস্থ।

বিদ্যালয়ের শাসন

বিদ্যালয়ে নৈতিক শাসন বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব। শিক্ষকের এ প্রকার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে বালকেরা জানিতে পারে যে, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অপরিহার্য্য। বয়ঃস্থ বালকদিগকে শাসনের কারণ বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের শাসন নির্দ্দিষ্ট বিধানের উপর নির্ভর করে। নিয়ম দ্বারা স্বাধীনতা বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিয়ম যত কম হয়, ততই ভাল। ইহাতে ছাত্রদিগের সম্মতি থাকা উচিত। সদয় ব্যবহার দ্বারা এই সম্মতি লাভ করা যায়। প্রথমাবস্থায় বিদ্যালয়ের শাসন স্বেচ্ছা-নিরপেক্ষ; কারণ, সে অবস্থায় তাহাদিগের বুদ্ধি তাদৃশ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় না, যাহাতে তাহারা নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে।

গার্হস্থ্য শাসন

গার্হস্থ্য-শাসন, অনুরাগের উপর নির্ভর করে। গৃহে বালকেরা প্রথমে ভালবাসা পায়, পরে সুবিচার পায়। বিদ্যালয়ে ইহার বিপরীত ঘটিয়া

থাকে। মাতাপিতা বালকদিগের চরিত্র-গঠন করিবার বেশী সুযোগ পান। এই কারণে বালকদিগের চরিত্র-গঠনের ভিত্তিস্থাপন সম্বন্ধে গৃহই বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক অনুকূল। গার্হস্থ্য শাসন চরিত্র-গঠনে অনুকূল হইলে বিদ্যালয়ের কার্য্য অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া আসে। অতএব শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ে এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন।

বিদ্যালয়ের শাসন ও গার্হস্থ্য শাসন।

গার্হস্থ্য শাসন যেমন মাতাপিতার প্রভাবের উপর নির্ভর করে, বিদ্যালয়ের সুশাসন সেইরূপ শিক্ষকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরি স্থাপিত। কিন্তু শিক্ষকের কর্ত্তৃত্ব মাতাপিতার কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা অনেক অল্প। মাতাপিতার প্রতি বালকদিগের অনুরাগ শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক; কারণ বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যার আধিক্য-বশতঃ শিক্ষকের পক্ষে সকলের অনুরাগ-ভাজন হইবার সুযোগ সম্ভবপর হয় না। এতদ্ব্যতীত বালকেরা শিক্ষকের উপর স্বীয় অভাব-মোচনের জন্য নির্ভর করে না। কারণ শিক্ষক মাতাপিতার ন্যায় বালকদিগের সকলপ্রকার প্রয়োজন সাধন

করিতে পারেন না। শিক্ষকের শাসন পক্ষপাত-শূন্য ও সুবিচার-মূলক হওয়া উচিত। শিক্ষক ইহা স্মরণ রাখিয়া এবং বালকদিগের প্রতি তাঁহার নৈতিক-শাসনের সীমা অবধারণ করিয়া দণ্ড-বিধানে প্রবৃত্ত হইবেন। শিক্ষক একজন আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়া-সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা; অর্থাৎ শাসনবিষয়ে তিনি সুশিক্ষিত ও অভ্যস্ত। মাতাপিতা এ বিষয়ে অনভ্যস্ত। সেই জন্য শিক্ষক মাতাপিতা অপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হন। এই হেতু অনেকে বলেন যে, চরিত্রগঠনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গার্হস্থ্য-শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু গৃহেই শাসনের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত।

নৈসর্গিক শাসন (Discipline of consequences)

অর্থাৎ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। রুসো ও স্পেন্সার এই প্রকার শাসনের পক্ষপাতী।

গুণ।

প্রথম—ইহাদ্বারা আমরা কর্ম্মফল জানিতে পারি ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি।

দ্বিতীয়—ইহার দ্বারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের মাত্রার উপলব্ধি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। শাস্তি ও পুরস্কার-বিধানের প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়—ইহা যে অবিমিশ্র ন্যায়ের শাসন,

প্রত্যেক বালক তাহা বুঝিতে পারে। সুতরাং এ প্রকার শাসনে বালকদিগের মনে দুঃখ কিংবা কাহারও উপর ক্রোধের উদ্রেক হয় না।

চতুর্থ—শাসকের ক্রোধ ইত্যাদি প্রদর্শন দ্বারা নিজ স্বাভাবিক প্রকৃতি বিকৃত করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না।

পঞ্চম—নিয়মাবলীর ন্যায় ইহা বালকদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না।

ষষ্ঠ—ইহাতে বালকদিগের মাতাপিতার ও শিক্ষকের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্যের আশঙ্কা থাকে না।

সপ্তম—প্রায়শঃ কর্ম্মের ফল শীঘ্রই প্রকাশ পায়, সুতরাং ইহা বিশেষরূপ ফলপ্রদ।

দোষ

১। প্রতিফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ যখন কার্য্যগুলি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সুরাপায়ী অভ্যাস-বশতঃ সুরাপান-জনিত অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে না।

২য়—প্রতিফল সকল সময়ে উপযোগী না হইতে পারে; যেমন, আত্মপ্রশ্রয় দ্বারা স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

দোষ। ৩য়—প্রতিফল কখন কখন অতি বিলম্বে সংঘটিত হয়, সেই জন্য বালকেরা তাহা অগ্রাহ্য করে।

৪র্থ—প্রতিফলের কখন কখন সামঞ্জস্য থাকে না। অনেক সময় সামান্য অসাবধানতার জন্য বালকগণকে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। "লঘুপাপে গুরুদণ্ড" হইতেও পারে।

৫ম—প্রতিফল কখন কখন যথোচিত না হওয়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; গুরু ভোজন কষ্টদায়ক হইলেও সাধারণতঃ লোকে তাহা হইতে বিরত হয় না!

৬ষ্ঠ—একজনের দোষের জন্য অপরে তাহার ফল ভোগ করে; যেমন, পিতার পাপে পুত্রকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এবং পুত্রের পাপে কখন কখন পিতাকেও দণ্ডভোগ করিতে হয়। পুত্র রাজদ্রোহী হইলে পিতাও দণ্ডনীয়।

৭ম—নৈসর্গিক প্রতিফলের যুক্তি ভ্রমাত্মক। কারণ, ইহা দ্বারা বুঝায় যে, শিক্ষা প্রণালীতে নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য উপদেশের প্রয়োজন নাই। বালকদিগকে কেবল ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল উপদেশ দিলেই

যথেষ্ট হয় না। এই প্রকার উপদেশ স্বার্থপূর্ণ; ইহাতে নৈতিক-গুণের শৈথিল্য প্রকাশ পায়।

শাসন বালকদিগের প্রকৃতি-সাপেক্ষ। বালকদিগের প্রকৃতির উপর লক্ষ রাখিয়া শাসনের বিধান করা উচিত। অতএব বালকদিগের প্রকৃতি জানা শিক্ষকের আবশ্যক।

শাসনের অনুকূল ব্যবস্থা

১ম—শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রভাব। শিক্ষকের স্বভাব যেন চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার ভাবও প্রশান্ত হয়। শান্ত ব্যবহার দ্বারা শক্তির অপচয় হয় না। শিক্ষকের ব্যবহারের উদাহরণ বিশেষ ফলপ্রদ। অতএব শিক্ষকের ব্যবহার এ প্রকার হওয়া উচিত, যাহাতে বালকেরা তাঁহার চরিত্রে সুন্দর আদর্শ দেখিতে পায়।

২য়—অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। ইহাও অত্যন্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের ঘর গুলি যেন প্রশস্ত হয় ও তাহাতে বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা থাকে, এবং তাহার পরিচ্ছন্ন ও প্রীতিকর হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ক্রীড়াস্থল, গমনাগমনের পথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর থাকা বিধেয়।

৩য়—বিদ্যালয়ের সুব্যবস্থা; অর্থাৎ, বিধিমত

শ্রেণীবিভাগ, উপযোগী সময়তালিকা, সুচারু শিক্ষাপ্রণালী, সমুচিত তত্ত্বাবধান ও নিয়ম-মত ড্রিল ইত্যাদি।

৪র্থ—শাসনের সুপ্রণালী; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম-গুলি সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত থাকা উচিত। বিধানগুলি যত স্পষ্ট ও অল্প হয়, ততই ভাল। কোন আদেশ করিবার পূর্ব্বে রীতিমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে আদেশ-প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয় না। বয়ঃস্থ বালকদিগকে বিধানের কারণ বুঝাইয়া দিতে বাধা নাই। যাহাতে শাসনের বিধানগুলি কর্ম্মে পরিণত করিতে পারা যায়,তাহার সুযোগ দিতে হইবে। বিচার-পূর্ব্বক দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহা প্রতিরোধক না হইয়া সংশোধক হওয়া উচিত। অত্যধিক শাসন পরিহার্য্য। ক্ষুদ্র দোষ লইয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পারিতোষিক বিবেচনা-পূর্ব্বক দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে উহা সমগ্র স্কুলের অভিমত ও নীতি-সম্মত হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বালকদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

শাসন সম্বন্ধে ছাত্রদিগের সহযোগিতা।

শাসনের অনুকূল নিয়মগুলি বালকদিগের সহ-যোগিতা লাভে সমর্থ হয়। শাসন-বিধান সম্বন্ধে

শিক্ষকের ন্যায়, বয়ঃস্থ বালকদিগেরও উদাহরণ অল্প-বয়স্ক বালকদিগের চরিত্র গঠনের সহায়। অতএব সুশাসন রক্ষা করিবার জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ বালকদিগের সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। তাহাদিগের উপর "মনিটারের" কর্ত্তব্য-ভার দিতে পারা যায়। বালকদিগের সম্মিলন ও অবসর-দান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা বয়ঃস্থ বালকদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাথমিক শাসনের উদ্দেশ্য।

শিশুদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে সুশাসনের অধীন রাখা আবশ্যক হয়। কর্ম্মফল-রূপ শাসনের সুযোগ, সকল সময়ে উপস্থিত হয় না। সেইজন্য শিশুদিগকে স্বকৃত এবং অন্যকৃত কর্ম্মের বিপদ্ হইতে সতত রক্ষা করিতে হইবে; এবং তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিয়া সদভ্যাসের বশীভূত করিতে হইবে।

শাসনের জন্যই দণ্ডের বিধান

বয়ঃস্থ লোকদিগের ন্যায় বালকদিগেরও যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধ আবশ্যক। সকল প্রকার শাসনেই দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে ইহা অতীব প্রয়োজনীয়। তদভাবে কোন প্রকার নিয়ম বা শাসনের সম্ভাবনা নাই। বালকদিগকে

বিবেচক ও আজ্ঞাবহ করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডের বিধান করা হয়। বালকদিগের মনে সদভ্যাস নিহিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সদভ্যাসের অনুরাগী হয়, এতদুদ্দেশ্যে দণ্ড-বিধান বিধেয়। কিন্তু শাস্তি বিধান যতই অল্প হয়, ততই ভাল।

দণ্ডের বিভিন্ন উদ্দেশ্য।

দণ্ডের উদ্দেশ্য—১ম, প্রতিষেধক; ২য়, সংশোধক; ৩য়, প্রতিশোধক। সমাজ-গঠনের প্রথমাবস্থায় দণ্ডবিধানের তৃতীয় উদ্দেশ্যেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তখন কেহ চুরি করিলে তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। যে ব্যক্তি অন্য লোকের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহারও চক্ষু নষ্ট করা হইত। ক্রমশঃ, দণ্ডবিধানের ভার সমাজের হস্তে অর্পিত হইল, এবং তৎসঙ্গে দণ্ডবিধানও অনেক পরিমাণে নিয়ম-বদ্ধ হইল। সভ্যসমাজে দণ্ডবিধানের এই প্রতিশোধক উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। এখন সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্যই দণ্ড দেওয়া হয়। অপরাধী ব্যক্তি সমাজের একটী অঙ্গ। সুতরাং, অপরাধীর চরিত্র সংশোধনেই সমাজের মঙ্গল। যদিও দণ্ডবিধানে, রুচিবিরুদ্ধ তৃতীয়

উদ্দেশ্যটী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই, এবং হওয়াও উচিত নহে। দণ্ডবিধানের প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য দণ্ডের যুক্তিসঙ্গত ও যথোচিত প্রতিশোধক-ভাব থাকা উচিত।

বিদ্যালয়ে উল্লিখিত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের উপযোগিতা

অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন করাই শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও শিক্ষাবিধানে উল্লিখিত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। অপরাধী বালক বিদ্যালয়স্থ সমাজের একটী অঙ্গ; সুতরাং সেই সমাজে সুশৃঙ্খলতা-প্রবর্ত্তনের জন্য শিক্ষক দণ্ডের প্রতিষেধক উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কেহ বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষকের কর্ত্তব্য সেই নিয়ম সমর্থন করা, এবং তাহা করিলেই দণ্ডের সংশোধক ও প্রতিশোধক উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। *

দণ্ডবিধান জনিত

১ম—দণ্ড মাত্রেই কষ্টদায়ক, অতএব ইহাদ্বারা মনুষ্যজাতির সুখ-সমষ্টি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহাতে

* "শাস্তি" ও "পারিতোষিক" সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক "বিদ্যালয়ের সুশাসন ও সুবন্দোবস্ত" নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি দোষ। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কখন কখন মনোমালিন্য জন্মে ও অসামাজিক অনুভূতির উৎপত্তি হয়।

২য় ঃ—দণ্ডবিধান শিক্ষকের অনায়াস-সাধ্য। সেই জন্য সময়ে সময়ে ইহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। অনুচিত দণ্ড-নির্ব্বাচন-বশতঃ বালকদিগের আত্ম-সম্মান-হানির আশঙ্কা থাকে, তদ্দারা শুভ ফলের পরিবর্ত্তে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

৩য় ঃ—দণ্ডবিধানের দ্বারা সকল সময় আশানুরূপ ফললাভ হয় না।

পারিতোষিকের আবশ্যকতা। সুশাসন যেমন দণ্ডের উপর নির্ভর করে, তেমনি পারিতোষিকের উপরও নির্ভর করে। প্রশংসাবাদ সাধারণতঃ উপযোগী; কিন্তু বালকদিগের পক্ষে ইহা সকল সময় যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় না। বালকেরা আমোদ-প্রিয়। পারিতোষিকের দ্বারা আমরা তাহাদিগের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করি। বালকেরা সকল সময় কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সেইজন্য কিছু প্রলোভনের আবশ্যকতা।

পারিতোষিকের দোষ। ১ম, পারিতোষিক অযথাভাবে প্রদত্ত হইলে উৎকোচের ভাব ধারণ করে।

২য়, কোন কোন অবস্থায় দণ্ড-বিধান অপেক্ষা পারিতোষিক-প্রদানে নৈতিক দোষের আশঙ্কা অধিক। কারণ, দণ্ড কেবল ভয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু পারিতোষিক বালক-দিগের সুখলালসা উদ্দীপিত করে।

৩য়, পারিতোষিকের শ্রেণী-বিভাগ-করণ দুষ্কর। দ্রব্যাত্মক-পারিতোষিক দ্বারা মনের কোন কোন নিম্নতর বৃত্তির উদ্দীপনা হয়।

৪র্থ, পারিতোষিকের প্রায়ই অপব্যবহার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মানসিক উৎকর্ষের জন্যই পারিতোষিক প্রদান করা হয়। নৈতিক উৎকর্ষের জন্য কদাচিৎ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রূপ অসামাজিক গুণের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং মাৎসর্য্য জাগরিত করা হয়।

পারিতোষিক প্রাপ্তি সম্বন্ধে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

কোন ব্যক্তি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কার্য্য করিলেই প্রশংসার যোগ্য হয় এবং তাহাকেই পারি-তোষিক দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল কর্ত্তব্যকর্ম্ম করি-বার জন্য পারিতোষিক দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু সকল সময়ে ইহা ঘটিয়া উঠে না। পারিতোষিক-প্রদানে কর্ম্মফল বিচার্য্য, কি কর্ম্ম-সাধন-প্রয়াস বিচার্য্য,

ইহা একটী বিষম সমস্যা। যদিও ইহা প্রায় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত যে চেষ্টার উপর লক্ষ্য রাখিয়া পারি-তোষিক প্রদান করা কর্ত্তব্য, তথাপি কার্য্যতঃ সকলে ফল দেখিয়াই পারিতোষিক প্রদান করেন; কিন্তু অনেক সময়ে অনুকূল পারিপার্শ্বিক-অবস্থা হেতু বা আকস্মিক কারণে কিংবা স্বাভাবিক মানসিক শক্তি প্রযুক্ত অথবা গৃহের বিশেষ প্রভাব বশতঃ ফল উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের সাধারণ অভিমত

সুশিক্ষক, বিদ্যালয়ে হিতকর অভিমত প্রবর্ত্তিত করিতে সচেষ্ট হন; কারণ ইহা সুপরিচালিত হইলে নৈতিক শক্তি উৎপাদন করে। ইহার দ্বারা ছাত্র-দিগের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। ইহা এক প্রকার অলিপিবদ্ধ এবং অপরিহার্য্য শাসন-তন্ত্র। কিন্তু আমাদিগের সতর্ক হওয়া উচিত, যেন ইহার অপব্যবহার না হয়। শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া যেন ইহা গঠিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। এজন্য শিক্ষকের সদ্দৃষ্টান্ত দেখান কর্ত্তব্য এবং তাঁহার ক্ষমতা সুবিচার ও বুদ্ধির সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের সাধারণ অভিমত অকর্ম্মণ্য অথবা বিপথে পরিচালিত হইলে নৈতিক শক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং

শাসন নিষ্ফল হয়; কিন্তু এই শক্তি অত্যধিক পরিবর্দ্ধিত হইলে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়।

পরীক্ষা।

ইহা অবিমিশ্র শুভদায়ক নহে, কিন্তু ইহা হইতে কতক গুলি সুবিধা পাওয়া যায়। পরীক্ষার সময় ছাত্রদিগকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতীকরণ ও মনঃসংযোগ প্রয়োজনীয়। ইহা দ্বারা বালকদিগের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎসঙ্গে শিক্ষকের পারদর্শিতাও জানিতে পারা যায়। ইহা বালকদিগের নৈতিক অবস্থারও পরিচায়ক।—বালকদিগের লিখিবার প্রণালী, পরিচ্ছন্নতা, এবং যত্নশীলতা দেখিয়া তাহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আভাস পাওয়া যায়।

পরীক্ষার দোষ।

অনেক সময়ে ইহাদ্বারা শারীরিক সামর্থ্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, পরীক্ষার দ্বারা চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, কেননা ইহা দ্বারা অনেক সময়ে বুদ্ধিহীন বালকদিগের পরিহার হইলেও ধূর্ত্তদিগের গ্রহণ হইয়া থাকে। অনেকের পক্ষে ইহা চরিত্র-গঠনের সহায়তা না করিয়া প্রতি-

দ্বন্দ্বিতার ভাব আনয়ন করে। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা মানসিক উৎকর্ষকে নৈতিক উৎকর্ষের উপর স্থান দেওয়া হয়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ভাষার উৎপত্তি ও চিন্তা-শক্তির বিস্তার।

মানবের সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মনো- বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। পরস্পরের সহিত আলাপে মনের বিকাশ সাধিত হয়। ভাষার সাহায্যে আমরা পরস্পরের সহিত আলাপ করি। ভাষা যত আয়ত্ত হয়, অর্থাৎ যত অধিক শব্দের অর্থ বোধ হয়, আমাদিগের চিন্তাশক্তি ততই বর্দ্ধিত হয়। ভাষার সহিত চিন্তা-শক্তির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনেকে মনে করেন, ভাষা না জানিলে আমরা চিন্তা করিতে সমর্থ হইতাম না।

সমাজ ও চিন্তা

যে সকল বাহ্য উপায় দ্বারা আমরা মনোভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভাষা বলে। ভাষা অনেক প্রকারের হইতে পারে। যেমন লিখিত-ভাষা, কথিত-ভাষা, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশিত ভাষা (gesture language.)। এমন কি হাসির দ্বারাও আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি।

ভাষা কাহাকে বলে?

ভাষার শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত বিবৃতি।

কথিত ভাষার উৎপত্তি।

শিশু যে উপায়ে কথা কহিতে শিক্ষা করে, সেই উপায়েই মানব জাতির মধ্যে ভাষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শিশু কি প্রকারে কথা কহিতে ও ভাষা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ধ্বন্যাত্মক

অন্যান্য জীব জন্তুর ন্যায় মানব শিশুও নিজ অনুভূতিগুলি একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। কষ্ট অনুভব করিবার সময় শিশু ক্রন্দন করে। ইহা ধ্বন্যাত্মক ভাষা, বর্ণাত্মক ভাষা নহে।

বর্ণাত্মক

অর্থবোধক শব্দের সমষ্টিকে বর্ণাত্মক ভাষা বলে। শিশু কিপ্রকারে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে, অর্থাৎ ভাষায় কি প্রকারে কথা কহিতে শিখে, তাহা নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত হইল।

শশু কি প্রকারে কথা কহিতে শিক্ষা করে।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শব্দোচ্চারণ-শক্তি বিকাশের পূর্ব্বে শিশুদের কর্ণে "ও" স্থানে (১০ম চিত্র দেখ) শব্দ-তরঙ্গ সংগৃহীত হয়। পরে শ্রবণ-সহায়ক অন্তর্মুখীন "এ" স্নায়ুর
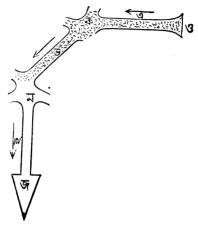
১০ম চিত্র

(ও) কর্ণেন্দ্রিয় (ক) Broca's centre

(ম) শব্দোৎপাদক স্নায়ুকেন্দ্র (জ) বাগ্‌যন্ত্র

সাহায্যে শব্দ তরঙ্গের উত্তেজনা মস্তিষ্কের "ক" স্থানে (Broca's centre) নীত হয়। মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে প্রত্যেক শব্দের "প্রতিক্রিয়া" ও প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত থাকে। শব্দ-তরঙ্গের উত্তেজনা

ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা শ্রুত শব্দের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই।

শিশু কি প্রকারে কথা কহিতে শিক্ষা করে।

তৎপরে শাব্দিক উত্তেজনা-গুলি হইতে বহির্মুখীন স্নায়ুর সাহায্যে শব্দোৎপাদক স্নায়ুকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, শাব্দিক উত্তেজনা "ক" হইতে "ভ" পথ দিয়া "ম শব্দোৎ-পাদক কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ স্থানের সহিত বাগ্‌যন্ত্রের সংযোগ আছে। শব্দোৎপাদক স্নায়ুকেন্দ্র হইতে সঞ্চালক-শক্তি উৎপন্ন হইয়া "হ" পথ দিয়া "জ" বাগ্‌যন্ত্রে উপস্থিত হইলে বাগ্‌যন্ত্র আপনার কার্য্য করে, অর্থাৎ, তখন মুখ হইতে শব্দ বিনির্গত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিশু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শব্দ শ্রবণ করে, মুখ দিয়া তাহাই বাহির করে।

এক্ষণে সহজেই প্রতীয়মান হইল যে, "ও" হইতে "জ" পর্য্যন্ত পথে কোনও স্থান বিকৃত হইলে বাক্-শক্তির ব্যাঘাত ঘটে।

বধির ব্যক্তি মূক হয় কেন?

১ম—শ্রবণেন্দ্রিয় কোন প্রকারে নষ্ট হইলে বধির ব্যক্তি মূক হয় কেন? শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না। সুতরাং শব্দোচ্চারণের যে যে

প্রক্রিয়া উপরে বর্ণিত হইল, তাহা আর সংঘটিত হয় না। তজ্জন্যই আজন্ম-বধির ব্যক্তি বাগ্‌যন্ত্রের সুস্থাবস্থা সত্ত্বেও শব্দোচ্চারণে অসমর্থ। অর্থাৎ "কালা" ব্যক্তি বোবা হয়।

শব্দ শুনিতে পাইলে কেহ কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারেনা কেন?

২য়—মস্তিষ্কে "ক" স্থানে, অর্থাৎ যেখানে শাব্দিক প্রতিক্রিয়া গুলি সঞ্চিত থাকে ও যথায় শাব্দিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথায় কোন প্রকার দোষ ঘটিলে লোকে অন্যের কথা শুনিতে পায় বটে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে, না। তাহারা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে না, কারণ সে প্রশ্নের অর্থই বুঝিতে পারে নাই।

কেহ কেহ শব্দ শুনিতে ও বুঝিতে পারিলেও তাহার উত্তর দিতে পারে না কিন্তু লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে।

৩য়—ক—ম পথে কোন প্রকার ব্যাঘাত হইলে লোকে কথা শুনিতে পায়, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারে না। লিখিত বিষয় দেখিয়া তাহার স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারে, কিন্তু যাহা শ্রবণ করে, তাহা উচ্চারণ করিতে পারে না।

কেহ কেহ শ্রুত বা লক্ষিত কোন বাক্যই

৪র্থ—"ঘ" স্থান অর্থাৎ স্বরোৎপাদক স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট হইলে লোকে শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ

উচ্চারণ করিতে পারে না।

হয়। সে শব্দ শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহার উত্তর শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। লিখিত বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারে না। সে নিজ মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারে; কিংবা যাহা শোনে বা পড়ে তাহা লিখিতে পারে।

৫—বাগ্‌যন্ত্র (জ) বিকৃত হইলে তৃতীয় অবস্থা ঘটে। অর্থাৎ রোগী কথা শুনিতে পারে, বুঝিতে পারে, কিন্তু শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না।

মনুষ্যসমাজই ভাষার উৎপাদক ও বিকাশ-ক্ষেত্র।

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি কোন শিশুকে মনুষ্য সমাজের বাহিরে রাখা যায় এবং যদি তাহাকে মনুষ্য-স্বর শুনিবার কোন সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বাক্‌শক্তির কখনই উন্মেষ হইবে না, অর্থাৎ সে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে শিখিবে না। যে কখনও লেখে নাই, তাহার মস্তিষ্কে লিখিবার স্নায়ুকেন্দ্র পরিস্ফুট হয় না। তদ্রূপ যে কখনও কথা বলে নাই, তাহার মস্তিষ্কে শাব্দিক স্নায়ুকেন্দ্র উদ্ভূত হয় না।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা শব্দোচ্চারণ করিবার শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা। কিন্তু বাগ-

যন্ত্রের কার্য্য হইলেই শিশু যে অর্থ-জ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ কথা কহিতে পারিবে, তাহা নয়। কথা কহিবার জন্য কতকগুলি মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন।

বাক্‌শক্তির মনোবিজ্ঞান সম্মতব্যাখ্যা।

সদ্যোজাত সকল শিশুই বধির। সেই জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত শব্দোচ্চারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা প্রথমতঃ যে সকল অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর "ডাকের" ন্যায় প্রত্যাবর্ত্তক-ক্রিয়াসঞ্জাত। তাহারা যে শব্দ করে, তাহা তাহারা শুনিতে পায় না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের কোন মানসিক ধারণা হয় না। অনুকরণ-বৃত্তি বশতঃ তাহারা যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে, তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া এখনও তাহাদের মনে অঙ্কিত হয় নাই। শব্দের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।

শিশুর প্রাথমিক শব্দগুলি উপস্থিত ঘটনা-

প্রথমতঃ, শব্দের সহিত শিশুর উপস্থিত জীবনের ঘটনাবলীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ ঘটনা তাহারা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। শব্দ গুলি যেমন

সম্পৃক্ত ও নিদর্শনাত্মক

শিশু-জীবনের উপস্থিত ঘটনার নিদর্শক-স্বরূপ, তদ্রূপ শিশুর অনুভূতিরও নিদর্শক। শিশু যে সকল শারীরিক অভাব অনুভব করে, তাহা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। কিন্তু অনুভূতির সহিত জ্ঞানবৃত্তি বিশেষ-রূপে সম্পৃক্ত আছে। সেই জন্য শব্দ যে তাহার অনুভূতির ও চিন্তার নিদর্শক, তাহা ক্রমশঃ তাহারা উপলব্ধি করে।

"শব্দের" নিদর্শনাত্মক ভাব, ক্রমশঃ "বর্ণনাত্মক" ভাবে পরিণত হয়

ক্রমশঃ, শব্দের "নিদর্শনাত্মক" ভাব, "বর্ণনাত্মক" ভাবে পরিণত হয়। শিশু যখন কোন একটী বিষয় সম্বন্ধে দুইটি "নিদর্শনাত্মক" শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করিতে পারে, তখনই শব্দ গুলি বর্ণনাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ইহা "ভাষার" প্রথমাবস্থা। যখন শিশু বলে "কুকু ভেউ ভেউ" তখন শিশু কুকুর সম্বন্ধে দুইটি নিদর্শনাত্মক শব্দ "কুকু" এবং "ভেউ ভেউ" ব্যবহার করিতেছে। এবং বিচার দ্বারা দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিতেছে। এখন হইতে সে প্রথম বাক্য ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। তাহার বিচার-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, এবং সে "ভাষায়" কথা কহিতে শিখিতেছে। শিশু এই প্রকারে তাহার বাক্‌শক্তি

ব্যবহার করিতে পারিলে সবিশেষ আনন্দ বোধ করে এবং তৎসঙ্গে তাহার বাক্‌শক্তিও উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করে। মাতাপিতা ভাইভগিনীর সহিত আলাপে তাহার ভাষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। শিশুদিগের অনুকরণ-বৃত্তিও এই সময়ে তাহার ভাষার বিস্তৃতি-সাধনে বিশেষরূপে সহায়তা করে।

মনুষ্য-সমাজ ও ভাষার বিস্তার

ভাষার কার্য্যকারিতা

ভাষার সাহায্যে আমরা পরস্পরের সহিত আলাপন করিতে সমর্থ হই। এই আলাপন দ্বারা পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভাষার দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা মানবের চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ হয়। এইরূপ ভাষাকে লিখিত-ভাষা বলে। এই প্রকার ভাষার সাহায্যে আমরা অনুপস্থিত ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে,আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-গণের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইতে, এবং উত্তর-পুরুষ-গণের মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের জন্য উন্নত চিন্তাপ্রণালী সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হই। ভাষার সাহায্যে আমাদের চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনোগত ধারণা বা প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। অতএব ভাষাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে আমাদের চিন্তাও আয়ত্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই রচনার এতই উপকারিতা।

ভাষার সাহায্যেই মানবজাতির মধ্যে সহৃদয়তা স্থাপিত হয়। ভাষাই মানবদিগের মধ্যে সতন্ত্রতার ভাব দূর করে। ভাষার আর একটী উৎকৃষ্ট উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা আমাদের অনুভূতি ও সুরুচিপ্রিয়তা পরিমার্জ্জিত হয়। সুরুচি-পূর্ণ-ভাষা সুরুচি-পূর্ণ চিন্তার বাহ্য পরিচ্ছদ এবং উভয়ই পরস্পরের সহগামী।

শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা চিন্তা করিতে সমর্থ কি না?

এই সমস্যার অন্তর্গত দুইটী প্রশ্ন আছে; প্রথম, সাধারণ চিন্তাকার্য্য শব্দজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবপর কি না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শব্দ না জানিলেও সাধারণ চিন্তা ব্যাপারে কোন বাধা উপস্থিত হয় না; যেমন, সতরঞ্চ খেলিবার সময় কিংবা কোন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য অথবা জ্যামিতিক প্রশ্ন সমাধান করিবার নিমিত্ত শব্দজ্ঞানের প্রয়োজন দেখা যায় না। ঐ সকল চিন্তা ব্যাপারে মানসিক-প্রতিচ্ছায়াই যথেষ্ট। আজন্ম-বধির ও মুক ব্যক্তিরা যে চিন্তা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা বোধ হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্নটী এই যে, শব্দজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের চিন্তার বর্ত্তমান উৎকর্ষ সম্ভবপর ছিল কি না? ইহার উত্তর সহজ নহে। তবে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভাষা মানবজাতির বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে এবং ভাষার অবর্ত্তমানতায় মানবীয় অভিজ্ঞতা যে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিত না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

আত্ম-প্রকাশ ও বিকাশ-সাধন।

(Self-expression and development.)

ভাব-প্রকাশ।

"Expression is the best impression."

"ভাব-প্রকাশ না হইলে ধারণা ফলবতী হয় না". এই সূত্রটী শরীর ও মনোবিজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব। বাহ্য জগৎ সর্ব্বদাই আমাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ-সাধন হইলেই বিকাশ সম্ভবপর। নিষ্ক্রিয়ভাবে বাহ্যজগৎ হইতে শক্তি-গ্রহণে কোন উপকার নাই; কেবল জ্ঞানবৃত্তির ও ভাববৃত্তির কার্য্য হইলেই যথেষ্ট হইবে না। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে।

জ্ঞানের প্রয়োগ

জ্ঞান-গ্রহণ অপেক্ষা জ্ঞানের প্রয়োগ অধিকতর আয়াস-সাধ্য। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ভাব-প্রকাশেরও অনুশীলন আবশ্যক। অল্প লোকেই নিজ অনুভূতি ও চিন্তার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে। মন শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম;

এই হেতু স্থূল শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্ম মানসিক ক্রিয়া সহজে প্রকাশিত হইতে পারে না।

ভাব-প্রকাশের মানসিক উপকারিতা।

ভাবপ্রকাশের অনুশীলন দ্বারা যে কেবল ভাব-প্রকাশ-শক্তির উন্নতি হয়, তাহাই নহে। ইহার মানসিক উপকারিতাও আছে। ভাবপ্রকাশের দ্বারা ধারণাগুলি স্পষ্ট হয় এবং নানা ধারণার সহিত নানা প্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা যে যে ধারণা লইয়া প্রথম পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, লিখিতে লিখিতে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহার ধারণাগুলির পুষ্টি-সাধন করে। অধ্যয়ন অপেক্ষা অধ্যাপনা দ্বারা মনের ভাব দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়। কেবল সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষা তাহার কার্য্যতঃ প্রয়োগ আমাদিগের সমবেক্ষণ-মণ্ডলের পুষ্টি-সাধনে অধিকতর সহায়তা করে।

ভাবপ্রকাশের সামাজিক উপকারিতা।

সদভিপ্রায়-বিশিষ্ট অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা আপেক্ষিক বিরল। প্রতিজ্ঞা-করণে নৈতিকশক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না; প্রতিজ্ঞা-পালনেই নৈতিক-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মনোগত প্রতিজ্ঞা, বাক্যে প্রকাশিত হইলে তাহার লঙ্ঘনের আশঙ্কা অল্প।

জ্ঞানবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনই একসময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি যে সাংসারিক কার্য্যে পারদর্শী হইবে, ইহা কেহই সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না। আজকাল এ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা কোন সাংসারিক উপকার না হয়, তাহা হইলে সমাজ তাঁহার শিক্ষাকে মূল্যবান মনে করেন না। সমাজ হইতে লোককে বিচ্ছিন্ন করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। যদি রসায়ন, উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পৃথিবীর কোনও উপকার না করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যা শিক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজের সেবা করিতে করিতে আমরা সামাজিকতার মূল্য বুঝিতে পারি। সামাজিকতা হইতে সার্ব্বজনীন প্রেমের উৎপত্তি হয়।

ভাবপ্রকাশের নৈতিক উপকারিতা:

অতীত-কালে বালকদিগের ভাব-প্রকাশের অনেক সুবিধা ছিল। প্রত্যেক গৃহেই ব্যবসায় ও শিল্পাদি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। গৃহ-নির্ম্মাণের উপাদান-সমূহ, কৃষি-কার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ও গৃহের আসবাব সকল দেশীয় কাষ্ঠ হইতে নির্ম্মিত হইত। পরিচ্ছদাদি গৃহেই প্রস্তুত হইত।

অতীত কালে ভাব-প্রকাশের অধিক সুযোগ ছিল।

খাদ্যদ্রব্যাদিও দেশে উৎপন্ন হইত। পরিবার-বর্গের সমবেত চেষ্টায় পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত এবং প্রত্যেক বালক বালিকা এই ব্যাপারে যোগদান করিত। সেদিন অতীত হইয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তিই আজকাল সহরে বাস করিতে ভালবাসে। গৃহের সকল ব্যবহার্য্য বস্তুই প্রায় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত পাওয়া যায়। বালকদিগের কোন প্রকার হস্তশিল্প শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না।

গৃহের অভাব বিদ্যালয়ে পূরণ করিতে হইবে।

দেশের এই অবস্থার জন্য কাহারও দোষ নাই; ইহা সামাজিক ও ব্যবহারিক শ্রম-বিভাগের ফল। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজের এই অবস্থান্তর-বশতঃ, চরিত্র-গঠনের একটি অতি কল্যাণকর উপায় হইতে গৃহ বঞ্চিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ইহার ক্ষতি-পূরণ না হইলে উন্নত শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা কোন ফললাভ হইবে না।

আধুনিক শিক্ষায় এই অভাব পূরণের চেষ্টা।

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে এই অভাব-পূরণের অনেক চেষ্টা হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে যদি কোন বালক ছুরি দিয়া যথেচ্ছভাবে কাঠ কাটিবার সময় ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। আজকাল বিদ্যালয়ে কাঠের-

কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোন বালককে ছবি আঁকিতে দেখা যাইলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হইত। আজকাল অঙ্কন-বিদ্যা, মনোভাব প্রকাশের অতি উত্তম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে এবং উহার শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ব্বে সঙ্গীত-বিদ্যা-শিক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। আজকাল সংগীত-বিদ্যা, বিদ্যালয়ের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে, কেহ খেলা করিলে তাহা সময়ের অপব্যবহার বলিয়া মনে করা হইত। আজকাল খেলাই শিক্ষার একটি বিশেষ উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে বালক-দিগের মধ্যে নাট্যাভিনয় প্রায় দেখা যাইত না। এখন বিদ্যালয়ের কার্য্য-তালিকার মধ্যে ইহা স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে, বালকেরা যদি পরস্পরের সহিত আলাপন করিত, তাহা হইলে ইহা একটি বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন একত্র কার্য্য করিবার যথেষ্ট আয়োজন করা হয়। ইহা দ্বারা বালকেরা সামাজিক গুণ লাভ করে। পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের গৃহে সুরুচির বা সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই

দেখা যাইত না। আজকাল ঐ সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হয়।

কিন্তু আদর্শ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প।

দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা দুই একটী আদর্শ-বিদ্যালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে শিল্পকর্ম্ম এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এখনও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ব্যঙ্গ-প্রতিকৃতি অঙ্কন করা ব্যতীত চিত্র-বিদ্যার অন্য কোন প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংগীত-বিদ্যায় অনেক শিক্ষক অনভিজ্ঞ। এখনও সকলে ক্রীড়ার সম্যক্ অনুমোদন করেন না। অনেক বিদ্যালয়ে গৃহগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিবার কোন-প্রকার সহায়তা করে না। তবে উন্নতির দিকে যে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, ইহা আশার বিষয়।

ভাবপ্রকাশ চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, চরিত্র-গঠনে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। চরিত্রের দুইটী অবস্থা আছে, ১ম, কর্ত্তৃ-সম্বন্ধীয় ২য়, সমাজ-সম্বন্ধীয়। কর্ত্তৃ-সম্বন্ধীয় চরিত্র দ্বারা ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বুঝায়। সমাজ-সম্বন্ধীয় চরিত্রদ্বারা

আমরা কি করি, তাহাই প্রদর্শিত হয়। প্রথম অবস্থা দ্বারা ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি লক্ষিত হয়; দ্বিতীয় অবস্থা দ্বারা ব্যক্তিগত প্রকৃতির বাহ্য অভিব্যক্তি হয়। আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি কি, তাহা আমাদের ব্যবহারেই জানিতে পারা যায়।

চরিত্র-গঠনের উপাদান চিন্তা ও কার্য্য।

চরিত্র একদিনেই গঠিত হয় না। ইহা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। আমাদের চিন্তা ও কার্য্য, চরিত্র-গঠনের উপাদান। অতএব চরিত্র গঠন করিতে হইলে উপরি-উক্ত দুইটী উপাদানের উপরিই লক্ষ রাখিতে হইবে। প্রথমটীর অবহেলা করিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে না; কারণ, হৃদয়ের ভাবই কার্য্যে অভিব্যক্ত হইবে। দুষ্ট বৃক্ষ হইতে মিষ্ট ফল লাভ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয় উপাদানটী স্মরণ করিয়া না রাখিলে চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং জীবন অনুর্ব্বর হইয়া উঠে। হৃদয়ে যদিও উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ধারণা, কল্যাণকর আবেগ ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়, তথাপি উল্লিখিত

মানসিক অবস্থা উপযুক্ত কার্য্যে পরিণত করা সর্ব্বথা আবশ্যক। কার্য্য দ্বারা সদভ্যাস গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। সদভ্যাস হইতে সচ্চরিত্র উদ্ভূত হয়। চরিত্রের মানসিক উপাদান—চিন্তা ও অনুভূতি,—যেমন দৃঢ় হইতে থাকে, চরিত্রগত ব্যবহারও যেন সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নানা উপকার-সাধনে সমর্থ হয়।

উপসংহার।

শিক্ষাদান সময়ে আমাদিগের তিনটী ব্যবহারিক সূত্র স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা প্রণালীর তিনটি ব্যব-হারিক সূত্র।

১ম, প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-দান আবশ্যক।

২য়, কেবল শিক্ষাদানই যথেষ্ট নহে; শিশুরা কি প্রকারে আপনা আপনি শিক্ষা করিতে পারে, তাহার পথ দেখান উচিত।

৩য়, সকলের পক্ষে একই প্রকার শিক্ষা প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চসোপান প্রণালীর ব্যবহার।

"কার্য্যই" শিক্ষার উদ্দেশ্য, এই সূত্রটী স্মরণ রাখিয়া পঞ্চ-সোপান-প্রণালীর প্রত্যেক সোপানের যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে। কেবল কতকগুলি 'ধারণা' সংগ্রহ করাই সমবেক্ষণ-মণ্ডলের কার্য্য নহে। কার্য্য প্রবর্ত্তিত করাই তাহার উদ্দেশ্য।

'প্রস্তুতীকরণ' সোপানে যদি কার্য্য করিবার সূচনা থাকে, তাহা হইলেই তাহার কার্য্যকারিতা আছে, অন্যথা নহে।

পঞ্চ সোপান-প্রণালীর ব্যবহার

"কি করিতে হইবে" এই সম্পাদ্যটী প্রথম সোপানে বলিয়া দেওয়া উচিত। ২য় সোপানে, কি উপায়ে ঐ সম্পাদ্যটী পূরণ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

"প্রয়োগ"-সোপানে কার্য্য করা বিধেয়। বিদ্যালয়ের সকল উপদেশই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইবে, এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। সম্ভবপর হইলে অধিকতর ফলোপধায়ক হইত। যাহা হউক প্রত্যেক পাঠই যেন "কি করিতে হইবে" এই প্রশ্ন লইয়া আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেক পাঠ দ্বারাই যেন বালকেরা "কি করিতে হইবে" শিক্ষা পায়। হইতে পারে, সেই কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে। শিশুরা যেন প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকে জীবনের নানাপ্রকার সমস্যা-পূরণ করিতে হইবে এবং কি প্রকারে পূরণ করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। নানা কারণে শিক্ষার এই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্যোদ্দীপনা ও কার্য্যের মধ্যে যে অন্তর আছে, তন্মধ্যেই চিন্তা-কার্য্য সাধিত হয়। শিশুদিগের ও ইতর প্রাণীদিগের

মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়েই 'না ভাবিয়া' কার্য্য করে। শিক্ষাদ্বারা শিশুগণ চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হয়; কিন্তু অনেক সময়ে তাহারা কার্য্য-সাধনের উপায় চিন্তা না করিয়া "চিন্তার জন্যই" চিন্তা করে। তাহারা চিন্তার জন্য "সমুচিত সময়" ক্ষেপণ না করিয়া চিরকাল চিন্তা করিয়াই সময় অতিবাহিত করে। তাহাদের চিন্তা আর কার্য্যে পরিণত হয় না। এরূপ করা উচিত নহে।

শিশুদিগের ও ইতরপ্রাণী দিগের মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ নাই।

পরিশিষ্ট।

প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান।

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ"

ইহাই নীতি, শাস্ত্রকার বলিয়াছেন।

পূর্ব্বজন্ম ও পুরুষকার।

ইহ-জীবনে বিদ্যা ও ধন অর্জ্জনে যাঁহার আকাঙ্ক্ষা,—পূর্ব্বজন্মের বিচার না করিয়া পুরুষকার প্রয়োগ তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বজন্মের বিচারে অল্পমতি বালকের পুরুষকারে শৈথিল্য না হয়, এই কারণে মনোবিজ্ঞান-বিষয়ে প্রতীচ্য পণ্ডিত-গণের মতই এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ মনোবিজ্ঞান-বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম বলিতেছি।

নৈয়ায়িক-গণের মত।

আমাদের নৈয়ায়িকগণের মত এই, যতপ্রাণী তত আত্মা, তত মন; জ্ঞান এই আত্মাতেই হইয়া থাকে। জ্ঞান-উৎপাদনে মন প্রধান সহায়।

মনের স্থান ও "পুরীতৎ" শিরা।

মস্তিষ্কে যে সকল শিরা বা নাড়ী আছে, তন্মধ্যে যে একটী শিরায় "ত্বক্" নাই, সেই শিরার নাম

"পুরীতৎ"। মন যখন সেই শিরায় থাকে, তখন জ্ঞান থাকে না, তখন সুষুপ্তি হইয়া থাকে। সেই শিরা ত্যাগ করিলে মন জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে।

মনের দ্বিবিধ অবস্থা—সুষুপ্তি ও জ্ঞান।

জ্ঞান দ্বিবিধ,—স্মৃতি ও অনুভব। যে বিষয়ের অনুভব পূর্ব্বে হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের একটা সংস্কার আত্মায় থাকে; মন "উদ্বোধক" সহযোগে সেই সংস্কার দ্বারা স্মৃতি উৎপাদন করে। এসময় মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত থাকে না। তখন তাহার স্থান পৃথক্ শিরা।

জ্ঞান দ্বিবিধ।

১ম, স্মৃতি।

অনুভব চার প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। বাহ্য বিষয়ের সহিত বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হইলে, বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা এবং ত্বক্ এই পাঁচটী বাহ্য ইন্দ্রিয়। চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও চক্ষুর সম্মুখে কেহ আসিলেও আমরা যখন অন্য চিন্তায় গাঢ়মগ্ন, তখন তাহাকে দেখিতে পাই না। কেন পাই না?—তখন মন চক্ষুর সহিত সংযুক্ত নহে। দেখিবার সময়, মন, যে ইন্দ্রিয় দেখিবার সহায় (চক্ষুঃ), মস্তিষ্কের তৎসম্পৃক্ত কোন শিরা-

২য়, অনুভব,—চারপ্রকার।

(ক) প্রত্যক্ষ অনুভব।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বাহ্য প্রত্যক্ষ-অনুভব কি প্রকারে সংঘটিত হয়?

পথে, সেই ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। এইরূপ অপর অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ-পথ বা শিরা পৃথক্ পৃথক্। অন্নপানাদি দ্বারা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের স্থিতি ও পুষ্টি ঐ শিরা দ্বারাই হয়। সেই শিরা না থাকিলে পথের অভাবে মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে না। চক্ষুঃ-শিরার অভাবে চক্ষের কার্য্য বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ও বিভিন্ন শিরামুখে অবস্থিত। যখন তদ্গত-চিত্তে কোন রূপ দর্শন করা যায়, তখন কেহ ডাকিলেও— সেই শব্দ আমার নিকটস্থ অন্য কোন ব্যক্তির কর্ণ-গোচর হইলেও আমি সেই ডাক শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, কর্ণ-ইন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় যে শিরা-মুখে অবস্থিত, মন তখন সে শিরাতে প্রবেশই করে নাই। মন তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের শিরাপথে গিয়া সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। অতএব বাহ্য-বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে হইলেও মনের সাহায্য আবশ্যক। ক্ষুদ্র মন তড়িদ্বেগে প্রয়োজন-মত অনেক শিরাতে সঞ্চরণ করিতে পারে।

প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বিবিধ, বাহ্য ও মানস।

নিজ সুখ দুঃখ ইত্যাদি অনুভব কেবল মনের দ্বারাই হয়। তখন মন বাহ্যেন্দ্রিয়-যোজক শিরাতে

থাকে না,—অন্য স্থানে থাকে। নিজ সুখ দুঃখাদির অনুভব মানস-প্রত্যক্ষ। অতএব, লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—বাহ্য ও মানস। এতদ্ভিন্ন অলৌকিক প্রত্যক্ষ আছে।

বাহ্য-প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকার।

বাহ্য-প্রত্যক্ষ পাঁচ প্রকারঃ—চাক্ষুষ (চক্ষুঃ-ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা হয়), শ্রাবণ (কর্ণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়), ঘ্রাণজ (নাসিকা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়), রাসন (রসনা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়) ও ত্বাচ (ত্বক্-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়)। ত্বাচের নামান্তর স্পার্শন।

(খ) "অনুমিতি" অনুভব।

হেতু পর্য্যালোচনা না করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমিতি;—কোন ব্যক্তি গৃহের মধ্যে আছে; বাহির হইতে তাহার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সেই ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অবস্থিত; না দেখিয়া, স্পর্শ না করিয়া এই যে বাহ্য দ্রব্যের জ্ঞান, ইহা অনুমিতি। সাদৃশ্য-মূলক-জ্ঞান উপমিতি, এবং বাক্যাবলী হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই শাব্দবোধ বা শাব্দিক-অনুভব।

(গ) "উপমিতি" অনুভব ও (ঘ) শাব্দিক অনুভব।

মন, ইন্দ্রিয় ও আত্মা।

মন ব্যতীত কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব পৃথক্ মন মানিতে হয়। ইন্দ্রিয়, স্থূল-দেহের

মন স্থূল-দেহের অংশ নহে।

অংশ, ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন স্থূল-দেহের অংশ নহে; উহা পৃথক্। মন আত্মার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী। এই মনকে তেমন ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে যোগসিদ্ধি হয়। তাহার ফলে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই মনকে বিপরীত ভাবে পরিচালিত করিলে ঘোর অধোগতি। মন—ইন্দ্রিয়ের পরিচালক-যন্ত্র। মনের পরিচালক আত্মা,—যন্ত্রী।

অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

"ইচ্ছা" মনকে পরিচালিত করে। "সংস্কার" ইচ্ছার হেতু। সংস্কার দ্বিবিধ, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ও ইহ-জন্মার্জ্জিত। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার বা স্বভাব বা সহজজ্ঞান।

প্রাণী নিজ ইচ্ছানুসারে মনকে পরিচালিত করে। ইচ্ছার হেতু, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং ইহ-জন্মার্জ্জিত সংস্কার। [illegible] দয়া দাক্ষিণ্য, জ্ঞানসঞ্চয়ের-প্রবৃত্তি, সদাচরণ ও একনিষ্ঠা পরজন্মে মনের উৎকর্ষ-সাধনের সবিশেষ কারণ। ব্যক্তি-বিশেষের স্বভাব বা সহজজ্ঞান বলিয়া প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ অনেক স্থলে যাহার স্বরূপ প্রকাশ করেন, আমাদের নৈয়ায়িকগণ অনেক স্থলে তাহাকেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া থাকেন। কাজেই পুরুষকার দৈববশতঃ ইহজন্মে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও পরজন্মে তাহার সংস্কার থাকে; সুতরাং উৎকৃষ্ট বিষয়ে পুরুষকার অবলম্বন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ইহজন্মে সংস্কার অর্জ্জনের উপায়,—শিক্ষা, আহার, অভ্যাস এবং আচার। শিক্ষা ত্রিবিধ,—মাতৃ-মূলক, আদর্শ-মূলক ও উপদেশ-মূলক। গর্ভাবস্থায় মাতার প্রতি যে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহা ১ম; আদর্শ-মূলক শিক্ষা, জাতকের অতি শৈশব হইতেই হয়; উপদেশ-মূলক শিক্ষা, শিশুর জ্ঞান-বৃদ্ধি হইবার পরে হইয়া থাকে।

ইহ-জন্মার্জ্জিত সংস্কার বা পুরুষকার অর্জ্জনের উপায়। ১ম, শিক্ষা।

আহার-বিশেষে মস্তিষ্ক উত্তেজিত বা স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে বায়ু উষ্ণ ও শীতকালে শীতল হয়, সেইরূপ মনও উষ্ণ-মস্তিষ্কস্পর্শে উষ্ণ ও শীত-স্পর্শে শীতল হইয়া থাকে। জাগতিক, সামাজিক ও পারিবারিক শান্তির জন্য মনকে শীতল রাখা উচিত। তদুপযোগী আহারের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রে আছে।

২য়, আহার।

একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনাই অভ্যাস। এই অভ্যাস ব্যতীত শিক্ষার ফল হয় না। সৎশিক্ষা, তাহার উপযোগী আহার এবং অনুরূপ অভ্যাস হইতে মন উন্নত হয়।

৩য়, অভ্যাস।

উন্নত মনকে সেইভাবে রাখিতে হইলে আচার রক্ষা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ আচরণ হইলে শিক্ষা প্রভৃতির ফল ক্রমেই বিনষ্ট হয়।

৪র্থ, আচার।

একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা।

মনের একাগ্রতা-সাধনই ফল-সিদ্ধির উপায়। ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম যাহাই কেন অর্জ্জন করা যাউক না, মনকে সেই সেই বিষয়ে একনিষ্ঠ করিতে হইবে।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ও ইহজন্মার্জ্জিত সংস্কারের সহযোগিতায় একনিষ্ঠতা সম্পন্ন হয়।

যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও ইহজন্মার্জ্জিত সংস্কার একপথে পরিচালিত, তাহার একনিষ্ঠতা অচিরেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্নপথে পরিচালিত হইলে, যে সংস্কারের বল অধিক, তদনুসারে ফল হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা। সাধারণতঃ, কোন ফলই হয় না।

আমাদের বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, বংশগত।

বাহ্য-ইন্দ্রিয় দেহেরই এক একটী অংশ; দেহ, শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং পিতা ও মাতার যে বাহ্য-ইন্দ্রিয়-ঘটিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আছে, তাহা সন্তানেও ঘটিতে পারে। এই উৎকর্ষ অপকর্ষ ক্বচিৎ স্পষ্ট, ক্বচিৎ বা অস্পষ্ট।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ ও শিক্ষার ফল।

শিক্ষার ফল এই উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে অনেক স্থলে হয়। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বলবৎ থাকিলে পৈতৃক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিষ্ফল হইয়া যায়।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের প্রভাব।

এইজন্য দুই যমজ ভ্রাতার বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে এবং অন্যান্য বিষয়েও অনেক স্থলেই যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

অদৃষ্ট।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ব্যতীত আরও কিছু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত আছে, তাহা কেবল মানসিক ব্যাপার নহে। জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারই তাহার ফলে হইয়া থাকে। তাহার নাম "অদৃষ্ট।" অদৃষ্ট, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন সকলই আত্মার। মনের সাহায্যে আত্মা, সুখদুঃখাদি অনুভব ও লাভ করে।

অদৃষ্ট ও জন্মগ্রহণ।

সুখ, দুঃখ, আত্মার।

বংশানুবর্ত্তন ও শিক্ষা-প্রভাব।

যে যেরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তদনুরূপ সঙ্গ, উপদেশ, আহার, অভ্যাস এবং আচারে, বংশের উপযুক্ত জ্ঞানলাভ উৎকৃষ্টরূপে তাহার হইয়া থাকে। তদপেক্ষা উন্নতজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইলে, মাতৃগর্ভ হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা ও "সৎসঙ্গ" সম্পাদন করা উচিত। গর্ভাবস্থায় মাতা যে ভাবে অনুপ্রাণিত হ'ন, সন্তানে সেই ভাব প্রকট হইতে পারে। তবে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যদি সম্পূর্ণ বাধক হয়, তাহা হইলে এইরূপ ঘটে না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষার অনুকূল হওয়া উচিত।

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই, বালকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাতে তাহার অনুকূল হয় এবং ক্রমে সৎসঙ্গ হয়, তাহার উপায় করা উচিত।

এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে গর্ভাবস্থা হইতে বাল্য-জীবন পর্য্যন্ত কতকগুলি "সংস্কারের" ব্যবস্থা আছে। তাহার পর উপদেশ-গ্রহণে একটু সামর্থ্য হইলেই দ্বিজাতির ব্রহ্মচর্য্য। অন্য জাতির পক্ষে তাঁহার আদর্শশিক্ষা ও শিল্পাদিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

ব্রহ্মচর্য্য ও একাগ্রতা।

ব্রহ্মচর্য্যের ফলে মনের বল হয়। বলে একাগ্রতা হয়। অভ্যাস, আহার-শুদ্ধি ও আচার-শু[illegible] ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গী। একাগ্রতা বা একনিষ্ঠা[illegible] কার্য্য-সিদ্ধির প্রধান উপায়, ইহা পুনঃপুনঃ স্মরণীয়।

একাগ্রতা কার্য্য-সিদ্ধির সহায়।

একাগ্রতা ও মনের উন্নততর কার্য্য, যোগ।

মনের একনিষ্ঠা হইলে মনকে উন্নততর কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। সেই উন্নততর কার্য্য, যোগ। জগতে এমন অলৌকিক বিষয় আছে, যাহ[illegible] সাধারণ-দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। যোগসি[illegible] হইলে সেই সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়; ই[illegible] যোগজ-প্রত্যক্ষ। যোগের সহিত সাধারণের সে[illegible] সম্বন্ধ না থাকাতে ইহা অলৌকিক-প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত। কেহ বলেন, ইহা মানস-প্রত্যক্ষেরই একটা উৎকৃষ্ট অবস্থা। পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত তাহা নহে। সে সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ দুইভাগে বিভক্ত হই-

যোগজ-প্রত্যক্ষ বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

য়াছে, লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক-প্রত্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার, অলৌকিক-প্রত্যক্ষ তদতিরিক্ত; যোগজ-প্রত্যক্ষ সেই অলৌকিকেরই অন্তর্গত।

লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ।

মস্তিষ্কে যে স্নায়ুমণ্ডল আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি শিরায় মনকে প্রবেশ করাইতে পারিলে যোগমার্গে ক্রমিক উন্নতি লাভ হয়। ইন্দ্রিয়-যোজক শিরাসমূহে মনের যেমন তড়িদ্বেগে গতি, পূর্ব্বোল্লিখিত "পুরীতৎ" শিরায় গতি সেরূপ নহে; "চিত্রিণী" প্রভৃতি যোগবহা-শিরায় প্রবেশ তদপেক্ষা আয়াস ও কৌশলসাধ্য। এই কৌশল-শিক্ষাই প্রাথমিক যোগ-সাধনা। মনের স্বরূপ ও উৎকর্ষা-পকর্ষের হেতু জানিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে মানুষ দেবতা হইতে পারে, ঈশ্বর-স্বরূপ হইতে পারে। আবার তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল বিপথে চলিলে নরকের কীট, এমন কি ক্রমে অধঃপতিত হইয়া বৃক্ষলতা বা তৃণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। পাপ-চিন্তাবহা শিরায় মনের গাঢ় নিবিষ্ট হওয়াই বিপথ-গমন।

যোগ-সাধনা।

যোগ-সাধনা ও পাপ চিন্তার ফল।

বৈদান্তিক-মত।

বৈদান্তিক মতে আত্মা এক, সুখ দুঃখাদি রহিত।

বৈদান্তিক-গণ যত প্রাণী তত আত্মা বলেন না। তাঁহাদিগের মতে আত্মা এক। যত প্রাণী, তত মন; মনের জন্য এক আত্মাই নানাভাবে প্রতিভাত। শুদ্ধ আত্মায়—ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি নাই। মনের সম্পর্কেই সুখ দুঃখ ইত্যাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কার বা অদৃষ্ট ও ঐ মন সম্পর্কবশতই আত্মার গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইন্দ্রিয় স্থূল নহে, মৃত্যুর পরও থাকে।

ইন্দ্রিয়গণও স্থূল-দেহের অংশ নহে। মৃত্যুর পরেও সেই ইন্দ্রিয় ও মন থাকে। তাহার সম্মিলনেই একমেবাদ্বিতীয়ং আত্মা সুখ দুঃখ ভোগের আশ্রয়। এ ভোগ আত্মার বাস্তবিক নহে। অজ্ঞান—এই মনঃসঙ্গের হেতু। মনেরই সহায়তায় এই অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে হয়।

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিকের মধ্যে মতভেদ নাই।

বেদান্তমতের মনোবিজ্ঞান, সন্ন্যাসীর আদরণীয়; সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার, অদৃষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে নৈয়ায়িক মতের সহিত বেদান্ত-মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

পরিশিষ্ট (খ)

ওয়েবার-ফেক্‌নারের উদ্দীপনা-অনুভূতি সম্বন্ধীয় নিয়ম।

উদ্দীপনার মাত্রা যে অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাত্রা তদনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। উহা উপস্থিত ও পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্দীপনার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বর্দ্ধিত করিতে হইলে, উদ্দীপনাকে তদনুপাতে অধিকতর মাত্রায় বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ফেক্‌নার বহু পরীক্ষার ফলে ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সমান্তর শ্রেঢ়ীতে (Arithmetical Progression) বর্দ্ধিত করিতে হইলে উদ্দীপনাকে সমগুণ শ্রেঢ়ীতে (Geometrical Progression) বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

সমাপ্ত।